১২শ ভাগ] আশ্বিন—১৩৩৩। [১ম সংখ্যা।

রবিউস্‌সানি—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা

আঞ্জুমান-পুস্তকালয়

১ নং মারকুইস লেন,
কলিকাতা।

কোরাণের মহাশিক্ষা।

কোরাণের মহাশিক্ষায় কোরাণের মূল আয়াত খোলাসা তফসির বহু সারগ-র্ভনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ভাষা বিশুদ্ধ—সরল এবং মধুর মূল্য ৵০, ৩ খানা ৸৵০।

ছেয়ানাতুল মোমেনিন।

হানাফীদিগের ধোকার দায় হইতে মোহাম্মদী আহলে হাদিস জমাতকে রক্ষাকরণ মহদোদ্দেশ্যেই আহলে হাদিস পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী বাবর আলী সাহেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ৷৷০, ২য় খণ্ড ৷৷০ আনা।

মছাএলে জরুরিয়া।

মছায়েলে জরুরিয়া কেতাব ঘরে থাকিলে আবশ্যকীয় মছলা মছায়েল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোন আলেমের নিকট দৌড়িতে হইবে না। মোছলমান মাত্রেরই এই কেতাব এক এক খানা কাছে রাখা দরকার। মূল্য ১ম খণ্ড ৷৵০ আনা। ২য় খণ্ড ৷৵০।

সামছু মোহাম্মদী।

মরহুম মৌলবী আতাউল্লা (বীরভূমী) সাহেব প্রণীত। মোকাল্লেদগণের তকলিদিরূপ অন্ধবিশ্বাস জাল ছিন্ন করতঃ সোন্নতের উজ্জ্বল আলোক প্রদর্শন করাইতে সরল দোভাষী বাঙ্গালায় রচিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ধোকা ভঞ্জন।

বর্দ্ধমান—কুলগুনা নিবাসী মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ সাহেব প্রণীত। ইহাতে হানফী মোঃ জৈনুদ্দিন লিখিত রফাদায়েন নামক পুস্তকের অকাট্য প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

বিজ্ঞাপন

নিম্নলিখিত কেতাবগুলি আমার নিকট পত্র লিখিলে সুলভ মূল্যে ভি পি ডাকে পাঠাইয়া থাকি যথাঃ—মছাএলে জরুরিয়া ১ম খণ্ড ৷৷৵০, ২য় খণ্ড ৷৷৵০ বঙ্গানুবাদ আমপারা ।৵০, বঙ্গানুবাদ খোতবা ৵০, বঙ্গানুবাদ কোরাণ শরিফ উত্তম কাগজ ১০৲ টাকা।

মোহাম্মদ আব্বাছ আলি, গ্রাম চণ্ডিপুর, পোষ্ট দক্ষিণ চাতরা,
জেলা গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা
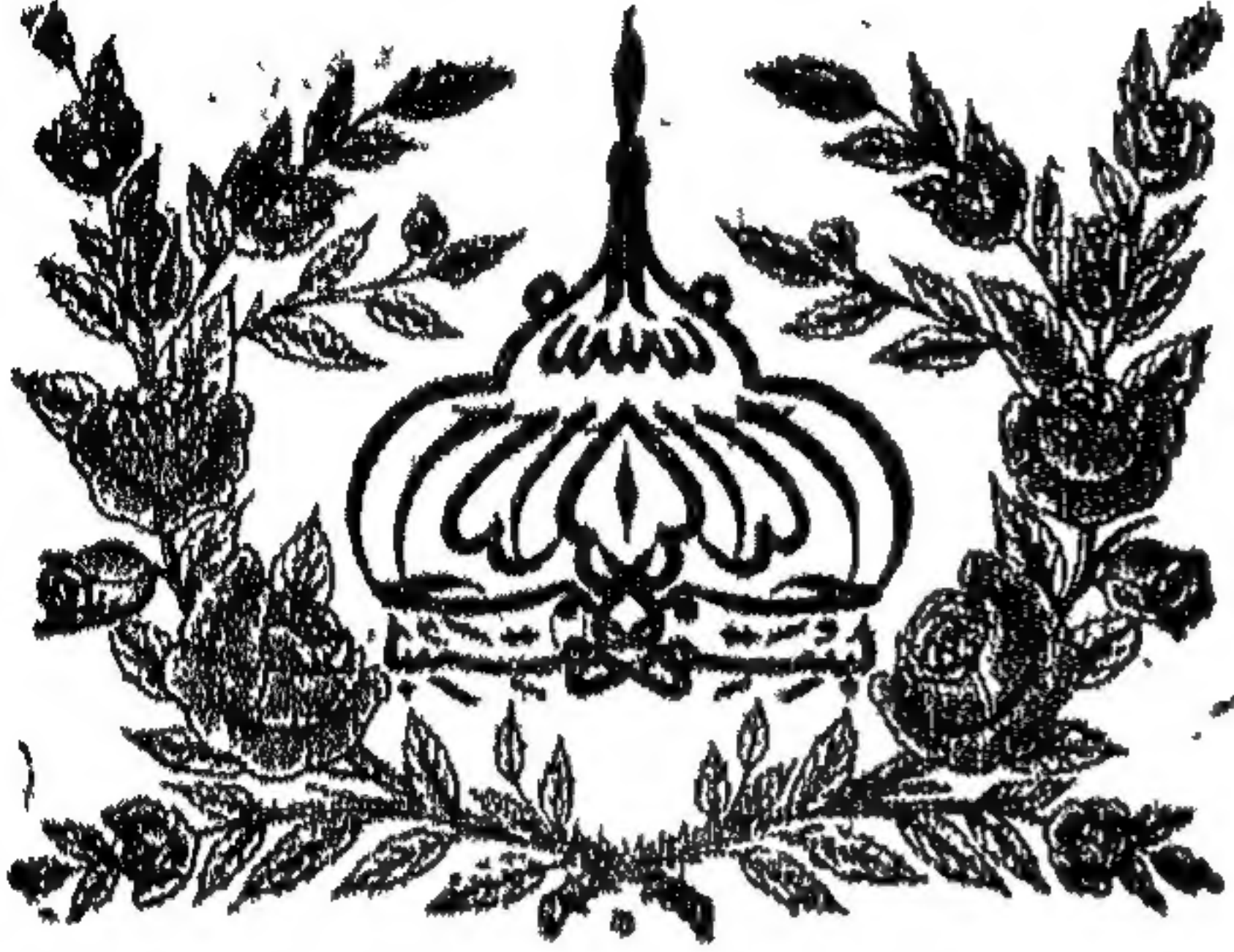
সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ। | রবিউস্‌সানি—১৩৪৫ হিঃ
আশ্বিন—১৩৩৩ সাল। | ১ম সংখ্যা।

কোর্‌-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা বাকার, ২য় পারা,—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

فِي الْقَتْلَى ـ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى

بِالْأُنْثَى ـ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ - ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ -
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"ওহে যাহারা মুমেন (ধর্মবিশ্বাসী) হইয়াছ, হত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তোমাদের উপর কেছাছ (খুনের বদলে খুন করা) লিখিত হইয়াছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের (গোলামের) বদলে দাস, স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক (নিহত হইবে)। অতঃপর যে ব্যক্তিকে তাহার (নিহত) ভায়ের তরফ হইতে কিছু মাফ করা হয় (তবে মাফকারীকে) সরল ভাবে তাহার (হত্যাকারীর) পশ্চাৎ অনুসরণ করা এবং (ঐ হত্যাকারী ব্যক্তির পক্ষে) সদ্ভাবে (সেই খুনের মূল্য) আদায় করিয়া দেওয়া (বিধি); ইহাই তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে লঘু (ব্যবস্থা) এবং দয়া (করা হইল); ইহার পর যে ব্যক্তি (এই আইনের) সীমা লঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য ক্লেশকর শাস্তি। এবং তোমাদের জন্য এই কেছাছ অর্থাৎ খুনের বদলে খুন করাতেই জীবন, হে বুদ্ধিমান লোক সকল; তাহা হইলেই তোমরা রক্ষা পাইবে।"

নববর্ষ।

রহমান ও রহিম আল্লাহ রব্বোল আলামিনের করম ও ফজলে, তাঁহার অপার অনুগ্রহে আহলে হাদিসের এগার বৎসর অতীত হইয়া আজ বারশ বৎসরের শুরু হইল। আজ এই নব বর্ষের নূতন দিনে, আবার নূতন করিয়া আমাদের পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকপাঠিকা ও লেখক—লেখী, দাতা, তকরিরি ও তহরিরি যে কোন প্রকারের সহায়তাকারী; সাধারণ

কত দীর্ঘযামিনী কাঁদিয়া, কত শত নয়নের অশ্রু বরষিয়া, হৃদয়ের কত শত তপ্ত শোণিত দিয়া, লক্ষ বেদনায় ব্যথিত পরাণে অন্তরে যে আশা পুষিয়া আসিয়াছ, যে দোওয়া করিয়াছ আজ তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। আল্লার কৃপায় সেরেক বেদাতের পাহাড়, শক্রর গগনচুম্বী শির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আজ ধূলায় লুটায়ে পড়েছে আজ হেজাজে তোমাদের বিজয় পতাকা উড়েছে। "আল্লাহো আকবর" রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া, "নাছরোম্মিনাল্লাহে অ-ফাতহোন কারিব" বলিয়া সত্যের বিজয়ে সাড়া দাও—বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু প্রার্থিত খোদার এমদাদ নছরত ও ফতহকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সাড়া দাও; সত্যের ডাকে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দাও; তওহিদ ও ছোন্নতের আহ্বানে, ঈমান ও এস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দাও।

ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ـ

"হে প্রভো! আমরা শুনিতে পাইতেছি একজন আহ্বানকারী ঈমানের জন্য আহ্বান করিতেছে—যে তোমার প্রভুর প্রতি ঈমান আন, আমরা সে আহ্বানে কর্ণপাত করিয়া ঈমান গ্রহণ করিলাম"।

আর আমাদের আহলে হদিস পত্রিকা ও আঞ্জমনের কথা,—

"সমাজের প্রতিভাগে, আশঙ্কা অন্তরে জাগে,
মেঘ ঢাকা আলোহীন গগন যেমন
কে জিজ্ঞাসিছে তাদের কার গন্তব্য পথ?"

যদি আমাদিগকে এইরূপ নিরসহায় ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় ত দিউন; আল্লাহ আছেন, তিনিই দুর্ব্বলের বল এবং নিঃসহায়ের সহায়। পদে পদে দোষ ধরিবার, নিন্দা ও গ্লানি করিবার মত বন্ধু অনেক আছেন; কিন্তু মদদ ও সাহায্য করিবার, উৎসাহ দিবার, পরম বন্ধুর ন্যায় দোষ ত্রুটির সংশোধন করিয়া প্রাণপণে সহযোগিতা করিবার, দুঃখে ও বিপদে সংঘ সম্মুখে চাহিয়া প্রিয়কথা বলিবার মত বন্ধু অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সহযোগিতা, এমদাদ ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া কেবল আমাদের দোষ, ত্রুটী ও গ্লানি গাওয়া, রাঙ্গা চোখ, বেঁকা মুখ দেখান মুসলমান ও ইমানের কার্য্য নহে; তাহা শত্রু ও দুশ্মনের কার্য্য, এরূপ ব্যক্তিকে বলিতে হয়—'ভাত ভিক্ষে চাই না তোমার কুত্তা সামলাও।"

'বাঙ্গালী কোন কওম নয়' একথার মতলব এই যে, তোমাদের সাহায্য করিব না। বাঙলার খেয়ে পিয়ে, রক্ত চুষে যাহারা মানুষ সেই অবাঙ্গালী এরূপ কথা বলিলে তিনি ক্ষমা ও উপেক্ষার পাত্র কিন্তু বাঙলার মুসলমান যদি এই কথা বলিয়া বাঙলার নিজস্ব আঞ্জমন ও পত্রিকার সহায়তায় ক্ষান্ত হন, বাঙলার সব জিনিষকে হেকারত করেন তবে ইহা বাঙলার পক্ষে, তাঁহার নিজের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ভীষণ কলঙ্কের কথা। এইরূপ হেকারতে আমরা চিরদিন আপনাদের অঙ্গে [illegible] অবনতি, অপমান ও লাঞ্ছনার যুগ টানিয়া আনিব, জাতির পক্ষে, আহলে হাদিস সমাজের পক্ষে, বাঙলার পক্ষে ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিব—ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। আদর করিলে ক্ষুদ্র জিনিসেও অনেক মহৎকার্য্য সাধিত হয়, অনাদরে শক্তিতেও কোন ফল দেখেন। "আহলে হাদিস" ১১ ১২ বৎসর বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কত বন্ধুর দাঁত খাট্টা করিয়া রাখিয়াছে। এই কার্য্যই খুব বড়, প্রয়োজনীয় ও কঠিন। মাত্র এই কার্য্যের জন্য 'আহলে হাদিস' বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, প্রেম ও প্রীতিলাভের যোগ্য নহে কি? এই "আহলে হাদিসের" মকাবেলায় কত দৈনিক ও সাপ্তাহিকের জন্ম ও মৃত্যু হইল—এখনও ২।৩ খানি মাসিক ও সাপ্তাহিক [illegible] চলিতেছে।

একমাত্র মৌলবী ফজল আমিন সাহেবের বিষদংশনে বাঙলা জর্জ্জরিত এই দীন সম্পাদকই তাঁহার প্রতিবাদে ২।৩ খানি পুস্তক লিখিয়া সেই বিষধরের বিষদন্তকে সমূলে জ্বালাইয়া জলে ডুবাইয়াছে। আঞ্জমন হইতে যেদিন একটি নূতন প্রতিবাদ "এখ্‌রাজোল মোব তাদেয়ীন" বাহির হইল, মাওলানা ছানাউল্লা সাহেবের "আহলে হাদিসকা মজহাব" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ছাপিয়া প্রকাশ করা হইল। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান যায় না, চোখ থাকেত দেখুন—আঞ্জমন ও এই দীন সম্পাদক কি করিয়াছে। অন্ততঃ এই পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়া এই দীন খাদেমগণকে উৎসাহিত করিবার মত বন্ধু বাঙলায় পাইবার আশাও কি আমরা করিতে পারি না? এই পুস্তক গুলিতে কত চিন্তা, মাথা ও টাকা পয়সা খরচ হইয়াছে। এখন যদি এগুলি গুদামে পড়িয়া পোকার খোরাক হইতে থাকে, তবেত উৎসাহে আমাদের বুক একেবারে পাঁচ হাত হইবে, আমরা কতই না কাজ দেখাইতে পারিব? বন্ধুগণ! নিজেও করিবেন না,

আমাদিগকেও করিতে দিতেন না। হিন্দুস্থানী ভাইগণ বহু পূর্বে এ খেদমাত এই সকল করিয়াছেন; দুঃখের বিষয় তাহার খবর রাখিবার মত সৌভাগ্য আজও আমাদের হয় নাই।

সমগ্র হেজাজ ও পবিত্র মক্কা মদিনা মহামান্য ছোলতান এবনে ছউদের হস্তগত হইবার পর আমাদের উপর, জগতের সমগ্র আহলে হাদিস জমাতের উপর এক নূতন কর্তব্য ও দায়িত্বের গুরুভার নিপতিত হইয়াছে। আহলে হাদিস পত্রিকা তাহার সকল শক্তি দিয়া প্রাণপণে এই কঠোর কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব পালন করিতেছে বর্তমানে বাঙলার আহলে হাদিস জমাতকে এই সব কঠোর কর্তব্য ও গুরুদায়িত্বের অনুরোধেও বিশেষভাবে আহলে হাদিস পত্রিকার সহায়তা ও উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা নিতান্ত জরুরি এবং ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। আহলে হাদিস জমাতের মজহাবী, কওমী খেদমতের জন্যই আহলে হাদিস পত্রিকা ও আঞ্জমনের জীবন উৎসর্গ আহলে হাদিস সমাজ যদি এই মজহাবী ও কওমী খেদমতে জান মালে সহায়তা না করেন তবে আর করিবে কাহারা? বাঙলার ভাই ভগিনীগণ, শ্রদ্ধেয় হাদী ও নেতৃবৃন্দ যদি তাঁহাদের নিজস্ব বঙ্গীয় আঞ্জমন ও পত্রিকার রক্ষা ও উন্নতি না করেন তবে আর করিবে কাহারা?

পরিশেষে আজ নূতন বর্ষের নূতন দিনে একটী নূতন সুসংবাদ দিতেছি,—

বহুদিন পরিচালিত আঞ্জমন মাদ্রাসার বর্তমান মদারেছ হইয়া অবৈতনিক দরস দিতেছেন—নব্য বঙ্গের গৌরব জনাব মাওলানা আবদুল্লা নদবী সাহেব। ইনি নদোয়ার শেষ পরীক্ষায় আরবী সাহিত্যে হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মিছরীগঞ্জে আহলে হাদিসের বাস না থাকায় তোলাবার জায়গীরের অভাব, এখন চাই অধিক সংখ্যায় জায়গীর সুতরাং তোলাবা ও মাদ্রাসার জন্য চাই অর্থ—এবিষয়ে বিশেষভাবে সহৃদয় নেতৃবৃন্দের মনোযোগ ও দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া আজিকার মত বিদায় লইতেছি। আমাদের নদবী মাওলানা সাহেবের ছাত্র মাজম হীর আবদুল আজীম মিসরে পড়িতে গিয়াছেন। বাংলার আহলে হাদিস ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তা পাইলে, আশা রাখি আমরা আমাদের মাদ্রাসা হইতে বাঙলার অনেক ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যেই হেজাজ ও মিসরে পাঠাইতে সক্ষম হইব

আহলে হাদিস।

(১)

চির আদরের, আহলে হাদিস, এস এস মম হৃদয়ে,
এ নব বরষে, কি ভাবে দেখিব, আকুলিত তাহা ভাবিয়ে,
একাদশ বর্ষ পরে,
আসিয়াছে পুনঃ ফিরে ;
দ্বাদশ বর্ষের, শত শত বোঝা, শিরোপরি আজ লইয়ে।
কি দিয়া তুষিব তোমা, কি দিয়া ভূষিব, আমি না পাই ভাবিয়ে ॥

(২)

কর্ত্তব্যের পথে, দাঁড়াইয়া আছ, একাদশ বর্ষ ধরিয়া।
ঘোর অত্যাচার, জালিমের যত, সহিয়াছ বুক পাতিয়া
কর্ত্তব্য ও পণ যাহা,
করিয়াছ দেখি তাহা ;
ঘোর বিপক্ষের, উঁচু ফণা যত, সব গেছে এবে দমিয়া।
দমিবেনা কেন, বিষ দাঁত তার দিয়াছ যে তুমি ভাঙ্গিয়া

(৩)

কর্ত্তব্য তোমার, যাহা কিছু ছিল, পালন করেছ তুমি
তবুও সমাজ, দেখেও দেখেনা, এই খেদে মরি আমি
জগতের মাঝে সব,
সাজ সাজ পড়ে—রব ;
যার যে আপন কাজে, আজ লাগিতেছে সবে নামি।
মোদের সমাজ, ঘুমে অচেতন, দেখিতেছি শুধু আমি

(৪)

এই বাঙ্গালাতে, কতই পত্রিকা, আজি দেখিবারে পাই।
আমাদের লাগি, কয়টি যে, আছে বল দেখি শুনি তাই।

আহলে হাদিস মহান,
শুধু দশটি পৃষ্ঠা পত্র;
তাও এক মাস পরে, তবে দেখা পাই, বলিব কি প্রাণ চায়!
সপ্তাহে সপ্তাহে, দেখি, বারে বারে, এই সদা মম চায়

(৫)

মাসাবধি তব, বিরহ বেদনা, আর কত কাল স'বে।
সহ্য করিব, নীরব হইয়া বল বল তাহা মোরে।
সপ্তাহে সপ্তাহে এসে,
হৃদয়ের মাঝে ব'সে;
এ পাপ অন্তর মো'র, ধাপ তুমি, পুণ্যে পুলকিত করে।
আহলে হাদিস, তব কাছে দীন, ইহাই আবদার করে।

আবু মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর হোসেন,
[illegible]।

সদানন্দের শ্রাদ্ধ।

আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারক স্বামী সদানন্দ হজরতের কুৎসা করিয়া ইসলামে তীব্র আঘাত দিয়া "সতর্ক করণ" নামক যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন পাঠক বোধ হয় জ্ঞাত আছেন, ৪ মাস ধরিয়া এই মোকর্দ্দমা কোর্টে চলিতেছিল। যাহা হউক গত ৫ই আশ্বিন বুধবার আলিপুর কোর্ট হইতে স্বামিজীর ৬ মাস কারাদণ্ড ও পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান যদি তদ্বির করিয়া এই মোকদ্দমায় একটী সুদক্ষ ব্যারিষ্টার দিতেন বোধ হয় স্বামিজীর তিন বৎসর জেল হইত। যদি স্বামিজী আপিল করেন তাহা হইলে আমাদের সুদক্ষ একজন ব্যারিষ্টার দিতেই হইবে। আশা করি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এ সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

মুন্সী জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ,
পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া।

ছোলতান এবনে ছউদ
ও
আলী বেরাদরান।

যতদিন আমি হেজাজে ছিলাম এবং ভারতের বিকৃত আকাশ বাতাসের খবর শুনিতেছিলাম, আমার ধারণা ছিল যে, এখন আর বোধ হয় এছলাম-সন্তানগণের আপোসে ঝগড়া করিবার সুযোগ নাই। কেননা বুদ্ধিমানের কার্য্য এই যে, গুরুতর কার্য্য সম্মুখে থাকিতে অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করা না হয়। আমি আমার সফরের সাথী আলেম ও লীডরগণের নিকট এই খেয়ালই জাহের করিতাম। করাচী বন্দর পর্য্যন্ত এই খেয়ালই ছিল, করাচী বন্দরে নামিতেই আমার ধারণা বদলাইয়া গেল। কেননা ১৮ই আগষ্ট করাচী বন্দরে নামিবামাত্র আলী বেরাদরান (শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী ছাহেবান) হেজাজ এবং ছোলতান এবনে ছউদের সম্বন্ধে টেট খুলিয়া এছলামী জমাতের মধ্যে—(যে জমাতকে এ সময় একমত হওয়া বরং একপ্রাণ হইবার অত্যন্ত আবশ্যক) এক বড় গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছেন; করাচী হইতে দিল্লী পৌঁছিয়া ত আরও বাড়াইয়াছেন। বিশুদ্ধ সংবাদপত্র সমূহে আমি তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া পড়িয়া কয়দিন পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলাম।

الہی من شنوم به بیداریست یارب یا بخواب

আয় খোদা! আমি যাহা শুনিতেছি ইহা জাগিয়া, না স্বপ্নে?

ইহার উপর বেশী আমার নিরাশায় হইবার কারণ এই হইল যে, মদিনা শরিফে আমার কোন কোন অকপট বন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ যদি কিছু বলেন তবে আপনার এবং আপনার জমাতের উচিত এই যে, তাহার কোন জবাব না দেয়। বরং তাঁহারা এরূপ

না করিয়া পারেন না—এইরূপ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। ফলে এ হাঙ্গামা বন্ধ হইয়া যাইবে, অন্যথায় বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু ভারতে পৌঁছিয়া যখন জমিয়তে ওলামা ও খেলাফত ডেপুটেশন-দুইটী নিজ নিজ খেয়াল প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তখন তৃতীয় ডেপুটেশন চুপ করিয়া থাকিলে, তাঁহাদের ইচ্ছা বিমার মানে হইবার সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য সাধারণের সম্মুখে আসল অবস্থা খুলিয়া বলাই প্রয়োজন বোধ হইল

ছোলতান এবনে ছউদ।

এ সময় দুনিয়ায় বহু মুকুটধারী বাদশাহ আছেন, খোদা ইঁহাদের সকলকেই এজ্জত, একবাল (সৌভাগ্য) ও তরক্কী (উন্নতি) দিউন। কিন্তু ইঁহাদের সকলের মধ্যে ছোলতান এবনে ছউদের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তিনি শরিয়তের পাবন্দ এবং এসলামী শিক্ষার প্রচারক। তাঁহার মজহাব সম্বন্ধে কাহারও এখতেলাফ (মতভেদ) থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে এসলাম ধর্ম মান্য করেন, এবং সেই ধর্মের একজন প্রচারক এ বিষয়ে কাহারও এখতেলাফ—মতভেদ নাই। তাঁহার প্রত্যেক কথায় কোরাণ হাদিসের উল্লেখ থাকে, প্রত্যেক বক্তৃতায় আয়াত ও হাদিস হইতে প্রমাণ প্রদত্ত হয়। আমি তাঁহার যত বক্তৃতা শুনিয়াছি সবই একই প্রকারের পাইয়াছি অর্থাৎ সবটীতে আল্লার কেতাব ও রসুলের ছোন্নতের উল্লেখ আছে। তিনি নামাজের পাবন্দ, তিনি কাবা শরিফে তওয়াফ করিতে ছিলেন ঠিক দুপুর বেলা—খালি পায় কঠিন ধুপে আরফায় দাঁড়াইয়াছিলেন। মসজেদে নামাজ পড়িতেন, কোরাণ ও হাদিসের কেতাব ছাপান ও প্রচার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ, তিনি আরব, বিশেষতঃ হেজাজ দেশকে উন্নতির উন্নত শিখরে দেখিবার প্রত্যাশী। তিনি নিজের কথায় স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি হেজাজকে সুইটজারল্যাণ্ডের মত স্বাধীন দেখিতে চাই—না কেহ ইহার উপর আক্রমণ করে, না এ কাহারও উপর আক্রমণ করে।

হেজাজ কনফারেন্সের দাওত।

১ক সদিনাদি হেজাজ দেশে, এসলামের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ফজলে মুসলমানই শাসনকর্ত্তা আছেন। কখন কোন অ-মুসলমান জাতি উহার শাসনকর্ত্তা হয় নাই। কিন্তু এসলামের ইতিহাসে এ প্রমাণ পাওয়া যায় কি যে কোন বাদশাহ বা খলিফা দুনিয়াকে দাওত দিয়াছেন যে, "তোমরা আপন আপন প্রতিনিধি পাঠাও, তাঁহারা হেজাজের বিষয় বন্দোবস্ত ঠিক করিবেন এবং হেজাজের হাকেম (শাসনকর্ত্তা) কে নিজ নিজ রায় দানে উপযুক্ত করিবেন"? কখনও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। ঐ নাম পাওয়া যায় ত ছোলতান এবনে ছউদের রাজত্বকালে পাওয়া যাইবে। আরও মজার কথা এই যে, তাঁহার রাজত্বের পহেলা সালেই পাওয়া যাইবে।

ইহার সত্যতা—তছদিক।

করাচীতে খেলাফত ডেপুটেশনের নেতা মাওলানা ছৈয়দ ছোলায়-মান নদবী সাহেব বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন যে, "আমাদের কেবল এই ছিল যে, দুনিয়ার মোছলমান এক যায়গায় বসিয়া আপোসে খুলিয়া পরামর্শ করিবেন। এ কেবল এ বৎসর ছুলতান এবনে ছউদ কন-ফারেন্সের দ্বারা জারী হইয়াছে।" আল্লাহ তাঁহাকে (নদবী সাহেবকে) ইহার পুরস্কার দিউন। বলি মাননীয় ছোলতান কি মোছলেম জগতের উপর এমন এহছান করেন নাই—যাহার শোকর আদায় করা হইয়াছে? নিশ্চয়ই করিয়াছেন।

ভারতের প্রতি উদার ব্যবহার ও এহছান।

ছোলতান এবনে ছউদ যে, বিভিন্ন দেশে কনফারেন্সের জন্য বিভিন্ন সংখ্যায় দাওত দিয়াছিলেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ভারত হইতে মাত্র তিন জন মেম্বর চাহিয়াছিলেন—খেলাফত কমিটি হইতে এক, জমিয়ত ওলামা হইতে এক এবং আহলে হাদিছ কনফারেন্স

হইতে এক। সমস্ত দেশ হইতে কেবল এই তিন মেম্বর তাঁহার দুই দাওত পত্রে ছাফ এবং স্পষ্ট লেখা আছে। নিজ্ব ভারতের মাথার বুদ্ধি দেখুন যে, তিন জনের যায়গায় তের জন গিয়াছেন। কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটীর ৪জন,—(মাওলানা ছয়েদ ছোলায়মান নদবী, আলী বেরাদরান এবং মিষ্টার শোয়াএব কোরেশী); জমিয়তে ওলামার পাঁচজন (মৌলবী কেফায়তুল্লা, মৌলবী শব্বির আহমদ, মৌলবী আহমদ ছায়িদ, মৌলবী এরফান, মৌলবী আবদুল হালিম সাহেবান); তাঁহাদের দেখাদেখি আহলে হাদিসের পক্ষ হইতে চারজন ঐ কনফারেন্সে সরিক হন। কিন্তু ছোলতানের সুজনতা এবং ভারতের প্রতি তাঁহার উদার ব্যবহার দেখুন, যত জন গিয়াছিলেন সকলকেই মেম্বর হিসাবে মুতামর বা কনফারেন্সে দাখেল হইবার অনুমতি দিলেন। যদিও কোন ব্যক্তিকে কোন ডেপুটেশন-নেতার সেক্রেটারী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু ছোলতানের উদারতা দেখুন যে, সেক্রেটারীকেও মেম্বরের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি বরাবর মেম্বরের মতই বক্তৃতা করিতেন। যদি তাঁহার নাম জানিতে চান তবে শুনুন, মওলবী আবদুল হালিম সাহেবকে মৌলবী কেফায়তুল্লা সাহেবের সেক্রেটারী বলা হইয়াছিল।

রাজনীতিজ্ঞ।

রাজনীতিজ্ঞ এবং যাঁহারা নাগরিক সভ্যতার বিষয় এবং সভাসমূহের তরিকা জানেন তাঁহাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

(ক) কোন বাদশাহ (চায় হেজাজের ছোলতান হউন) অন্য রাজ্যের রায়তকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের দেশে (রাজত্বে) কোন প্রস্তাব পাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন কি?

(খ) কোন গবর্ণমেণ্ট (রাজত্ব) আপনার রায়তদের সহিত এমন উদার ব্যবহার করিয়াছেন কি যে তিনজন মেম্বরের যায়গায় তেরজনকে কৌন্সিলে লইয়াছেন?

এই উদার ব্যবহারে পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে, সোলতান এবনে ছউদ মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় একতা দেখিতে চান—এবং ভারতীয়দের সহিত উঁহার খাছ ভালবাসা আছে। ইহার সাক্ষ্য পরে আসিতেছে।

আলী বেরাদরান।

হিন্দুস্থানের খেলাফত লীডর আলী বেরাদরান (শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী,) মিষ্টার শোয়াএব কোরেশী ও হেবাম মাওলানা ছয়েদ সোলায়মান নদবীর নেতৃত্বে হাজীর হন। এই দুই ভাইয়ের দ্বারা বহু কিছু আশা ছিল। কেননা বহুদিন হইতে হেজাজের সহিত তাঁহাদের খাছ সংশ্রব। কিন্তু দুঃখের বিষয়। ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গেল। এই দুই ভাই একটী শৃঙ্খল জামাত কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটীর তরফ হইতে কেবল কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য দায়িত্বভার প্রাপ্ত মেম্বর হইয়া গিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মাথায় একটুও বুদ্ধি আছে সেও বুঝিতে পারে যে, এই প্রতিনিধিত্বের কার্য্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই ছিল যে, যে জমাত তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী হেজাজের সংশোধনের কার্য্য করেন এবং হেজাজ বিশ্ব-মোস্লেম কনফারেন্সে নিয়ম কানুনের অধীনে রায় প্রদান করেন এবং আপনার ইচ্ছামত প্রস্তাব পাস করিবার জন্য জোর দেন। কিন্তু ইচ্ছার বিপরীত প্রস্তাব পাস হইবার পর—তাহার বিরুদ্ধতাও যেন না করেন। কেননা এরূপ করা একজন নাগরিক সভ্যতা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পদমর্য্যাদার বিপরীত। কিন্তু এই দুই ভাই সভ্যতার মূল নিয়মেরও খেলাফ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হইল।

কনফারেন্স বসিবার পূর্ব্বে হরম শরিফে এবং হরম শরিফের বাহিরে সোলতান এবং তাঁহার গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক বিষয়ে প্রকাশ্য কথায় দোষ ধরিতে সুরু করিলেন; ইহার ফল এই হইল যে, এই জুম মিসরী আলেম শেখ ছয়েদ রসিদ রেজা সাহেব আমার সম্মুখেই মওলানা সোলায়-

কম আসিতেন।" ইঁহারা বড় বাহাদুরী করিয়া স্পষ্টভাষায় তখন খলিফা ছোলতান এবং ছোলতানের গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেন—এখনও তাঁহারা এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন না।

বাহিরে তাঁহাদের কাজের শ্রী এই ছিল। কমিটিগুলোর মধ্যে এর চেয়ে বেশী বিপক্ষতা এবং শত্রুতার ভাব ছিল। প্রত্যেক ভাব ভঙ্গীতে কঠোরতা, প্রত্যেক বক্তৃতায় ছোলতান এবং ছোলতানের গবর্ণমেণ্টের উপর আক্রমণ ছিল। ৩০শে জুন মজহাবী স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ হইল অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন মজহাব মত হরম বয়তোল্লায় আমল করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী বড়ই চেঁচামেচি তুলিলেন, এতদূর বলিলেন যে, ছোলতান কোব্বা এবং কবর সমূহ ভাঙ্গিয়াছেন। সভা শেষ হইবার পর সে দেশের রাজ্যের প্রতিনিধিগণের নিকটেও (ছোলতানের) নিন্দা বাদ করেন। বড় ভাই শওকত ছাহেব ও এদিন এত গোস্বায় ভ'রে ছিলেন যে, রাগের চোটে কথাই কহেন নাই। সভার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ চুপ ছিলেন কেন? বড় গোস্বায় বলিলেন, "এই দাজ্জালকে বাহির করিয়া দিব।"

৩রা জুলাই আফগান প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, রাস্তা ভাল করিবা'র জন্য জেদ্দার ধনী হাজী'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোম্পানী করিয়া লওয়া হউক। ইহাতে মোহাম্মদ আলী সাহেব বড় কঠোর বক্তৃতার মধ্যে বলিলেন "এক পয়সার বাঁটায় রাস্তা ছাপ হইতে পারে অথচ তাহা করা হয় না।" এইরূপে ছোলতানের গবর্ণমেণ্টের কঠোর অবমাননা করিলেন। ইহাতে সরকারী মোশীর হাফেজ ওহবা সাহেব বলিলেন—"গবর্ণমেণ্ট (ছোলতান) প্রত্যেক প্রকারের খিদমত করিতে তৈয়ার; কিন্তু মনোবেদনাদায়ক কথায় ঘৃণা জন্মিয়া থাকে।" হাফেজ সাহেবের কথার পোষকতায় আমি বলিলাম, আল্লাহ আমাদিগকে কথা-বার্তা ব্যবহার আদাব এই শিখাইয়াছেন যে,—

وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا

"আমার বান্দাগণকে বল যে, যাহা অতি উত্তম সেই কথাও যেন তাহারা বলে, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেয়, নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।"

৬ষ্ঠা জুলাই মিছরী ডেপুটেশনের একজন কউন্সী মেম্বর জেদ্দা রেলওয়ের বিষয় কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। মোহাম্মদ আলী ছাহেব বড় জোরের সহিত জিদ ধরিলেন যে আমার প্রস্তাব অগ্রে পড়া হউক। সভাপতি বলিলেন ইহার কয়েকটী কথা—যাহা বড়ই দরকারী শুনিয়া লউন মোহাম্মদ আলী বলিলেন যে, প্রথমে আমার প্রস্তাব পড়া হউক। সভাপতি বলিলেন, রায় লওয়া হউক মোহাম্মদ আলী বলিলেন রায় লইবারও অধিকার নাই। শেষে সভাপতি সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাঁহার প্রস্তাব পড়াইলেন, এত বিলম্ব পর্য্যন্ত মিছরী মেম্বর দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তাহার পর তিনি বক্তৃতা করিলেন।

স্বরাজী!

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আইরিশ মেম্বর ছিলেন, তাঁহারা ইংরাজদের বিপক্ষে বলিবার জন্য যেন কসম খাইয়াছিলেন। অথবা আজকাল ভারতীয় এসেম্বলীতে স্বরাজপার্টী ইহাতেই দেশের সেবা জানেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করা হয়। এইরূপ প্রত্যেক বৈঠকে ছোলতান ও ছোলতানের গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা ও নিন্দা করাই এই তিনজন আলী বেরাদরান ও কোরেশী সাহেবের চাল ছিল।

যাহারা হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, হরম এবং হরমের বাহিরে প্রত্যেক স্থানে ইহারা ছোলতান ও তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেন। কিন্তু ছোলতানের অনুগ্রহের একটুও কম ছিল না কোন প্রকার কঠোরতা বা মানা ও ছিল না। বরং ভারতীয় ডেপুটেশনের উপর সাধারণ ভাবে এবং খেলাফত ডেপুটেশন ও আলী বেরাদরানের উপর বিশেষভাবে দিনে দুগুণ, রাতে চৌগুণ এনায়েতের নজর ছিল। একথা তাঁহারাও স্বীকার করিবেন।

মত ডেপুটেশনের নেতা মাওলানা কেফায়তুল্লা ছাহেব (হানাফী) বলিতেছেন,—

'যেদিন হইতে এখনে ছউদের হুকুমত হইয়াছে, একথা নিশ্চয়ই কহা যাইছে যে, পথে যে সকল ডাকাতি হইত এবং যে সকল অসুবিধা ও বিপদ উপস্থিত হইত তাহা এখন নাই। পূর্ব্বে ত একশত, দুই শত করিয়া উটের কাফেলাই যাইতে পারিত। এখন চার চার উটের কাফেলাও চলিয়া যায়, এক এক, দুই দুই মানুষও হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে ত এই অবস্থা ছিল যে, এক একটা কাফেলা সমস্তই লুটিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এখন এ অবস্থা যে, যদি কোন কাফেলা কোথাও পড়িয়া থাকে ত বদু তাহার নিকটেও আসিতে সাহস করে না বরং ভয়ের কারণে বাহির হইতেই কথা বলিয়া থাকে, আর বলে যে "গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে (কাফেলার কিছু অনিষ্ট হইলে) জবাই করিয়া ফেলে।" এ শান্তি ও নিরাপদতা ত নিশ্চয়ই আছে।

জমিয়ত, দিল্লী ২৮শে আগষ্ট।

জনাব শওকত ছাহেবও।

জনাব শওকত ছাহেবও শান্তি ও নিরাপদতার সত্যতা স্বীকার করিতেছেন,—তিনি বলিতেছেন,—

"এখনে ছউদ কেবল নিরাপদতা ও শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। এবং আপনাদের জানা আছে যে, পূর্ব্বে কেমন ডাকাতি পড়িত? স্থানীয় পুলিশ খোদ ডাকাতি করাইত; যাহাতে তুর্কীদের মনে ভয় জমাইতে পারে। এখন এখনে ছউদের নিজের পুলিশ আছে।

শওকত যেন অনিচ্ছা সত্বে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই থাকে চক্ষে ইহা স্বীকার করিতেছেন

ছোট ভাই মোহাম্মদ আলী ছাহেব, বড় ভাই অপেক্ষা বেশী জোর আওয়াজে একথা স্বীকার করিয়াছেন,—

তিনি বলিতেছেন,—

"হাঁ একটী কথা বেলকুল দোরস্ত এই যে, হেজাজে আমন ও আমান কায়েম হইয়াছে, এজন্য আমি বরাবর এখানে ছউদের শোকরিয়া আদায় করিয়াছি এবং আজ ফের আদায় করিতেছি।"

নেমক হারামী।

মানুষ যখন কোন পরম সুন্দর ব্যক্তির উপর দোষ দেন, আর তার সুন্দরতার বর্ণনা করিবার স্থল আইসে তখন অনন্ত সত্যের এনকার করা ত তাহার শক্তির বাহিরে, কাজেই সেই সুন্দরতার কথা স্বীকার করিয়াও এমন একটী কথা বলেন যাহাতে তাহার সুন্দরতায় দাগ আইসে মোহাম্মদ আলী সাহেব সেইরূপ সোলতান এবনে ছউদের শত শত শোকর আদায় করা সত্ত্বেও নিতান্ত ধূর্ত্ততার সহিত দোষ বাহির করিতেছেন —

"কিন্তু এ শান্তি কিছু ত ভয়ের কারণে, আর কিছু সুদের লালচে হইয়াছে।

দ্বিতীয় চোট ইহা অপেক্ষাও গভীর,—তিনি বলিতেছেন,—দেখা চাই যে, এই শান্তি কতদিন কায়েম থাকে।

প্রথম চোটের উত্তর,—

এই যে, ভয় ও লোভ দেখান ব্যতীত শান্তিস্থাপন করিতে পারে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি আছে কি? রাজনীতির ওস্তাদ শেখ সাদী বলিয়া গিয়াছেন,—

درشتی و نرمی بهم در به است
چو رگ زن که فصاد و مرهم نه است

"কঠোর ও কোমল দুইটী একসঙ্গে মিলন ভাল। যেমন ডাক্তার কাটে, আবার ঔষধ দিয়া বাঁধিয়াও দেয়"।

সোলতান এবনে ছউদ যদি এই উপদেশ মত কাজ করেন ত মোহাম্মদআলী সাহেবের মত রাজনীতিক নীডার তাহাকে দোষ কেন দেখেন।

আলী ভ্রাতৃযুগলের মনে থাকিতে পারে, যখন মুতমরে, আফগান ডেপুটেশনের নেতা—গোলাম জিলানী খাঁ প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন যে, হাজীদের নিকট হইতে চাঁদা সাহায্য লওয়া হউক, তখন শওকত সাহেব ইহার বিপক্ষতা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, প্রথমে হাজীদের নিকট হইতে যে বহু টাকা উশুল করা হয় তাহা কোথায় যায়? ইহার উত্তরে সরকারী মেম্বর শেখ ওহবা সাহেব বলিয়াছিলেন যে, পথ সমূহের শান্তি ও নিরাপদতা কোন সামান্য কাজ নহে। সোলতান আরবের সায়খগণকে ডাকিয়া শান্তি ও নিরাপদতা রাখিতে বলায় সায়খগণ বলিলেন—

عبيدا عزيز صدقتي لكن اشبع نطرقنا

"আমরা আল্লাহ্ সোবহানাহু তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, তিনি ঈমানও এসলামরূপ নেয়ামত দান করিয়াছেন, [illegible]। তিনি আমাদিগকে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইবার তওফিকরূপ নেয়ামতও দান করিয়াছেন, আমরা এক বিরাট এসলামী সভায় যোগদান করিতে পারিয়াছি,—সেই যে সভা পবিত্রতম দেশে অতি পবিত্র কার্য্যের জন্য বসিয়াছে—সেই কার্য্যের সুফলও কল্যাণ এসলাম ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের উপর আসিবে। যথা হইতে হেদায়েতের সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়াছে এই সেই পবিত্রভূমি, আমরা সকলের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিবার জন্য আজ এই স্থানে আসিয়াছি।

والشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك ابن سعود على ما تفضل به إذ
الاول على ما اوجده الله عليه وعلى امثاله من الدعوة الى هذا الاجتماع
والاخذ بالشورى التي هي اساس من اسس الاسلام

"এবং নিশ্চয় আমরা আলাহাজরাতেল মালেক মহামান্য বাদশাহ হজরত সোলতান এবনে সউদের শোকরিয়া আদায় করিতেছি—তিনি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং যাহা, আল্লাহ তাঁহার উপর ও তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণের উপর যাহা ওয়াজেব করিয়াছেন—এই যে, এই সভার জন্য দাওত দিয়াছেন এবং এসলামের মূলভিত্তি সমূহের মধ্যে একটী মূল ভিত্তি যে পরস্পরে যুক্তিপরামর্শ তিনি সেই যুক্ত পরামর্শ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন—এ জন্য।"

মিসরের ন্যায় মুসলমান রাজ্যের প্রতিনিধি সভার নেতা, সোলতান এবনে সউদকে "হজরত মহামান্য বাদশাহ" বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তিনি যে বিশ্বমোস্লেম সম্মিলনীর জন্য দাওত দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার শোকরিয়া আদায় করিতেছেন, আরও বলিতেছেন "এ কার্য্য কেবল তাঁহার উপর ওয়াজেব ছিল না, তাঁহার ন্যায় সমস্ত মুসলমান নরপতির উপর ইহা ওয়াজেব ছিল।"

সুতরাং বলিতে হইবে যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই ওয়াজেব আদায় করিবার গৌরবার্জ্জন করিয়াছেন। অতএব এজন্য মোস্লেম জগৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এখন ভারতের সমস্ত মোহাম্মদী, পাহালওয়ান আলী বেরাদরান বা অন্য কোন ছুনো পুঁটী, এই [illegible] যদি তাঁহাকে বাদশাহ না মানেন, তাঁহার প্রতি নেমক হারামী বা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন তবে তাহা কি কাপুরুষোচিত নেমক হারামী হইবে না?

অতঃপর মিসর ডেপুটেশন নেতা বলিতেছেন,—

"হযরাত! এই দাওত কবুল করায় আপনাদের শোকরিয়া আদায় করিতেছি। চিন্তা ও কর্ম এই দুইটী না হইলে কোন বিষয় সমাধা হয় না। এই দাওত দিবার কারণে যেমন তাঁহাদের শোকরিয়া আদায় করিতেছি, সেইরূপ এই দাওত কবুল করায় আপনাদেরও শোকরিয়া আদায় করিতেছি। কারণ এই দাওত কবুল করায় অনেক সুফলের আশা আছে। আপনাদের যত্ন, চেষ্টা ও কার্য্য আশাপ্রদ। পরস্পরে চিন্তার আদান প্রদান ও পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শনই কার্য্যসিদ্ধির মূল। রায়ের এখতেলাফ ও হামবড়া ভাবই অনেক জাতিকে বিশেষতঃ আরবকে নষ্ট করিয়াছিল। আওস খজরাজ দুই দলে ঘোর শত্রুতা ছিল, এসলাম উভয়কে এক করিয়া দেয়, তখন তাহারাই এসলামের পতাকা উচ্চকারী অগ্রগামী দলের মধ্যে হইয়াছিল। আজ দেখিতেছি যে, এই সম্মিলন, মুসলমান জাতির চক্ষু শীতল করিবে। আরবী, ইংরাজী, মিছরি, হিন্দী হাজীর, গায়ের হাজীর কাহারও মধ্যে কোন ফরক নাই। যাহারা আজ গায়ের হাজীর তাঁহাদের অন্তর আমাদের সহিত। আমরা মুসলমানদের কল্যাণকর আমল করিতে জমা হইয়াছি—আমি আপনাদিগকে কোটী২ মিসরবাসীর ছালাম সম্ভাষণ জানাইতেছি। যাহারা হাজির হইবার তওফিক না পাইলেও তাঁহাদের অন্তর আপনাদের পার্শ্বেই ঘুরিতেছে, আপনাদের খবর এবং আপনারা যে কাজের আশা করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা পত্র পাঠাইয়াছেন।

'মিসরের প্রতি আল্লার বড় নেয়ামত এই যে, বহুকাল হইতে উহা সেই কার্য্যের জন্য অগ্রে আছে,—যে কার্য্য করা সকলের উপর ফরজ। মিসর, হরমাইনে দীন দরিদ্রের জন্য তাকিয়া—দাতব্য অন্নদান ভাণ্ডার, পীড়িতের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, কা'বা সরিফের গেলাফ প্রদান করিয়া আসিতেছে। মিসর হেজাজের জন্য বড় বড় কাজ করিয়াছে। এবিষয়ে মিসরই অদ্বিতীয় রাজ্য। এই রাজ্যে হেজাজের জন্য চিকিৎসা, অন্নদান, ছদকা খয়রাত ইত্যাদির জন্য ৮৫ হাজার গিনি ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় ইহার জন্য অন্যান্য ওকফের প্রায় ষোল হাজার গিনি আছে। আরও হেজাজে পানী সরবরাহ ও স্বাস্থ্যের জন্য বহু হাজার গিনি ব্যয় করিবার নিয়ত মিসরের আছে। হেজাজে পথঘাটের সুবন্দোবস্ত, স্বাস্থ্য, হাদিস, ফেকা প্রভৃতি দিনি এলেম

পর হে নিজ ভ্রাতৃগণ! যাহাতে এসলাম ও মুসলমান জাতির মঙ্গল নিহিত—আল্লাহ আমাদিগকেও তোমাদিগকে সেই কার্য্যের তওফিক দিন, আমরা আল্লার ইচ্ছায় এই শুভ সভায় শরীক হইবার গৌরবলাভ করিয়াছি, আমরা মহামান্য খাদেমে হরম সোলতান এবনে ছউদের শোকরিয়া আদায় করিতেছি। কারণ, তিনি যাহা ভাবিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, উঁহার রায় খুব ঠিক হইয়াছে, তিনি এই সভার অধিবেশনে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি ইনশা আল্লাহ ইহার পরিণাম হিতজনক ও ফল অতি উত্তম হইবে—এই যে, ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে এক আল্লার দাস মোসলমানগণ একবাক্যে চেষ্টা করিবেন, যাহাতে নেকী এবং সংযমের একই কার্য্যে পরস্পরে সহায়তা করিবেন।

وأوصيكم أيها الإخوان بل أذكركم وأذكر نفسي بالتعاون على الحق
وإدارة الأمور على محور الشريعة الإسلامية التي هي كفيلة بإكمال أمور الدنيا
والآخرة

"ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকে অছিয়ত করিতেছি এবং তোমাদের ও আমাদের নিজেদের মনকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, পরস্পরে সত্যের (হকের) সহায়তা করিবেন, পবিত্র শরিয়ত অনুযায়ী সকল কার্য্য করিবেন, এই শরিয়তই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ উন্নতির জামিন। মোহাম্মদী উম্মত যে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, ইহাকে এক সঙ্গে জমা করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এই খণ্ড খণ্ড হওয়াতেই এই জাতি বিদেশী বিজাতির রাজনৈতিক চালের মধ্যে পড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। আপনারা সকলে পরস্পরে ভাই ভাই হইয়া সংঘবদ্ধ হউন, সকলে মিলিয়া আল্লার রশী মজবুত করিয়া ধরুন"।

মক্কায় বিশ্বমোসলেম সম্মিলনীর অধিবেশনে য়ামনের অধিপতি এমাম এহিয়ার প্রতিনিধি মহামান্য ছোলতানের শোকরিয়া আদায় করি-

মক্কা কংগ্রেস।

আলী ভ্রাতাদের যোগদান

সংবাদপত্রের দাবীর দুর্দ্দশা।

বিগত জুন মাসে মক্কাতে নজদের সোলতান এবনে সউদের আহ্বানে যে মুসলমান সম্মিলন বা মোতামার হয়, তাহাতে ভারতীয় খেলাফত কমিটী হইতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিনিধি মনোনীত হন। এই সম্মিলন সম্বন্ধে এতদিন কোন বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি আফগানিস্থানের প্রতিনিধি সর্দ্দার ইকবাল আলী শাহ "ইংলিশম্যান" পত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত সম্মিলন সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্মিলনে ভারতীয় খেলাফত কমিটীর মনোনীত প্রতিনিধি মৌঃ মোঃ মোহাম্মদ আলী এবং শওকত আলী কিপ্রকার অপদস্থ হইয়াছিলেন, সর্দ্দার ইকবাল আলী শাহের নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাবে—

সভার প্রারম্ভে স্থির হয় যে, যে পর্য্যন্ত একজন স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত না হন, সেই পর্য্যন্ত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই সভাপতিত্ব করিবেন। তদনুসারে আবদুল ওয়াহিদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর মৌলানা মোহাম্মদ আলী বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন, ইসলাম ধর্ম্মীগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, উহা বড় দুঃখের বিষয়। যুদ্ধের সময়ে আরবগণ তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করায়, এক্ষণ তুর্কী ও আরবের মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান। হুসেন এবং তাহার অনুচরগণের দুষ্কর্ম্মের ফলেই এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমানে যখন এই কংগ্রেসের সাহায্যে ইসলামের সকল কলহ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে তখন একজন তুর্কীই এই সভার সভাপতি হওয়া উচিত।

মৌলানা সাহেবের এই কথা শুনিয়া অস্থায়ী সভাপতি ভীষণ চটিয়া যান এবং বলেন যে, মৌলানা মোহাম্মদ আলীর এই কথার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়িবে। মৌলানা মোহাম্মদ আলী ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধ হইয়া এই কথা বলিতেছেন বলিয়াও আভাষ দেন। উহাতে মৌলানা শওকত আলী ভয়ঙ্কর চটিয়া যান এবং তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। তখন সভাতে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুকথা বলিতে থাকে। এই সময়ে যদি একজন সদস্য উঠিয়া প্রতিনিধিদের নামাজের কথা স্মরণ করাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে সভায় মারামারি উপস্থিত হইত।

যে সময়ে কংগ্রেসের একজন সেক্রেটারী নিয়োগের কথা উঠে সেই সময়ে মৌলানা মোহাম্মদ আলী উঠিয়া এই প্রস্তাব নিয়মবহির্ভূত বলিয়া ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সভায় আরবী না বলিয়া কাফেরদের (ইংরাজদের) ভাষা বলাতে সভার সকলেই বিশেষ চটিয়া যান এবং একজন আরব উঠিয়া মৌলানা সাহেবকে আরবী না বলিলে অন্ততঃ হিন্দুস্থানীতে কথা বলিতে অনুরোধ করেন। মৌলানা সাহেব এই প্রতিবাদ না শুনিয়া ইংরাজী ভাষায় বলিতে থাকেন যে, যেহেতু ভারতীয় মুসলমানগণ সংখ্যায় বেশী কাজেই তাহাদের প্রতিনিধির নজ্দ বা আছিরের প্রতিনিধিদের অপেক্ষা অধিক ভোট থাকা উচিত। এই কথা শুনিয়াও সভায় খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এমন একটা সভায় মৌলানা সাহেব কোন সাহসে একথা বলিলেন, এই কথা বলাবলি করিতে থাকে। তাহারা বলে যে, মৌলানা সাহেব এই কথা বলিয়া মুসলমানের মধ্যে মুসলমানের ভেদ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। কেহ কেহ বলে যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মানসে এবং নিজেকে খুব বড় করিয়া জাহির করিবার জন্যই তিনি এরূপ বলিতেছেন।

এই সময়ে সকলের হাতে ভোটের কাগজ দেওয়া হয়। মৌলানা সাহেব তাঁহার প্রস্তাবের কি দশা হইল তাহা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা

করেন। সভাপতি এই কথার কোন উত্তর দেন নাই। যখন মৌলানা সাহেব দেখিলেন যে, তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না, তখন তিনি স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন যে, যেহেতু ভারতীয় মুসলমানের পরাধীন দাস-জাতি কাজেই নজদ বা হেজাজের প্রতিনিধিদের সমান দাবী আমরা করিতে পারি না। আমি প্রস্তাব করি, ভারতীয় মুসলমানদের যেখানে ১টা ভোট থাকিবে সেখানে স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিগণের ২টা ভোট থাকিবে। মৌলানা সাহেব মনে করিলেন যে, তাঁহার এই প্রস্তাবে আরবেরা খুব সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবের ন্যায় এই প্রস্তাবকে কেহ গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই।

৩২শে শ্রাবণ, আনন্দবাজার।

হেজাজ ও এবনে ছউদ।

(ইংরাজী মোসলমান পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মুজিবররহমান সাহেব তাঁহার "খাদেম" নামক বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন।)

"সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন, পবিত্রভূমি হেজাজ বর্ত্তমানে সোলতান এবনে ছউদের অধিকারভুক্ত। তাঁহার শাসনাধীনে হেজাজের বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তিনি খ্রীষ্টান রাজশক্তির ক্রীতদাস শরীফ হোসেনের কবল হইতে ইসলামের পবিত্রভূমিকে মুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সেখানে পূর্ব্বে হজযাত্রীদের উপর যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইত, তাহারও প্রতিবিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে জেদ্দা হইতে মক্কা ও মক্কা হইতে মদিনার পথে এবং এমন কি, মক্কা ও মদিনা শহরের মধ্যেই হজযাত্রীদিগকে যেভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হইত,

বৎসর কাটাইবার পর ইসলাম জগতের প্রতি রহমানুর রহিম আল্লা-তায়ালার চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাই আজ একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, শক্তিশালী সোলতান পবিত্র হেজাজভূমি হইতে খৃষ্টান-বৎসল, অর্থ-গৃধ্নু, অত্যাচারী শরীফকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অন্য কোন কারণে না হোক, শুধু এই একটী কারণেই আজ মোস-লেম জগৎ সোলতান এবনে ছউদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যে পবিত্রভূমিতে পুণ্যপূত ইসলাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যেখানে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, এবং যে দেশে অ-মোসলমানের শাসন, এমন কি প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানকে সোলতান এবনে ছউদ খৃষ্টানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ইসলামের যে খেদমত করিয়া-ছেন, আধুনিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, এহেন একজন মোসলেম নরপতির নিন্দা করা এবং তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করা আজকাল একদল লোকের যেন একটা পেশা হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত আছেন সোলতান এবনে ছউদ যখন মক্কা শরীফ হইতে খলীফা-দাবী হোসেনকে বিতাড়িত করেন, সেই সময় হোসেনের পক্ষ হইতে নিয়মিত টাকা কড়ি লইয়া কয়েকজন লোক ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা অর্থ বলে সহজে ভারতের কয়েকজন কাগজ-ওয়ালাকে ও কয়েকজন নেতানামধারী ব্যক্তিকে বশীভূত করেন। এই সকল লোকই সোলতান এবনে ছউদের নিন্দা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিতে-ছেন। আমরা অবশ্য এরূপ বলিতে চাহি না যে, শরীফ হোসেনের টাকায় উদরপূর্ত্তি না করিয়া কেহই সোলতান এবনে ছউদের নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, যাঁহারা ঘুষ গ্রহণ না করিয়াই এরূপ করিতে-ছেন, তাঁহারা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভয়ানক ভুল করিয়াছেন।

যাঁহারা সোলতান এবনে ছউদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহা-দের প্রধান বক্তব্য এই যে, তিনি কয়েকটী কোব্বা ও দরগাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া

স্বার্থনিষ্ঠ সোলতানের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা ভাল কাজ করিতেছেন, একথা আমরা কোন মতেই বলিতে পারিতেছি না।

এই শ্রেণীর একদল লোক আজ দিল্লীতে আছেন। তাঁহারা কয়েকটী ধামা-ধরা মোসলমান রাজা-মহারাজাকে সম্মুখে লইয়া হেজাজ-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য অতি সত্বর এক সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন। এই সম্মিলনীতে নিশ্চয়ই এবনে ছউদের সমর্থন করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং সম্মিলনীর পরে দেশময় একটা আন্দোলন সৃষ্টির উদ্যোগ আয়োজন চলিবে। যদি আমাদের এই আশঙ্কা সত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ কার্য্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। ভারতের মোসলমানেরা সকলেই সোলতান এবনে ছউদের বিরুদ্ধবাদী নহেন; বহু বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও সংস্কার-মুক্ত মোসলমানগণের ন্যায় সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী এবং হেজাজ ভূমির উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় এবনে ছউদের বিরুদ্ধবাদী মোসলমানেরা গোলমাল শুরু করিলে তাঁহার পক্ষপাতী দলও নীরবে বসিয়া থাকিবে না। এইরূপ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধদলের কার্য্যকারিতায় ক্রমশঃ ভারতীয় মোসলমানদিগের মধ্যে আত্মকলহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় মোসলমানকে বহু বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার এখনও যেটুকু সম্ভাবনা আছে, এই আত্মকলহের ফলে তাহাও আর থাকিবে না। যদি বুঝিতাম আমাদের আন্দোলন-আলোচনার ফলে এবনে ছউদ হেজাজের সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, তবে ছউদ বিরোধী এই আন্দোলনের সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা পছন্দ করি আর না করি, এবনে ছউদ আপাততঃ সিংহাসন ত্যাগ করিতেছেন না। তরবারির মুখে এবনে ছউদকে তাড়াইবার সামর্থ্য যখন নাই, তখন একমাত্র আত্মকলহের সৃষ্টি ব্যতীত এই আন্দোলনে অন্য কোন ফল হইবে না। সুতরাং যাঁহারা বাস্তবিকই ভারতীয় মোসলমান সমাজের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা সাবধান হউন। বর্ত্তমান সময়ে মোসলমানদের আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তি ক্ষয় করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন দলের লোক বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া একযোগে সমবেত জাতীয় শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। সোলে-

তান এবনে ছউদের কার্য্য মোসলমানদের অনুমোদনযোগ্য কি না, সে কথার বিচার-ভার মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা হসরত মোহানী প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপর ছাড়িয়া না দিয়া প্রতি বৎসর মক্কা শরীফে যে বিশ্ব-মোসলেম মহাসম্মিলনী বসিতেছে, তাহারই উপর অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

মোট কথা, বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় যাঁহারা মোসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের বহ্নি জ্বালাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলে বা তাঁহাদিগকে কোন ব্যাপারে আমল দিলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

খাদেম, ২২শে ভাদ্র।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাণ্ড।

এতদ্বারা সর্ব্বস ধারণ মে মসলমান ভ্রাতৃগণকে জানান হইতেছে যে, এ দীন হীন খাকছার এবার মক্কা শরীফ হইতে আসিয়া হেজাজের অবস্থা সংক্ষেপে বাঙ্গালা "আহলে হাদিস" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মক্কা শরিফে যাইয়া যে সমস্ত কাণ্ড করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা বাহুল্য মনে করিয়া তৎ সমস্ত বিষয় কাগজে প্রকাশ করি নাই। আলী ভ্রাতৃদ্বয় "সোলতান এবনে ছউদের" প্রতি অযথা মিথ্যা কথা "উর্দ্দু কাগজে প্রকাশ করতঃ এবনে ছউদের প্রতি সাধারণ মোসলমানগণের যাহাতে অভক্তি জন্মে সেই চেষ্টায় আছেন ও বেদাতী মোশরেক, গোরপোরস্ত, পীরপোরস্ত ইত্যাদি দলের সহিত মিশিয়া নিজের দল পুষ্টি করিয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত অন্যায় কাণ্ড দেখিয়া সত্যের অনুরোধে ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্ব্বের ও পরের কয়েকটী কথা লিখিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। আশা করি ভ্রাতৃগণ ন্যায় বিচারে বুঝিলে ভ্রাতৃদ্বয়ের কাণ্ড কতদূর সত্য মিথ্যা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ভ্রাতৃদ্বয় ইতঃপূর্ব্বে গান্ধীর সহিত মিশিয়া "খেলাফত ও স্বরাজের আন্দোলন করিয়া" গো-কোরবাণী নিষেধ ফৎওয়া দিয়াছিলেন এবং ইহাও

বলিয়াছিলেন,—"মোসলমানগণের সকলে মিলিয়া এক জনকে দিনের খলিফা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ বা আদেশ মান্য করা একান্ত আবশ্যক। খলিফা হইবার জন্য কোরায়েশী বংশ হইবার কোন আবশ্যক নাই, দুষ্ট অনাচারী শরীফ হোসেনকে হেজাজ হইতে বিতাড়িত করিব, সকল মোসলমানগণকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক।" আঙ্গোরাফণ্ড, স্মার্ণাফণ্ড ও খেলাফত ফণ্ড প্রভৃতি করিয়া হিন্দু মোসলমানগণের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। করুণাময় খোদাতায়ালার মহিমা বুঝিয়া উঠা আমাদের সাধ্যাতীত।

করুণাময় খোদাতায়ালা ছোলতান এবনে ছউদকে খাড়া করিয়া "হেজাজের চোর দস্যু ও শরীফ আলেমকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া হেজাজ রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন। শেরেক, বেদাত, গোরপরস্ত, পীরপরস্ত ইত্যাদি শরিয়ত বিরুদ্ধ কার্য্য উঠাইয়া দিয়া কোরাণ ও হাদিস অনুযায়ী বিচারাচার আরম্ভ করায় হেজাজের কোন কোন গোর ও পীরপরস্ত লোক মক্কা শরিফ ত্যাগ করতঃ ছোলতান এবনে ছউদের প্রতি অপবাদ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। হিন্দুস্থানের পীর ও গোরপরস্ত বেদাতী মোসরেকগণ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া, "মোসলমানগণকে হজ্জে না যেতে বাধা দিয়া বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করতঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সময় আলী ভ্রাতৃদ্বয় কাগজে এবনে ছউদের যারপরনাই প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং গোর ও পীরপরস্তগণের নিন্দাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগ্রহে যে সময় হিন্দু মোসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছিল ঠিক সেই সময় কাহাকেও মুখ না দেখাইয়া এবনে ছউদের মেহমান রূপে হজ্জ উপলক্ষে ছোলতানের মোছাফের খানায় উপস্থিত হইয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিতেছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ছোলতানের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সমস্ত কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ছোলতান তাহা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। যদি আলী ভ্রাতৃদ্বয় ছোলতান পদ প্রাপ্ত করিতে পারিতেন, আর সাধারণ কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিরক্তি বাক্য প্রকাশ করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আলী ভ্রাতৃদ্বয় তন্মুহূর্তেই তাহার মস্তক ছেদন করিতে আদেশ দিতেন। ছোলতানকে আরও বলিয়াছিলেন,—"আপনাকে এদেশ ছাড়িয়া

উপর আমরা সকলে আমল করিয়া আত্মকলহ দূরীভূত করি। দুঃখের বিষয় এ দীন হীন খাকছারের কথায় অনেকেই কাজ করিয়া আলী ভ্রাতৃদ্বয় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এক্ষণে সে ভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় দলাদলি সৃষ্টি করিয়া মোসলমানগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনও বলিতেছি, আমাদের মোকাবেলা করিয়া বিবাদী মছলাগুলি মীমাংসা করুন। যদি মোকাবেলা করিতে অমত প্রকাশ করেন তাহা হইলে সাধারণের নিকট ইহা জানিতে বাকী থাকিবে না যে, ইঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া দল পাকাইয়া পয়সা আমদানী করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভ্রাতৃগণ, এইরূপ নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কারক হইতে বহুদূরে থাকিবেন, নচেৎ পরকাল হারাইবেন এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, "ছোলতান এবনে ছউদ" ও নজদি মুসলমানদিগকে এবং জাফর আলী খাঁ ইত্যাদি যে সমস্ত মুসলমানগণকে এই শ্রেণীর লোকে কাফের বলিয়া নিজেরাই কাফের হইতেছে। আবার মোছলমানগণকে হজ্ব করিতে বাধা দিয়া ডবল কাফের হইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃত মোমেন মোসলমান যাঁহারা তাঁহারা কখনই এই শ্রেণীর লোকের কথায় হজ্ব নষ্ট করিবেন না। অসীম করুণাময় আল্লাহতায়ালা এই শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে দুনিয়ার লোভ ছাড়াইয়া খাঁটি মোসলমান কর। আমিন। আমিন॥

মোহাম্মদ এফাজউদ্দিন।
২নং তাঁতিবাগান, কলিকাতা।

হেজাজ বিশ্ব-মোসলেম সম্মিলন।

এতদিনে হজ্বযাত্রার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইতে বসিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতিনিধিরা প্রতি বৎসর মক্কায় সমবেত হইয়া মুসলমান জাতির সকল সমস্যা সমাধান করিবেন, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করিবেন, ইহাই হইল হজ্বযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ যাবৎ এরূপ কোন কার্য্য মক্কায় হয় নাই। কিন্তু এ বৎসর ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, পারস্য, মিসর, জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রসিদ্ধনামা মোসলেম নেতারা মক্কায় সমবেত হইয়া খেলাফত সমস্যা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। নজদ প্রদেশের সুলতান এবনে সউদ পবিত্র হেজাজভূমিকে অমুসলমান প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এখন কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ইসলামের পবিত্র স্থানগুলির মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে এবং খেলাফত সমস্যারও একটা মীমাংসা হয়, তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি সকল দেশের মুসলমান প্রধানগণের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন। আমাদের লিখিবার সময় পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত বা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এদেশে সুলতান এবনে সউদের বিরুদ্ধবাদী একদল লোক "খোদ্দামুল হারামায়েন" নামক একটী সমিতি গঠন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বহু অতিরঞ্জিত ও অসত্য সংবাদ প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই হেজাজের মোসলেম সম্মিলন সম্বন্ধে দুই একটী সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সুলতান এবনে সউদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হওয়াতে তাঁহাদের প্রচারিত সংবাদ বিশ্বস্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

বিবিধ সংবাদ।

হেজাজে অস্ত্র আইন।

হেজাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন।

" ১। কেহ বন্দুক, রিভলভার টোটা বা এই সম্বন্ধীয় জিনিস আপনার দাখিল করিয়া তথা হইতে লাইসেন্স না লইয়া রাখিতে পারিবেন না।

২। যুদ্ধের জন্য শস্ত্রের কেনাবেচা একেবারেই নিষিদ্ধ। বেদুইনদের উদ্দেশ্যে যাহার নিকট বন্দুক টোটা ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী আছে তিনি গবর্ণমেণ্টকে দিয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্ট বাজার দরে তাহার মূল্য দিবেন।

৩। ঘোষণার পনের দিনের মধ্যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দাখিল ইত্যাদি করিয়া লইবেন ইহার পর কাহার নিকট বিনা লাইসেন্স বা বেদুইনদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত যদি কাহার নিকট পাওয়া যায় তবে তাহা জব্দ করা হইবে এবং অপরাধীকে সাজা দেওয়া হইবে।

নায়েব কালাকাতোল মালেক, ফয়সল।

২৯শে মহরম, ১৩৪২।

ইবনে সউদ সম্বন্ধে মিষ্টার ফিল্বী।

লণ্ডনের ১৫ই আগষ্টের "ইংলিশম্যান" লিখেন জানা যায় প্রকাশ যে 'অবজার্ভার' পত্রিকায় মিষ্টার সেণ্টজন ফিল্বী এক প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে বিগত ৫ই জুলাই আরবদের নিখিল মোসলেম কংগ্রেসে ট্রেন্স-জর্ডানিয়ার গবর্ণমেণ্টের আকাবা ও মায়ান অধিকার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া ও হেজাজ গবর্ণমেণ্টকে সেইগুলি পুনরায় হেজাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—'মেঘখানি এখনও এক হাতের বেশী বড় নহে (অর্থাৎ সামান্য), কিন্তু এদিকে সত্বর আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, কেননা লোহিত সাগরের মেঘ ক্ষিপ্র গতিতে চলাচল করে।" অর্থাৎ আরব

হেজাজ ও এয়মন।

'ফাতিল আরব' লিখিতেছেন যে, এয়মন প্রতিনিধি দলের নেতা সৈয়দ হোসেন হেজাজের রাজা সোলতান এবনে ছউদের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি সোলতানের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিনিধি দল সোলতান ব্যতীত অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে হেজাজ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রতিনিধি-দল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। হেজাজ ত্যাগের সময় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ হইয়াছিল —খিলাফৎ।

ফরাসী ও সোলতান এবনে সউদ।

'ফাতিল আরব' লিখিতেছেন যে, সোলতান এবনে ছউদের পুত্র আমীর সউদের মিসর ভ্রমণের সময় কায়রোর ফরাসী প্রতিনিধি তাঁহাকে সিরিয়া ভ্রমণের আহ্বান করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, সোলতান পুত্র ফিলিস্তান ভ্রমণের পর সিরিয়ায় গমন করিবেন।—খিলাফৎ।

হেজাজ ও তুরস্ক।

'ফাতিল আরব' লিখিতেছেন যে, আঙ্গোরা'য় সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, সোলেমান শফকত বে আঙ্গোরা সরকারের প্রতিনিধিরূপে অতি সত্বর আবার হেজাজ যাইতেছেন। আঙ্গোরা সরকার আশা করেন যে, হেজাজ সরকার উঁহার যথোপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করিবেন।

—খিলাফৎ।

দিল্লী বৈঠক।

দিল্লীতে কোন মৌলবী ও ওলেমারা মিলিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, এবনে ছউদকে হেজাজের সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রস্তাবটী অতি সুখরোচক সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রস্তাবকারীদের কথা শুনিয়া যে জগৎশুদ্ধ লোক হাসিবে, এবং

তাঁহাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, একথা বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। সহযোগী "মুসলমান" তো তাঁহা-দিগকে পাগলা গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতদূর কঠোরতা করিতে বলি না, বৈঠকে উপস্থিত মোল্লা মৌলবী আলেমেরা যদি নিজ নিজ গৃহে যাইয়া সুস্থচিত্তে ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অন্ধ আর এক অন্ধকে এক পথ দেখাইতে পারে না। স্বাধীন ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে খেলাফৎ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা ঠিক তাহাই নহে কি? এখনে উক্ত দিল্লীর বৈঠকের প্রস্তাব তারযোগে পাইয়া যে সময়ে খেলাফতের সিংহাসন ছাড়িয়া চোঁচা দৌড় দিবেন, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতেছি না। হাকিম আজমল খাঁ, ডা: আনসারী প্রভৃতি তাঁহাদের এই সব স্বধর্মীদের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন না কি?

১০ই আশ্বিন, আনন্দবাজার।

লণ্ডনে সউদ পুত্র আমীর ফয়ছলের সম্বর্দ্ধনা।

আমীর ফয়ছল লণ্ডনে উপনীত হইবা মাত্র "আল্লার জয় হউক" রবে একদল মুসলমান যখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য অগ্রসর হয়েন, তখন প্যাডিংটন ষ্টেশনের মামুলী একঘেয়ে দৃশ্য আরব্যোপন্যাসের সমুজ্জ্বল স্বপ্নলোকে পরিণত হইয়াছিল। ফয়ছল স্বয়ং সুন্দর হারুণ-অল-রশিদের মূর্ত্তিতে তাঁহার সেলুন গাড়ীর দ্বারদেশে যখন দণ্ডায়মান ছিলেন—তখন উহা স্বর্ণ ও বিবিধবর্ণের মণির আভায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। মুসলমান-গণ তাঁহার গলায় স্বর্ণপদ্মের মালা অর্পণ করিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন, সেইরূপ তাঁহার পরিষদবর্গকে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি বিবিধবর্ণের সুগন্ধী পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। আমীর ফয়ছল গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যখন তাঁহার মোটরে আরোহণ করিতে যান, তখন সহস্র পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া তাঁহার গমনপথ বিবিধবর্ণের পুষ্পে আকীর্ণ করা হয়।

আমীর কাবুলের এই অভ্যর্থনা ব্যাপারে অনেক মুসলমানধর্মাবলম্বী ইংরাজ সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লর্ড হেডলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বৃটিশ মোস্লেম সোসাইটীর সভাপতি।

মিলনের ছল।

যদি সত্য সাধু হও,
তবেই মিলতে চাও।
পেটে প্যুরে বিষম গরল
মুখে ব'লে কোকিল বোল
উঠাযে ভ্রাতৃত্ব রোল
মিছা কাণে ভুলাও।
যদি সত্য সাধু হও,
তবেই মিলতে চাও॥
বিজলপ্রার 'দোনা' তুলি,
গদি দাও জলে ফেলি,
মুছে ফেল মনের কালি,
উল্টে দাও হিংসা ডালি
তবে আর কি চাও!
(আবার) নিঃসহায় ভাবে যেবে
ভাই ব'লে আসচ ফিরে
এ ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস কিরে
শুদ্ধি কি তঞ্জিম ছাড়ে
পীস কমিটি কর,

যদি সত্য সাধু হও,
তবেই মিলতে চাও।

উপর থেকে চিনে দেখো,
স্বরূপ ভাবে তোলা মানা
মিথ্যা নালিশ ভেদ্ করা,
এ সব নিন্দা ছাড়ান তোমার
খাঁটি লোক হও,
যদি সত্য সাধু হও,
তবেই মিলতে চাও।

রিভলভার হাতে দেখে *
নবাবের আগে কেঁদে
যারা চালায় ঠুঁকে পায়
তারা যেমন সরল পশু
এমন বুঝে লও,
যদি সত্য সাধু হও,
তবেই মিলতে চাও।

মোসলেম হোসেন,
(১১০৬) এখনে আবদুররাজিব, মেম্বর কো-অপারেটিভ ষ্টোর
সাহিত্য সমিতি নবাবপুর, ঢাকা।

---

* দাঙ্গার কয়েক দিবস পরে ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ জন হিন্দু, ও ৬ জন মুসলমান লইয়া একটী পীস কমিটি (শান্তি সভা) গঠন করেন এবং নবাবকে প্রেসি-ডেন্ট করেন। একজন উচ্চ পদের হিন্দু নবাবকে আসিয়া বলে "হুজুর আমরা পীস চাই" ইত্যাদি বলিয়া নবাবকে ছালাম দিবার কালীন উক্ত ব্যক্তির হস্তে জড়িত রিভলভার নবাব দেখিতে পান এবং বন্দী করিয়া বন্দীশালায় চালান করেন।

চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার।

মাঃ মনিঃ:—মোহাম্মদ কাসেম, বাদুড়িয়া বাজার, ২৪ পরগণা ১০৲ মোহাঃ আবদুররহমান ঠিকানা ঐ ১০৲

মারফত সেক্রেটারী—বড়ুয়া জমাত হইতে সেকেদার সরদার ১০৲। মাঃ মুঃ আবুবকর, সাতগাছিয়া জমাত হইতে ৪৲; মাঃ আইনুল মল্লিক, মদনতলা জমাত হইতে ৫৲; বডি নং ৫ রাধিকা নং ৯৫, কাজি আবদুল আজিজ সাহেব ৩০৲; কাজি আবদুলগনি, কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ২৫৲; কাজি মোহাম্মদদীন, ঠিকানা ঐ ১০৲; মাঃ এমামেল হক, পাঁচপাড়া জমাত হইতে ৪৲, মাঃ মৌঃ আহেদালি সাহেব, খুলনা, বুলারাটি জমাত হইতে ৫৲; মাঃ ঐ খুলনা, খামরিয়া জমাত হইতে ৮৲; মৌলবী মোহাঃ কলিম উদ্দিন, পুটীমারী মুন্সিপাড়া, পোঃ জোড়পাকুরী, জলপাইগুড়ি ৮৲ মুঃ সাহাদাত আলি মণ্ডল রামনগর পোঃ সাদিয়াকান্দি, বগুড়া ১৲ মোহঃ আবদুররহমান, ঝিকরী, মাগুরা, যশোহর ২॥০; কাজি জবু প্রামাণিক, চরবুলাকী, রামীনগর, রাজসাহী ২৸৵০; মৌলবী আবদুররহিম, সাং আড়ুয়া বীরভূম ১৲; মারফত কাজী আক্কাছের হোসেন, সেরপুর জমাত হইতে ১৫৲; এব্রাহিম মুঃ সাং মাছবাড়ী পোঃ কুটৈল, ময়মনসিংহ ২৲; মদন আহম্মদ, নরপাড়া জিঃ ঐ ২৲, ভোলা সেখ মাছবাড়ী ময়মনসিংহ ১৲; রজব আলী মণ্ডল, সাং চরজাইটাল পোঃ মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ ১৲; সমতুল্লা মণ্ডল, জোয়ার নটাকর জিঃ ঐ ১৲; মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব, জামালিয়া, জিঃ ঐ ১৲; দারাজতুল্লা খাঁন, নালদা জিঃ ঐ ১৲ কাসেম মুঃ খোলাবাড়ী, জিঃ ঐ ১৲; আবদুররশিদ, ধামনাম, হুগলী ॥০; আমিরুদ্দিন আহাম্মদ, জামালিয়া, ময়মনসিংহ ৫৲, মুন্সী মফিজদ্দিন সাহেব, বেলডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ৩৲; নবাবজান মল্লিক নগদিপাড়া হুগলী ৩।০; মোহাম্মদ ইউনছ আলী, পোঃ ৬০৩ এক্রন, ক্যানালজোন, মধ্য আমেরিকা, ৫৵০; কাজি রহিমবক্স খাঁ বাঁকড়া, মাকড়দহ, হাওড়া ৸০; ২৪ পরগণা জেলার ফাজিলপুর জমাত হইতে ৩৲; মৌলবী কমরুদ্দিন আজি হরিপুর রংপুর ৫৲।

ক্রমশঃ

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ	জমাদিয়ল আউয়ল—১৩৪৫ কার্ত্তিক—১৩৩৩ সাল।	২য় সংখ্যা।

কোর্-আন।

সুরা বাকার, ২য় পারা,—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"ওহে যাহারা মুমেন (ধর্ম্মবিশ্বাসী) হইয়াছ, হত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তোমাদের উপর কেছাছ (খুনের বদলে খুন) লিখিত হইয়াছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক (নিহত হইবে)"

হজরত মোহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলায়হে ওচ্ছাল্লামের জন্মের পূর্ব্বে এই রীতি ছিল যে, আশরাফ (উচ্চ) কওমের—গোলাম (দাস) বা স্ত্রীলোক

কে যদি খুন করা হইত, তবে ছোট গোত্রের যে গোলাম আশরাফ গোত্রের এবং যে গোলামকে হত্যা করিত, তাহাকে না মারিয়া তাহার বদলে তাহার প্রভুকে হত্যা করিত, এবং যখন ছোট গোত্রের যে স্ত্রীলোক আশরাফ গোত্রের স্ত্রীলোককে হত্যা করিত, তাহাকে না মারিয়া তাহার বদলে তাহার পুরুষকে হত্যা করিত অর্থাৎ জাতির বড়াই ও বড় ছোট জাতের বিচার বৈষম্য এতদূর তীব্র ও অন্যায় ছিল যে, বড় জাতের একজন গোলামকে ছোট জাতের একজন স্বাধীন ব্যক্তির, একরূপ বড় জাতের একজন স্ত্রীলোককে ছোট জাতের একজন পুরুষের সমান স্থান করা হইত। এই জন্য বড় জাতের গোলাম ও স্ত্রীলোকের খুনের বদলে, যথাক্রমে ছোট জাতের স্বাধীন ও পুরুষকে হত্যা করা হইত। মনে করিত যে ছোট জাতের যে গোলাম বা স্ত্রীলোক এই হত্যা করিয়াছে, তাহাকে মারিলে এই খুনের বদলা বা প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। আল্লাহ তায়ালা এই ভীষণ প্রথার প্রতিবাদে এই আয়াত নাজেল করিয়াছেন। আয়াতের মর্ম এই যে, খুনের বদলে খুন করাই বিধি। কিন্তু গোলামের খুনের বদলে সেই গোলামই নিহত হইবে, যে তাহাকে খুন করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার বদলে তাহার স্বাধীন প্রভুকে নিহত করা যাইবে না। স্ত্রীলোকের খুনের বদলে সেই স্ত্রীলোকই নিহত হইবে যে তাহাকে খুন করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া সেই স্ত্রীলোকের পুরুষকে খুন করিতে পারিবে না। জাতের বড়াই লইয়া এইরূপ অন্যায় অবিচার, এইরূপ ভীষণ বিচার-বৈষম্য ও জুলুম অত্যাচার - এসলাম ধর্ম কখনই সমর্থন করিতে পারে না।

বোখারি সরিফ,—

"وان لا يقتل مسلم بكافر"

"এই যে, কাফেরের খুনের জন্য কোন মুসলমানকে কতল (খুন) করা যাইবে না"

তফসীর খাজেন ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ—

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا [illegible]

মাফ করা হয় (তবে মাফকারীকে) সংগত ভাবে তাহার (হত্যাকারীর) পশ্চাৎ অনুসরণ করা এবং (ঐ হত্যাকারী ব্যক্তির পক্ষে) সদ্ভাবে সেই (খুনের মূল্য) আদায় করিয়া দেওয়া (বিধি); ইহাই তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে লঘু (ব্যবস্থা) এবং দয়া (করা হইল); ইহার পর যে ব্যক্তি (এই আইনের) সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহার জন্য ক্লেশকর শাস্তি।"

এই আয়াতে জানা যাইতেছে যে, মুসলমান ক্রোধে বা উত্তেজনার বশে অন্য মুসলমানকে মারিয়া ফেলিলেও তাহাদের পরস্পরের যে এসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল, তাহার উচ্ছেদ হয় না এবং এই ভ্রাতৃত্বের কথাই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণের মনে, হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করার আবেগ জাগাইয়া দিবে বলিয়া এস্থলে "তাহার ভায়ের তরফ হইতে" এইরূপ কথার প্রয়োগ হইয়াছে।

যে ব্যক্তি খুন করিয়াছে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ সেই খুনের বদলে খুন না লইয়া, মাত্র সেই খুনের আর্থিক মূল্য লইয়া তাহাকে মাফ করিয়া দিতেও পারে। যদি এইরূপে মাফ করিয়া দেয়, তবে এই মাফকারী ওয়ারিস বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া, সরলভাবে ঐ হত্যাকারীর নিকট খুনের আর্থিক মূল্য তলব করিবে, এবং ঐ হত্যাকারী ব্যক্তিও সদ্ভাবে অর্থাৎ বেশী বিলম্ব না করিয়া, কম না করিয়া ঐ অর্থ আদায় করিয়া দিবে।

"ইহাই তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে লঘু ব্যবস্থা, এবং দয়া করা হইল" যেহেতু তিনি এবিষয়ে তোমাদিগকে উভয় ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিলেন। য়িহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি যেমন কেবল এই দুই ব্যবস্থার সুবিধা নাই, কেবল একটা ব্যবস্থাই নির্দিষ্ট আছে, অপরটার কোন সুযোগ নাই, তোমাদের উপর সেরূপ করেন নাই।

"অতঃপর যে ব্যক্তি এই আইনের সীমা লঙ্ঘন করিবে" অর্থাৎ হত্যাকারীকে ক্ষমা করিবার পরও তাহার উপর জুলুম করিয়া তাহাকে

মারিয়া ফেলিবে, সে ইহকালে ও পরকালে শাস্তি পাইবে

লোকে যদি জানিতে পারে যে কাহাকে খুন করিলে, খুনের অপরাধে সেই খুনকারীর প্রাণদণ্ড হইবে, তবে ভবিষ্যতে নিজের এবং সমাজের ভয়ে, সেই কাহাকেও খুন করিতে অগ্রসর হইবে না। ইহাতে তাহার নিজের জীবন এবং যাহাকে খুন করিতে উদ্যত, তাহার জীবন রক্ষা হইবে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, —

"এবং তোমাদের জন্য কেছাছ অর্থাৎ খুনের বদলে খুন করা-তেই জীবন, হে বুদ্ধিমান লোক সকল; তাহা হইলেই তোমরা রক্ষা পাইবে।"

"তাহা হইলে" অর্থাৎ খুন করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলে, তোমরা অন্যের প্রাণনাশে বিরত থাকিবে, ইহাতে তোমরা এবং সেই ব্যক্তি — সকলেই রক্ষা পাইবে।"

হজরতের পুণ্য চরিত।

ছুরা আহজাব, ২১ পারা, ১৯ রুকু.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا —

"নিশ্চয় আল্লার পয়গম্বর" হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মধ্যে তোমাদের শিক্ষার জন্য উত্তম আদর্শ বর্ত্তমান, যাহারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং নিরন্তর আল্লার স্মরণ করে তাহাদের জন্যই এই আদর্শ। (অর্থাৎ তাহারাই এই অতি উত্তম ও পরম পবিত্র আদর্শকে গ্রহণ করিয়া থাকে, হজরতের পুণ্য চরিত্র ও চাল-চলন শিক্ষা করিয়া থাকে)।"

আমরা মুসলমান জাতি, বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বা দলাদলি থাকুক না কেন, আমরা আমাদের প্রাণের প্রীতম অপেক্ষা হইতেও, এসলামের মহাপুরুষ, অন্তরের মহামানব, আমাদের জান্‌দেল্‌, মাল, জী প্রিয় জিনিষ অপেক্ষা প্রিয়তম হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি, প্রগাঢ় প্রেম ও প্রীতি অর্পণ করিতে কখনই ক্রুটি করিতে পারি না। তাঁহার নামোচ্চারণে, প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়, অতি বড় পাষাণ, পরন্তু পাষণ্ড মুসলমানের মস্তকও "লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদররসুলোল্লাহ"—এই পবিত্র বচনে মাথা নত না হইয়া থাকিতে পারে না।

ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বিষয়ে হজরতের উচ্চ জীবন ও পুণ্য চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল উত্তম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন গঠন করিতে কোরানে আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। আমাদের প্রিয়তম পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পুণ্য চরিত্রের পবিত্র আদর্শ গ্রহণ যে আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা আমরা ক্ষণকালের জন্যও অস্বীকার করা দূরে থাকুক বিস্মৃত হইতেও পারিনা। অজ্ঞান অমানিশার গাঢ় আঁধার মাঝে একমাত্র হজরতের (দঃ) পুণ্য চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল প্রদীপই আমাদিগকে দিন দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি, শান্তি ও মুক্তির সরল ও সত্য পথ দেখাইয়া দেয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا —

"হে নবী মোহাম্মদ (দঃ) আমি তোমাকে সাক্ষীস্বরূপ এবং আনন্দের সংবাদ প্রদান ও ভয়প্রদর্শন জন্যই প্রেরণ করিয়াছি। এবং আল্লার দিকে, তাঁহারই আদেশে সর্ব্ব সাধারণকে আহ্বান করিবার জন্য—তাহাদিগের জন্য সমুজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছি"

আল্লার আহ্বান লইয়া, দীন ঈমানের আহ্বান লইয়া, ধর্ম্ম, মুক্তি ও শান্তির আহ্বান লইয়া হজরত আসিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমাদের

ছোলতান এবনে ছউদ

ও

আলী বেরাদরান।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরও উজ্জ্বলতর প্রমাণ।

এই আলী ভাই ছাহেবান নিজেরাই শান্তি ও নিরাপদতার কথা যাহা স্বীকার করিয়াছেন ও তাহা আপনারা শুনিয়াছেন তাহা অপেক্ষা আরও বড় আপনারা শুনুন—যাহাতে জ্ঞাত হইবেন যে, হেজাজে কেবল শান্তি ও নিরাপদতাই নাই বরং তার চেয়ে বাড়া কেরামত, অলৌকিক কাণ্ড আছে।

হাকিম মহিউদ্দীন পাটনাপুরী পাঞ্জাবীর বর্ণনা এই যে, আমি কোন কাজে পুলিশ অফিসে যাই। আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি আসিল, সে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মদিনার বাজার আমার বিছানার চাদর হারাইয়া গিয়াছে (চুরি যায় নাই, থাকিয়া গিয়াছে)। পুলিশ অফিসার একজন লোককে বলিলেন, জিদ্দা হইতে পাট করা কাপড় যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে, লইয়া আইস। সেই কাপড় দেখাইল ও সেই ব্যক্তি তাহা চিনিয়া বলিল হাঁ এই পাট। কাপড়ের আসল মালিক পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার মাল পৌঁছিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় হাফেজ এবরাহিম ছাহেবের বর্ণনা এই যে, পথে এক ব্যক্তির দালান হইতে চুণ ও খয়ের থলিয়ার পাত্র থাকিয়া যায়, তাহাও যথাযথ মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। মাওলানা আবদুল হক ছাহেবের [illegible] মৌলবী হাবিব ছাহেবের বর্ণনা এই যে, আমাদের কাফেলা হইতে একটী স্ত্রীলোক বাহির পড়িয়াছিল, তাহার গায়ে গহনাপত্রও ছিল। আমি দেখিলাম যে, সেই স্ত্রীলোকটী গহনাপত্র সহ সম্পূর্ণ নিরাপদে মদিনা শরিফ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

লুধিয়ানার মৌলবী হবিবর রহমান।

খেলাফতের প্রধান মেম্বর সমূহের মধ্যে এক ছাহেব—লুধিয়ানার হানাফী মৌলবী হাবিবর রহমান, তিনি নিজের বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

'এবনে ছউদ হেজাজে উত্তম হইতেও উত্তম কার্য্যও করিয়াছেন। যথা শান্তির প্রতিষ্ঠা ; চুরি, ডাকাতি, জেনা ও শারাবের সম্পূর্ণ বন্ধ—এ সকল এমন এছলামী খেদমত (ছোলতান এবনে ছউদ করিয়াছেন) যে, এ জন্য প্রত্যেক মোছলমানকে (ছোলতানের) শোকরিয়া আদায় করা উচিত। বিশেষতঃ তিনি যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ইহা এমন একটী খেদমত যে, আমার মতে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইতিহাসে ইহার নজীর পাওয়া যায় না। মক্কা হইতে লইয়া মদিনা মনুয়োরা পর্য্যন্ত আরবের প্রান্তরে এ বৎসর হাজীদিগের জন্য যে শান্তি ও আন্তরিক নিরুদ্বিগ্নতা ছিল, এ সময় দুনিয়ার কোন অতি বড় সুসভ্য গবর্ণমেণ্টও তাহার আর একটীও নজীর পেশ করিতে পারেন না।"

২রা সেপ্টেম্বর, জমিদার পত্রিকা

মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ।

মাত্র অল্প কয়েক দিনের ছউদি রাজত্ব—যাহা পূর্ণ হস্তগত হইয়াছে এখন এক মাসও হয় নাই—তাহার এই খেদমত কি এই যোগ্য যে, "খুন পিয়ার ফলে ইহা হইয়াছে বলিয়া" তাহা কে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা হয়?

گلست سعدی ودر چشم دشمنان خار است

"শেখ সাদী ফুল, কিন্তু শত্রুর চক্ষুতে তাহা কাটা।"

এই উপকারের আরও ঘটনা আছে—যাহাতে জানা যায় যে, ছউদী গবর্ণমেণ্ট শান্তি, নিরাপদতা, পথ সমূহের হেফাজত কায়েম করিতে যেই কার্য্য করিয়াছেন (আমাদের খেলাফতী লীডর ও কোরবরদারগণ যাঁহাদিগকে খলিফা বলিতেন, যাঁহাদের সহায়তায় মনপ্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না সেই) তুর্কী ছোলতানগণও যাহা করিতে পারেন নাই। কেমন এমন একটী রাজত্ব—যাহা এখনও জুম্মা জুম্মা আট দিন হইয়াছে, তাহার এই কার্য্য কি কম অনুগ্রহের? আলহামদো লিল্লাহে।

ক্রোধের কারণ।

এই দুই ছাহেব আলী বেরাদরানের লেখা ও কথায় ক্রোধের দুইটী কারণ

জানা যাইতেছে — একটী রাজনৈতিক, আর একটী মজহাবী বা ধর্ম্মনৈতিক। রাজনৈতিক দোষ এই যে, ছোলতান এবনে ছউদ বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? অথচ,—

"কোরাণ মজিদের বিভিন্ন আয়াতে প্রতিপন্ন হয় যে, মলুকিয়ত বা বাদশাহী কেবল খোদার জন্যই। (আমরত পত্রিকা, ২৬শে আগষ্ট)।

পুনঃ তিনি তাঁহার এই দাবীর পোষকতায় যাহা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার দাবীর প্রতিবাদ হইতেছে, কিন্তু সে দিকে জনাবের লক্ষ্য নাই

তিনি বলিতেছেন,—"মলুকিয়তের জন্য অরাচত নাজেমা অর্থাৎ বাদশাহের পর, রাজত্ব তাহার পুত্র, পৌত্র বা তাহার বংশের অন্য কোন লোকেই পায়।" আমরত, ঐ।

তাঁহার প্রথম কথার ছাপ মতলব এই যে, বাদশাহী খোদার জন্য খাছ; আর দ্বিতীয় কথার মতলব ও পরিষ্কার এই যে, বাদশাহী বিধরে ওয়ারিস হইয়া থাকে। এখন এই দুইটী কথা একসঙ্গে মিলাইলে ফল এই দাঁড়াইল যে, খোদার পুত্র পৌত্র নিশ্চয় হইয়া থাকে। কেননা বাদশাহ হইবার জন্য ওয়ারিস হওয়া অপরিহার্য্য। এ সত্যকে কাহারা সকলেই মানিত।

الشي ذ ثوب دلروسه

ইহার উপর বাহাদুরী এই যে তিনি বাদশাহকে কেবল খোদার জন্যই খাছ—ইহা বলিতেছেন। অথচ কোরাণ মজিদে আছে, হজরত মুছা (আঃ) বনি এস্রাইলগণের উপর খোদার নেয়ামতের কথা জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,—

يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا -

"হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের উপর আল্লার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর; কেননা তিনি তোমাদের মধ্যে আম্বিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছেন।"

আরও কোরাণ শরিফে আছে যে, বনি এস্রাইল স্ব সময়ের নবীর (আঃ) নিকট দরখাস্ত করে যে,—

ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ —

"আমাদের জন্য কোন একজন বাদসাহ নিদ্দিষ্ট করুন, আমরা আল্লার রাহে যুদ্ধ করিব।"

হাঁ তাঁহারা এই যাহা বলিয়াছেন যে, বাদসাহিতে অরাছত (অর্থাৎ এক জন বাদসাহ হইলে তাহার পর তাহার ওয়ারিস সেই আবার বাদসাহ) হয়। এই ওয়ারিস সূত্রে বাদসাহ হওয়া ইহা করিলে তবেই হইয়া থাকে।

জনাব কি এসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় খলিফাগণের মধ্যে এই অরাছত বা ওয়ারিসসূত্রে রাজ্যলাভের বিষয় প্রাপ্ত হন নাই? অথচ তাঁহারা খলিফা নামে অভিহিত হইতেন। ভুলে যাইবেন না, যে ছোলতানগণের সহায়তায় আপনারা দুই ভাই সকলের অগ্রে অগ্রে খাজানার জান কোরবান করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের নামে খেলাফত কমিটি সমূহ হইয়াছে এবং চলিতেছে অর্থাৎ সেই তুর্কি ছোলতান—তাঁহাদের মধ্যে কি অরাছত অর্থাৎ ওয়ারিসসূত্রে রাজ্যলাভ ছিল না? (একজন তুর্কি ছোলতানের মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়ারিস কি ছোলতান হইতেন না?) আর সেই অরাছত বা ওয়ারিসসূত্রে ছোলতান হওয়ার প্রভাব হজরত খলিফাগণের উপর ছিল কি না?

সাব্যস্ত হইল যে, ওয়ারিস হওয়া সে একটী স্বতন্ত্র কথা—ও তা আজ পর্য্যন্ত নজদি রাজত্বে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আপনারা তাহা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই নজদি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতায় কোমর বাঁধিয়াছেন। অথচ ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা ওয়ারিসসূত্রে বাদসাহ হইয়া আসিতেছে আপনারা সেই তুর্কি গবর্ণমেণ্টকে খলিফা মান্য করিয়া তাহাদের খেদমতে জান দিতেন।

دل ترک دو آشنا ہیں مگر اپنے غدار ہو

یہ ترک کا یہ مزاج ہے اگے غدار ہو

ক্রোধের দ্বিতীয় কারণ ।

ক্রোধের দ্বিতীয় কারণ,—মজারাৎ (ধর্মমত কবর) ; অর্থাৎ সোলতান এবনে সউদ কবরের উপর হইতে গোম্বজ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন কেন ?

আসল ঘটনাত এইটুকুই । কিন্তু যেহেতু কবরের উপর গোম্বজ বানান সকল মজহাবেই মানা, এবং এসলামের সত উত্তম যুগেও যখন কোন কবরের উপর গোম্বজ বানাইত ত তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত । যেমন এমাম নওবী শরহে মোছলেমের মধ্যে, এমাম শাফেয়ী (রাঃ) সাহেবের কওল নকল করিয়াছেন যে, উক্ত এমাম সাহেব বলিতেছেন,—

"আমি দেখিয়াছি যে, মক্কার ওমরাহগণ কবরের উপর হইতে ইমারত সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম দিতেন ।"

এ অক্ষেপে হাজী সাহেব নক্সাগণ গোম্বজ ভাঙ্গার সহিত কবর ভাঙ্গার কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে হুজুগ এদেশের মুসলমান উত্তেজিত হয় । এবিষয়ে যিনি একেবারে ঠিকা লইয়া বসিয়া আছেন, লাহোরের সেই জেমায়তে পত্রিকার প্রত্যেক কাগজে সাধারণভাবে এই কথা কীর্তন করিয়া থাকে যে "নজদীয়া সমস্ত কবর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে" । এই জেমায়তে [illegible] পাটনার পয়গাম পত্রিকা হইতে এক হাজী সাহেবের কথা এইরূপ নকল করা হইয়াছে,—

"মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মনোয়ারার সমস্ত কবর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে । জান্নাতোল বাকি (কবর স্থান) ধ্বংস করা হইয়াছে, জান্নাতোলবাকি (কবর) খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার চিহ্ন বর্তমান । স্থানে স্থানে কবরের মাটি ও পাথর রাশি জমা হইয়াছে । হজরত হামজা (রাঃ) যথায় শহীদ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী মসজেদ তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমি (হজরত হাজী [illegible] সাহেব) নিজের চক্ষে দেখিয়াছি যে, সেই মসজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, এ খবরও পাওয়া গিয়াছে যে, অন্যান্য কতিপয় মসজেদও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে ।" জেমায়তে, ১ম সেপ্টেম্বর ।

দোওয়া ।

এই হাজী সাহেবের বর্ণনার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয় না ; কেবল দোওয়া করিতেছি,—

"হে এলাহী ! হজী ছাহেব যদি এই বর্ণনায় সত্যবাদী হন তবে তাহার চক্ষুতে নুর এবং দেহে খুশী প্রদান করুন। আর তিনি যদি মিথ্যাবাদী হন তবে উঁহার দুষ্ট কার্য্যের প্রতিফল প্রদান (শাস্তি) করুন — আমিন।"

উক্ত হজী ছহেব আবদুররহমান সাহেব যদি এই দোওয়ার কথা শুনিতে পান, তবে তাঁহার উচিত যে, এই দোয়াতে তিনিও আমিন বলেন।

আমিও আমার সঙ্গিগণ যাহা দেখিয়াছি তাহা এই যে, হজরত হামজার (রাঃ) কবরের উপর হইতে গোম্বজ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর মসজেদ বড় মজবুত, বেলকুল অক্ষত আছে। পূর্ব্বে কবর ও মসজেদ একই প্রাঙ্গণে ছিল, এখন নজদীগণ কবর ও মসজেদের মধ্যে দেয়াল গাঁথিয়া কবর হইতে মসজেদকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। কেবল যে হজরত হামজার কবরই অক্ষত আছে তাহা নহে বরং বাকী সমস্ত শহীদগণের কবরও মজুদ আছে এবং মসজেদ সকলও ছহি ছালামত আছে। আলহামদো লিল্লাহে।

বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য।

কবর সমূহের ছালামত অর্থাৎ অক্ষত থাকার বিষয়ে খেলাফত ডেপুটেশনের নেতা মাওলানা ছয়েদ ছোলায়মান নদবী সাহেব বলিতেছেন,—

"হেজাজে কবরের কোব্বা, কুষ্ঠি, দরজা ত নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু আমি কবর সমূহকে সম্পূর্ণভাবে যেমন ঠিক তেমনি মউজুদ পাইয়াছি। কেবল হজরত ওছমানের (রাঃ) কবরের টিনের চাদর ফাড়িয়া গিয়াছে।

দিল্লি জামে মসজেদের তকরির,
২৬শে আগষ্ট, জমিয়ত, দিল্লী।

কেমন ছাপ ও সত্য সাক্ষ্য। টিনের চাদর ভগ্ন হইবার নিস্তুত

বিবরণ শুনিবার যোগ্য। কেবলো সম্মানিত কবর সমূহ পাকা করা ব্যতীত হেফাজতের জন্য তাহার উপর টিনের খোল তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়, ইহা কবর ছাড়া অন্য জিনিস হইয় থাকে। হজরত ওছমানের (রাঃ) কবর হইতে গোম্বজ ফেলিয়া দিবার সময় উপর হইতে কোন পাথর বা কাঠ পড়িয়া ঐ টিনের খোল একটুখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খোলের সেই ভাঙ্গার ভিতর দিয়া নজরে আসে যে, নিম্নে কবর সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। বাস্ সেই টিন ভেঙে যাওয়ার প্রকৃত বিবরণ এই।

ডেপুটেশন নেতার সাক্ষ্যদানের পর জনাব মোহাম্মদ আলী সাহেবের নিজের বর্ণনাও শুনুন, তিনি বলিতেছেন,—

"জান্নাতোল বাকিতে হজরত ওছমান, হজরতে আলীর মাতা, হজরত হালিমা, রছুলোল্লার প্রিয় কুমার হজরত এব্রাহিম, হজরত নাফে, হজরত এমাম মালেক, হজরত আকিল, হজরতের (সাঃ) তিন কন্যা, এবং পাক বিবিগণের, হজরত কাছেমার ও নবীর আহলে বয়েতের কবর সমূহের ত এখনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।"

জমিয়ত, ঐ তারিখ।

মোহাম্মদ আলী সাহেব ঐ কবর সমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন বটে কিন্তু বড়ই কৌশলে নিজ ডেপুটেশননেতার বিপক্ষতা করিতেছেন। ডেপুটেশননেতা বলিতেছেন যে, "কবর যেমন ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ বর্তমান পাইয়াছি।" আর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলিতেছেন "কবরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে" এই দুই কথার অর্থ প্রভেদ তাহা এই ভাষা-ভাষী লোক বুঝিতেছেন। প্রকৃত ঘটনা তাহাই যাহা ছৈয়দ ছোলায়মান নদবী সাহেব বলিয়াছেন—অর্থাৎ কবর সমূহ যেমন ঠিক তেমনই সম্পূর্ণ বর্তমান আছে, (যদিও পাকা কবর করাও সরিয়তের খেলাফ)।

ইহার উপর একমাত্রা বাড়া

এই যে, মোহাম্মদ আলী সাহেব ইহার পর বলিতেছেন,—"হজ-

হতের বাকী পাক বিবিগণ এবং শত শত ছাহাবাএ কেরামের মাজারের আজও সন্ধান পাওয়া যায় না, খোদার কদম এমন বোধ হয় যে, যেন হাল চালাইয়া দিয়াছে।" অগিয়াত, ঐ তারিখ।

তাঁহার সংযুক্ত কথার মানে এই কথাটুকু। অজ্ঞ জন সাধারণ আমাদের সম্মানিত জীভন সাহেবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এই কথাটুকুকে এইভাবে মশহুর করিয়াছেন যে,—

"খোদার কদম বোজর্গদের কবরের উপর হাল চালান হইয়াছে"।

আমার ধারণা এই যে, ভবিষ্যৎ বংশ ইহাতে আর একটু যোগ দিয়া বলিবেন যে, "খোদার কদম সেই জমীতে বৃক্ষ জন্মাইয়া ছিল।

ইহার পর কেহ হয়তঃ আরও বাড়াইয়া সেই গাছের নাম শাজারা বলিয়া দিবেন যে "সেই গাছের ফল খাইয়া আদম বেহেশ্ত হইতে বাহির হইয়াছিলেন, যাহার নাম বাইবেলে নেক ও বদের চিনিবার গাছ।

হায় হটধর্ম্মী! তোমার মন্দ হউক, তুমি কেমন গুপ্ত প্রভাবে বড় বড় বুদ্ধিমানকেও হয়রাণ কর।

হাঁ ছাহেব! শুনুন, আমিও মানি যে, শত কেন হাজার হাজার ছাহাবাএ কেরামের মাজারের আজ সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু এ জন্য নজদী গবর্ণমেণ্টের অপরাধ কি?

নজদী গবর্ণমেণ্ট যদি এই বোজর্গগণের মাজার সমূহ নিশ্চিহ্ন করিতেন তবেইত তাঁহারা দোষী হইতেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের আসিবার এবং পয়দা হইবারও বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল কবর কালের হাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে, তবে তাহাতে নজদীদের কোন দোষ নাই, সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দিয়া আপনি সাবাস পাইতে পারেন না।

এখন একটী বিশ্বস্ত সাক্ষ্য শুনুন—যাহাতে জানা যাইবে যে, ছাহাবাএ কেরামের কবর সমূহ বহুকাল পূর্ব্বে বিচিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আল্লামা জারোল্লাহ মখজুমি, যিনি হিজরীর দশম শতাব্দীতে মক্কায় অবস্থান করিতেন—নিজের কেতাব (হালাতে মক্কা) মধ্যে লিখিয়াছেন,—

مسورة المملكة أما وحدها فمن سائر الصحابة والتابعين وكبار علماء
الدين ولم يعرف قبر احد من الصحابة تحقيقا الا (الجامع اللطيف
ص ٣٤٧)

"সুতরাং জন্নাতুল মাআলা ও জন্নাতুল মোয়াল্লার মধ্যে বহু ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীনের কবর আছে, যদিও এখন জানা যায় না যে, সে সমস্ত কোথায় আছে।"

এই কেতাবখানি ৯৫ হিজরীতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহার উপর আজ পাঁচশত বৎসর গত হইয়াছে। সেই সময়ের অচেনা হইয়া যাইবার উপর—এই দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর কালের যোগ দিয়া বলুন, এক্ষণে নজদীদের কসুর কতদূর ?

মোছলমান! খোদার দিকে চাহিয়া একটু এনছাফের সহিত কথা বল।

মুসলমান ভ্রাতৃগণ! মোটামুটি ঘটনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল—যাহার সংক্ষিপ্ত সার দুইটী কথার মধ্যে দেখুন,—

১। নজদী গবর্ণমেণ্ট হেজাজে আমন ও আমান অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং হেজাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য দুনিয়ার মোসলমানদের মুতমর বা বিশ্বকংগ্রেস কনফারেন্স করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন বাদশাহ এ কার্য্য করেন নাই।

২। কবরের উপর হইতে শরিয়তের হুকুম মত কোব্বা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কবর ভাঙ্গেন নাই, মসজেদ সমূহের অসম্মান করেন নাই—এ প্রকারের যত কথা সব রচিত ও মিথ্যাপবাদ মাত্র। তৎপর আপনারা এই দুইটী কথার উপর লক্ষ্য রাখিয়া যাহা ইচ্ছা রায় প্রদান করিতে পারেন। নজদ হেজাজের অবস্থা নীরব ভাষায় যেন বলিতেছে,—

صورت دیکھ کر صدق و وفا کو دیکھ کر
بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

দেখিয়া আমার হৃদয়খান, [illegible]
মুস্তফা করিও বান্দা-পরোয়ার, খোদা! [illegible] চাহিয়া

[illegible] আহলে হাদিস, [illegible]

হেজাজ ও মান্দ্রাজী সিয়া।

(১৩২৫ সন, ২৭ মহররম, ওম্মোল কোরা আরবী পত্রিকা হইতে অনুবাদিত)

১৩৪৪ সনের ১৮ই জিলকাদের কওমীদার পত্রিকা বলিতেছে,—

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, মুসলমানদের শক্তি লোপ ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হইবার পরও তাহাদের দুর্গতি বা দুঃখ কবে পূর্ণ হইবে? মুসলমানদের বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মত, প্রত্যেকের এক একটী অভিমত বা ধর্ম্ম বিশ্বাস পোষণ এবং তাহাতে তাহার অন্যায় গোঁড়ামীই জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মিল্লী গায়রত, এসলামী হামিয়্যত অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-প্রীতি বা আত্মীয়তা-বোধ আর বর্ত্তমান নাই। যে সকল লোক প্রকৃত খেদমতের জন্য আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইয়াছেন। আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত এমন একজনকেও দেখিতেছি না—যিনি মজহবী-তাআস্সোব (গোঁড়ামী) হইতে পৃথক হইয়াছেন, শিয়া সুন্নী, ওহাবী আহলে হাদিসের বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছেন, সত্য জমাতের জন্যই দাঁড়াইয়াছেন এবং অকপট অন্তরের সহিত এ সকল বিষয় ও ব্যাপারে দূরদৃষ্টি করিয়াছেন।

এ সময় জাতির সকল শ্রেণীকে মূলভিত্তি বিষয়ে মতভেদ ছাড়িয়া একই কেন্দ্রে সমবেত হওয়া উচিত। কিন্তু মুসলমানগণকে দেখিতেছি তাহারা

করিয়াছি হইয়াছে। এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট বহু দলিল প্রমাণ বর্ত্তমান।

ওহে মংলেগ—বিরুদ্ধবাদীগণ! তোমাদের নিকট কবরের উপর কোব্বা বানান জায়েজ হইবার কোন দলিল আছে কি? তাহারা (নজদি-গণ) ঘোষণা করিয়াছেন যে, মোসলমানদের কোন এক ব্যক্তির নিকট পরস্পরের মজহাব ও আকিদা সমূহের যে এখতেলাফ আছে, তাহা রাখিয়াও কেতাব, ছোন্নত হইতে, অথবা ছলফ ছালেহীনের কেতাব সমূহ হইতে, অথবা চার মোজতাহেদ এমামের কোন এক এমাম হইতে কবরের কোব্বা বানান জায়েজ হইবার কোন একটী দলিল যদি থাকে, তবে আমরা উহা পুনরায় পাকা করিয়া বানাইয়া দিতে প্রস্তুত। মদিনা মনুয়ারার ওলামায়ে কেরাম তাহাদিগকে ফত্ওয়া দিবার পর, এখনে ছউদ কবরের কোব্বা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের রায় এই ছিল যে, মতভেদের জন্য এবং দুনিয়া দেখার জন্য কোব্বা যেমন আছে তেমনি রাখিয়া দিয়া, মানাবিধারু জেয়া-রত বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, ইহার পর আস্তে আস্তে কার্য্য করা হইবে। আর যদি এসলাম-জগতের সমুদয় আলেমের উপর এই কার্য্যের বিষয় যোগ করা হইত, তবে অতি উত্তম হইত। কিন্তু যখন এ ঘটনা হইয়া গিয়াছে এবং উঁহাদের নিকট ইহার বহু সারা দলিল আছে, তখন আমরা মুসলমান, এই সিদ্ধান্ত ও সারাংশী হুকুমের মোয়াফেক্ত (বিপক্ষতা) করা আমাদের উচিত নহে। তৎপর আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, সরিফ আলী প্রভৃতি মুসলমান বাদশাহ এবং সর ... খানকে সেই এবনে ছউদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আহ্বান করি—যিনি পর পর পূর্ণ দুই বৎসর নিজের ধন প্রাণ ও লোক জন দিয়া জালেম কায়েমী সরিফগণের আধিপত্য হইতে হেজাজকে পাক করিয়াছেন এবং সমগ্র হেজাজ প্রদেশে নয় বৎসর হইতে এসলামের পতাকা অবনত ছিল পর তাহাকে উন্নত করিয়াছেন। তৎপর মধ্যে আমা' এগর্খী দালিয়াত

বিষয়ে লোকে নানারূপ বলিয়া থাকে। একদল লোক বলে যে, এ মজহাব জনাব এমাম আহমদ হাম্বলের মজহাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর একদল ইহা বলেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, উহা একটী পঞ্চম মজহাব, আর একদল দাবী করেন যে, উহা এমাম আহমদ হাম্বলের মজহাব ও অন্য দিনি আহকাম—এই উভয়ের সংযোগ। ইহার মধ্যে প্রকৃত সত্য কোন্‌টী?

উত্তর,—নজদের অধিবাসিগণ সকলেই এমাম আহমদ হাম্বলের মজহাবের উপর আছেন। তাঁহারা আকিদায় ছলফী (আহলে হাদিস) এবং মজহাবে হাম্বলী। কিন্তু তাঁহাদিগকে ওহাবী নাম দেওয়া এবং তাঁহাদের মজহাবকে ওহাবী মজহাব বলা—ইহা তাঁহাদের দ্বারা হয় নাই, ইহা তাঁহাদের সেই শত্রুগণের দ্বারা হইয়াছে,—যাহারা লোকের মনে ইঁহাদের প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার জন্য লোকদিগকে এই সন্দেহে ফেলিয়া দেয় যে, ইহা চার মজহাবের বিরুদ্ধ একটী নূতন মজহাব।

মহাত্মা শেখ আবদুল ওহাব, যাঁহার নামানুসারে নজদীগণকে ওহাবী নাম দেওয়া হইয়াছে, ইনি নজদের ওলামার মধ্যে একজন আলেম ছিলেন। ইনি ছউদ বংশীয় রাজগণের সাহায্যলাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল

আমাদের নিকট তওহিদের কায়দা কানুন—আমাদের মজহাবের কেতাবসমূহে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এলাহী তওহীদের সহিত যাহার সম্বন্ধ সে বিষয়ে আমরা ছেফাতের আয়াত ও ছেফাতের হাদিস সমূহ—সেগুলির কোনরূপ তাবিল (অর্থ পরিবর্তন) না করিয়া তাহার হাকিকি ছুরতেই কবুল করিয়া থাকি।

আরশের উপরে আল্লার অবস্থান যথা (الرحمن علی العرش استوی)
مثلا لانؤوله بانه الاستيلا او القهر کما یری بعض -

কোন কোন লোক যেমন ইহার তাবীল—অর্থ এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ আধিপত্য বা কহর, আমরা সেরূপ তাবীল করি না।

জায়েজ নহে। কবরের উপরিভাগ সমান কিম্বা উটের পিঠের মত হইবে এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ আছে। কবর পাকা করা, তাহার উপর লেখা জায়েজ নহে, চিনিবার জন্ত তাহার উপর একটি পাথর রাখা বা দেওয়া মাত্র ইহাই জায়েজ। কবরের উপর ঘর (সমাধি মন্দির) প্রস্তুত করা অশাস্ত্র নিষিদ্ধ। কারণ হজরত (দঃ) এ কার্য্য নিষেধ করিয়াছেন। কবরের উপর যদি মসজেদ কায়েম করা হয়, তবে তাহাতে নামাজ জায়েজ নহে।

ওমোলকোরা, ১১ই জমাদ, ১৩৪৫ হিঃ।

ছোলতান এবনে ছউদ
ও
দুনিয়ার মুসলমান।

রুসিয়া-মোসলেম-ডেপুটেশনের বর্ণনা।

মক্কা মুতমর বা বিশ্বমোসলেম কনফারেন্সে, সভার শেষ দিনে পঠিত হইবার জন্য রুসিয়ার মোসলেমবৃন্দের পক্ষের ডেপুটেশন একটী বর্ণনাপত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ সভার সময় সঙ্কীর্ণ হওয়ায় উহা পাঠ করার সময় কুলাইয়া উঠে নাই। অতঃপর তাহা আরবী ওমোলকোরায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। কারণ তাহাতে এই মুতমর ও হেজাজ সম্বন্ধে তাতারদের অন্তর্নিহিত অনেক ভাবের বিকাশ আছে।

সেই বর্ণনা অবিকল এইরূপ,—

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه ۔

"আল্লার নামে আরম্ভ, আল্লার প্রশংসা, তদীয় নবী, তাঁহার বংশধর ও সহচরগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম পাঠ করিবার পর,—

মোহাম্মদ আলী
ও
শওকত আলী।

এই দুই ব্যক্তি, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে এবং তুর্কী হকুমত ও এসলামী খেলাফতের সহায়তায় মোসলমানদের নায়কত্বে ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বহুস্থলে ইহাদের কথাই উচ্চ হইয়া থাকে। জনসাধারণকে সন্তোষ ও তাঁহাদের মতের প্রতিধ্বনি করিবার জন্য উভয় ভ্রাতা বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনসাধারণের নিকট নিজেদের সম্মান, প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য এই উভয় ভ্রাতা সাধারণে যাহা ভাল বাসেন বলিয়া মনে করেন, সেই কার্য্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য সাধারণ জনমতের আগে আগে গমন করেন। এই ভ্রাতাযুগল জন্য জনসাধারণ যাহা পছন্দ করে না, এরূপ বহু ভাবভঙ্গী গ্রহণে যেরূপ সাহসিকতায় পরিচয় দেন, সেইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে (জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধ হইলেও) তাঁহারা অন্তরে যাহা বিশ্বাস করেন, যদি তাহা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিতেন, তবে তাঁহাদের এসলামী খেদমত অত্যন্ত বড় হইত। ১৬ই ফেব্রুয়ারের জমিদার পত্রিকা, মোছলেম আউটলুক (ইংরাজী) পত্রিকা হইতে যাহা নকল করিয়াছে, আমি তাহার কতকাংশ প্রচার করিতেছি

আউটলুক পত্রিকা বলিয়াছে,—

"আমরা আমাদের বুঝিবার অক্ষমতায়ই, সম্মানাস্পদ দুই ভাই মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী হেজাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর যে সকল ঘোষণা করিতেছেন, সে সকল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহারা দুই ভাবে বলিতেছেন এবং স্বীকার করিতেছেন যে, হেজাজে শান্তি ও নিরাপদতা এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, হাসেমী শাসনে তাহার নজীর ছিলনা। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা সেকায়েত (অভিযোগ) করিতেছেন যে, এবনে ছউদ হেজাজের পথ সমূহ পাকা করেন নাই এবং হাজীদের নামিয়া থাকিবার জন্য পথ সমূহে পান্থশালা সকল পাওয়া যায় না, স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত নাই।"

فی عہد جلالة رعیۃ مثل ذلک المؤتمر الاسلامی الذی اسس هذاک
اعظم واسس واجتمع اسلام عالم للبحث فی الامور المذهبیة
والسیاسة —

"এবনে ছউদ যদি নিজের তরবারি, সুকৌশল সমূহ এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় হেজাজ রাজ্যের গুরুতর সমস্যার সমাধান না করিতেন, তবে দুনিয়ার সমস্ত সর্ব্ব সাধারণ খেলাফত কমিটির সাধ্য ছিল না যে, এই সমস্যার সমাধান করে এবং তথায় এই যে ইসলামী মুতমরের সুমহান ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে (এবনে ছউদ উহা না করিলে) এরূপ বিশ্বমোসলেম সম্মিলনীর অধিবেশন হইতে পারিত না; যাহাতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান আপনাদের ধর্ম্মভাবী ও রাজনৈতিক আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন

উম্মোলকোরা ২৮শে সেপ্টেম্বর।

হেজাজ বিষয়ে জমিয়তে ওলামার রায়।

হজ্জ-বন্ধের প্রস্তাব ভুল।

جناب علی گل خان صاحب سکرٹری خلافت کمیٹی پشاور اجمعیۃ
کو دریعہ تار مطلع فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد سعید صاحب
ناظم جمعیۃ علماء هند نے دربار میں مسئلہ حجاز کے متعلق حسب
ذیل خیالات کا اظہار فرمایا ہے —

اس میں شک نہیں کہ ابن سعود نے بعض سیاسی و مذہبی
غلطیاں واقع ہوئی ہیں لیکن بحالت موجودہ نظام حکومت کو درہم
برہم کردینا صرف اہل حرمین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے بلکہ یہ راست
انگریزی حکومت کو دعوت دینے کی کوشش خیمہ ہے ۔

اس سلسلے میں التوائے حج کا مشورہ نہ صرف غیر معقول ہے بلکہ
شرعی نقطہ نگاہ سے بھی سخت غلط ہے اگرچہ بعض الناس نے اوربات حج
فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے — لیکن ... تاخیر کرنے

والا اگر اداے حج سے پیشتر مرجاے تو بالاتفاق گنہگار ہوگا۔ البتہ اگر کسی
شخص کو دوسرے سال تک اپنی زندگی کا پورا اطمینان ہو تو تاخیر کر
سکتا ہے ۔

مدینہ منورہ مکہ معظمہ زادہما اللہ کی تمام چیزیں اپنی اپنی
جگہ موجود ہیں راستہ بھی پُرامن ہے ایسی حالت میں حج کو
ملتوی کرنا ایک جاہلانہ بلکہ مجرمانہ خیال ہے ۔

"পেশাওয়ারের খেলাফত কমিটির সেক্রেটারী জনাব আলী গোল খাঁ সাহেব দিল্লী জমিয়ত পত্রিকাকে তারযোগে জানাইতেছেন যে, ভারতীয় জমিয়ত ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা ছাঈদ সাহেব নিজের বক্তৃতার মধ্যে হেজাজ বিষয়ে নিম্নলিখিত খেয়াল জাহের করিয়াছেন,—

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এবনে ছউদ দ্বারা কোন কোন রাজনৈতিক ও মজহাবী ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় (সোলতান এবনে ছউদের) গবর্ণমেন্টের শৃঙ্খলাকে ছিন্ন ভিন্ন করা, হরমাএন—মক্কামদিনার অধিবাসিগণের ধ্বংসসাধনের নামান্তর। কেবল ইহাই নহে বরং ইহা (অন্যায়) খোলাখুলি ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে আহ্বান করিবার পক্ষে অগ্রদূত স্বরূপ হইবে।

"এই সূত্রে হজ্জ বন্ধের পরামর্শ বুদ্ধির বিপরীত। কেবল তাহাই নহে বরং শরিয়তের দিক দিয়া দেখিলেও ইহা একটী মারাত্মক ভুল। যদিও কোন কোন এমামের মতে ফরজ হজ্জ-আদায়ে বিলম্ব করার সুযোগ আছে। কিন্তু বিলম্বকারী হজ্জ-আদায় করিবার পূর্ব্বে যদি মরিয়া যায়, তবে সকল এমামের মতে গোনাগার হইবে অবশ্য কোন ব্যক্তির যদি দোসরা সাল পর্য্যন্ত নিজের জীবনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করিতে পারে।

"আরফাতের ময়দান, মিনা, ছফা, মারওয়াহ ও আরাফাত যত এ সকল বস্তু আপন আপন জায়গায় মৌজুদ আছে, রাস্তাও নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ, এমতাবস্থায় হজ্জ মুলতবী রাখা মূর্খজনোচিত এবং অপরাধ জনক খেয়াল।" (১)

আল জমিয়ত, দিল্লী, ৬ই অক্টোবর, ১৯২৬।

(১) নোট—কেবল খেয়াল নয় বরং খেয়ালের বাস্তিক। সং।

হজরাত সুফিয়াএ কেরাম।

প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু মুসলমান ভ্রাতা তাঁহাদের পবিত্র ফুরফুরা শরিফে হজ্বযাত্রা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মহাপুণ্য-তীর্থ ফুরফুরা শরিফের কল্যাণে বাংলায় হজরাত সুফিয়াএ কেরামের বেশ একটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। বন্ধুবর জনাব সুফী মৌলবী রুহুল আমিন সাহেব এই দলের নেতৃস্থানীয়, তাঁহার হানাফী সাপ্তাহিক এই দলের মুখপত্র। এই পত্রিকায় এই হজরত সুফিয়াএ কেরাম বন্ধুগণের কেরামত পাঠ করিলে, তাঁহাদের প্রতি হৃদয় ভক্তিভরে কতদূর যে গদ্ গদ্ করে, কলিজা তর হয়, প্রীতি-রসে প্রাণ ডগ মগ করে তাহা আর কি বলিব! আহলে হাদিসের প্রিয় পাঠকগণকে সেই কেরামতের নমুনার উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

হজরাত সুফিয়াএ কেরামের কেরামতের নমুনা।

"নজদী সুলতান এবনে সউদের কুশাসন হেজাজবাসীর পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নজদের বর্ব্বরেরা সভ্য আরবদিগের সহিত পশুবৎ ব্যবহার করিতেছে। নজদী গবর্ণমেণ্টের অধীনে হেজাজের শান্তি ও নিরাপদতা সম্বন্ধে ওহাবী অনুচরদিগের দ্বারা যে সকল কথা বলা হইয়া থাকে, উহা অত্যাচার ও ভীতির বিভীষিকা মাত্র।

"দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতব্যাপী সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদের যে সর্ব্ব ভারতীয় হেজাজ কনফারেন্স বসিয়াছিল; তাহাতে হেজাজে নজদী অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া [illegible] এবনে সউদকে অবিলম্বে হেজাজ পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদিগের এই সমবেত আদেশ ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে এদেশী ওহাবী সম্প্রদায় এবং ওহাবী ও রেকাবী দলের সংবাদপত্র সমূহ অসহ্য অন্তর্দাহে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এই বোলা-কেক সংবাদপত্রগুলি দেশমান্য আলেম, ফাজেল ও নেতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল বেয়াদবী ও অশিষ্টতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা একান্তই অসহ্য। সুতরাং এই হতভাগ্য জীবগুলির মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করিবার জন্য শীঘ্রই বরফ জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হানাফী ২১শে আশ্বিন, ১৩৩৩।

উত্তর,—কেরামতের ... না পাইলে এ লোকে বন্ধুগণকে "হজরাত স্থফিয়াএ কেরাম" বলিয়া অভিহিত করেন কেন? এরূপ বন্ধুগণকে বলি, হজরাত আপনারা কতদূর আদব ও শিষ্টতা দেখাইয়াছেন, আপনাদের মস্তিষ্ক কতদূর শীতল আপনাদের এই কথাগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মাথা না বিগড়াইলে, মস্তিষ্ক উগ্র না হইলে কি লোকে ঐরূপ গালি ও দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে?

কথায় বলে,—

ছাগলে কিনা খায়? আর, পাগলে কিনা বলে?

মস্তিষ্ক বেশী গরম হইলে বেড়া পরিয়া পাগলা গারদে যাইবেন কেন, অনুগ্রহ করিয়া অগ্রে নিজেদের মস্তিষ্কে ঠাণ্ডার জন্য বরফ জল দিবে, আস্ত বরফের একটা প্রকাণ্ড চাপ মাথার উপর রাখুন, অন্যের ভাবনা পরে ভাবিবেন।

আমরা হানাফী না হইলেও গালি দেওয়া দূরে থাকুক, হজরত এমাম আজম বলিয়া তুর্ক হানাফী ছোলতানগণকে বরাবর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামকে নিন্দিত কোন সম্প্রদায়ের লোককে গোক্সী মকররি কাএমী গন্ধের পটি দেন নাই। তিনি বর্তমানে স্বধর্মনিষ্ঠ ছোলতান নজদের হস্তে হরমাএনের সেবকতার অর্পণ করিলে সরিফের পেটচাটা চেলা চামুণ্ডারা ছোলতানকে, যাকে তাকে গালাগালি দিয়া নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় না দিয়া আর করিবেন কি? জীব বিশেষ মাথায় লাঠি খাইয়া যখন পলাইতে ঠাঁওর পায় না, তখন লাঙ্গুল গুটাইয়া তাহার অগ্রভাগ স্থান বিশেষে গুঁজিয়া সটান দৌড় দেয়, আর ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে, খানিক পরে চুপ করে।

খাদেম, দি মোছলমান, ছোলতান, সত্যাগ্রহী, মোহাম্মদী ও সওগাত সকলেই ছোলতান এবনে ছউদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ করিতেছেন। হজরত ছুফিয়াএ কেরাম বন্ধুগণের মধ্যে ভিতরে নাই বলিয়া, ইঁহারা সকলেই কি ওহাবী, রেকাবী এবং মনাফেক? আহা বন্ধুদের ঈমান কি খাসা! ভাবে ত গোচরায় না। ভারতের ঘৃণিত কুকুর, পরাধীন, গোলাম বন্ধুগণ খেলাফত ত্যাগের আদেশ বা হুকুম জারি করিলেই অমনি অত্যোর ছোলতান মোজা গোড়াইয়া নজদে গিয়া হাঁপ ছাড়িবেন আর কি? পাগলা গারদ ভিন্ন

গত হজ্জের পর আলী বেরাদরান ও কোন কোন ওলামাগণ সকলেই এই দলের পক্ষ সমর্থন করায়, এখন এই দল বেশ জোর সোরে আন্দোলন চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি লাহোরে এই সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এই প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে,—

(ক) এবনে ছউদ ইংরাজদের প্রভাবাধীনে এবং তিনি হেজাজে হুকুমত করিবার অযোগ্য।

(খ) এই দলের হেজাজ ডেপুটেশনের রিপোর্ট এবং এই দলের ছয়োম হাবিব দায় দৈনিক হেমাজত পত্রিকার প্রচার।

(গ) হেজাজের (অর্থাৎ সোলতান এবনে ছউদ বিরোধী আন্দোলনের) পৃষ্ঠপোষক পত্রিকাগুলির সহায়তা এবং জমীদার ও মোসলেম আউটলুক পত্রিকাকে বয়কট করা (কারণ এই দুই পত্রিকা সোলতান এবনে ছউদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে)।

(ঘ) ওহাবীদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য বহু আলেমকে নিযুক্ত করা।

(ঙ) আলেম ও প্রভাবশালী লোকদের এক ডেপুটেশন কাবুলে পাঠান।

আহমদে সাদিক, ৩০শে অক্টোবর।

আহলে হাদিস,—বিপক্ষের এই উদ্যোগ আয়োজন, উদ্যম ও চেষ্টা। এখন তওহিদ ও ছোন্নতের পৃষ্ঠপোষক ভ্রাতৃবৃন্দ ও অগ্রগণ্য খাদেমগণ! হে ওলামায়ে কেরাম ও ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই, চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইলেই কি বিপদ আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? কখনই না। আপনারাও আল্লার ওয়াস্তে ন্যায় ও সত্যের সহায়তায়, তওহিদ ও ছোন্নতের সহায়তায় কোমর বাধুন, আপনারাও এ জন্য, আত্মরক্ষার জন্য প্রচার কার্য্য চালান, যে সকল পত্রিকা তওহিদ ও ছোন্নতের সহায়তা, সোলতান এবনে ছউদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তাহাদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আহলে হাদিস যদি এবিষয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে, তবে তাহাকে শক্তিশালী করুন; তাহার গ্রাহক হউন, গ্রাহক সংগ্রহ করুন; শত্রুর মুখে চুণ কালি দিয়া যাহাতে বহু সংখ্যক লোক আগামী হজ্জে যায় তাহার জন্য প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা ও আন্দোলন করুন।

১২শ ভাগ] অগ্রহায়ণ—১৩৩৩। [৩য় সংখ্যা।

জমাদিয়স্সানি—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলীম

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ	জমাদিয়স্সানি—১৩৪৫ অগ্রহায়ণ—১৩৩৩ সাল।	৩য় সংখ্যা।

কোর্-আন।

সূরা বাকার, ২য় পারা,—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا —
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"যখন তোমাদের এক জনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে যদি খায়ের (সম্পত্তি) রাখিয়া (ত্যাগ করিয়া) যায়, তাহা হইলে, তখন পিতামাতা

ও আত্মীয়গণের জন্য ন্যায়ভাবে অছিয়ত (নির্দেশ) করা তোমাদের উপর (এই বিধি) লিখিত হইয়াছে, মোত্তাকি (ধর্মনিষ্ঠ) ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা (মান্য করা) উচিত।”

সুতরাং সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, যদি টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি থাকে, তবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন যাহাকে যাহা দিবার, ন্যায় ও সঙ্গতভাবে তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া যাওয়া বিধি [illegible] মৃত্যুকালে লোকে নিজের ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে দিবার জন্য বা অন্য কোন কথা যাহা ওয়ারিস বা [illegible] অছি প্রভৃতিকে বলিয়া যায়, তাহাকে অছিয়ত বা অন্তিম উপদেশ বলে; বিশেষভাবে কাহাকে কোন আদেশ নিষেধ প্রদান করাকেও অছিয়ত বলে; ন্যায়, সঙ্গত ও বৈধভাবে অছিয়ত করার মর্ম এই যে, এই অছিয়তে কাহারও প্রতি জুলুম অত্যাচার করা না হয়।

তফসীর খাজেন ১ম খণ্ড ১২৭ পৃঃ -

(بالمعروف) اي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير —

আদলের সহিত - ন্যায় ও বিচারের সহিত অছিয়ত করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র কম করিবে না, বেশীও করিবেনা, তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তির অধিক কাহাকে দিবার জন্য অছিয়ত করিবে না, গরীব, দীন দরিদ্রকে ছাড়িয়া ধনীকে দিবার জন্য অছিয়ত করিবে না।

“মোত্তাকি” ব্যক্তিগণের পক্ষে (আল্লার এই হুকুম মান্য করা) উচিত।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরহেজগার, শুদ্ধাচারী, ধর্মনিষ্ঠ, ঈশ্বরভীরু—সেই যে ব্যক্তি, তাহার মাল হইতে পাইবার হকদারগণকে বঞ্চিত করে না, করিতে চায় না তাহার পক্ষে, আল্লার এই হুকুম মান্য করিয়া অছিয়ত করা কর্তব্য।

(على المتقين) اي على المؤمنين الذين يتقون الشرك ·

মোত্তাকি অর্থাৎ যাহারা শেরেক কার্য্য হইতে পরহেজ করে, দূরে থাকে, সেই মুমেনগণের পক্ষে ইহা উচিত।

তফসীর খাজেন ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ —

(৬) عن سعد بن ابي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي فقلت يارسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذومال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او قال والثلث كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس العالة الفقراء وقوله يتكففون الناس يتكففون المسئلة من الناس كلا من الطالب بالاكف ـ

“ছাদ হইতে রেওয়ায়েত, তিনি বলিলেন যে, হজ্জতোল বেদা অর্থাৎ শেষ বিদায়ের হজ্জের বৎসর, রছুলোল্লাহ (সঃ) আমার অসুখ দেখিবার জন্য আমার নিকট আসিলেন। একটা কঠিন বেদনায় আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রছুলোল্লাহ (সঃ)! আমার বেদনা কতদূর বাড়িয়াছে, তাহা আপনি দেখিতেছেন, আমি মালদার লোক, আমার মাত্র একটী কন্যা আছে, তার কোন ওয়ারিস নাই। আমি আমার ধন সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ ছদকাহ (দান) করিব কি? হজরত (সঃ) বলিলেন, না, তাহা করিওনা। আমি বলিলাম, হজরত (সঃ) তবে অর্দ্ধেক, হজরত (সঃ) বলিলেন যে না, আমি বলিলাম তবে তিনভাগের একভাগ, হজরত বলিলেন হাঁ তিনভাগের একভাগই (দানের জন্য অছিয়ত কর), তিনভাগের একভাগ হইও অনেক। তুমি তোমার সন্তানদিগকে দীন দরিদ্র করিয়া রাখিয়া যাও আর তাহারা লোকের নিকট এক এক মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়—ইহা অপেক্ষা তুমি তাহাদিগকে মালদার, ধনী ও সম্পদশালী করিয়া রাখিয়া যাও—ইহাই উত্তম (বোখারী মোছলেম)

খাজেন ঐ পৃষ্ঠা ;—

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোক যদি তিনভাগের চেয়ে আরও কম করিয়া, চার ভাগের একভাগ মাত্র ওয়ারিস ব্যতীত অন্যকে দিবার জন্য অছিয়ত করে তো ভালই হয়। যেহেতু হজরত (সঃ) ছাদ (রাঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, তিনভাগের একভাগ দিবার জন্য অছিয়ত—

ইহা খুব বেশী। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, চার ভাগের একভাগ দিবার অছিয়ত করা অপেক্ষা, পাঁচ ভাগের একভাগ দিবার অছিয়ত করিতে আমি বেশী ভালবাসি।

তফসীর কবির ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ —

ان المراد بقوله حقا على المتقين انه لازم لمن آثر التقوى و تحراه
وجعله طريقة له و مذهبا فيدخل الكل فيه -

"মোত্তাকির পক্ষে ইহা হক" এ কথার মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি তাকোয়া, পরহেজগারি, শুদ্ধাচারিতা গ্রহণ করিয়াছে, ইহারই অনুসন্ধানে আছে, ইহাকেই আপনার তরিকা ও মজহাব করিয়াছে তাহার পক্ষে ইহা লাজেম —একান্ত উচিত কার্য্য। তাহা হইলে মুসলমান মাত্রেই এই আদেশের ভিতরে আসিতেছেন।

এই আয়েতের প্রথমেই আছে যে — ان ترك خيرا

সে যদি "খায়ের" রাখিয়া যায় "খায়ের" শব্দের অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, ভাল ও পুণ্য ইত্যাদি।

তাহা হইলে হালাল ও ধর্ম্ম সঙ্গত উপায়ে, ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত উদ্দেশ্যে, সদুদ্দেশ্যে অর্থ বা ধন সম্পত্তি অর্জ্জনে খায়ের অর্থাৎ কল্যাণ ও মঙ্গল আছে।

আরও নবীর হাদিস হইতে জানা যায় যে, সন্তান সন্ততির জন্য এই খায়ের বা ধন সম্পত্তি রাখিয়া, তাহাদিগকে ধনসম্পদশালী করিয়া রাখিয়া যাওয়া—দ্বারে দ্বারে লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হয়,—তাহাদিগকে এরূপ দরিদ্র, ফকির, মিসকিন করিয়া রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা অতি উত্তম হাঁ তবে ধনসম্পত্তির তিনভাগের একভাগ ওয়ারিস ব্যতীত অন্য আত্মীয়স্বজনকে বা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দান ছাদকাহ্ করিয়া যাইতে পারে।

মোনাজাত।

:০:

(ফাতেহার ভাবাংশ)

(১)

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি,
বিচার দিনের স্বামী
যত গুণ গান, হে চির মহান্,
তোমারি হে অন্তর্যামী।

(২)

দ্যুলোকে, ভূলোকে সব যে ছাড়িয়া,
পঞ্চ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি' লুটাইয়া,
তোমার সকাশে চাহিতে শকতি,
তোমারি করুণা কামী।

(৩)

সরল, সঠিক ধরম পন্থা,
মোদের দাওগো বলি,
চালাও সে পথে, যে পথে তোমার
প্রিয় বান্দা গেছে চলি।

(৪)

যে পথে তোমার চির অভিশাপ,
যে পথে ভ্রান্তি—চির পরিতাপ,
হে মহা চালক! মোদের কখনো
ক'রোনা সে পথ-গামী

এম, হামিদুল হক খোন্দকার
মহেষখল—ত্রিপুরা।

হজরতের পুণ্য চরিত।

([illegible])

হজরতের পুণ্য চরিত্রের বিষয়ে হালি মরহুম কি সুন্দর কবিতা বলিয়াছেন, -

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا
فقیروں کا ملجا — ضعیفوں کا ماوی ۔
یتیموں کا والی — غلاموں کا مولا

"তিনি পায়গম্বরগণের মধ্যে রহমত অর্থাৎ আল্লার দয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি গরীবের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, অন্যের বিপদে কাজে আসিতেন ; তিনি আপন, পর সকলেরই দুঃখে দুঃখী হইতেন ; তিনি ফকির, দীন দরিদ্রের আশ্রয় ; দুর্বল আতুরের সহায়, এতিম অনাথ বালক বালিকার মা বাপ এবং পরাধীন গোলামের পক্ষে প্রতিপালক প্রভু ছিলেন"।

হে মুসলমান। হে ওম্মতে মোহাম্মদি। আমরা প্রত্যেকে যে মোহাম্মদীয় প্রদীপের উৎসর্গপ্রাণ পতঙ্গ বলিয়া গৌরব অনুভব করি, সেই হজরত মোহাম্মদের(সঃ)পুণ্য চরিত্রের এই পবিত্র আদর্শ কতখানি নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছি? বল, বল, একবার নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া বল, আমরা হজরতের এই পুণ্য চরিত হইতে কে কতটা শিক্ষালাভ করিয়াছি। এই পুণ্য চরিতকে জীবনের আদর্শ করি নাই বলিয়া, সেই পুণ্য চরিত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি নাই বলিয়া আমরা দিন দুনিয়া সকল বিষয়ে, দুর্গতি ও অবনতির গভীর কূপে নিপতিত হইয়াছি ; মুক্তি, উন্নতি, সুখ ও শান্তির উন্নত প্রাসাদচূড়া বহু দূরে, দৃষ্টির অপর পারে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দশা ত এই, অথচ "আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পাকা মুসলমান,

ভুলিয়া আনন্দ করেন ও "রহম করেন"। এরূপ ধারণা করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না।

আমরা মুসলমান জাতির বর্তমান দুঃখ দুর্গতি ও অবনতি দেখিয়া কষ্টই না পাইতেছি, চিন্তিত ও দুঃখিত হইতেছি, হইবারও কথাই বটে, কত আর্তনাদ করিতেছি, উন্নতি উন্নতি বলিয়া কতই না চেঁচাচেঁচি করিতেছি, করিবারও কথা বটে। কিন্তু আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছি কি যে, আমরা আমাদের হজরতের এই উন্নত, পরম-পবিত্র ও সাধু আদর্শ হারাইয়া, স্বহস্তে আপনাদের জন্য এই দুঃখ ও দুর্গতির দিন টানিয়া আনিতেছি।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ —

"নিশ্চয় আল্লাহর পায়গম্বর হজরত মোহম্মদের (সঃ) মধ্যে তোমাদের শিক্ষার জন্য উত্তম আদর্শ বর্তমান।"

আমরা একবারও কোরাণ মজিদের এই পবিত্র আদেশ ও উপদেশের কথা হৃদয়ে স্মরণ ও ধারণ করিতেছি কি? এই পবিত্র উপদেশের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জীবনসংগ্রামের বিশাল কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি কি? আমরা লোককে ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে ত ফাঁকি দিতে পারি না। নিজের অন্তরাত্মা, নিজের মনকে ত ফাঁকি দিতে পারি না, মন নিশ্চয় বলিবে যে, আমরা ইহার কিছুই করিতেছি না, আমাদের দ্বারা ইহার কিছুই হইতেছে না।

এখন মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবে যে, এমতাবস্থায় আমরা কি মুমেন মুসলমান? ইহার উত্তরে আমাদের মন হাঁ বলিতে পারে কি? যদি না পারে, তবে সর্বপ্রথমে হজরতের পুণ্য চরিত্রের উন্নত ও উত্তম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে মুমেন হইতে হইবে, তবেই উন্নতির কথা আসিবে, তবেই আমাদের দুঃখ ও দুর্গতির অবসানের দিন আসিবে,—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ —

মসজেদ ও বাজনা।

(শিয়ালকোট হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মওলানা গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক লিখিত)

জনসাধারণ যদি নিজেদের অধিকার ত্যাগ করে, তবে ইহা তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বলতার চিহ্ন এবং চিরদিন তাহাদের ধ্বংসের অগ্রদূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আমি কখনও হিন্দু মুসলমান বিরোধকে পছন্দ করি না। কিন্তু বহু চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, গো-কোরবানী এবং বাজনা এই দুই বিষয়ে হিন্দুদেরই বাড়াবাড়ি। ইহা আমার রায় যে, মুসলমানদিগকে এই দুই বিষয়ে, নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে অটল থাকা উচিত। নচেৎ হিন্দুদের অযোগ্য আব্দার বাড়িতেই থাকিবে এবং ভারতে মুসলমানদের জীবনরক্ষা দায় হইয়া উঠিবে।

আপনি ভাবিয়া দেখুন যে, একজন মুসলমান আপনার নিজের টাকায় খরিদ করা গরু, হিন্দুর অজ্ঞাতে, তাহাদের নজরের বাহিরে, বরং তাহাদের ঘরের বহু দূরে নিজেদের ধর্মকর্ম আদায় করিবার জন্য জবাই করিতেছে। আমি বুঝিতে পারি না এবং হয়তঃ আপনিও বুঝাইতে পারিবেন না, বরং পণ্ডিত মালব্য ও গান্ধিজীও বুঝিতে পারেন না যে, ইহাতে কেমন করিয়া হিন্দুদের ধর্মভাবে আঘাত লাগে। এমনই যদি তাহাদের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগে, তবে মুসলমানদের ধর্ম্ম-ভাবে সালের ৩৬০ দিন এবং দিনের চবিবশ ঘন্টা—সর্ব্বদা আঘাত লাগিয়া থাকে। কারণ হিন্দুগণ নিজেদের মন্দিরে বোতপূজা করিয়া মুসলমানদের খোদার অবমাননা করিয়া থাকেন এবং এমন বহু কার্য্য করিয়া থাকেন,—যাহা মুসলমানদের মনে অত্যন্ত মন্দ লাগে।

মুসলমানগণও গো-কোরবানী বিষয়ে যতদূর সঙ্গত উদারতার প্রমাণ

কারণ জৈনধর্ম্ম আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং এ ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, জগৎ চিরদিন হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে এবং মানবাত্মা চিরদিন ভ্রষ্টতা [illegible] সদা সজীবন অন্বেষণ করিলেই এই ভ্রষ্টতার কূপ হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকেই এক একজন পৃথক পৃথক দেবতা হইয়া যায়। জৈন মতাবলম্বীগণের ধারণা এই যে জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রাণী বর্ত্তমান (কোন স্থান প্রাণী শূন্য নহে, প্রাণী হত্যা মহাপাপ) অনেক প্রাণী আমাদের স্নানে ও শ্বাস প্রশ্বাসে ও মরিয়া যায় সুতরাং স্নান করা এবং নিশ্বাস গ্রহণ করাও পাপ। ফল কথা এই ধর্ম্মমতে চলিয়া কোন জাতি উন্নতি করিতে পারে না।

যখন আমার প্রাণে এই পৈতৃক ধর্ম্মমতে সান্ত্বনা হইল না, তখন আর্য্য, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং এসলাম ধর্ম্মের আলোচনা করিলাম। এই আলোচনার ফলে আমি দেখিতে পাইলাম যে, অন্যান্য ধর্ম্মে যে যে সুন্দর বস্তু আছে, এসলাম ধর্ম্মে তৎ সমুদয়ই বর্ত্তমান, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে যে সকল দোষ ত্রুটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এসলাম সে সমুদয় হইতে পবিত্র, নির্দ্দোষ।

আর্য্য ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, তাঁহাদের ঈশ্বর স্বয়ং নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির অটল বিধানের এমনই নিবদ্ধ যে, সে বিধানের কাছে তাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা চলে না। তিনি সেই বিধানের বিধাতা অর্থাৎ তৈয়ার কর্ত্তা নহেন। কোন কোম্পানীর একজন ম্যানেজারের চেয়ে তাহার ক্ষমতা বেশী নহে। ম্যানেজারকে কোম্পানীর আইন কানুনের মতাবেক চলিতে হয়। তাহার নিজের কোন ক্ষমতা চলে না, অর্থাৎ ঈশ্বরকেও সেইরূপ প্রকৃতির আইনের মতাবেক চলিতে হয়। আর্য্য ঈশ্বর কোন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্তি দিতে পারে না বরং আত্মা পুনর্জন্মে, পূর্ব্ব জন্মের পাপ ভোগ করিতেই থাকিবে (অর্থাৎ এই পাপ ভোগের জন্য তাহাকে পুনঃজন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে, যতদিন সে পাপের মুক্তি না হয় ততদিন

বস্তুর উপর রাজত্ব।"

সুরা কমর, [illegible] "[illegible] বাদশার নিকট।"

সুরা ফাতেহা, [illegible] "বিচার দিনের মালেক।"

ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

অতঃপর যে নাম আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, নিজের পয়গম্বরগণকে যে উপাধি দিয়াছেন, নিজের মনোনীত দাসগণকে যে উপাধি দিয়াছেন, যে উপাধিকে তিনি নেয়ামত অর্থাৎ করুণার দান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন আজ যাহারা সেই উপাধিকে বেদাত এবং কাফের ও কেমন প্রভৃতি (বিজাতীয়) বাক্যের তরিকা (পন্থা) বলিতেছেন, তাহারা কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য করিতেছেন। [illegible]

"আল্লাহ আলেমের জুলুম হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

মাওলানা মোহাম্মদ, দিল্লী

লক্ষ্ণৌ-মুসলমানগণের বিরাট সভা।

হজ্জ বন্ধের প্রস্তাবের উপর ভীষণ আপত্তি

মাওলানা ছোলায়মান নদবীর বক্তৃতা।

লক্ষ্ণৌএর মুসলমানগণের উদ্যোগে গঙ্গা প্রসাদ বর্ম্মা মেমোরিয়াল হলে, এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। জমীদার-সম্পাদক মাওলানা জফর আলী খাঁ, মাওলানা ছোলায়মান নদবী, মাওলানা আবদুল হালিম শরর প্রভৃতি ভারতপ্রসিদ্ধ আলেম ও নেতৃগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা আবদুল হালিম শরর সাহেবের প্রস্তাবে ও মৌলবী আবদুর রহিম সাহেবের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ছোলায়মান

নদবী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইনি মৃত আঞ্জুমনে ওলামার কলিকাতা অধিবেশন, বর্ত্তমান জমিয়তে ওলামাএ হিন্দের গত কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতি এবং হেজাজ বিশ্বমোসলেম কনফারেন্সের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গ, ভারত, হেজাজ ও মিসর প্রভৃতি ইঁহার সহিত সুপরিচিত

সভাপতি মাওলানা ছয়েদ ছোলায়মান নদবীর বক্তৃতা।

সর্ব্ব প্রথমে তিনি শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে কোন দীর্ঘ বক্তৃতা দান করিতে পারিবেন না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইহার পর তিনি বলিলেন যে, এ সময় কোন কোন অত্যন্ত গুরুতর এসলামী মছলাতেও খায়ের এখতেলাফ (মতভেদ) সৃষ্টি হইয়াছে। মতভেদ কোন মন্দ জিনিষ নহে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দল কখন একই মছলায় এক মত হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যেও এসলামের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি বিভিন্ন মছলায় বরাবর এখতেলাফ রহিয়াছে। ঘটনাসমূহের সত্য মিথ্যার পরীক্ষার জন্য এই মতভেদ একটী কষ্টিপাথর সদৃশ। এ জন্য এই মতভেদে আমাদের ভয় করা চাই না, বরং দেখা চাই যে কোন্ ফরিক সত্যের উপর আছে? ইহার পর এসলাম-ইতিহাসের কতিপয় বড় বড় ঘটনার উল্লেখ করিবার পর, মাওলানা সাহেব বলিলেন,-

"এ সময় হজ্জ বন্ধের আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মতভেদের কারণ ও বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বরং আমাদিগকে কেবলমাত্র এই দেখিতে হইবে যে, এই আন্দোলন ধর্ম্মের দিক দিয়া কতদূর সঙ্গত। মাওলানা বলিলেন যে, এই মছলা নিতান্ত মারাত্মক। কারণ মুসলমানদিগকে এক মজহাবী ফরজ কাজে বাধা দেওয়া হইতেছে। এ জন্য আবশ্যক হইয়াছে যে, এ বিষয়ে মুসলমানদিগকে আমলের ছহী পথ বলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর, মোসলেম জগতের সাধারণ

অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, এই যুদ্ধ বিভিন্ন মুসলমান জাতির মধ্যে যে জাগরণ ও খেয়াল সমূহে স্বেচ্ছাচার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহারই কারণে মজহাবী গফলত বা ধর্মবিষয়ে অনবধানতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ইহাতে এসলামধর্মের যারপরনাই ক্ষতি হইতেছে তুর্কী, মিসর, ইরান, এবং সাম প্রত্যেক স্থলের অবস্থা এই যে, রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে, এসলামী তালীমের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা হইতেছে

"চিরদিন ইউরোপীয় শক্তি সমূহের এই পলিসি রহিয়াছে যে, মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ ও সম্মিলিত হইতে দিবে না এসলামী ভ্রাতৃত্বের ভাব মুছিয়া দিবার জন্য, ইউরোপ বহু শতাব্দী হইতে ষড়যন্ত্রসমূহ করিতে রহিয়াছে। এ হেতু ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বড় চেষ্টা এই যে, প্রতি সালে খানায় কাবার ছায়াতলে যে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কালো গোরো মুসলমানদের একত্রে সমাবেশ বা সম্মিলনী হইয়া থাকে, তাহা বন্ধ হইয়া যায় হজ্ব বন্ধ করাই মুসলমানদের বিপক্ষে ইউরোপের সর্বপ্রধান অস্ত্র। কিন্তু আল্‌হামদো লিল্লাহ, অদ্যাবধি ইউরোপ নিজের এ উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে পারে নাই

"বিগত তেরশত সালের ভিতর এসলামের ইতিহাসে অনেক মারাত্মক ঘটনার সময় আসিয়াছে কিন্তু কস্মিনকালেও হজ্ব বন্ধের হুকুম দেওয়া হয় নাই। খোদ হজরতের (সঃ) সময়েও বহুবার নিতান্ত কঠিন সঙ্কট ও বাধা, প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি কিন্তু (তাহারই ভিতর দিয়া) খোদ হুজুর (সঃ) হজ্ব করিয়াছেন এবং তাঁহার সহচর ও বন্ধুগণও এই হজ্বে তাঁহার সহিত ছিলেন মাওলানা কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিবার পর বলিলেন যে, হজ্ব কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা হয় নাই। আজিও যাহারা হজ্ব বন্ধ করিতে চাহিতেছে, আল্লা চাহেত তাঁহারা এ বিষয়ে সফলকাম হইবেন না ইহার পর তিনি হজ্বের উপকার ও কল্যাণ সমূহের তফসীর বয়ান ফর্মাইয়া বর্তমান যুগে হজ্বের

যে অবস্থ, তাহা বর্ণনা করিয়া এই আশঙ্কার কথাও বলিলেন যে, যদি এক সালের জন্যও হজ্ব বন্ধ করা হয়, তবে ভয় আছে যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের মধ্যে হজ্ব ফরজ হওয়ার ধারণা দুর্ব্বল হইয়া যাইবে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, বিগত যুদ্ধের সময়ে রুস, তুর্কী এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য সামরিক কারণ সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া, সাময়িকভাবে মুসলমানদিগকে হজ্ব করিতে বাধা দিয়াছিল। ইহার ফল এই হইল যে, রুসের আড়াই কোটি মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ১০।১৫ জন, এই ইউরোপের তুর্কী এককোটী মুসলমানদের মধ্যে ৮।১০ জন মুসলমানের অধিক হজ্ব করে না। তুর্কী হইতে অতি কম মুসলমানই হজ্ব করিয়া থাকে হাজীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংখ্যা সুয়েজ প্রণালীর পূর্ব্বদিকের অধিবাসী মুসলমান জাতিসমূহের দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। সুয়েজ প্রণালীর পশ্চিম তরফে যে পরিমাণ মুসলমান জাতি আছে, তাহারা যেন কার্য্যতঃ হজ্ব তরক করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহ না করুন, ভারতবর্ষে যদি হজ্ব বন্ধের আন্দোলন মত কার্য্য করা হয়, তবে ফল এই হইবে যে, সুয়েজ প্রণালীর পূর্ব্ব তরফের হাজীগণের সংখ্যাও অত্যন্ত কম হইয়া যাইবে, এবং কাবাতোল্লায় হর সাল মুসলমানদের যে এক বিরাট জন স্রোত—বিশাল সম্মিলনী হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক অল্পতা ঘটিবে। এই কারণে আজ এজলাস এই চায় যে, খোদার ঘর যেন আবাদ করা হয় এবং হজ্ব বন্ধের আন্দোলনে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা না হয়।

"আরও একটী গুরুতর সমস্যা আছে। গত সাল হইতে মক্কা মোয়াজ্জমায় মুতমরে এসলামী বা বিশ্বমোসলেম কনফারেন্সের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে সমগ্র জগতের মুসলমানদের প্রতিনিধি সরিক ছিলেন এই "মুতমরের" সহিত মুসলমান জগতের সংস্কার ও উন্নতির বহু আশা বিজড়িত আছে। এই মুতমরের এজলাস অর্থাৎ অধিবেশন প্রতি বৎসর মক্কা সরিফেই হইবে খোদা না করুন, যদি হজ্ব বন্ধ করা হয়, তবে এই মুতমরের কি হাসর (দশা) হইবে? হজ্ব বন্ধের সুরতে ভারত, আফগানিস্থান, যাবা, চিন ইত্যাদির প্রতিনিধিগণ মুতমরে সরিক হইতে পারিবেন না এবং আমাদের সে সকল আশা মাটি হইয়া যাইবে—যাহা মুতমরের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

পুনঃ মাওলানা ফর্মাইলেন, "নজদীর গণের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমান সম্পর্ক বলিয়া গণ্য, ছোলতান এবনে ছউদ আপনাকে রাজা বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন — এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া যাঁহারা হজ্জ বন্ধ করা জায়েজ বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, তাঁহাদের দলিল প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাহা কিছুতেই মানিবার যোগ্য নহে। গত তেরশত সাল ধরিয়া হেজাজ ভূমি মলুকিয়ত—রাজতন্ত্রের অধীন রহিয়াছে। কিন্তু হজ্জ কোন কালেও বন্ধ হয় নাই। হজরত আমির মাবিয়াহ (রাঃ) এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বাদশাহ,— যিনি সন ৪১ হিজরীতে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। বলা ইহার পর কি এক সালের জন্যও হজ্জ বন্ধ হইয়াছে? এ বিষয়ে খোদ হজরত হুছাইন আলায়হেচ্ছালামের উত্তম আদর্শই মুসলমানগণের জন্য আমলের সর্বোত্তম পন্থা। যখন খোদ হজরত (রাঃ) দিনের দুশমনগণের শত্রুতার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কখন হজ্জ তরক করেন নাই, তখন আজ কোন্ ভিত্তির উপর মুসলমানদিগকে হজ্জ আদায়ে বাধা দেওয়া হইতেছে? অধিক দুঃখের কথা এই যে, ধর্মকে খেলার সামগ্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের পবিত্র বিধানকে পদদলিত করা হইতেছে। এ কি অঁধার যে, বারশো বৎসর বাদে, কতিপয় ক্ষমতাশালী বড় লোক জমা হইতেছেন—আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের খাতিরে হজ্জের ন্যায় এত বড় একটী মজবুতী রোকন (প্রধান স্তম্ভ) বন্ধ করিবার ফতুয়া দিতেছেন! এই সকল লোকের কি অধিকার আছে যে, তাহারা মুসলমানদিগকে খানা-ই-কাবার জেয়ারতে বাধা দেয় এবং সেই পবিত্র ভূমি—যেখানে প্রথম অহি নাজিল (অবতরণ) হইবার গৌরব লাভ করে। মুসলমানদের পক্ষে গর্বের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহারা এ সময় পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিয়া দেয় যে, নজদী হেজাজ কনফারেন্সে হজ্জ বন্ধের যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, তাহাকে তাহারা ঘৃণারযোগ্য বলিতেছে এবং তাহারা কিছুতেই হজ্জ বন্ধ করিতে প্রস্তুত নহে। পরিশেষে মাওলানা সাহেব বলিলেন যে, খোদা তায়ালা মুসলমানদিগকে নেক হেদায়েত প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে সালে সালে সংখ্যায় বেশীর চেয়ে বেশী হইয়া হজ্জ করিবার তওফিক দান করেন—আমিন।

জনাব মাওলানার বক্তৃতার পর ফিরিঙ্গি মহলের মাওলানা আইয়ুব সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর নিম্নলিখিত রেজুলেশন পেশ করেন।

লক্ষ্ণৌএর মুসলমানগণের এই সাধারণ সভা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে যে কোন সভা মুসলমানগণকে এমন এক মজহাবী ফরজ আদায় বন্ধ করিবার যুক্তি দিয়াছে,—যাহা এসলামের পাঁচ আরকান—প্রধান অঙ্গের মধ্যে দাখিল এবং যাহার উপর গত তেরশত সাল হইতে সমস্ত জগতের মুসলমান বরাবর আমল করিয়া আসিতেছে এবং হেজাজ গবর্ণমেণ্টের যৎকিঞ্চিত পরিবর্ত্তন অথবা অসমরের আমিরগণের কোন চাল চলনের কোন ওজর মুসলমানদিগকে এই ফরজ আদায়ে শান্ত রাখিতে পারে নাই। এই সভা সন্দেহশূন্য শব্দে স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, হজ্ব বন্ধের আন্দোলন একটী স্পষ্ট মজহাবী ফেতন, ইহা হইতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানকে নিরাপদে রাখেন। যাঁহাদের উপর হজের ফরজ আদায় ওয়াজেব হইয়াছে অথবা যাঁহারা এবৎসর হজের এরাদা এবং সুযোগ রাখেন, হেজাজের বর্ত্তমান শান্তি ও নিরাপদতার প্রতি নজর করিয়া এই সভা, সেই সকল মুসলমানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, তাঁহারা যেন ঐ সকল ভুল এবং শরিয়তের আহকামের খেলাফ পরামর্শের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং অবশ্য অবশ্য (খোদার ফরজ) হজ্ব এবং জেয়ারতের গৌরব অর্জ্জন করেন।

হাকিকত, লক্ষ্ণৌ, জমীদার ১৯শে নবেম্বর।

হেজাজ ও ভারতীয় মুসলমান।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ছোলতান এবনে ছউদের খেলাফ যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার। একটী মজহাবী বিষয়ে সীমাবদ্ধ,—যাহা কবর (কোব্বা) ভাঙ্গার কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় রাজত্বপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা, ভারতীয় মুসলমানগণ আরবের স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে আরবের উপর প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। নিম্নে শেষ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

কোন রাজনৈতিক দৃষ্টি, এ অনুমতি দেয় না যে, এমন এক জাতি —যাহারা নিজে অপরের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহারা এক স্বাধীন জাতিকে তাহাদের রাজত্ব প্রণালীর সম্বন্ধে নির্দেশ দান করিবেন। কতদূর আশ্চর্য্যজনক কথা এই যে, ভারতীয় মুসলমান নিজেদের জন্য যে স্বায়ত্তশাসন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার নীতি আশা করেন, হেজাজবাসিদের জন্য সেই নীতি-মত কার্য্য হয়—এ জন্য তাহারা প্রস্তুত (রাজী) নহে। হেজাজ যদি পরাধীন দেশ এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধীন হইত, তাহা হইলে হেজাজে নিজেদের মরজী মতাবেক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা-করণ তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত হইত। কিন্তু হেজাজ স্বাধীন দেশ, এবং তথাকার বাসিন্দাদেরই এ অধিকার আছে যে, তাঁহারা আপন গবর্ণমেন্টের (শাসন) প্রণালী ও ধারার নির্দেশ করেন। হেজাজের আভ্যন্তরীণ এহেজামের সহিত যাহার সম্বন্ধ, এরূপ বিষয় সমূহে ভারতীয় মুসলমান বা অপর কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের হস্তপদহীন মুসলমান, হেজাজের কোন উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারে না। এবং তাঁহাদের ক্রোধ ও গজব ব্যর্থ চেঁচামেচি ব্যতীত আর কোন ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

যখন কোন অমুসলমান শত্রু আসিয়া হেজাজের উপর আক্রমণ করে, তখন ভারতীয় মুসলমান তাহাদের ইহা ব্যতীত কোন সাহায্য করিতে পারেন না যে, কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিবেন—যাহা অতিকষ্টে এক সপ্তাহের যুদ্ধের জন্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। এই টাকা পাঠাইবেন, অথবা এমন সব বক্তৃতা দিবেন—যাহা অন্তর বিচলিত করিয়া তুলে।

আরও দুঃখের কথা এই যে, এই প্রকারের সংগৃহীত * টাকার মোটামুটি রকম পথিমধ্যেই গায়েব (আত্মসাৎ) করা হয়। যদি হেজাজবাসিগণের উপর দুঃখের তরঙ্গ হইতে যখন অগ্নিবর্ষিত হইতেছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রের উপর (আপতিত) খরধার তরবারি ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নাই, তখন ভারতীয় মুসলমানদের বড় বড় প্রস্তাব ও বিরাট শোকসভা সমূহের দ্বারা তাঁহাদের কি কোন উপকার পৌঁছিতে পারে?

ঘরের ভাবনা ভব।

ভারতীয় মুসলমানদের সম্মুখে জীবন মরণের অতি ভীষণ সমস্যা, সমাধানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের উচিত যে, সেই সকল নাম বাড়াইতে ইচ্ছুক নেতৃগণের কথা যেন না শুনে—যাহারা জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রিয় হইবার জন্য তাহাদিগকে এমন বিষয়ে শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতে উৎসাহ দিতেছে যে, তাহার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। হেজাজ অধিবাসিগণ যদি তাহাদের সাহায্য ও পরামর্শের প্রার্থী হয়, তবে ভারতীয় মুসলমান যতদূর হয় সাহায্য করুন। যদি তাঁহাদের এ অনুভূতি ও হয় যে, হেজাজসমস্যায় হস্তক্ষেপ করা, তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা ন্যায়সঙ্গত, তথাপি তাঁহাদের নিকট এমন কোন কার্য্যকরী উপায় নাই—যাহা হেজাজবাসিগণকে অবনত মস্তকে তাহাদের রায় মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এই অপ্রার্থনীয় হস্তক্ষেপের ফলে এমন অবস্থা উপনীত হইবে,—যাহা সুসভ্য জাতি সমূহের সম্মুখে ভারতীয় মুসলমানগণকে লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ করিবে।

* এখানে হুউদের ধর্ম্মভীরুতা হইতে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ।

এ সময় এবনে ছউদের বিরুদ্ধে যে হাঙ্গামা ব্যপ্ত করা হইতেছে, তাহা কতদূর মনোবেদনা জনক যে, যদি ছোলতান এবনে ছউদকে এসলামের পবিত্র স্থান সমূহের রক্ষক হওয়ার হিসাবে, নিজের গুরুতর দায়িত্বের খেয়াল বাধা না দিত, তবে তিনি নিজের সীমা সরহদ্দের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের প্রবেশের প্রতি চরম শর্ত্ত সমূহ প্রবর্ত্তন করিতেন, এবং করিলেও তাঁহার কার্য্য অন্যায় হইত না বরং সম্পূর্ণ ন্যায়ই হইত। সত্য কথা এই যে, যদি ছোলতান এবনে ছউদের স্থানে অন্য কোন ব্যক্তি হইতেন, তবে সে নিশ্চয় এইরূপ করিয়া বসিতেন। কিন্তু এবনে ছউদের অন্তরে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা আছে,—যাঁহার সম্মুখে পার্থিব রাজাদের ফরমান সমূহ অতি তুচ্ছ। ছোলতান এবনে ছউদ ভারতীয় মুসলমান-দের অসীম উত্তেজনাজনক ও কষ্টদায়ক ব্যবহারেও তাহা-দিগকে প্রতি বৎসর হেজাজ প্রবেশে বাধা দানে বিরত আছেন।

পরাধীন জাতির অসম্ভব খেয়াল।

যদি ভারতীয় মুসলমান বিনা বাধায় হজ্জের ফরজ আদায় করিতে পারেন এবং আরবদ্বীপে অমুসলমানের আধিপত্য না থাকে, তবে তাঁহারা হেজাজ রাজত্ব-বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া কোন অভিযোগ করিতে গেলে, তাহা সঙ্গত হয় না। তথাকার লোক নিজেদের ইচ্ছামত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে ত তাহার সহিত দুনিয়ার মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই। জমহুরিয়ত—সাধারণতন্ত্রই যদি তাহাদের প্রার্থিত হয়, তবে তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের হস্তক্ষেপ ব্যতীত তাহা অর্জ্জন করিবে। তুর্কী, আফগানিস্থান ও অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান জাতি—যাহারা হেজা-

জের বিষয়ে প্রভাবপাত করিবার যোগ্যতা রাখে, তাহারা হেজাজ-গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব-প্রণালীর বিষয় কোন উচ্চ-বাচ্য করিতেছেন না। কেবল ভারতীয় মুসলমান—যাহারা নিজেদের ঘর সামলাইবার মত যোগ্যতা রাখে না, এবং দুনিয়ার যাবতীয় মুসলমান-জাতি অপেক্ষা হীনবল তাহারাই এই হাঙ্গামাজনক প্রচার-কার্য্য জারি করিয়া রাখিয়াছে। ইহার হেতু সুস্পষ্ট, হেজাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ইহা দুনিয়ার মুসলমানদের পরস্পর আন্তর্জাতিক ব্যাপার নহে। স্বাধীন মুসলমান জাতি সমূহ ঐ সকল ব্যাপারকে হেজাজের লোক ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন না। ভারতীয় মুসলমানদিগকে এ বিষয় ভালাইয়া বুঝা, এবং ধ্বংসকর কার্য্য-কৌশলের (ষড়যন্ত্রের) অনুসরণে ক্ষান্ত হওয়া উচিত।

মোসলেম আউটলুক, ১৮ই নভেম্বর ১৯২৬।

মাওলানা সব্বির আহমদ ওছমানী, দেওবন্দীর উপদেশ।

(ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কার্য্যপন্থা।

"হজরত ওস্তাজ মুকর্‌রেম, আল্লামা সব্বির আহমদ ওছমানী, দেওবন্দী সাহেব (ইনি হেজাজ ডেপুটেশন, জমিয়ত ওলামাএ হিন্দ এবং কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির প্রধান মেম্বর) প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে লুধিয়ানে শুভাগমন করেন। আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, আপনি নজদ ও হেজাজ সমস্যায় ভারতীয় মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করুন।

তিনি বলিলেন, পীড়া ও [illegible] কারণে, এ বিষয়ে কিছু লিখিতে পারা যায় নাই। ইহার পর আমি নিম্নলিখিত ছওয়াল সমূহ লিখিয়া হুজুরের খেদমতে পেশ করিলাম। তিনি উহার উত্তর দিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। আজ উত্তর সমূহ প্রস্তুত হইয়াছে, আমার মতে এই উত্তর সমূহ নজদ ও হেজাজ সমালোচনার মীমাংসা বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি আশা করি যে, এই উত্তর সমূহ [illegible] স্বার্থান্ধ লোক ব্যতীত ভারতের প্রত্যেক মুসলমান হেজাজ সম্বন্ধে নিশ্চিন্তহৃদয় হইবেন।

হবিবর রহমান,
লুধিয়ানা খেলাফত কমিটির সভাপতি এবং ভারত
খেলাফত কমিটি ও জমিয়ত ওলামার সদস্য

১। ছওয়াল, ভারতের যে সকল মুসলমান নজদীয় গভর্ণমেন্টকে হেজাজ হইতে বাহির ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনার রায় কি?

জওয়াব, সমস্ত এসলামী ও [illegible] এসলামী রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মত এই যে, এ প্রকারের চেষ্টা করা নিতান্ত দুর্বুদ্ধিতা ও ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক এবং ফলে এসলামী শক্তিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা মাত্র। আমাদিগকে [illegible] আশা রাখা উচিত যে, এ প্রকারের প্রস্তাব [illegible] উপর [illegible] না, কখনই সফলতার মুখ দেখিবে না।

২। ছওয়াল,—মোসলেম জগতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নজর রাখিয়া হেজাজের জন্য নজদী শাসনের বর্ত্তমানতা উত্তম কিনা?

জওয়াব,—হেজাজে নজদী গবর্ণমেণ্ট মোসলেম জগতের সর্ব্বোত্তম গবর্ণমেণ্ট হইতে পারে—এই শর্ত্তে যে, এই শুষ্ক কাষ্ঠে কিছু রসের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের বাড়াবাড়ি ও ধর্ম্মবিষয়ে কঠোরতার পারা একটু নিম্নে নামিয়া আইসে, সরিয়তের মধ্যম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এসলামী আত্মার ছহি রুচি তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারী

এবং প্রধান কর্মকর্তাগণ হেজাজ ও সাধারণ মুসলমানগণের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটু হৃদয়ের উদারতা, দূরদর্শিতা, ভাল মন্দের পরিমাপ এবং অর্পনয় হাকিমানা নীতিকে (অছুল) কার্য্যতঃ গ্রহণ করেন। এইরূপ অশান্তির যুগে এই সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবার জন্য সরিয়ত হেদায়েত করিয়াছে।

৩। ছওয়াল,—আপনি মোটের উপর নজদী গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এসলামী সরিয়তের অধিক নিকটবর্ত্তী পাইয়াছেন কিনা ?

জওয়াব,—আমি হেজাজে পৌছিয়া, সরিয়তের পাবন্দী করার দিক দিয়া নজদী গবর্ণমেণ্টের আর ততটা ভক্ত নহি—তথায় যাইবার পূর্ব্বে যতটা ছিলাম এবং তাহারা নিজের জন্য যতটা দাবী রাখে, নজদী গবর্ণমেণ্টকে ততটা সরিয়তের অনুরূপ বলিয়া মনে করি না।

تاہم میں اسکا اعتراف کرتا ہے بحالت موجودہ نجدی حکومت
اکثر اسلامی سلطنتوں سے زیادہ شریعت سے قریب تر ہے اور اسکے
محاسن (بھلائیوں) کا پلہ (معائب) برائیوں سے بہت بھاری ہے ۔

"তথাপি আমি স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় নজদী গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ এসলাম রাজ্যের তুলনায় সরিয়তের অধিক নিকটবর্ত্তী এবং তাহার গুণাবলীর পরিমাণ, তাহার দোষাবলীর অপেক্ষা অনেক অধিক।

৪। ছওয়াল,—الحجاز للحجازین

"হেজাজ হেজাজবাসিদের জন্য" এই নীতির প্রচার জগতের মোসলমানদের মধ্যে বংশগত ও দেশগত পার্থক্যের (তফরিক) সৃষ্টির হেতু হইবে কি না ?

کیا الحجاز للحجازین (حجاز حجازیوں کیلئے ہے) کے اصول کی نشر و اشاعت
مسلمانان عالم میں نسلی اور ملکی تفرقی کا باعث ہوتی ہے ؟
جواب — الحجاز للحجازین اصول کو مذہب اسلام سے کوئی لگاؤ
نہیں — وہاں تو حجاز کے شریف نژاد اور بزرگ نژاد مسلمانوں کو وہ خطاب

ভিত্তি নাই। হজ্জের যাবতীয় শর্ত্তের বর্ত্তমানে লোকদিগকে হজ্জে বাধা দেওয়া এবং অকারণ বিলম্ব বা মুলতবী করার পরামর্শ দেওয়া "পুণ্য কার্য্যে বাধা দানকারী" কোরাণের এই আয়াতকে নিজের উপর বর্ত্তান; এবং অস্বাভাবিক শান্তি ও নিরাপত্তার আকারে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অকৃতজ্ঞতা (নেমক হারামী) প্রকাশ করা। এই প্রকারের প্রস্তাব সমূহ হেজাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নহে—হেজাজ অধিবাসীদের পক্ষে ইহা যতটা ধ্বংসকর হইবে। অথচ তাহারা এখন সমূহ মোসলেম জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইবার হকদার। কারামতাদিগের জুলুম ও অত্যাচারের সময়ে, এসলামের সাধারণ আলেম হজ্জের ফরজ আদায়ে ক্ষান্ত থাকিবার ফতুয়া দেন নাই, সেই খলিফাদের যুগেও (এরূপ হজ্জ বন্ধ) ফতুয়া দেন নাই—যাঁহারা একটী ভুল মছলা ও বাতীল আকিদা 'খলকে কোরাণ' মানিবার জন্য লোকদিগকে তরবারির বলে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাহা মানেন নাই, তাঁহাদিগকে বহু বৎসর জেলখানায় কয়েদ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর বহু প্রকারের বিপদের পাহাড় নিপতিত করা হইয়াছিল এবং এমন এমন নিষ্ঠুরতার শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এতদূর যে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন খলিফা (অছেক বিল্লাহ) এমাম আহমদ বেন নছর মরওজী খোজায়ীকে এই বলিয়া স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল যে,—

انی احتسب خطای الی هذا الکافر الذی یعبد ربا لا نعبده —

"আমি এই কাফেরের হত্যা করিবার জন্য, আমার প্রতি পদবিক্ষেপে পুণ্য মনে করিতেছি, সে এমন খোদার এবাদত করে, আমি যাহার এবাদত করি না।" অতঃপর তাঁহার মস্তক বাগদাদের দ্বারদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তথায় তাহা হইতে তাজা খুন টপ টপ করিয়া পড়িতেছিল এবং কোরাণ তেলাওতের শব্দ আসিতেছিল। খলিফাদের মধ্যে কেহ (মতাওয়াকেল বিল্লাহ) এমনও খলিফা ছিলেন, যিনি এই খলকে

وعدان لور ده نرزك ان شاءالله -

যখন সেই কাফের গবর্ণমেণ্টের যুগে হজরত (সঃ) স্বয়ং এবং তাঁহার হাজার হাজার ছাহাব (রাঃ) ওমরার করার উদ্দেশ্যে (মদিনা হইতে) মক্কা মোয়াজ্জমা রওয়ানা হন এক বৎসর যখন কোরাএসগণ হজরতকে বাধা দিল ত দ্বিতীয় বৎসর আবার তসরিফ লইয়া গেলেন এবং ওমরা সমাপনান্তে ফিরিয়া গেলেন যে কোন অবস্থায় এরূপে ছউদের গবর্ণমেণ্ট হজ আদায়ের প্রতিবন্ধকের মধ্যে গণ্য নহে এবং খোদার ফজলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, হজ মুলতবী রাখার এই প্রস্তাবের কোন প্রভাব হজ ও জেয়ারতকারীগণের সংখ্যার উপর পড়িবেনা। (ইনশা আল্লাহ তায়ালা)

হেজাজ আক্রমণ ও আলী বেরাদরান।

মাওলানা শওকত নীরব কেন ?

দিল্লি হইতে "মদিনা কা আহবান" নামে আর একটী নুতন দৈনিক, উর্দ্দু পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, এই নূতন দৈনিকের বিগত ২৬শে নভেম্বরের পত্রিকায় ছয়েদ আজিজ হাসন নকসবন্দী সাহেব مقدس مدینے کے ندال عام کا ذمه دار کون ہے "অর্থাৎ পবিত্র মদিনার সাধারণ হত্যার দায়ী (দায়ক) কে ?" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন,—

"যখন জমিয়ত ওলামার ও খেলাফতের আরাকিন-প্রধান মেম্বর সমূহ দিল্লীতে তসরীফ আনিলেন, ত আমি একজন পুরাতন অনুরক্ত ভক্তের হিসাবে মাওলানা আহমদ ছায়িদ (সেক্রেটারী জমিয়ত ওলামা) ছাহেবের দওলতখানে, তাঁহার সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে হজ হইতে ফিরিয়া আসার জন্য (তাঁহাকে) মবারকবাদ আরজ করিবার উদ্দেশ্যে, দিল্লী ভাইসয়র ক্লাবের

যে, মজলিসে উলামার অধিবেশনে মাওলানা এরফান ছাহেব মাওলানা আবদুল হালিম ছাহেব এবং মুফতী কেফায়তুল্লা ছাহেবের উপস্থিতিতে মাওলানা সোবাহের কোরায়শী ছাহেব শওকত আলী সাহেবের নাম করিয়া আমাকে এই খবর দিয়াছিলেন। ইহার পর এই ঘটনার খবর কেফায়তুল্লা ছাহেব, সোবাহের সাহেবের যবানীতে শুনিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।”

“যদি, জনাব মাওলানা হোছেন আহমদ ছাহেব ও মাওলানা কেফায়তুল্লা সাহেব দিল্লীতে বহু সংখ্যক মুসলমানের সম্মুখে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, সে কথা কি তাঁহারা অস্বীকার করিবেন? এবং মাওলানা এরফান ছাহেব হলফের সহিত বর্ণন করিবেন কি যে, তাঁহার নিকট মাওলানা সোবাহের কোরায়শী সাহেব এই ঘটনা আরম্ভ করেন নাই। আর মুফতী কেফায়তুল্লা সাহেব ও মাওলানা আবদুল হালিম সাহেব এরূপ স্বীকার করিবেন কি যে, সোবাহের সাহেব তাঁহার নিকট মাওলানা শওকত আলীর সম্বন্ধে এই ঘটনা বর্ণনা করেন নাই।

কতদূর আশ্চর্য্যের কথা যে, মাওলানা মোহাম্মদ আলী সত্য প্রকাশের পরিবর্তে কেবল ধরাছোঁয়া মিথ্যা কথার দ্বারা কাজ সারিতে চাহেন, এবং নিজের সঙ্গে কতিপয় [illegible] ঈমানকেও ইহাতে ডুবাইয়াছেন। কিন্তু মাওলানা শওকত আলী সাহেবের কার্য্যে ততোধিক অধিক অমর্যাদাবোধ হইতেছে যে, তাঁহার ঘাড়ে [illegible] ও আরব সাধারণ হত্যা এবং এক আনা ইংরেজী গবর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ হিন্দের) হাতে এবং মুসলমান রাজত্ব (হেজাজ) কে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রের অপবাদ চাপিয়া রহিয়াছে, তিনি কেন একেবারে চুপ করিয়া আছেন?

আমি উল্লিখিত বুজর্গ ওলামাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্যবাদিতা, সততা থাকে, বিন্দুমাত্র সত্য কথা স্বীকার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি থাকে, তবে তাঁহারা কর্মক্ষেত্রে তাহা দেখান— এই সম্বন্ধে মধ্যে আপনাদের হলফী বয়ান ছাপাইয়া দিউন। নচেৎ তাঁহাদের উপর আরোপিত দোষ (সত্য-গোপনের কথা) সত্য,—মুসলমান এই রায় কায়েম করিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহারা-ত সর্ব্বদা আলেম

মহামান্য হেজাজরাজ ও মহান নজদ ছোলতান।

আমি জালালাতোল মালেকের আদেশমতে এই আবেদন করিবার গৌরব-লাভ করিতেছি যে, তুর্কি সাম্রাজ্যের জন্য, জালালাতোল মালেকের আদেশমতে আমাকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন

মহামান্য বাদশাহ (অর্থাৎ আপনি) আঙ্গোরা তুর্কী পার্লিয়ামেন্টের প্রেশ্বর এবং মহা মুজাহেদ এসলামীর রোকন (খিলাফতের কনক রেলের এক প্রধান অঙ্গ) আমির ফরাজ লেক সাহেবের মারফতে ছদর জমহুরিয়াহ—তুর্কীগণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের জনাবে যে মূল্যবান পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক শব্দে আপনার রাজকীয় প্রেম ও প্রীতি-উপঢৌকন প্রকাশিত দেখা যাইতেছে। আমি যে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহার কার্য্য-সুবিধাসৃষ্টির জন্য জালালাতোল মালেক যে অনুগ্রহের প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা আমার জন্য লক্ষ লক্ষ সম্মান ও গৌরবের বস্তু; এবং তাহা আমার অন্তঃকরণকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আমি অন্তরের অন্তস্থল হইতে এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, আমি এই রাজকীয় অনুগ্রহের শোক-রিয়া আদায় করিতে অক্ষম।

আমি মহামান্য বাদশার খেদমতে আমার সরকারি সার্টিফিকেট-কাগজপত্র সমূহ উপস্থিত করিবার পূর্বে এতটুকু আবেদন করা আমার পক্ষে সন্তোষজনক কর্তব্য মনে করিতেছি যে, হেজাজ ও তুর্কি গবর্ণমেন্টের মধ্যে প্রথম হইতে যাহা বর্তমান আছে, কেবলমাত্র সেই ভালবাসা ও বন্ধুত্বের পোষকতা এবং একতা বন্ধনের দৃঢ়তাসাধন জন্য এ সময় এই সার্টিফিকেট পেশ করা হই-তেছে। যাহার বর্ণনায় আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ বোধ হয়, তাহা এই যে, আমার তুর্কীগণতন্ত্র গবর্ণমেন্ট যথায় অন্য রাজদরবারের সহিত সাধারণভাবে যথাসম্ভবই বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রাখে, তথায় জালালাতোল মালেকের—আল্লাহ আপনার সহায়তা করুন—গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বিশেষ-ভাবে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। আমার স্কন্ধে যে ভার অর্পিত হইয়াছে, সেই দায়িত্বের কার্য্যের মূল মর্মের "খোলাসা" বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। আশা করি জালালাতোল মালেক আমার এই কর্তব্যের সম্পাদনে, মহা হুজুরের উদ্দেশ্যের অনুযায়ী আমাকে সহায়তা করিবেন।

হেজাজের অবস্থা।

মোতা'মার সম্পাদকের বর্ণনা।

মোতা'মারের (বিশ্ব-মোসলেম কংগ্রেসের) সম্পাদক মিঃ তৌফিক যে সম্প্রতি ভারতে ভ্রমণ করিতেছেন। হেজাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কবরের উপরিভাগ নষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু কবরের কোন ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধের সময় বেদুইনেরা দুইটী মসজিদ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকলের পুনর্নির্ম্মাণ জন্য এবনে সউদ আদেশ দিয়াছেন। তৌফিক বিস্মিত হইয়াছেন যে, অন্যান্য দেশে লোকে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত আছে, আর ভারতের লোকে মৃত ব্যক্তিগণের জন্য অনর্থক যুদ্ধ করিতেছে।

হেজাজ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন যে, হেজাজে অপঘাত মৃত্যু নাই এবং তথায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। যাত্রিগণের জন্য বেশ সুন্দর সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মক্কা ও মদিনায় পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ হইয়াছে।

এবনে সউদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই আন্দোলনে ভারতে কুফল ফলিবে; যেহেতু এই বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, সেই বিচ্ছেদ আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। তিনি বলেন যে, এবনে সউদ হজরতের(সঃ) কবর স্বীয় প্রাণের তুল্য জ্ঞানে রক্ষা করিবেন। আরবের সর্ব্বত্র এবনে সউদের প্রতি বন্ধুভাব দেখা যাইতেছে। সকল মোসলমানেরই তাঁহাকে সমর্থন করা কর্ত্তব্য। তিনি সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন।

পৃথিবীর মোসলেম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সকল মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সংস্থাপন এবং যাত্রিগণের সুবিধা প্রদান। হেজাজ সম্বন্ধে লোকের যে ভুল ধারণা ছিল, মোতা'মার উহার লোপসাধন করিতে পারিয়াছেন। এবনে সউদের তিনটী উদ্দেশ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যগুলি ভারতীয় মুসলমানেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। প্রথম উদ্দেশ্য, বেদুইনেরা যাত্রিদিগের নিকট হইতে যে কর আদায় করিত, তাহার লোপসাধন। দ্বিতীয়, আরবগণকে কৃষি বিষয়ে সাহায্যদান। তৃতীয়, সমগ্র আরবকে একত্রীকরণ।

হেজাজে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানগণের ধারণার প্রতি বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন যে, সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দুষ্প্রাপ্য।

এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই এবং ভারতীয় মুসলমানদের কোন কথা কেহ শুনিবে না। শুধু হেজাজবাসীরাই এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন। এবনে ছউদ জাতীয় নেতা, আরবের আশা। তাহাদের জন্য তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন। সকল মুসলমানেরই আরবে কিছু অধিকার আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা তথাকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে শুধু হেজাজবাসীদেরই অধিকার। এবনে ছউদ স্বীয় অর্থে ও স্বীয় বাহিনীর সাহায্যে হেজাজ জয় করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মোসলেম কংগ্রেসে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিদল আশানুরূপ হয় নাই। খাদেম, ৩রা কার্ত্তিক

লাখ্‌নৌ-হেজাজ কনফারেন্স।

আজকাল একদল লোক ছোলতান এবনে ছউদের বিরুদ্ধে অযথা একটা আন্দোলন চালাইয়া [illegible], বিচ্ছিন্নশক্তি মুসলমান সমাজকে মতভেদ-জনিত দলাদলির আবর্ত্তে ফেলিয়া দুর্ব্বলতর করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা হানাফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ছোলতান এবনে ছউদকে অন্ধভাবে সমর্থন করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া অকারণে স্বধর্মনিষ্ঠ, হেজাজভূমির উন্নতিকামী ছোলতানকে গালাগালি করা আমরা কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সম্প্রতি লাখ্‌নৌয়ে কয়েকজন নামজাদা মুসলমান ভদ্রলোক মিলিয়া এক সভা করিয়াছেন। তাহাতে ছোলতান এবনে ছউদের উপর কয়েকটী মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী—ইহারাও লাখ্‌নৌতে উপস্থিত ছিলেন। হেজাজে গমন করিয়া ইহাদের মতামত—যে কারণেই হউক—বিগড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কতকগুলি অসত্য কথা ইহারা নীরবে বসিয়া কিরূপে শ্রবণ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

লখনৌয়ের সভায় কিরূপভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে সোলতান এবনে ছউদ স্ত্রীলোকদের সহিত দুর্ব্যবহার ও আরবদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি হাজীদিগকে খুবই কষ্ট দিয়াছেন। আমরা সংবাদপত্র ও খেলাফত ডেপুটেশনের প্রদত্ত সংবাদ পাঠে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে উক্ত অভিযোগগুলির কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। দুর্দ্দান্ত 'বদ্দুরা' হাজীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এজন্য সোলতান এবনে ছউদ বদ্দুদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ শুনা গিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তো তিনি প্রশংসা পাইবার অধিকারী। দস্যুদিগকে সশস্ত্র করিয়া রাখা কোন দেশশাসকের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সুতরাং সোলতান এবনে ছউদ এই কার্য্য করিয়া কিরূপে "ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে" গিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।

খাদেম ১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৩

হেজাজ সমস্যা।

শিক্ষা বিস্তারে এবনে ছউদ।

সোলতান এবনে ছউদ বদ্দুদিগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন এবং হেজাজে বহু মাদ্রাসা হইয়াছে। উপযুক্ত মেসরবাসী দ্বারা শিক্ষাদান করা চলিতেছে, শামদেশ হইতেও উপযুক্ত শিক্ষক আনা হইয়াছে। সম্প্রতি দামেস্কের "দারুল-মোআল্লেমীন বা ট্রেনিং স্কুলের পাশ পাওয়া আরও ৪ জন শিক্ষকের জন্য তিনি শাম দেশের সংবাদপত্রে সম্প্রতি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

হেজাজে বেতারবার্ত্তা।

হেজাজের তায়েফ নগরে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ও যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। মক্কা মোয়াজ্জমায় বিনা তারের টেলিফোন-যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে সংবাদ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। হেজাজের উন্নতি সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

ইউরোপের আতঙ্ক।

মক্কা মোয়াজ্জমার বিশ্ব মোসলেম সম্মিলন বা 'মো'তমরে-আ'লমে-এছলামী'র অধিবেশনের দ্বারা সমগ্র ইউরোপের ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

২য় ভাগ] পৌষ—১৩৩৩ । [৪র্থ সংখ্যা

রজব—১৩৪৫ হিজরী ।

আহলে হাদীস

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র ।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী ।

সূচী ।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা ।

(২)

তোমার মরম বাণী শুনিয়া কর্ম বীর,
মহান মন্ত্রের নামে বিনত করুক শির।
তোমার জনম ভরে,
সফল হউক তবে,
বাঁধগো তাপিত হিয়া, সাধিতে আপন কাজ,
যাও গেয়ে, পরিহরি ভয়, ভীতি, মান, লাজ।

(৩)

থাকুক অরির দল গোপন পথের পাশে,
সুবোধ সুজন তাহা উড়ায় মধুর ভাষে।
ল'য়ে আপনার বল,
কাঁপাইয়ে ধরাতল
যাও সুধি নিজ কাজে দেখুক ধরণী বাসী,
বিনাশ করুক শান্তি তোমার উষাবে অসি।

(৪)

কর পূত কাজ সাধ মনোপূত সবাকার,
ঘুচে যা'ক ধরা হ'তে বিভীষণ হাহাকার।
বিমল হরষ ভরে,
জাতীয় কীরিতি তরে,
হও বীর ধর কাজ পুরাও সকল আশা,
কিবা দিব উপহার লও শুধু ভালবাসা

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ কাব্য বিনোদ সাহিত্য রত্ন
চেংগড়া—নদীয়া।

ব্যথিত কৃষক।

(১)

চাষা মোরা, কাঁদি দুখে বুক ভরা হুতাশনে।
আছে সে কি হৃদি ভবে হবে দয়া সে ক্রন্দনে
মোছাবে নয়ন-জল সুধাবে আদর করি
ভূমণ্ডলে নাই বুঝি চতুর্দ্দিক শূন্য হেরি

(২)

অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, বস্ত্রাভাবে মরি শীতে।
রোগে শোকে শান্তি হীন, ভাঙ্গা ঘরে থাকি রাতে
সহায় সম্বল নাই, হাতে নাই কাণা কড়া
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, মাথা শুধু চিন্তা ভরা

(৩)

শত জ্বালা বুকে চাপি চষি মোরা চষি ভূমি।
জগতের জীব তাই হয়ে যায় বেশী দামী
জলে ভিজি, রোদে পুড়ি, দিন রাত খাটি মাঠে
সে কারণে কত শত গোলা ভরি ফুটে উঠে।

(৪)

জন্মাইয়া দেই শস্য ধূলা কাদা মাটি ছেনে।
সেই বলে সভ্য হয়ে, চাষা বলি মোরে ঘৃণে
রাজাদের কোষাগার, পূর্ণ দিয়া ধনরাশি।
সে দোষেতে অবিচার করে বুঝি পাটে বসি
মন ভাবে ভাঙ্গি গোলা, সেই রাগে মহাজন।
বাস্তু ভিটা লয় কেড়ে করি কত অপমান॥

(৫)

কোথায় দাঁড়াবি চাষা। কি ফল ভাবিবি কাঁদি।
সৃজন করেনি যারা, তোদের কারণে বিধি॥
অন্নে বস্ত্রে এতকাল যতনে পালিলি যারে।
সে নয় আপন জন, চায়না ক্ষণেক ফিরে
খাবেন তোদের ভাত, দেখিবে না মুখ আর।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের সুধা আছেত বিজ্ঞান তার

(৬)

মাথে হাত দিয়ে বৃথা চিন্ত আর কেন তুমি।
অগতির গতি তবে ডাক যিনি বিশ্ব-স্বামী
একতায় মিলি এস। করি সবে আরাধন।
মুক্তি হবে ভক্তি পাবে ঘুচিবে রে এ যাতনা॥
হাল ছাড়ি ধ্যানে বস ধরিয়া সন্ন্যাস বেশ।
আটিবে জুটিবে পায়ে দেখিবে দাম্ভিক দেশ॥

মুন্সী মোকাব-উদ্দীন আহমদ।
সাং গোলমুণ্ডা, পোঃ—নেকবক্ত—রংপুর।

মনের দুঃখ।

(১)

মনের দুঃখে মরছি আমি,
সুখ ত আমার জুটলনা।
যে অনলে জ্বলছি আমি;
সে আগুন ত নিভলনা॥

(২)

যেখানে যে এ সৃষ্টি মাঝে,
যে দিকেতে তাকিয়ে দেখি।
সুখে আছে সর্ব্ব জন,
অপরূপ রূপে মাখামাখি

(৩)

যে যেমন সে তেমনি ভাবে,
লেগে আছে আপন কাজে।
মরছি আমি জ্ব'লে পুড়ে;
দেখে শুনে সকাল সাঁঝে।

(৪)

তাই তোমরা দেখতে পেলে,
চক্ষু দুটী নাহি যায়।
যদি তুমি থাকবে সুখে,
এত কি প্রাণে সয় হয়

(৫)

ভাল কাজ দেখতে নারি,
এতে আমার সাধনা।
মন্দ খবর করতে পারি;
কভুও ত তাতে হটি না।॥

(৬)

সুখে রবে ভাইরা আমার,
এ দুঃখ কি সইতে পারি।
মরা দেখি এ দুঃখ আমার;
যাবে কিসে তার উপায় করি॥

(৭)

দলাদলি ভাব হিংসা ছেড়ে
কর দেখি আজ কোলাকুলি।
মনের সুখে তুমিও রবে ;
দুঃখ তোমার যাবে চলি

আবু মোহাঃ মোজাফ্ফর হোসেন
রায়খা—বৰ্দ্ধমান

যৎ সামান্য।

আজ তোমরা যে দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছ, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? ইস্লামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতির ফল, না অন্য কিছু তোমরা হেজাজ প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ কেন ? তোমাদের ভিতরে ইচ্ছা এবনে সউদকে পদচ্যুত করিয়া সাধারণের মত লইয়া অন্য কাহাকেও (তোমাদের মধ্যে যে জনকে) হেজাজপতি নিযুক্ত করা নয় কি ? কে হইবে, কে করিবে, তাহা কেহই বা কে এরূপ ভবিষ্যত বাণী ত শুনাও নাই যদি তোমাদের এ কাঁচা আবদার রক্ষা করিতে হয় তবে বুকে হাত দিয়া বল দেখি, হেজাজের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন লইয়া মহা বিপ্লব উপস্থিত হইবে না কি ? তোমরা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি সুলতান এবনে সউদ হেজাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আর কি তোমাদের দ্বারায় পবিত্র হরমায়েন শরীফায়েনের তত্ত্বাবধান লওয়া সম্ভবপর হইবে ? তোমাদের কথাবার্ত্তাতে কি কেহ কর্ণপাত করিবে ? সুযোগ পাইলে ভক্ষ গ্রাস করিতে কেহই ছাড়িয়া দেয় না—অধিক আর কি শুনিবার চাও।

আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি (এবং উর্দ্দুভাষী ভারতীয় মুসলমান), তোমরা এবনে সউদের কার্য্যে এত অসন্তুষ্ট কেন ? তিনি কি ইসলামের স্বার্থে

প্রেরিত পত্র।

জনাব এডিটার সাহেব, আচ্ছালামো আলায়কুম রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু। প্রায় আট মাস গত হইতে চলিল আপনাদের সংবাদাদি কিছুই জানিতে পারি নাই। আমিও অনেক কারণবশতঃ সংবাদ জানাইতে পারি নাই। [illegible] হইতে মক্কা শরিফ হইয়া, মিসর আজহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ও আপনাদের দোওয়ায় ভর্ত্তী হইয়াছি, পড়া শুনা খুব ভাল হইতেছে। এখানে তফছির, হদিস, ফেকাহ, মন্তেক, উছুল, মানী, বয়ান, বালাগত ইত্যাদি সব বিষয় পড়ান হয়। এখানে কেতাবাদি সস্তায় পাওয়া যায়। জামেউল আজহারে প্রায় ১৮ হাজারের অধিক ছাত্র। এখান হইতে দৈনিক, মাসিক, সপ্তাহিক বহু আরবী পত্রিকা বাহির হয়। পত্রিকার ভাষা অতি ভাল ও সরল, মূল্য তত বেশী নয়। মাসিক পত্রিকার মূল্য মিছরী এক পাউণ্ড। সাপ্তাহিক দেড় পাউণ্ড, দৈনিক দুই পাউণ্ড। এক পাউণ্ড প্রায় ১৫৲ টাকা। এখানে আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। যিনি সামান্য কিছু আরবী জানেন অর্থাৎ আরবীতে সামান্য কিছু বলিতে ও বুঝাতে পারেন তাঁহাকে হিন্দুস্থানে না থাকিয়া এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করা উচিত। মাসিক খরচ গরীবের পক্ষে প্রায় মাং ১০৲ টাকা, আর মধ্যম ব্যক্তির পক্ষে প্রায় ১৫।২০ টাকা। যিনি কিছু ইংরেজী জানেন তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধা। পাসপোর্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে লইতে হইবে। গরীব ব্যক্তি বাড়ী হইতে ২৫০৲, কিংবা ৩০০৲ টাকা লইয়া আসিলে এখানে চলিতে পারে। দুই আনার টিকিট ভিন্ন এখানে পত্র আসে না।

আবদুল আজীম ওরফে আজীমদ্দীন রাজসাহী, ৬নং সারাই

কারাবিয়া, ২ নং, ইজিপ্ট (মিসর)।

শোক সংবাদ।

চাঁদপুর নিবাসী (ময়মনসিংহ) জনাব হাজী মৌলবী বাহারুল্লা সাহেব গত ১১ই পৌষ মগরেবের বাদ এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন। পাঠক মোছলমান ভাই ইহার জন্য জানাজা গায়েব ও দোওয়া মাগফেরাত করিবেন। [illegible]

আবদুল কাদের, রংপুরী।

হজ্ব ও ওলামাএ কেরাম।

(খোদাই ফরজের বিপক্ষতা)

বড়ই দুঃখের কথা এই যে, কতিপয় লোক— যাহারা আপনাকে আহলে ছেন্নত জামাত বলে, হজ্বের ন্যায় ফরজকে—যাহা এছলামের এক অতি প্রয়োজনীয় রোকন— অতি গুরুতর প্রধান অঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ইহার জন্য লক্ষ্ণৌএ একটা সভাও করা হইয়াছে এবং তাহাতে এই মর্ম্মের একটা আন্দোলনও মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং এখন মুসলমান অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে ইহার তলকিন (শিক্ষাদান) করা হইতেছে। মুসলমানদের হাতে এসলামী আহ্‌কামের লাঞ্ছনার ইহা অপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত (মেছাল) আর কি পাওয়া যাইবে? انا لله وانا اليه راجعون

তাহার পর এই যে, শিয়াগণের নিকট হজ্ব কার্য্যেও পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে, আর এখন এখানে দলের চেষ্টা করিয়া তাহারা কতিপয় আহলে সোন্নত (সুন্নী) কেও নিজেদের সহিত একমত করিয়া লইয়াছেন। এই প্রকারে প্রকাশ্যভাবে খোদার ফরজের বিপক্ষতা করা হইতেছে। খোদা মুসলমানগণকে এই ফেৎনা হইতে রক্ষা করেন এবং ইমান ঠিক রাখেন

আমি বড় বড় ও প্রসিদ্ধ ওলামাকে ছওয়ালের ছুরতে এস্তেফ্‌তা (ফতুয়া তলব) প্রেরণ করিয়াছিলাম কতিপয়ের সঠিক উত্তর আসিয়াছে,— যাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে আর কতিপয়ের উত্তরের এন্তেজারী আছে। কিন্তু হজ্বের সময় নিকটে আসিতেছে। এই ফতুয়ার প্রচারে বিলম্ব ঘটিলে, মুসলমানের সত্যপথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে এহেতু যে পরিমাণ উত্তর এ সময় হস্তগত হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের অবগতির জন্য তাহা প্রচার করা হইতেছে। খোদা আমাদের মুসলমানগণকে এই ফেৎনা হইতে নিরাপদে রাখেন এবং নিজের

মতভেদ আছে। এমাম আবু ইউছোফ ছাহেব এবং এমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেবের প্রবল বাক্য এই যে,—

حج بعد استطاعت على الفور فرض هو تا ہے -

"সামর্থ্য লাভের পর হজ্ব অবিলম্বে আদায় করা ফরজ হইয়া যায়, অর্থাৎ যদি এই শর্ত সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই বৎসরেই হজ্ব করিতে হইবে, আর যদি সে বৎসর না করে, তবে সে গোনাগার হইবে। এমাম মোহাম্মদ ছাহেব ও এমাম শাফেয়ী সাহেব (রঃ) দ্বয়ের নিকট فرض هے على التراخى বিলম্বে আদায় ফরজ, অর্থাৎ যদি সে বৎসর না করিয়া, ২য়, ৩য় বৎসরে অর্থাৎ নিজের জীবনে আদায় করে ত গোনাগার হইবে না কিন্তু যখন আদায় করিবে, তখন সকলের মতে আদায় হইবে, কাজা গণ্য হইবে না এ জন্য সকলের নিকট হজ্বের সময় সমস্ত জীবন; কিন্তু যেহেতু জীবনের অবস্থা কাহারও জানা নাই (জীবনের কোন বিশ্বাস নাই), এ জন্য হজ্বে বিলম্ব করা সকলের নিকট নিন্দনীয়।

কেবলমাত্র মছলার ছুরত ত এই, এখন পাকিল--রাজনৈতিক কারণ সমূহে হজ্ব বর্জ্জন উপদেশ, সনিগতে ইহার কোন নজীর পাওয়া যায় না। ওলামাএ খোরাসান, ওলামাএ বাগদাদ মং . - আবুবকর রাজী আবুবকর আসকাফ বলখী ইত্যাদি নিজেদের সময়ে হজ্ব রহিতের ফতুয়া দিয়াছেন, সে সময়ে এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া যে, পথ নিরাপদ ছিল না। পথের নিরাপদতা ও সামর্থ্যলাভের পর হজ্ব অবিলম্বে বা বিলম্বে বিভিন্ন কওল সমূহের অনুযায়ী ফরজ হইয়া যায় এ জন্য যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিলম্ব করে, কিন্তু বিলম্বের পর পুনঃ আদায় করে ত কাহারও মতে তথাপি বিলম্ব করার গোনা তাহার উপর থাকিবে, কাহারও নিকট আদায় করিবার পর গোনাগার থাকিবে না কিন্তু বিলম্ব করার তালিম (উপদেশ) দেওয়া এবং তাহাও আবার গাএর এক্তেয়ারি মোদ্দতের (সময়ের) জন্য; প্রকাশ্যভাবে ইহা জাএজ হইবার কোন ছুরত মালুম হয় না। হাঁ তবে যদি নিরাপদতালাভ (হছুলে আমন) বিষয়ে; তবে

اور یہ جائز ہے در مختار میں ہے لاباس برش الماء علیہ ولا یربع الا عن
ویسنم ندبا وفی الظہیریۃ وجوبا قدر شبر ولا یجصص للنہی عنہ ولا یطین
ولا یرفع علیہ بناء کذا فی الدر المختار اس کو حوالہ حج کا کہ [illegible] فرض
ہو چکا ہے سبب قرار دینا کسی دارالحرب [illegible] نہیں ہو سکتا باقی رہی
جمہوری سلطنت وہ بھی الحوالہ حج کا سبب بنتی ہے فقط [illegible] اس
لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور انکے بعد آج تک
شخصی سلطنت ہی رہی مگر کبھی اس کی وجہ سے حج کو [illegible]
نہیں کیا گیا پس جبکہ نفس وجوب اور وجوب ادا دونوں کی شرطیں یعنی
صاحب استطاعت ہونا اور راستہ کا مامون ہونا متحقق ہو اور وہ شخص
تندرست بھی ہے تو حج واجب ہو جائیگا اور پہلے ہی سال اسکا ادا
کرنا ضروری اور واجب ہوگا ۔ اگر کوئی تاخیر کریگا تو اس کی وجہ سے
گنہگار ہوگا فی الدر المختار فرض مرۃ علی الفور فی العام الاول عند الثانی واصح
الروایتین عن الامام ومالک واحمد فیفسق وترد شہادتہ بتاخیرہ علی
ہر مسلم مکلف صحیح [illegible] وراحلۃ الخ اور سوال میں جو
بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وہ سراسر غلط ہے اور شرعا قابل قبول
نہیں [illegible] واللہ اعلم (مولانا) [illegible] مدرس
[illegible] مدرسہ [illegible] (مولانا [illegible]) [illegible] گنگوہی
مفتی مدرسہ مظاہر علوم ۔ [illegible] سنہ ۱۳۴۵

"আমাদের এবং ছাত্র ও ছাত্রদের পাঠ করিবার পর, প্রথমতঃ কোববা প্রস্তুত করা বেদাত ও নাজায়েজ, দোরে মোখ্তারের মধ্যে আছে,— "কবরের উপর পানী ছিটাইয়া দেওয়ায় কোন বাধা নাই, আর কবর চারকোণা বানান নয়, কেননা ইহা (করা) মানা, আর উটের পিঠের মত করা চাই—ইহা মোস্তাহাব" আর জহিরিয়া নামক পুস্তকে আছে যে, ইহা এক বিঘত পরিমাণ (উঁচু করা) ওয়াজেব, কবর পাকা করা যাইবে না, কারণ এ কার্য্যে মানা করা হইয়াছে ; মাটি দিয়া কবর লেপা যাইবে না, কবরের উপর কোন প্রকারের ঘর প্রস্তুত করা যাইবে না (কেতা-

বোল জানাএজ)। যে হজ তিনি স ফরজ হইয়াছে, এই (কোনও ওজর) সেই হজ মুলতবীর হেতু স্থির করিয়া লওয়া কোনওমতে ঠিক হইতে পারে না বাকী থাকিল জমওনি চোট জানাত (গায়ের নামাজ) ইহাও হজ-স্থগিতের হেতু হইবার যোগ্য নহে এহেতু যে, রসুলোল্লাহ (দঃ) সময়ে এবং তাঁহার পর আজ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত নামাজ (নামাজ) ই থাকিয়াছে। কিন্তু কখনই ইহার কারণে হজকে মুলতবী করা হয় নাই। যখন হজ অজেব হওয়া এবং আদায় অজেব হওয়া এই উভয়ের শর্তসমূহ অর্থাৎ সামর্থ্য ওয়ালা হওয়া, এবং পথের নিরাপদতা হওয়া বাস্তবিক ঘটিয়া উঠে, আর সেই ব্যক্তি সুস্থ শরীরও হয় তবে হজ অজেব হইবে এবং প্রথম বৎসরেই তাহার আদায় করা জরুরি এবং অজেব হইবে। যদি কেহ বিলম্ব করে তবে সে জন্য গোনাগার হইবে দোররে মোখতারে আছে,—যখন সামর্থ্যবান হয় সমগ্র জীবনে অবিলম্বে একবার হজ (করা) ফরজ ইহা এমাম আবু ইউছোফ ছাহেবের মতে; এবং এমাম আবু হানিফা সাহেব হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ছহি রেওয়ায়েতও ইহাই, এবং এমাম মালেক ও এমাম আহমদ হম্বল সাহেবের মতও ইহাই। অতঃপর যে ব্যক্তি সামর্থ্য সত্ত্বেও বিলম্ব (তাখির) করিবে সে ফাসেক (গোনাগার) হইবে, তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে; আর আজাদ, মোছলমান, বালেগ জ্ঞানবান (সুস্থদেহ), যে দেখিতে পায় (অন্ধ নহে) খরচ ও ছওয়ারির সামর্থ্য রাখে (তাহার উপর হজ ফরজ)

(মাওলানা) আবদুল্লতিফ রহমানী ……, মদারেস,
মদ্রাসাএ সাহার ……;
(মাওলানা মুফতী) গোলাম আহমদ …… ওফেয়া আনহো
মুফতী মাদ্রাসাএ মজাহেরে অলুম।

বিজ্ঞাপন দাতা,—এম আবদুস সোবহান এণ্ড কো ৭৬ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট; হাজী রহিমুদ্দীন, হাজী আবদুল করিম ৭৩নং কলুটোলা ষ্ট্রীট; আবদুল খালেক কোং ১১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, এচ এম আবদুল গনি ২৩নং কলুটোলা ষ্ট্রীট; অ উটপকস মনুফেকচরিং কোম্পানী ৩০৩০, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যে সকল হজযাত্রীর এই উদ্দ, ফতোয়ার দরকার, তাঁহারা ঐ ঠিকানা হইতে লইবেন

ছোলতান এবনে ছউদ
ও
রাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্র।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মশহুর হাদিস আছে যে, হজরত ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওছাল্লামকে এই এখ্‌তেয়ার (অধিকার) দেওয়া হইয়াছিল যে, ইচ্ছা হয় তিনি নবি ও মালেক (বাদশাহ) হওয়া পছন্দ করেন, ইচ্ছা হয় নবি গায়রে মালেক অর্থাৎ বাদসাহ না হইয়া কেবল মাত্র নবী হওয়া পছন্দ করেন ; তিনি দ্বিতীয়টীই মনোনীত করিয়া ছিলেন। এ অতি স্পষ্ট কথা যে, খোদার তরফ হইতে যে জিনিষ হুজুরের (সঃ) সম্মুখে পেস করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যাহা কবুল করিবার এখ্‌তেয়ার দেওয়া হইয়াছিল—তাহা কোন মন্দ জিনিষ ছিল না ; সুতরাং মলুকিয়ত বা রাজা হওয়া কোন মন্দ জিনিষ নহে। মসনদে আহমদের হাদিসে আছে যে, ত্রিশ সাল পর্য্যন্ত খেলাফত থাকিবে, ثم يكون بعد ذلك الملك তাহার পর মলুকিয়ত—রাজতন্ত্র হইয়া যাইবে মসনদে বাজ্জারের রেওয়ায়েতে আছে যে, ثم يكون ملكا তাহার পর মলুকিয়ত—রাজত্ব (বাদসাই) হইবে। হজরত আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহোকে হজরত পায়গম্বর সাহেব (সঃ) বলিতেছেন,—فيكم النبوة والملك—নবুওত ও মলুকিয়ত অর্থাৎ বাদসাই—এ উভয়ই তোমাদেরই মধ্যে আছে (বাজ্জার) ; এ অতি স্পষ্ট যে, এই উভয় গুণ একাধারে সমবেতভাবে কেবল হজরত রছুলে খোদাই লাভ করিয়াছিলেন তাহার নবুওতও ছিল এবং রাজত্বও ছিল অর্থাৎ তিনি নবীও ছিলেন, বাদসাহও ছিলেন। হোলিয়ার মধ্যে হাদিস আছে যে, হুজুর (সঃ) বলিয়াছেন,—

يكون من ولدي [illegible] ملوك يلون امر [illegible] يعز الله [illegible]

بهم الدين —

"হজরত আব্বাসের (রাঃ) বংশধরগণের মধ্যে মালেক অর্থাৎ বাদসাহ হইবে —তাহারা আমার ওম্মতের আমির—নেতা হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারায় দিনকে এজ্জত দিবেন,—এসলাম ধর্ম্মকে সম্মান দান করিবেন। সুতরাং হজরতের এই বংশধের বাদসাহ—মালেক হওয়া এবং তাহাও আবার সর্ব্বোত্তম বাদসাহ হওয়া—যেহেতু তাহাদের দ্বারা দিনের খেদমত ও এজ্জত হইবে —সপ্রমাণ হইল। এসলামের খলিফা-গণ "আমিরোল মুমেনিন" বলিয়া অভিহিত হইতেন—ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। "আমির ও মালেক" উভয়ের অর্থ একই। নবী (সঃ) একবার নিদ্রা হইতে জাগিতেছেন, তাঁর অত্যন্ত হর্ষ ও আনন্দের সহিত বলিতেছেন যে, "আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে যে আমার ওম্মতের একদল লোক সমুদ্রযুদ্ধ (জলযুদ্ধ) করিবে, আমি দেখিলাম যে সেই সকল লোক—যোদ্ধাগণ ملوكا على الاسرة "যেন রাজসিংহাসনোপরি রাজাগণ বসিয়া আছেন" এই হাদিসেও হজরত (সঃ) প্রশংসার ভাবে রাজা—মালেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বাদসাহ মনছুর আবু জাফর আবদুল্লা বলিতেন যে, الملوك اربعة আমরা চার জনেই বাদসাহ—১। হজরত মায়াবিয়াহ (রাঃ), ২। আবদুল মালেক, ৩। হেশাম, ৪। আমি।

ছহী মোছলেম ইত্যাদির বহু হাদিসে "ছোলতান" শব্দ আসিয়াছে মসহুর রেওয়ায়েত السلطان ظل الله "ছোলতান আল্লার ছায়া" "ছোলতান ও মালেক" উভয়ের অর্থ একই অর্থাৎ বাদসাহ। এই সমস্ত হাদিস হইতে "মালেক" শব্দ অর্থাৎ রাজা বা বাদসাহ উপাধি গ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়

প্রস্তাবে এই পদের যোগ্য ও স্বত্বাধিকারী ত একমাত্র আমিই আছি। গরীব বড় বড় মেহনত করিল, প্রাণপাত ক্লেশ স্বীকার করিল, এতদূর যে জেল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন, কিন্তু কওম (জাতি) তাহার কিছু কদর করিল না, ভাল এতেই বা কি হয় যে, সময় সময় কোন ব্যক্তি জাতীয় চাঁদা হইতে কাটিতে থাকেন, এদিক ওদিক হইতে গুপ্তভাবে উৎকোচ লইতে থাকেন—যদিও এই ঢঙে লাখ টাকা জমা হইয়া যায়, তথাপি আখের ইহা চুরিই ত বটে, মনে ভাল লাগে না, অরুচি ঘটে, ভাব বদলাইবার জন্য তবিয়ত চায়।

আরে আল্লার বান্দা! বহু শতাব্দীর পর আরবে শান্তি ও নিরাপদতার মুখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, মুসলমান হইয়া কেন সেই শান্তির দুশমন হইতেছ? সর্ব্ব প্রথম ফরজ এই ছিল যে,—

ومن دخله كان آمنا -

"যে তথায় (কাবায়) দাখিল হইবে সে নিরাপদ হইবে" বহু শত বৎসর হইতে ইহার উপর আমল ছিল না। এখন মহামান্য ছোলতান আলাহাজরত মালেক, নজদ ও হেজাজের শাহ, এমাম এবনে ছউদ আল্লাহ তাঁহার উপর সন্তোষ—সাহেবের কারণে তথায় এমন শান্তি ও নিরাপদতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, দুনিয়ার অন্যান্য রাজ্যে তাহার নজির দেখা যায় না।

অতঃপর এখন অকারণ সংশয় তুলিয়া মজলেস ও অসহযোগিতা—রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের নিষ্ফল ও ভুল তর্ক তুলিয়া, আরবের শান্তির সহিত শত্রুতা করা, হজ্জের পথে বাধা সৃষ্টি করা, মাত্র কথায় (অসার) বৃথাড়ম্বর দেখাইয়া মুসল-মানদের বিচ্ছেদ আরও প্রশস্ত করা, তাহাদের মতভেদের খাদকে আরও বাড়ান একজন এসলামের সাচ্চা দরদীর কার্য্য হইতে পারে না।

আমাদের এই লীডরগণ ভারতে অসহযোগিতা—সাধারণতন্ত্র লওয়া ত ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু আরবের অসহযোগিতার মজা লইতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। ছোলতান এবনে ছউদকে সমস্ত মুসলমানরাজ্যের সমাগত ডেপু-টেশনগণ ত আরবের হাকেম ও বাদশাহ মান্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ভারতের গোলাম (ইহাতে) নাসিকা ও ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছেন। ইনিই সেই, যিনি তুর্কিদের সখছী হুকুমত—ব্যক্তিগত গবর্ণমেন্ট এবং তাহাদের মলু-কিয়ত-রাজতন্ত্রকে খেলাফত ও খলিফা নামেই অভিহিত করিতেন এবং ইহারই

অস্তিত্বের জন্য মুসলমানগণকে কাটিয়া মরিবার (প্রাণ দিবারও) হেদায়েত করিতেন। আর আজও সেই ইনিই ছোলতানের মজুকিয়ত (রাজতন্ত্রের) খেলাফ মোসলমানদের মধ্যে প্রচার চালাইতেছেন এবং ভারতের নিঃস্ব হস্তপদহীন মুসলমানদিগকে পরস্পরে লড়াইতেছেন। অথচ ছোলতান [illegible] খেলাফতের দাবীও করেন নাই, আপনাকে খলিফ বলিয়া অভিহিতও করেন নাই। বরং "আলফাতেহা" পত্রিকার এডিটরের প্রশ্নের উত্তরে এই বলিয়াছেন যে, "আমার কখনও এই পদের তরফে রাগবত (আগ্রহ) হয় নাই, আর না আমি উহা কবুল করিব; মুসলমানদের এ সময় যে সকল বিপদ উপস্থিত তাহাদিগকে সেই সকল বিপদের বিষয় চিন্তা করা উচিত; খেলাফতের মছলায় বাহাছ করিবার সময় এখন আসে নাই" (আখবার খেলাফত)।

অতঃপর রাজতন্ত্রের এক রাজত্ব, যে খেলাফতের দাবী ও রাখে, আর সেই প্রকারের আর একটী মুসলমান রাজত্ব, যে খেলাফতের দাবীও রাখে না—এই দুয়ের মধ্যে একের তরফদারী, আর এক অন্যের শত্রুতা, কেবল মাত্র রাজতন্ত্র হওয়ার কারণে করা যাইতে পারে না। কেননা এই রাজতন্ত্র ত উভয়েরই মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং জানা গেল যে, এই শত্রুতার আসল কারণ অন্য কিছু আছে, যদিও প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের নাম করিয়া তাহারই আড়ালে শত্রুতা করা হইতেছে।

আমাদের এই লীডর আমাদিগকে স্বরাজ দিয়া সারিয়াছেন, ভারত হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়াও দিয়াছেন, বয়কট সম্পূর্ণরূপে (ভারত) পরিব্যাপ্ত করিয়া সারিয়াছেন, প্রত্যেককে খদ্দর পরাইয়া দিয়াছেন, সিবিল আইন অমান্যের উপর সমস্ত ভারতবাসীকে আমল করাইয়া চুকিয়াছেন, ওকালতী, স্কুল ও কৌন্সিল ইত্যাদিতে আর একজনও ভারতবাসীকে দেখা যায় না, ভারতে আর একজন ইংরাজকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতে হিন্দু-মোসলেম ভ্রাতৃত্বের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বরাজ, ইংরাজকে রেঁদা করিয়া দিয়াছে, এককানা কড়িতেও কেহ বিদেশী ও ইংরাজী জিনিষ কেনে না, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাহারও গায়ে বিলাতী বস্ত্রের এক টুকরাও নজরে আসে না, লণ্ডনের লোক ত না খাইয়াই মরিতেছে। যখন এই লীডর এই ভীষণ সমুদ্র পাড়ি দিয়া সারিয়াছেন, এই মহা সমুদ্রের ভীষণ জলাবর্ত্ত (পাকুমা) হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, এবং করিবার কাজ যত,

কি ? চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত ইহারও কোন উত্তর হয় নাই

পাঠকগণ ! যদিও আমি কোরাণ হাদিস হইতে মশ্রুকিয়ত রাজতন্ত্রের বহু দলিল পেশ করিয়া দিয়াছি, তথাপি কি জানি যদি আমাদের লীডরদের নব আলোক প্রাপ্ত ইংরাজী মস্তিষ্কে ঐ সকল দলিলের প্রকৃত গুরুত্ব না থাকে, এ জন্য এই লীডরগণ যে বিদ্যা ও জ্ঞানের দাবী রাখেন, সেই রাজনীতির দিক দিয়া পেস করিতেছি যে, খেয়াল করুন, এই লীডরগণের খেয়াল সমূহ কতদূর ওঁছা ও পঙ্কিল যে, যে জমহুরিয়ত—সাধারণতন্ত্রের জন্য ইঁহারা কাঁদিতেছেন, সে কোন মামুলি জিনিষ নহে। ইংলণ্ডের মত দেশেও আজ পর্য্যন্ত জমহুরিয়ত-সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাপানে আজিও পার্লিয়ামেন্টের আকারে মশ্রুকিয়ত—রাজতন্ত্র রহিয়াছে, পারস্যে রেজা শাহ সম্পূর্ণরূপে আপনাকে রাজা বলিয়া দাবী করিতেছেন, আফগানিস্থানেও এই সখছি ছেলতানত বা ব্যক্তিগত রাজত্ব বর্ত্তমান (তথায় সাধারণতন্ত্র নাই), আনাতুলিয়ায় [illegible] ছোলতান, তুর্কিতেও আজ পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র ছিল ; তথায় একজন লোক ছোলতান হইতেন, পুনঃ তথায় এখন সেই ব্যক্তিদের বুনিয়াদই পড়িয়াছে। যখন দুনিয়ার এই সকল বড় বড় রাজ্যে সাধারণতন্ত্র বা জমহুরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তখন আরবের ন্যায় জাতির মধ্যে একটী নূতন ছোলতানাতে এক দম কেমন করিয়া জমহুরিয়ৎ সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে ? ঘটনা ও অবস্থা আগা গোড়া আদৌ বিবেচনা না করিয়া কেবল এতেরাজ করা (দিকদারি করা, দোষ ধরা) আমাদের লীডরদের পক্ষে কখনই উচিত নহে। তুর্কী ও পারস্য—যথায় ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব খুব বেশী এবং যাহারা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব গ্রহণ করিবার জন্য আপনাদের অপেক্ষা দশ কদম আগে বাড়িয়া গিয়াছেন; তথায়ও আজ পর্য্যন্ত জমহুরিয়ত—সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, আর না আপনাদের রওশন দেমাগ (উজ্জ্বল মস্তিষ্ক) তাহাদিগের এই ত্রুটী সংশোধনের তরফে [illegible]

খুশিগ ছেন। তবে আরবের (অশিক্ষিত) বদ্দুদের মধ্যে আপনারা ইহা কেমন করিয়া দেখিতে চান এবং কিরূপে ও ভাবনাসমূহে আপনাদের মস্তিষ্কের আবর্জনা ও অবিশ্বাস গাজী এবনে ছউদের উপরে পড়িল ?

আরব,— বদ্দুদের উদ্ধতা ও যুদ্ধপ্রিয়তা জগৎ প্রসিদ্ধ; তবে, তাহারা " জমহুরিয়ত কায়েম করিবে কি, তাই বলুন যে, খোদার ফজলে আরবে সোলতানের মোহাব্বতের এক প্রভাব পড়িয়া গিয়াছে, নতুবা তথায় দৈনন্দিন পরিবর্তন, এক গোত্রের সহিত অন্য গোত্রের নিত্য নূতন লড়াই বরাবর হইয়া আসিয়াছে। সোলতান স্বকীয় প্রভাব, তাঁহার উত্তম তদবির, তাঁহার রায়ের সঠিকতা, তাঁহার দেয়ানতদারি, খোদার মদদ, তাঁহার কওমের বীরত্বপূর্ণ পরাক্রম—এই সমূহের ফলেই আরবের বিভিন্ন গোত্র আপোসের ঘরোয়া লড়াই ভুলিয়া দিয়া একই পতাকাতলে সমবেত হইয়া গিয়াছে, এবং নরহত্যা ও লুণ্ঠন ছাড়িয়া দিয়াছে; আরবে সর্বসাধারণে শান্তি ও নিরাপদতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি নজদীয় ভ্রাতৃবৃন্দ উঁহাদের পশ্চাতে না থাকেন এবং ইহাও বেতনের জন্য নহে বরং মনে দিলেরও থাকিবে; আর স্বয়ং সোলতানের মত দিলদার অভিজ্ঞ (রাজনীতিক) দাতা ও বীর পরকর্ম না হবেন, তবে আরব এখনই শত শত টুকরা হইয়া যায়। অতএব হে মৌলবীগণ, আপনারা যদি আমেরিকার মত জমহুরিয়ত—সাধারণতন্ত্র যাহা কোরাণ হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদীন [illegible] চাহেন, তবে এসলামের সোলতান হজরত এবনে ছউদের নিকট সে আশা রাখিবেন না। আর রসুলের ফরমান,

اطیعوا الله والرسول

অনুসারে এসলামের সোলতানের তাবেদারী করিতে বদ্ধপরিকর হউন। ফল কথা মৌলবিয়ত রাজতন্ত্রের এই সমস্যা সমাধান, যাহাকে এই মৌলবীগণ অসাধ্য বলিতেছেন এবং ইহা "বেদ ও বেদান্ত" বলিয়া চীৎকার করিয়া লোকদিগকে ধোকায় ফেলিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এ

বিষয়েও নজদীয়গণ হকের উপর আছেন আল্লাহ্ তাআলা তামাম মুসলমানকে হক কবুল করিবার তৌফিক দান করুন।

(১ রমজান) মোহাম্মদ, দিল্লী।

মাওলানা সব্বির আহমদ ওছমানী, দেউবন্দীর উপদেশ।

(পুস্তক [illegible])

کیا اسلام میں قبہ پختہ بنوانا جائز ہے [illegible] —

ছওয়াল—কোব্বা ভঙ্গ করা, যাহা মতে হজ্জ প্রতিবন্ধীর হেতু হইতে পারে কি ?

اگر قبوں اور ان مکانات کا وجود جو کہ اسی (طرح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صریحہ کی خلاف ورزی پر رکھی گئی ہے [illegible] فریضہ حج سے مانع نہیں تو انکا ہدم (گرانا) کیوں اس سے مانع ہوگا [illegible] کہ ہدم کی کارروائی موجودہ [illegible] لہٰذا ہدم قباب اور ہدم مآثر [illegible] [illegible] [illegible] کہ اس مسئلہ [illegible] مسئلہ منصوص [illegible] [illegible] ہے۔

"কোব্বা সমূহ ও সেই গৃহ (দার নি মস্জিদ) যাহা হযরত নবীয়ে করিম (সঃ) স্পষ্ট আদেশের বিপরীতের উপর—যাহার ভিত্তি রাখা হইয়াছিল—যখন হজ্জের ফরজ আদায়ে বাধা জন্মায় নাই, তখন ঐগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কেন হজ্জ আদায়ে বাধা হইবে? কোব্বা ভঙ্গ করা

বর্তমান অবস্থায় উচিত ছিল কিনা, কোব্বা ভাঙ্গা ও প্রাচীন স্মৃতি ভাঙ্গা উভয়ের স্থান একই কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এ বিষয়ে আদৌ সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ফরজ হজ্জ আদায়ের সহিত এই কোব্বা ভাঙ্গার কোনই সম্বন্ধ নাই।

ছওয়াল, ভারতীয় মুসলমানদিগকে বর্তমান অবস্থায় হেজাজ সম্বন্ধে কোন্ পন্থা গ্রহণ করা উচিত?

জওয়াব,—এই সাধারণ গণ্ডগোলের মধ্যে প্রথম, কোন কথাই কেহ শুনিতে পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ আমি সেরূপ চিন্তাশীল ও রায় দিবার যোগ্য লোকও নহি যে, এরূপ গণ্ডগোলের সমস্যায় জন-সাধারণকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিতে পারি। তবে আমার নিজের ধারণায় কেবল একটী ছুরত আছে, যাহা কিছু না কিছু ফলদায়ক হইতে পারে,—

وہ یہ کہ مؤتمر اسلامی کی تنظیم عالم اسلامی کی آواز کو
مضبوط اور طاقتور بنایا جائے۔ اور جو امور انتظامی اور مذہبی
حیثیت سے قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح کے لئے زور دیا جائے مگر یہ
خیال رہے کہ مؤتمر کو مستحکم اور مقبول بنانا اس طور پر ممکن نہیں
کہ حکومت حجاز کے وجود کی دشمنی کے مطالبے رکھیں۔ جس نے ہم
کو مؤتمر کے انعقاد کی دعوت دے کر وہ کام کیا ہو جو بڑے بڑے سلاطین سے
نہ ہوا۔

"সে এই যে, মুতামেরে আলম-ই-ইসলামীর (বিশ্ব মোসলেম কনফারেন্স) দ্বারায় মোছলেম জগতের প্রার্থনাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হউক এবং শাসন শৃঙ্খলা ও মজহবের দিক দিয়া যে সকল বিষয় সংশোধনের উপযুক্ত সেই সমুদয়ের সংশোধনের জন্য জোর দেওয়া হউক, কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, এই মুতামেরকে সুদৃঢ় ও মনোনীত (মকবুল) করিয়া তোলা এরূপে সম্ভব নহে যে, আমরা হেজাজের সেই জাতীয় গবর্নমেন্টের অস্তিত্বের বিপক্ষ হইয়া থাকি যে গবর্নমেন্ট আমাদিগকে মুতামরের অধিবেশনের দাওত দিয়া এমন কার্য্য করিয়াছেন,— যাহা বড় বড়

(মোছলমান) ছোলতান (সউদ) এর ও বন্দোবস্ত নাই

جو لوگ ان سعودیوں کے اخراج کے درپے ہیں اور اسکی اصلاح کو نا
ممکن بتاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان سعودیوں کے اخراج کے لئے
جس قدر قوت فراہم کرنا پڑے ضرورت ہوگی اس قوت سے اگر اصلاح کا
کام لیا جائے تو کیا حرج ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح ہوکر بھی کچھ قوت بچ
رہیگی کاش کہ ہم اب بھی سمجھ کر کام لیں اور اپنے فرائض کو
پہچانیں اور عالم اسلامی کی موجودہ مصائب میں ان سے بھی بڑی مصیبت
کا اضافہ نہ کریں ۔

"যে সকল লোক এখনো উহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন এবং উহাদের সংশোধন অসম্ভব বলিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এখনো উহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হইবে, সেই শক্তি দ্বারা যদি সংশোধনের কার্য্য লওয়া হয় তবে ক্ষতি কি? আশা করি তাহাতে সংশোধন হইয়াও কিছু শক্তি বাঁচিয়া যাইবে। হায়! যদি এখনও আমরা বুঝিয়া কার্য্য করিতাম, আর নিজেদের কর্ত্তব্য চিনিতে পারিতাম, মোছলেম জগতের বর্ত্তমান বিপদরাশিতে তদপেক্ষা আরও বড় বিপদের যোগ না করিতাম তবে ভালই হইত"।

জমীদার ১০ই নভেম্বর, ১৯২৬

হজরত রসুলের (সঃ) ঘর ও কবর

بيت الرسول و قبره في حفظ و امان

সুরক্ষিত ও নিরাপদ আছে।

"সর্ব্বদা আমাদের কাণে আসিতেছে যে, মন্দের দিকে আহ্বানকারী

নজদীদের তরফ হইতে এমন এক একটি সংবাদ বাহির হইতেছে যে, তাহাতে ভূমি কাঁপিয়া উঠিতেছে। নজদীগণ এই সংবাদ প্রচার-করত তাহাদের অন্তরের সহকারিতা অর্পণ দিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের এই প্রথায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার ও অজ্ঞ জনসাধারণকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে তাহারা নিজেদের দুষ্টপ্রবৃত্তির উত্তেজনা আরও উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হয়। তাহারা চিনিয়া চিনিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের মর্মস্পর্শ করিতে পারে এইরূপ ভীষণ সংবাদ—মিথ্যা গুজব গড়িয়া লইয়াছে।

"এক ব্যক্তি যখন জেদ্দায় ছিল, নজদীগণের সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষিয়া উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়া ছিল যে, নজদীগণ হজরতের (সাঃ) কবর ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এই সংবাদে লোকের মধ্যে বড় কেয়ামত কায়েম হইয়া গিয়াছিল। পরে যখন লোকে জানিতে পারিল যে, সে গুজব মিথ্যা, তখন নিস্তব্ধ হইল এবং নিজেদের কার্যে অনুতপ্ত হইল।

"আর কিছুদিন যখন নজদীগণ উহাদের দুষ্টপ্রবৃত্তির জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিল, তখন বিশেষ করিয়া ভারতে এই প্রচার করিল যে হজরতের ঘর ও কবর ভাঙ্গিবার নিয়ত নজদীদের আছে। ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে একথা বলিতেছে না, কেননা তাহার মিথ্যার স্বরূপ অতি সত্বর জ্ঞাত হওয়া লোকের পক্ষে সহজ। কাজেই ইহা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রচার করিতেছে যে, ভাঙ্গিবার নিয়ত আছে (এরাদা করিয়াছে), তাহারা যেন গায়েবের কথা জানিতে পারিয়াছে, মনের ভিতর কি লুক্কায়িত আছে, তাহাও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছে। সরল বিশ্বাসী লোকে উড়ো গুজবে আস্থা স্থাপন করে, তাহার সত্য মিথ্যার কোন সংবাদ লয় না। কিন্তু সঠিক সত্য সংবাদ প্রচারিত হইবার পর, যখন লোকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়া লইবে, ভাল মন্দ প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন তাহারা সত্যকেই গ্রহণ করিবে এবং বুঝিবে যে, তাহারা ভ্রান্ত পথে ছিল।

لقد قرر مؤتمر الاسلامي اولا في المسائل المذهبي وقرر ان تؤلف
جمع ممن يختلف وده الى جلة من علماء المسلمين يحكمون في كل
مسألة تختلف فيها بما في هذه الاصول من كتاب الله وسنة رسوله
وما اسلف الصالح واقوال الائمة الاربعة ونحن عند قولنا في هذا القرار
لانحيد عنه ولا نخالفه فماذا تبغي الناس بعد هذا -

"হেজাজ সুলতানে এসলামী, মজহব বা উদারতার বিষয়ে একটী মূল বিধি স্থির করিয়াছেন,—এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মতভেদী মজহব সমূহ ওলামার এক কমিটির উপর তাহার (মীমাংসা) ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা কোরাণ হাদিছ, ছাহাবার তরিকত এবং চার এমামের কওল মতাবেক তাহার ফয়সালা করিবেন। এই প্রস্তাব মত আমরা আমাদের অঙ্গীকারের উপর আছি—আমরা ইহা হইতে সরিব না, ইহার বিপক্ষতা করিব না, ইহার পর লোকে আর আমাদের নিকট কি চায়?

وما هي حرية الدينية التي يشيرونها هل الحرية الدينية ان يلحد
الناس في حرم الله وهل حرية المذهبية ان تترك الناس يشتمون
اصحاب رسول الله الى رسول الله وهل الحرية التي تطلبونها ان تعطل
شعائر الله وترفض الكتاب والسنة وتداس هذه الامة وتصير الى اراء جهلة من
مجاهيل هذه الامة من اهواء الاغراض —

"ধর্ম্ম বিষয়ে তাহারা যে, (মজহবী) স্বাধীনতা চায়, তাহা কি? ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান কি এই যে, লোকে আল্লার হরমে কাফেরি কার্য্য করিতে থাকিবে, মজহাব সম্বন্ধে স্বাধীনতা কি এই যে, লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, তাহারা রসুলের প্রিয়তম ছাহাবাকে গালি দিতে থাকুক? তাহারা যে স্বাধীনতা চায়, তাহা কি এই যে, আল্লার নেশানি সমূহ পরিত্যক্ত হইবে, কেতাব, ছুন্নত এবং এই ওম্মতের শ্রেষ্ঠতমগণকে তরক করা হইবে, আর এই ওম্মতের কেবল কতকগুলো স্বার্থান্ধ স্বেচ্ছাচারী বাজে বকা দাজ্জালের কথা শুনা যাইবে? না, না কখনই না।

هنالك رسائل تفصيل سماحة الاسلام وتشدد تدعو اليه روح الاسلام

"সেথায় কোমলতাও আছে —এসলামের উদারতা যাহা চায়, তাহার কঠোরতাও আছে —ঈমানের রক্ষা যাহা করিবার জন্য উপদেশ দেয়।

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين — قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين —

ওয়েস্টল কোরা ৬ই আগষ্ট, ১৯২৬।

তারের সংবাদ।

হজরতের (সঃ) ঘর ও কবর।

মহামান্য সোলতানের তার।

মহামান্য সোলতান এবনে সউদের ভারতস্থ এজেন্ট আবদুল্লাহেল ফজল বোম্বাই হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, আলা হজরত জালালাতোচ্ছোলতান এবনে সউদ ملك الحجاز ونجد ১১ই ডিসেম্বর মদিনা মনুয়োরা হইতে এক তার পাঠাইয়াছেন, তার আজ পাইলাম। ভারতের সর্বত্র এই তার প্রচার করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। তারের মর্ম এই,—

"হরমে নববী, রওজা ও কোব্বার বিষয় বেবলমার বদ নিয়তে এবং মিথ্যা রচনা করিয়া যে সকল গুজব প্রচার করা হইতেছে—আমি সরকারীভাবে সে সমুদয়ের প্রতিবাদ করিতেছি। উল্লিখিত বস্তু সমূহে উল্লেখযোগ্য কোন প্রকারের পরিবর্তন ঘটে নাই। হরমে নববী, রছুলে মকরম আলায়হেচ্ছালাত অচ্ছালামের রওজা এবং কোব্বাএ খোজরার রক্ষার জন্য আমি আমার আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে কোর-

ব ন করিয়া দিতে তৈয়ার আছি। আমরা (জীবিত) থাকিতে কাহারও এ শক্তি নাই যে, এই সকল বস্তুকে যে স্থান পৌঁছাইবার নাপাক এবং দায় এই সমূহের কাছে পৌঁছিতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে যে সকল (গুজব) প্রচার করা হইয়াছে ও হইতেছে সে সমস্ত মিথ্যা এবং হাঙ্গাম জনক প্রোপাগেণ্ডা (প্রচার)। মুসলমানদের মধ্যে অকারণ আশঙ্কা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা ব্যতীত ইহার আর অন্য কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নাই”।

প্রধান কাজী শায়খ আবদুল্লা বেনে বলিহদ সাহেবের তার।

বোম্বাই ১৪ই ডিসেম্বর হেজাজ ও নজদ প্রদেশের কাজীল কোজাত— প্রধান কাজী শায়খ আবদুল্লা বেনে বলিহদ সাহেব মদিনা সরিফ হইতে, কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত জমিয়ত ওলামার সভাপতি মাওলানা কেফায়তুল্লা, জমিয়ত আহলে হাদিসের সভাপতি মাওলানা আবদুল ওহিদ, মাওলানা ইসমাইল গজনবী, মাওলানা আবদুল ওয়াহাব মুলতানী, মাওলানা আবু তোরাব আবদুল হক অমৃতসরি, মাওলানা জাফর আলী (লাহোর), মাওলানা ছয়োদ ছোলায়মান নদবী ও অন্যান্য ভারতীয় মুসলমানগণের নামে, এক সামুদ্রিক তার পাঠাইয়া জানাইতেছেন যে,—

“কোন কোন ভারতীয় সংবাদপত্র ও আঞ্জুমন তারযোগে হেজাজ গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেমন, মসজেদ নববী, অথবা কোববাএ খোজরা কিম্বা রওজাএ মোবারকার কোন প্রকারেরও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে কি?

“এরূপ জিজ্ঞাসার কারণে আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। কেননা মহামান্য ছোলতান এবনে ছউদ বার বার এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই সকল মতবর্‌রক ও মকদ্দস মকাম সম্বন্ধে, অন্যান্য কোববার সহিত যেরূপ করা হইয়াছে কখনও সেরূপ কোন প্রকারের রদ বদল করা যাইতে পারে না”।

"বেয়াদব নে এসলাম। আপনারা একথা ভালরূপে মনে বসাইয়া রাখুন যে, হকুমত (হেজাজ গবর্ণমেণ্ট) কখনও সে প্রকারের কোন কার্য্য করেন নাই, করিতেও পারেন না, ভবিষ্যতে করিবার খেয়াল ও করিতে পারেন না—যাহাতে মসজেদে নববী, কোব্বাএ খোজরা অথবা রওজাএ মোবারকার কোন প্রকারের আঘাত পৌঁছে, অথবা তাহার অসম্মান হয়। এই মকাম সমূহের হেফাজত করা আমাদের মজহবী ফরজ সুতরাং আপনাদিগকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বাস করা চাই এবং কোন প্রকারের উদ্বেগ ও চিন্তা করা উচিত নহে যাহারা এই প্রকারের অমূলক ও অন্যায় কথার প্রচার করিতেছে তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, যতদিন আমাদের অন্তরে কাদেরে মতলক—সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার বিন্দুমাত্র খওফও বাকী আছে, আমাদের দ্বারা এইরূপ কার্য্যের সম্ভাবনা কখনও হইতে পারে না"।

মদিনা মনুওরা হইতে ভারতীয় মুসলমানদের সামুদ্রিক তার।

বোম্বাই ১৪ই ডিসেম্বর—সাহারণপুর মজাহেরোল উলুম মাদ্রাসার সেক্রেটারী মাওলানা খলিল আহমদ, মধ্যপ্রদেশ খেলাফত কমিটির প্রধান ব্যক্তি আহমদ আলী খাঁ সাহেব, মহম্মদ ওজির ও অন্যান্য ভারতীয় মুসলমান মদিনা মনুয়োরা হইতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা কেফায়তুল্লা, মাওলানা হবিবর রহমান শেরওয়ানি, নওয়াব জানবাজ হায়দরাবাদি, মাওলানা রশিদ আহমদ, শায়খ মঞ্জুর এলাহী, মাওলানা সব্বির আহমদ দেওবন্দী, জনাব আবদুর রউফ বোম্বাই ও অন্যান্য ভারতীয় মুসলমানকে সামুদ্রিক তার পাঠাইয়াছেন যে,—"আমরা যে সময় মদিনা মনুয়োরায় আছি, হেজাজ গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখিতেছি। আমরা নিতান্ত ঈমানদারির সহিত বলিতেছি যে, হরম নববী, কোব্বাএ খোজরা বা রওজাএ রসুলোল্লাহ—এই সকল মকাম ঠিক ছালামত আছে, এই সমূহের কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন করা হইবে না। কেননা হেজাজ গবর্ণমেণ্ট কখনও এই প্রকারের এরাদা করেন নাই,

এরূপ এরাদা করিতেও পারেন না। হেজাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল স্থানকে অত্যন্ত মকাদ্দস (পবিত্র) মনে করেন, ইহার হেফাজতের বিশেষ সুব্যবস্থা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ভারতের ভাই সকলকে বলিয়া দিউন যে, তাঁহারা এই সকল মকামাতে মতাবারেকার জন্য কোন প্রকারের ভয়ে ভীত হইবেন না। কেননা উহা নিতান্ত সুরক্ষিত এবং ছহি ছালামত আছে।

পবিত্র হেজাজের ছহি অবস্থা।

জনাব শায়খ রসিদ আহমদ ছাহেবকে, মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব মদিনা তয়েবাহ হইতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন,—

মুকররম জনাব শায়খ রসিদ আহমদ সাহেব ;—

بعد مفوضكم السلام عليكم ورحمة الله —

আপনার ইং ১৯২৩। ১৯শে আগষ্টের লিখিত এনায়েত নামা ১৪ই ডিসেম্বর, ৭ই রবিউল আউয়াল তারিখে প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম। যেহেতু পত্র মুখ হইতে জানা গেল যে, ভারতের সংবাদপত্র সমূহে হেজাজ এবং নজদ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এমন জঘন্য সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, তাহাতে ভারতের লোক বিশেষতঃ আমার বন্ধুগণ নিতান্তই ব্যাকুল আছেন। এখানকার ঐ সকল অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, এমতাবস্থায় আমি এখানে কিছুতেই থাকিতে পারিব না এবং আমি দেশে ফিরিয়া যাইব। এজন্য আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে সংক্ষেপে আশ্বাস দিতেছি যে, এখানকার অবস্থা এতদূর আশ্বাসপ্রদ ও সন্তোষজনক যে আমাদের কোন প্রকারের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই। সমগ্র হেজাজ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ। জেদ্দা হইতে মক্কা, মক্কা হইতে মদিনা মনোয়ারা, মদিনা তয়েবাহ হইতে জেদ্দা, মদিনা তয়েবাহ হইতে ইয়াম্বু পর্য্যন্ত দুই দুই, চার চার উট (আরোহী) নির্ব্বিঘ্নে আসা যাওয়া করিতেছে,

কোনও বিশেষের ঘটনা ঘটিতেছে না। আমরা এখনো প্রায় দুই মাস আছি, আল্লার ফজলে আমাদের দেশে (এখানে) প্রত্যেক দিন ২। ৩ খোরাক রাত গবেষরাত হইতেছে। কোনও কারণে ওমদের মনে এভাব সৃষ্টি হয় নাই যে, আমরা এখন হইতে ফিরিব না। সংবাদপত্র সমূহে এদেশের যতদূর ভীতিজনক সংবাদ প্রচার হইতেছে উহা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা। সম্প্রতি হাজী লোক পৌঁছিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের নিকট এই সকল গুজবের প্রতিবাদ আপনারা এবং সকল বন্ধুগণ শুনিতে পাইবেন। আবু দাউদের তালিক (সারা) নির্বিঘ্নে লিখিত হইতেছে এবং আল্লার ফজলে এই দুই মাসের মধ্যে প্রায় ১২৫ পৃষ্ঠ লেখা হইয়াছে। যাহা ছাপা হইবার জন্য মওলানা আউফোল হাসান ছাহেবের মারফতে সাহারণপুর পৌঁছিয়া যাইবে। আমার স্থির সঙ্কল্প এই যে, এই তালিকের লেখা পূর্ণ করিবার জন্য আমি আগামী বৎসর মদিনা তৈয়েবায় কেয়াম করিব, হজের পূর্ব পর্যন্ত দেশাভিমুখে যাইবার এরাদা করিব না। আলী বেরাদরান ও অন্য [illegible] কোন্না সমূহের জন্যই এই কার্য ব্যাপৃত করিতেছেন কিন্তু ইহা অনর্থক ও নিষ্ফল। অস্সালাম।

খলিল আহমদ, মদিনা তৈয়েবা,
১৩৪৫ হিজরী, ১৩ই রবিউসসানি,
জুমাবার, ২১শে জৈষ্ঠ্য।

এশিয়া জাতি-সঙ্ঘ।

তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী তেউফিক রোশদী বেক ওডেসায় সোভিয়েট প্রতিনিধি মসিও চিচারিণের সহিত মিলিত হওয়ায় ইউরোপের রাজনীতিক মহলে বড়ই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপীয় পত্রিকা সকল এবিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রচার করিতেছেন, রাজনৈতিক সুধীরগণ তাঁহাদের ধারণার অতীত এই মিলনের ফল নির্ণয়ে উদগ্রীব হইয়াছেন। ইউরোপীয় পত্রিকা সমূহের প্রচারিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে সিরিয়ার ভূতপূর্ব ফরাসী অভিনায়

মুসিও দি ফ্লুনিক সাহেবের লিখিত প্রবন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন,—

"ওজোরায় এশিয়া জাতি সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার ব্যবস্থা হইবে। নিশ্চয় আমরা একদিন দেখিব, আমাদের অজ্ঞাতসারে ইহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, এখন যদিও প্রাচ্য (পূর্ব্ব) দেশসমূহে সর্ব্বত্র এশিয়ার এই জাতি সঙ্ঘ গঠনের স্বপ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে মাত্র।

"মোসলেম জগৎ খলিফা শূন্য রহিয়াছে। খেলাফত পদ গ্রহণের জন্য যে দুই জনের দিকে ইঙ্গিত হইতেছে, তাঁহাদের একজন মিসররাজ, দ্বিতীয় নজদের ছোলতান।

والأول لا حظ له من النجاح على ما نظهر حيث يعتقد المسلمون انه
ليس حراً وليس له قوة كافية لحماية البلاد الاسلامية —

"প্রথম ব্যক্তি (মিসর রাজ), ইহার এ বিষয়ে সফলতা লাভের কোন আশা নাই। যেহেতু মুসলমানগণ মনে করেন যে, তিনি স্বাধীন নহেন এবং তাঁহার এমন শক্তিও নাই,—যাহা এসলামের (পবিত্র) দেশ সমূহের রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে।

ثم ان السعوديين واكثر الساسة المصريين اميل الى ابن السعود
ادهى الحكام العرب التي تحكمها بالدهاء والحرب وحالفه النصر منذ
عشرين شهراً —

"তাহার পর আরব জাতি এবং মিসরের অধিকাংশ রাজনীতিক, এবনে ছউদের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি দেন—এবনে ছউদ অল্পকালে সেই দেশ সকল জয় করিয়াছেন—যাহার উপর তিনি রাজত্ব করিতেছেন এবং বিংশতি মাস পর্য্যন্ত দৈব সহায়তা তাঁহারই অনুকূলে রহিয়াছে।

"তাহার পর খেলাফত সমস্যা-সমাধান সঙ্কট হওয়ার দিকে নজর করিয়া বিভিন্ন (দেশের) মোসলেম জাতি সমূহের চিন্তা এসলাম দেশ সমূহের রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইয়াছে। যে ইউরোপীয় জাতি সঙ্ঘকে তাহারা খৃষ্টান জাতি সমূহের নব সংগঠন (আলিফ তক্ষীম) স্থানীয় বিশ্বাস করে, তাহার প্রতিকূলে (মোকাবেলায়) এশিয়া জাতি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় মোসলেম জাতি সমূহ অত্যন্ত চিন্তিত আছে।

লোকার্ণো সন্ধির পর যেরূপ তুর্কিগণের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, সেইরূপ মিসরী, নজদীয়, সিরিয়াবাসী ও ইরানীদিগেরও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সমগ্র ইউরোপ একতাবদ্ধ হইয়াছে এবং এশিয়াই ইউরোপের এই নূতন ঐক্যের কর্মক্ষেত্র হইবে (অর্থাৎ এসিয়ার বিপক্ষে ইউরোপের এই একতা)।

"এই সকল ঘটনাতেই মোস্তফা কামাল এসিয়াবাসী সমূহকে সমবেত করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন, সর্ব্ব মুসলিম দেশে নিজের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন এবং আরব দেশ সমূহকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য এবনে ছউদ ও জগলুল পাশার মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইরান ও আফগানিস্থানের প্রতিনিধিগণ আঙ্গোরায় চীন সম্রাট সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। তুর্কী ও ইরানে চীন ও সোভিয়েটের সহিত বন্ধুত্বের অঙ্গীকার পর জাপানেও সম্মিলিত হইয়াছেন। তাহার পর তুর্কী বৈদেশিক মন্ত্রী রোশদী বেকের রুসিয়ার দিকে সফর করা, বহু আলোচনার পূর্ণ সাধন অদৃষ্ট—যে আলোচনার ফলে সোভিয়েটের সহিত সম্পূর্ণ একযোগে মিসর, নজদ, ভারত, পারস্য, আফগানিস্থান চীন, তুর্কী ও রুসিয়ার মধ্যে নূতন ভিত্তির উপর এসিয়া সংগঠনের (আঁতাত স্থাপনের) কার্য্য চলিবে।

ওয়েষ্টার্ন কোরা, ৩রা ডিসেম্বর।

ষাঁড়ের লড়াই।

হায়! আজি একি বিষম দায়।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে লাগ্‌লো লড়াই,
ওগো তোরা, লাঠি নে ছাড়াবি আয়!

আমাদের খেলাফতী পাণ্ডা মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব ভারত বিখ্যাত এক প্রকাণ্ড দামানে ষাঁড়, ইহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দিল্লীতে হজরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া মরহুমের দর্গার প্রসিদ্ধ পীর জনাব খাজা হাসান নেজামী সাহেবও একটা কম ষাঁড় নহেন। ইনি বহুদিন যাবৎ আর্য্য সমাজী প্রভৃতি বিজাতীয় এসলাম শত্রুর বিরুদ্ধে এসলামের পক্ষে প্রচার কার্য্য-

চালাইতেছেন। এখন এই দুই ষাঁড়ে ভীষণ লড়াই বা গুঁতোগুঁতি বাধাইয়াছে। মোহাম্মদ আলী সাহেবান খেলাফতের চাঁদায় কম পক্ষে এককোটী টাকা পাইয়াছেন। এদিকে হজরত নেজামী সাহেবও এই প্রচার কার্য্যের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। এই টাকার জন্য নেজামী সাহেব মোহাম্মদ আলী সাহেবকে, মোহাম্মদ আলী সাহেব নেজামী সাহেবকে দায়ী করিতেছেন। কে কত টাকা হজম করিয়াছেন, তাহা অন্তর্যামী তাঁহারাই জানেন, তাঁহারাও জানেন।

এই ষাঁড়ের লড়াই এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে,—

মোহাম্মদ আলী সাহেব তাঁহার হামদর্দ পত্রিকায় নেজামী সাহেবের এক গুপ্ত পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন

পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—"আশ্চর্য্য কি যে গবর্ণমেণ্ট লিখিয়া থাকিবেন। আমি দিল্লী চিফ কমিশনার সাহেবকে কিছু দিন অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, এবং নেজামকে যে প্যান এসলামিজমের ছবক দেওয়া হইতেছিল সে বিষয়ের যথারীতি এত্তলা (কমিশনার সাহেবকে) দিয়াছিলাম এবং আমার জানা আছে যে, তিনি পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে এই বিপদাশঙ্কার সংবাদ দিয়াছিলেন। এই পত্র সম্পূর্ণ ঘরোয়া চিঠি—(পড়িয়া) ইহাকে ছিঁড়িয়া ফেলুন এবং কাহাকেও ইহার খবর দিবেন না।"

এক ব্যক্তি নেজামী সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন,—'হায়দ্রাবাদ হইতে জাফর আলী খাঁকে আলাহিদা (পৃথক) করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ কি? সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টই এই আলহেদা করাইয়াছেন?'

তাহার উত্তরে নেজামী সাহেব ঐ গুপ্ত পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

মোহাম্মদ আলী সাহেব নেজামী সাহেবের ঐ গুপ্ত পত্র ছাপিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন,—

"খাজা নেজামী ভারতের দেশীয় স্বাধীন মুসলমান রাজ্য—নেজাম হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা গিরির কার্য্য করিতেছেন, গোয়েন্দা হইয়া দিল্লী চিফ কমিশনারকে নেজামের বিরুদ্ধে সংবাদ দিয়াছেন, উহারই ফলে এখন হুজুর নেজামের উপর নানা বিপদ আসিতেছে। খাজা নেজামী মাওলানা জাফর আলী খাঁর বিরুদ্ধে একথা বলিলেন কেন? ইহা কি একজন মুসলমানের

এই যুদ্ধ ঘোষণা, —আমার বিশ্বাস তাহার প্রধান কারণ নহে। তিনি বহুদিন হইতেই আমার উপর অত্যন্ত নারাজ ছিলেন। আমার প্রচার কার্য্য তাঁহার চক্ষুশূল, তিনি শুদ্ধি ও প্রচার আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় —স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ক্ষতিজনক মনে করেন, মজহব বা ধর্ম্মের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাঁহার জেয়াদাহ খেয়াল। আমার নিকট আগে মজহাব (এসলাম ধর্ম্ম) তাহার পর রাজনীতি। তিনি কাহারও সম্মান দেখিতে পারেন না, তাঁহার মত বেশ যশ আর কেহ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন ইহা তিনি চান না। এই কারণেই মাওলানা আজাদ ও মাওলানা জাফর আলী খাঁর উপর তিনি নারাজ। এই কারণেই [illegible] মাওলানা আবদুল বারি, ডাক্তার আনসারি, হকিম আজমল খাঁ প্রভৃতির উন্নতি ও সম্মানকে তিনি হিংসার চক্ষে দেখেন।

মজহাব যে মোহাম্মদ আলীর প্রিয় নহে, মাত্র রাজনীতিই তাঁহার প্রিয়। আলী বেরাদরানের জীবনে এমন বহু ঘটনা পাইবেন, যাহাতে তাঁহারা মজহাবকে বিদায় দিয়া রাজনীতিকে আগে বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইঁহারা মিষ্টার তিলকের শবাধার কাঁধে লইয়াছিলেন, হয়ত রাম রাম বোল বলিতে বলিতে চলিয়াছিলেন, তিনি নিজের কপালে হিন্দুদের তিলকফোঁটা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যদি মজহব বা এসলাম ধর্ম্ম অগ্রগণ্য ও প্রিয় হইত তবে রাজনৈতিক স্বার্থের দিক [illegible] এমন কাজ করিতে পারিতেন না। ইঁহারাই হাম খেয়াল পার্টির স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত এসলামের শত্রু হিন্দুকে দিল্লীর জামে মসজেদের মেম্বরে চড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারাই দিল্লী হিন্দুমুসলমান হাঙ্গামার সময় বর্ণনা প্রচার করিয়াছিলেন যে মুসলমানেরাই অপরাধী, মুসলমানেরা হিন্দু রমণীদের স্তন কাটিয়া লইয়াছে। ইঁহাদেরই এই বর্ণনা প্রচার ফলে বেগোনাহ মুসলমান জেলে যায়, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে মুসলমানদের দুর্নাম ও লাঞ্ছনা হয়। অথচ এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভুল ছিল, মুসলমান কোন স্ত্রীলোকের স্তন কাটে নাই। ইহার বা ইঁহাদের [illegible] ভুল সংবাদ প্রচারের

ফলে যখন শত শত মুসলমান গ্রেপ্তার হইল, তাহাদের উপর নানা প্রকার অপরাধ লাগান হইল, তখন আমি, মাওলানা কেফায়তুল্লা, মাওলানা আহ্মদ ছাঈদ [illegible] গিয়া ভাইস্রয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমানদের মজলুমিয়াৎ ও নিরুপায়তার কথা বর্ণনা করি তখন উপর হইতে দিল্লীতে হুকুম আসিল তাহাতে মুসলমানগণ হত্যার জন্য আরোপিত অভিযোগ হইতে উদ্ধার পাইবেন।

নেজামী সাহেব বলেন, "মোহাম্মদ আলী সাহেবের সহিত লড়াই করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, এখনও নাই। কেবল বাধ্য হইয়া তাঁহার আক্রমণের উত্তর দিতে হইতেছে। আমি যদি লড়াই করিতে চাহিতাম তবে সেই সময়ে করিতাম যখন তিনি দিল্লী খিলাফৎকনফারেন্সে মালব্য, নেহেরু, লাজপত রায় এবং সমস্ত হিন্দু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সম্মুখে হিন্দুদিগকে খোস করিবার জন্য নিম্নলিখিত কথায় মুসলমানদের দেল ও কলিজার উপর ছুরি চালাইয়াছিলেন"।

তিনি বলিয়াছিলেন,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]

"হিন্দু যদি কাবার বেহোরমতি করে, হিন্দু যদি কোরাণ শরিফকে ঠোকর মারে, হিন্দু যদি মোহাম্মদ আলীর মাকে বেইজ্জত করে, তথাপি মোহাম্মদ আলী হিন্দুদের উপর হাত তুলিবেনা। ملاپ

আলহামদো লিল্লাহ!

মুসলমান ভ্রাতৃগণকে জানান যাইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে আহলে হাদিস মাসিক পত্রিকায়, মক্কা শরিফের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে যাহা প্রকাশ করিয়াছি এবং "আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাণ্ড" হেডিং দিয়া যাহা প্রচার করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম যে সে বিষয়ে আমার সঙ্গী আর কেহ নাই। কিন্তু

অনৈক্য, পরস্পরের কলহ বিদ্বেষ, তদুপরি শিক্ষার অভাবও ধর্ম্মহীনতা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সমাজ দেহে প্রবেশ করতঃ সমাজকে একেবারে জীর্ণ, শীর্ণ ও জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। অলসতার জঘণ্য ক্রোড়ে নিদ্রিত সমাজে সম্প্রতি জাগরণের সাড়া পড়িলেও সে জাগরণ সহরও কতিপয় লোকের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজও বাঙ্গালার মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরবতাও নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া একমাত্র অশ্রু ক্রন্দিত ও আর্ত্তনাদের মর্ম্মবিদ এক শব্দ ধ্বনিত হয় মাত্র। মূর্খতাও কর্ম্মহীনতা, জগতের অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের তীব্র তাড়নায় আমাদের জ্ঞান ও চেতনা শূন্য হৃদয়ে স্থান লইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। আজও আমরা শিক্ষা—গর্ব্বে সামান্য আরবী এবং অতি সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি। আজও আমরা বাঙ্গালাকে হিন্দুর ভাষা ও ইংরাজীকে খ্রীষ্টান কাফেরের ভাষা বলিতে অনেকেই মুক্তকণ্ঠ। এসলাম ধর্ম্ম বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আজে কিত কবি-বার ভাষায় এই নবজগতে আসিয়াছিল; সুতরাং জগতের সকল ভাষাই সে ঐশ্বরিক কবের সেই মহম্মদিন্দীদের মাতৃ বা জাতীয় ভাষা একথা তাহাদিগকে কে বুঝাইবে? এক কথা “তোহ ফদী” এবং দ্বিতীয় কথায় আহলে হাদিস। আমরাই নিজকে হজরতের খাঁটি উম্মত বলিয়া দাবী করিয়া থাকি। আমাদের মৌলবীদের দ্বারা যে খাঁটি সত্য, একথা আমি অন্তরের অন্তস্থল হইতে দৃঢ় বিশ্বাস করি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে সেই খাঁটি মজহাবের প্রচারার্থে এতাবধি আমরা কি পরিমাণ মাল মসলার আয়োজন করিয়াছি?

জগতের সকল মুসলমান এবং সকল জাতিকে এক মোহাম্মদীসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য আমাদের কয়জন আলেম এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি চেষ্টিত হইয়াছেন। যে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে আমাদের আলেমগণ কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন, তাহারাও আজ সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্নস্থানে প্রচার কার্য্য প্রবলবেগে চালাইতেছে। আর

অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা ঢাক পিটাইয়া দিয়া অতীত [illegible] প্রাচীন কাহিনীগুলি আওড়াইয়া মিথ্যা আন্দোলন করিতে ব্যস্ত। ইউরোপ, আমেরিকা হইতে আরম্ভ — সমগ্র এশিয়া দূরে থাকুক, এ ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে কেন এই বঙ্গদেশেও আমাদের কর্মচারীর শতাংশের এক অংশও সমান হয় না। এ অবধি আমরা অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, এমন কি উচ্চাঙ্গের অন্যান্য শিক্ষাগার প্রভৃতিতে অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কি কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোহাম্মদী অভিভাবক দেশকালপাত্রভেদে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত জুনিয়ার, সিনিয়ার মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজে পাঠাইলে, ছেলেকে বাধ্য হইয়া মজহাবটিকে লুক্কায়িত করিতে হয়। ছেলে স্বীয় আকিদায় অপরিপক্কতাবশতঃ দু দিন পর অন্য মজহাবের এমন কি অন্য জাতির রীতি নীতিগুলির অনুসরণ করতঃ নিজ মজহাবের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া বসে।

এতদ্ব্যতীত 'হানাফী' এবং অপর মুসলমান সম্প্রদায়ের 'সভা' 'সমিতি' আয়োজন ও আন্দোলনের ফলে তাহারা তাহাদের সকল চেষ্টাতেই সফলতা লাভ করিতেছে। এই বাঙ্গালার বুকে কত শত হিন্দু সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে সদর্পে বিচরণ করতঃ স্বজাতী হিন্দুর কর্ণকুহরে নিত্যবাণী ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে চেতনা দান এবং সজাগ করিতেছে। এ সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের মুসলমান সম্প্রদায়ের পত্র ও কার্যাবলী এত [illegible] হিসাবে শত প্রশংসনীয়। কিন্তু এ বিষয় আমরা যে কতদূর পশ্চাৎপদ হইতেছি তাহাই বিশেষ লক্ষ্য। বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, লজ্জায় মস্তক নত করিতে হয় যে সমস্ত বাঙ্গালার মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের সমবেত সহযোগিতা পাইবার যোগ্য, সমাজের মুখপত্র ও সংবাদ একটী মাত্র মাসিক পত্রিকা 'আহলে হাদিস' অতীব অভাবে কোনরূপে জীবিত আছে। এই সামান্য মাসিক পত্রিকাটির স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্ত একাধিকবার প্রস্তাব উঠিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা [illegible] পরিণত হইয়াছে। পাঠক ও গ্রাহক না থাকিলে কোন সংবাদপত্রই স্থায়ী ও শক্তিশালী হইতে পারে না ইহা একটী সরল সত্য কথা। যে সমাজের পৌনে ষোল আনা লোকই নিরক্ষর তাহাদের মধ্যে মাসিক কেন একটী ষাণ্মাসিক পত্রিকার পরিচালনও দুঃসাধ্য। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

উদর [illegible] করেন ব্যাকুল,
তথা [illegible] কি হইতে পারে ?

আবুল হাসান, এসারতুল্লা,
[illegible] মাদ্রাসা, মান্দা—রাজশাহী।

পবিত্র হেজাজে অমুসলমানের হস্তক্ষেপ।

মাহমুদাবাদ-মহারাজার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ।

দিল্লী ৮ই ডিসেম্বর ;—

দিল্লীতে মুসলমানগণের এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বড় বড় রইস ও সওদাগর মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাওলানা জফর আলী খাঁ সভাপতি নির্দ্দিষ্ট হন।

মাওলানা সাহেব নিজের বক্তৃতায় এসলাম ও মোসলেমজগতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন, এসলামের শত্রুগণ ক্রুসেড যুদ্ধের (ছলিবী লড়ায়ের) সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত আছে যে, আল্লার কাবা সরিফে সমগ্র মুসলমান জাতির যে কেন্দ্র রহিয়াছে, সেই কেন্দ্রস্থলকে তাহারা ভাঙ্গিয়া দেয়। নিজেদের এই অপবিত্র ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহারা বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু আল্লার কৃপায় অদ্যাবধি এই কেন্দ্র অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় বজায় আছে।

সোলতান এবনে ছউদের হেজাজাধিকারের প্রারম্ভ হইতে ভারতে মুসলমানদের এমন কতিপয় দলের সৃষ্টি হইয়াছে,—যাঁহারা এসলামের দুশমনগণের এই নাপাক উদ্দেশ্যের পূর্ণতাসাধনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা কেবল ভারতকে নয়, সমগ্র মোসলেম জগৎকে হজ্জে বিরত রাখার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত আছেন। উদ্দেশ্য—হেজাজে এবনে ছউদ ও তদীয় সহচরগণকে অনাহারে মারিবেন, যাহাতে তাহারা নিরুপায় হইয়া হেজাজ ত্যাগে বাধ্য হয়। এই নাদানেরা জানেনা যে এতদ্বারা তাহারা খোদার সহিত লড়াই করিতেছে।

وما من دابة فى الارض الاعلى الله رزقها —

অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, পাথরের পোকা পর্য্যন্তকেও রুজী পৌঁছাইবার দায়িত্ব তিনি লইয়াছেন। তবে কেমন করিয়া এবনে ছউদের

সাহেবের ভাবে জগতের মুসলমান ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে, এজন্য এই প্রস্তাব পেশ করা হইতেছে,--

"দিল্লীর মুসলমানদের এই সাধারণ সভা মাহমুদাবাদ মহারাজের কার্য্যে নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। "সোলতান এবনে সউদের সৈন্যগণ রসুলোল্লার (স) কোবরা ভাঙ্গিয়া দিতে চায়"--মাত্র এই কাল্পনিক আশঙ্কার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি বৃটিশ সম্রাটকে হেজাজে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই সভা সমগ্র জগতের সম্মুখে নিজেদের এক অকাট্য বিশ্বাসের ঘোষণা করিতেছে যে মুসলমান হেজাজে কোনকালে কোনরূপে কোন অমুসলমান শক্তির হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারে না।

"এই সভা আরও ঘোষণা করিতেছে যে, মাহমুদাবাদের রাজা ও তদীয় কতিপয় সমমতাবলম্বী তাঁহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতীয় মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রতিনিধি মনে করেন না"।

এই প্রস্তাব তারযোগে সম্রাট পঞ্চম জর্জ, গাজী আমানুল্লা খাঁ, গাজী মোস্তফা কামাল পাশা, সোলতান এবনে সউদ ও পারস্যাধিপতি রেজা খাঁ পহলবীর নিকট প্রেরণ হইয়াছে। মুস্তাফা নাহাসের নিকট তারে আরও যোগ করা হইয়াছে।

"যে সময় ভারতের একদল লোক নিজেদের সংকীর্ণোচিত আন্দোলনে আরবের শান্তি বিঘ্নিত করিবার চেষ্টা করিতেছে— যাহাতে পবিত্র ভূমিতে ইউরোপীয় জাতির হস্তার্পণের সহায়তা লাভ হইবার আশঙ্কা আছে, সেই সময় হেজাজ বিষয়ে আপনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন আপনার সেই দূরদর্শিতাপূর্ণ নীতিকে দিল্লীর মুসলমানগণ সুধারণার নজরে দেখিতেছেন

এ কার্য্য পবিত্রস্থান সমূহের সম্মানের ভাগ কলঙ্ক জনক হইবে

মাহমুদাবাদ মহারাজাকে স্পষ্ট বলিয়া দিতে চাহি যে, ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ, মহারাজার এই অযোগ্য কার্য্য আদৌ পছন্দ করে না এবং তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট'

হেজাজ-সংবাদ।

দিল্লী হইতে ছদরুদ্দীন আহমদ সাহেব জমীদারের সম্পাদককে লিখিতেছেন যে হরমাএন সরিফাএন হইতে বন্ধুগণ নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন,—

"মদিনা মনোয়ারাহ, ৫ই জমাদিওল উলা,—এখানে খুব বৃষ্টি হইতেছে, কল্য সন্ধ্যায় আছর হইতে মগরেব পর্য্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইয়াছে　এমাম (ছোলতান) সাহেব এখন এখানেই আছেন। সভা সমিতি করিতেছেন, হরম সরিফে একই জমাত হইতেছে।

মক্কা মোয়াজ্জমা ৬ই জমাদিওল উলা,—

১৩ খানা হইতে ২৫ খানা পর্য্যন্ত (হাজীর) জাহাজ রওনা হইবার ঘোষণা যাবা হইতে আসিয়াছে। ভারতের হজ্জ্বাবেদিগণকে হাদিস শুনাইয়া দিউন,—

یا ابن ادم تریدو نا ارید و الی فعال رید –

"হে মানবগণ! তোমরা এক এরাদা কর, আর আমি এক এরাদা করি এবং আমি যাহা এরাদা করি তাহা নিশ্চয়ই করিয়া থাকি'

মক্কা মোয়াজ্জমা ১২ই জমাদিওল উলা,—

হং ও হাজীগণের ২৫খানা জাহাজ; এতদ্ব্যতীত ইংরাজ প্রজাগণের বহু লোক যাবা হইতে হজ্জে আসিতেছেন

আজকাল মদিনায় ঘৃত, মাংস প্রভৃতি খাদ্য ও তরি তরকারী খুব সস্তা; রাবেগ ও জেদ্দা ইত্যাদি স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিম্নস্থ কর্ত্তাদিগেরও এ বিষয়ে আবশ্যক সংবাদ জানিতে পারিবেন

১। হাফেজ গনি মোহাজন, নেপিয়ার রোড, করাচী; ২। হাজী আবদুল গণি, বন্দর রোড, করাচী; ৩। খান ছাহেব আবদুল কাদের, মহাফেজ খোজ্জাজ, করাচী

বিবিধ সংবাদ।

মদিনা মসজেদ হারামে দরস প্রদান।

সোলতান এবনে ছউদের নিয়োজিত শিক্ষা কমিটি উত্তম প্রকৃতির সুযোগ্য কতিপয় আলেমকে নির্বাচিত করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী মদিনা মসজেদ হারামে বিভিন্ন দিনী এলুমের দরস প্রদান করিবেন। উল্লিখিত শিক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে [illegible] এন্তেজাম ও তরতিবের সহিত এই দরস প্রদান হইতেছে। এই দরস জনসাধারণের অন্তরে উত্তম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অধিবাসিগণ এই দরস শুনিতে ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে মনোযোগী হইয়াছেন।

নৈশ বিদ্যালয়।

دروس [illegible]

শিক্ষা বিভাগ স্থির করিয়াছেন, যাহারা লেখাপড়া জানেনা তাহাদের লেখাপড়া শিখান অত্যাবশ্যক এবং আরবী ভাষা, হিসাবাদি ও কোন কোন হুনর শিক্ষাদান জন্য শহরে কতিপয় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা করিতেছেন।

বৃষ্টিপাত।

নিম্নলিখিত—মক্কা মোয়াজ্জমা, মদিনা মনওয়ারা, জেদ্দা, আছির সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

দৈবযোগ।

صدفة غريبة

জালালাতোল মালেক যেদিন মদিনায় শুভাগমন করেন সেইদিন মদিনা মনওয়ারা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। লোক ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছে।

১২শ ভাগ] | মাঘ—১৩৩৩। | ৫ম সংখ্যা।

সাবান—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা।

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ	সাবান—১৩৪৫ মাঘ—১৩৩৩ সাল।	৫ম সংখ্যা।

হজ্ব।

কোর্‌আন,—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِينَ ـ فِيهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَقَامُ إِبْرٰهِيمَ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ـ

করিয়া উপাসনা করিবে এইরূপে সারা জাহানের সকলে একই গৃহ অভিমুখী হইয়া, একই আল্লার উপাসনা করিয়া পরস্পরে বিশ্বজোড়া একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন সংস্থাপন করিবে; এইরূপে একত্বের ভিত্তির উপর বিশ্বকর্তার এক বিরাট বিশাল বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

মক্কা সরিফের কাবা মহাগৃহ যেরূপ সমগ্র জগতের মুসলমানদের জন্য একটী মিলনকেন্দ্র আছে, দুনিয়ায় আর কোন জাতির সমগ্র জগতের জন্য সেরূপ একটী ধর্ম্মনৈতিক মিলনকেন্দ্র বর্ত্তমান নাই

فيه آيات بينات مقام ابراهيم —

"তথায় উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ (যথা) মকামে এবরাহিম আছে "

পৃথিবীর মহা জলপ্লাবনের পর কাবা মহাগৃহের উন্নত ভিত্তিভূমি মাত্র অবশিষ্ট ছিল হজরত এবরাহিম (আঃ) একটী প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া এই মহা গৃহের দেওয়াল গাঁথিয়াছিলেন সেই প্রস্তরে তাঁহার পদচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া গেলেও হজরত এবরাহিমের পদচিহ্ন হৃদয়ে ধরিয়া সেই পাথরটী এখনও আছে এই জন্য এই পাথরটাকে আল্লার একটী নিদর্শন বলা হইয়াছে হজ্জের নিয়মাদির প্রাচীন কাহিনী এইরূপ,—

হজরত এবরাহিম (আঃ) শামদেশে বাস করিতেন তাঁহার প্রথমা পত্নী সারা, দ্বিতীয়া পত্নী হাজেরা। বহুদিন পুত্র-মুখদর্শনে বঞ্চিত থাকার পর বৃদ্ধ বয়সে হজরত এবরাহিমের, (আঃ) প্রিয়তমা হাজেরার গর্ভে সুন্দর শিশু পুত্র এসমাইলের জন্ম হয় বহুদিন ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে আশায় নিরাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই বড় আশার ধন, নিরাশার আশা, অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালের ধন, প্রাণোপম সন্তান এসমাইল (আঃ) কে পাইয়া হজরতের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না, হাজেরার হৃদয়ে আনন্দ উথলিত

হজরত এবরাহিমের (আঃ) প্রথমা পত্নী সারার হৃদয়ে এ আনন্দ আর

বেশী দিন সহ্য হইল না। এব্রাহিমের (আঃ) উপর সারার (রাঃ) নির্মম আদেশ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিশুপুত্রসহ প্রিয়তমা পত্নী হাজেরা (রাঃ) কে দূর নির্জ্জন স্থানে বর্জ্জন করিয়া আইস। হায়! অবলার কুসুম কোমল হৃদয় আজ পাষাণ। মায়া নাই, মমতা নাই, কি নিষ্ঠুর আদেশ শিশুপুত্র, অবলা নারী, জনমানবহীন স্থানে ত্যাগ! বেদনায় বুক ফাটিয়া যায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু কি করিবেন, উপায় নাই; আল্লার ও আদেশ, "সারার (রাঃ) আজ্ঞা পালন কর"।

বুকে দুধপোষ্য, প্রাণের প্রিয়তম শিশু; সঙ্গে প্রিয়তমা হাজেরা (রাঃ) এক মোশক পানী, এক জাম্বিল খেজুর বহু দূরে, লোকালয় হইতে বহু দূরে জনমানবহীন প্রান্তরে শিশুপুত্রকে, নিজের হৃৎপিণ্ডকে, বুকের কলিজাকে, প্রাণের টুকরাকে এতক্ষণ যাহাকে বুকে ধরিয়া ছিলেন বুক হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিলেন, খেজুরের জাম্বিল, পানীর মোশক রাখিয়া দিলেন। হৃদয় বেদনা ভরা; মুখে বাক্ সরে না, এ নিদারুণ কথা প্রিয়তমা হাজেরাকে শুনাইতে অক্ষম, মুখের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও পারিতেছেন না, ফিরিয়া চলিয়াছেন

হঠাৎ একি! ঘোর বিজন প্রান্তর! নিরাশ্রয়া, একাকিনী, অবলা রমণীকে রাখিয়া, বলা নাই, কওয়া নাই ফিরিয়া চলিয়াছেন, হাজেরা (রাঃ) উন্মাদিনী মত ধেয়ে পিছনে যাইতেছেন প্রাণাধিক! প্রিয়তম এব্রাহিম! জীবন সর্বস্ব স্বামিন্ মম কোথা যাও? হৃদয়নন্দন তব শিশু সুকুমার তব রাখিয়া কোথা যাও, অবলা সবলা তব, তারে রাখি কোথা যাও। কোনও উত্তর নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন, —

ا امرك ربك بهذا يا ابراهيم —

হে এব্রাহিম! ওহে প্রিয় মম। তোমার প্রভু কি তোমাকে এই আদেশ করিয়াছেন?

উত্তর দিলেন,— نعم يا حبيبتي

হাঁ অয়ি প্রিয়ে মম!

তখন হাজেরা (রাঃ) বলিলেন— اذا لاي ربي حسبي

"তাহা হইলে আমি আর কাহারও পরোয়া করিনা, তিনিই আমার যথেষ্ট সহায়"

এব্রাহিম চলিয়াছেন। আর বেদনা বুকে চাপিয়া রাখা যায় না, বিরহবেদনা-ভরে চরণ অবশ, নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, কিছু দূরে একটী পাহাড়ের অন্তরালে আসিয়া উপস্থিত, গিরিপথে বসিয়া পড়িলেন, বুক আঁখিজলে ভাসিয়া যাইতেছে, দুই হাত তুলিয়া আল্লাহ রব্বোল আলামিনের দরগায় দোওয়া করিতেছেন,—

ছুরা এবরাহিম,—

ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من
الثمرات لعلهم يشكرون "

"হে আমার প্রভু, আমার সন্তান (বংশধর) কে কৃষিহীন, ফলশস্যহীন, অনুর্ব্বর প্রান্তরে তোমার সম্মানিত (কাবা) গৃহের নিকটে বাস করাইলাম, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন (তোমার সেই গৃহে) নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, অতঃপর (তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য) মানুষের হৃদয়কে এরূপ কর যে তাহা যেন তাহাদের দিকে ঢলিয়া পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে ফলমূল খাদ্য প্রদান কর, তাহাতে তাহারা যেন তোমার শোকর করিয়া গুজরান করিতে পারে (তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইয়া সে জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, তোমার প্রশংসা ও গুণগান করিতে, পারে)।"

হজরত এবরাহিমের (আঃ) প্রিয় পুত্র এই এস্মাইল (আঃ) আরব জাতির আদি পিতা। আল্লার সম্মানিত ঘর কাবাতোল্লার প্রতিবেশী আরবীয়গণকে খাদ্য-প্রদান ও তাহাদের প্রতি বিশ্ববাসীর হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে অতঃপর লোকদিগকে হজ্বে যাইতে বাধা করা এবং তদ্বারা আরবজাতিকে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করা যে, খোদার বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় ভারতীয় নেতাগণ ছোলতান এবনে ছউদের উপর রাগ করিয়া, আল্লার সহিত দুষমনি করিতেছে, আল্লার ফরজ হজ্ব বন্ধের চেষ্টায় আছে।

আর সাধারণ খাদ্যত জীবন ভার বহন করিতে পারিবে ; তবে অদূর ভবিষ্যতে জগতের পৃষ্ঠা হইতে সাত্ত্বিক অস্তিত্ব ও এসলামের নাম নিশান মুছিয়া যাইবে।

হিজরীর ৯ম সালে উল্লিখিত আয়াত, অর্থাৎ হজ্জের ফরজ নাজেল হয়, তখন হজ্জের সময় অতীত হইয়া ছিল। এ কারণে আগামী হজ্জের সময় পর্যন্ত হজরত (দঃ) কে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই হিজরীর ১০ম সালে হজরত রছুলে মকবুল (দঃ) হজ্জ আদায় করেন। (সামী ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)

হিজরীর ৬ষ্ঠ সালে এই আয়াত নাজেল হয়,—

وأتموا الحج والعمرة لله —

"আল্লার জন্য হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর।"

যে ব্যক্তি নফল বা সুন্নত আদায় করিবার জন্য হজ্জ আরম্ভ করিয়াছে, এই আয়াতে সেই ব্যক্তিকে সেই হজ্জ পূর্ণ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। (সামী ও ফৎহোল কাদির)

হজ্জের ফরজ নাজেল হইবার পরই হজরত (দঃ) হজ্জ করেন, বিলম্ব করেন নাই। সুতরাং ফরজ হইবার পর ওজরের পক্ষে হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নহে।

মেশকাত ২১৮ পৃঃ—

عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك ان الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا —

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—রছুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ পাথেয় ও ছওয়ারী প্রাপ্ত হয় যে, তাহা তাহাকে আল্লার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, সে যদি হজ্জ না করে, তবে সে য়িহুদী হইয়া মরুক বা খৃষ্টান হইয়া মরুক ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। আর ইহার কারণ এই যে আল্লাহ বলিয়াছেন,—"আল্লার ঘরের হজ্জ করা সেই ব্যক্তির উপর ফরজ—

ইছলাম ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

১। সত্য বটে ইছলাম ধর্ম্ম যুগ যুগান্তর ধরিয়া অন্য ধর্ম্ম কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও আক্রান্ত হইয়াছে, অপরের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে ইছ-লামের অস্তিত্ব নাশের উপক্রম হইয়াছে কিন্তু ইছলাম স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য গুণে সকল বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন পথে চলিতে পারিয়াছে। সত্য বটে দুনিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে যুগে যুগে শত সহস্র নবী মহানবী এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ইছলাম আলোককে পূর্ব্বাপেক্ষাও বড় করিয়া জ্বালাইয়াছে এবং সেই তেজোদ্দীপ্ত বিমল আলোকে জগতের পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি কোথায় দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাতায়ালার কি অদ্ভুত লীলা, সেই ইছলামালোকের তেজ ও প্রভাব ক্রমান্বয়ে আবার বিলীন হইয়াছে; আবার জগতের পাপ ও কুসংস্কাররূপ অন্ধকাররাশি কোথা হইতে উহার আলোককে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পারিয়াছে কি তাহা গ্রাস করিতে? পারিয়াছে কি সেই অস্পষ্ট ক্ষীণ আলোককে চিরতরে নির্ব্বাণ করিতে? পারে নাই। শত বিপদের মধ্যে সে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, কত ধর্ম্ম, কত জাতি এই ধরাধামে আবি-র্ভূত হইয়াছে এবং আপন প্রভাব প্রতিপত্তি বলে জগতের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু কালের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনে ও সভ্যতার ক্রম বিকাশে হয় তাহা চিরতরে অনন্তে বিলীন হইয়াছে নতুবা তাহা অবিরত পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে। কে বলিতে পারে এছলাম ব্যতীত জগতে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা প্রথমাবস্থা হইতেই একইভাবে প্রচলিত আছে, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সংঘটিত হয় নাই? কেহ তাহা বলিতে পারে না। ইছলামই একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম।

করিতে পারিতেছে না   যে ধর্ম্ম সরল নয়, স্বাভাবিক বা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী নয় তাহা কি কখন মানবহৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হইতে পারে? কল্পনাবলে মানব ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিতে পারে, অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করিতে পারে, পার্থিবকে অপার্থিব ও অত্যাশ্চর্য্যরূপে বর্ণন করিতে পারে কিন্তু যখন তাহা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা হয় তখন তাহা কত না দুঃসাধ্য ও কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়   সে কল্পিত অসাধ্য কর্ম্ম সমাধা করিতে কয়জন সমর্থ হয়? যিশু খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যকে বলিতেছেন "তোমাকে কেহ একগালে চড় মারিলে তুমি (তাহাকে পুনরায় মারিতে দিবার জন্য) তোমার আর একগাল ফিরাইয়া দাও   তোমার নিকট কেহ একটী পয়সা চাহিলে তুমি তাহাকে স্বীয় শরীরের কোট খুলিয়া দান কর"   উপদেশগুলি কত আপাত মধুর   মনে হয় বুঝি ইহাপেক্ষা সুন্দর বাক্য জগতে আর হইতে পারে না। সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম দুনিয়ার সেরা ধর্ম্ম

৫   কিন্তু ইহার ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই উহা মানবজীবনে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক—মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ   কল্পিত বাক্য শত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হইলেও বাস্তবের সহিত এবং সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবহারিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?

৬। ইছলাম ধর্ম্মগুরু মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেছেন "তুমি কাহাকেও পূর্ব্বে আঘাত করিবে না   কেহ তোমাকে এক আঘাত করিলে তাহাকেও তুমি সেই প্রকার এক আঘাত করিতে পার, তাহার অতিরিক্ত পার না। কিন্তু ক্ষমা সর্ব্বোত্তম"। মানব প্রকৃতির সহিত কথাগুলির কত গাঢ় সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উহা পালন করা অসম্ভব নয়। আমি মানব আমার দেহ, মন ও পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত   আমি হিংসার দাস, আমি ক্রোধ রিপুর গোলাম   আমার উপর আঘাত পড়িলেই আমার সুপ্ত ক্রোধ এবং হিংসা যুগপৎ আহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবে স্বভাবের সে ভীষণ গর্জ্জন রোধ করিবার শক্তি আমার কোথায়? তুমি

বুদ্ধের অত্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ এবং এবম্বিধ মহান শিক্ষায় প্রথমতঃ দলে দলে ভারতবাসী তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিল সারা ভারতে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই জয় কীর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সেই জয় ধ্বনি সুদূর চীন ও জাপান ভূমিতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায় গেল আজ তাহাদের ধর্ম্মের মূল শিক্ষা "অহিংসা পরমধর্ম্ম"? যে ভারত বুদ্ধের জন্মভূমি এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান সে ভারতে আজ কয়জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্টিগোচর হয়? আজ জগতে কয়জন তাঁহার শিক্ষা মানিয়া চলিতেছে বা মানিয়া চলিতে সমর্থ হইতেছে? আজ ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

৯ বুদ্ধের শিক্ষা অতি শ্রুতিমধুর সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় মানব স্বভাবের বিরুদ্ধ এবং পার্থিব উন্নতির পরিপন্থী। জাপান জাতি যদি তাহার স্বীয় ধর্ম্মগুরু বুদ্ধের নীতি ও শিক্ষা পালন করিতে চেষ্টা করিত তবে তাহার অস্তিত্ব আজ কোথায় থাকিত? সে আজ রুশ বা অন্য কোন জাতির দাসানুদাস হইয়া জীবন যাপন করিত। চীন জাতি যদি তাহার ধর্ম্মগুরুর কথা মান্য করিয়া চলিতে পারিত তবে কেন সে আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশী হত্যা এবং আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতেছে?

১০। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু জাতির প্রতিমা পূজার বিস্তৃত আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য নয় তবে মূল কথা এই যে, যে ধর্ম্ম মুনি ঋষিদের ধ্যান, ধারণা ও চিন্তা প্রসূত, যে ধর্ম্ম মূল সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা না করিয়া তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সকলকে পূজা অর্চ্চনা করিতে শিক্ষা দেয়, যে ধর্ম্ম দেশকাল পাত্রভেদে, অবস্থা বিপর্য্যয়ে মানবদ্বারা পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হয় সে ধর্ম্ম কস্মিনকালে খোদা মনোনীত ও আল্লা প্রেরিত ধর্ম্ম হইতে পারে না। মুনি ঋষি প্রভৃতি মানবের জ্ঞানপ্রসূত ধর্ম্ম কখনও কি আল্লা প্রেরিত ধর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে? কোথায় সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান এবং কোথায় সৃষ্ট জীব মনুষ্যের জ্ঞান, আকাশ

'হুযুর কেবলা'।

(১)

এমদাদ তার সবগুলি বিলাতী ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের কয়েক জোড়া বাউন রঙের পাম্পশু বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া লোনা ইনশাকট করিল; চশমা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল; ক্ষুর, স্ট্রপ, শেভিং স্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিল এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল। অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল। সে কলেজ ছাড়িয়া দিল। তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গী পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা দাড়ী রাখিয়া সামনে পিছনে সমান করিয়া চুলকাটিয়া মাথায় গোল খদ্দরের মত টুপী কাণ পর্যন্ত পরিয়া চটীজুতা পায় দিয়া সেদিন বাড়ী মুখে রওয়ানা হইল, সেদিন রাস্তায় বহু লোক তাকে সালাম করিল। সে মনে মনে বুঝিল কলিতেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল; সুতরাং সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশতা, ওহি ও হযরতের মেরাজ লইয়া সর্বদা হাসি-ঠাট্টা করিত। কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার কোমতের তর্ক চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল। সে ভয়ানক নামাজ পড়িতে লাগিল। নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। গোসল গোজ করিয়া বাঁশের কঞ্চি

কাটিয়া সে নিজ হাতে একখানা তলোয়ার তৈয়ারী করিল। সেই তলোয়ার উপর দিয়া অনেক প্রকার কসরত চালনা করিয়া তার ছেলেবেলার ওস্তাদের মত [illegible] কিন্তু এমদাদ চলিল না। সে নিজের [illegible] দিকে চাহিয়া বলিল, "কে জানে, তুমি আমার [illegible] আমাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু আর নয়।" সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার চালাইতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল, এমদাদ একটা অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। বহু চেষ্টা করিয়াও সে মনে আর কোন শান্তি আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তাহার পোড়া মন তাকে আত্মজনের মায়ায় জড়িত করিতে [illegible] করিতে লাগিল। রাতে সে নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখে পানির অপেক্ষায় আগে হইতেই কান্নার মত মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনমতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সম্পাদক ছিল। সেখানে প্রত্যহ সকালে বিকালে চারিপাশের বহু মাওলানা মৌলবী সমবেত হইয়া [illegible] আমাদের স্বাধীনতা লাভের কতদিন বাকী আছে, তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট বিক্রীর ব্যবস্থা ও তার দানের জমা এবং সময় সময় [illegible] থাকিতেন। ইহাদের একজনের সুফী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং তিনি অনেক [illegible] 'জেন্দা' 'মোর্দা' করিতেন। তিনি অল্প দিন পূর্বে 'এসতেখারা' করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমীর হিন্দুস্থান দখল করিবেন। তার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল; কারণ যে যে লোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতেন।

এই সুফী সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

স্ফী সাহেব দাড়ীতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজী-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক টানা-পাড়া কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন, "হকিকতান্ যদি আপনি রুহের তরক্কী হাসিল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা, মাষ্টার সাহেব, আপনি কার মুরীদ ?"

এম্‌দাদ অপ্রতিভভাবে বলিল "আমি ত কারো মুরীদ হই নাই।" স্ফী সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"হু—ম্, তাই বলুন গোড়াতেই গলদ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসিল করিতে পারে? হাদিস্ শরীফে আসিয়াছে, (এইখানে স্ফী সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবী আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দ্দুতে তার মানে-মতলব বলিয়া অবশেষে বাঙ্‌লায় বলিলেন) জয্‌বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এইরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজ্‌যুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ যমীরের রওশ্‌নী ও রুহানী তরক্কী হাসিল করিতে পারে না।"

হ দিসের এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের কথা শুনিয়া এম্‌দাদ নিতান্ত ঘাব্‌রাইয়া গেল। সে ধরা গলায় বলিল "কি হইবে আমার তাহা হইলে স্ফী সাহেব ?"

স্ফী সাহেব এম্‌দাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "ঘাব্‌রাইবার কোন কারণ নাই কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।"

স্বস্তিতে এম্‌দাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আগ্রহাতিশয্যে স্ফী সাহেবের হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "কোথায় পাইব কামেল পীর ? আপনার সন্ধানে আছে ?"

উত্তরে স্ফী সাহেব স্থর করিয়া একটী ফার্সী বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন, "জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা

পীর সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন—"কি রে বেটা, খবর কি? তুই কি ইহারই মধ্যে 'দায়েরায়ে হকিকতে মহব্বত ও জযবায়ে যাতী বনাম জোবেদ বেশক্' হাসিল করিয়া ফেলিলি নাকি?"

পীর সাহেবের এই ঠাট্টা শুনিতে পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নীচু করিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন কেন?"

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন, "তা না হইলে অপরের কন্যার সুপারিশ করিতে তুই আমার নিকট আসিলি কেন? কই, তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা মনের অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে।"

বলিয়া পীর সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিটকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "সে এই ঘরেই উপস্থিত আছে দেখিতেছি।"

উপস্থিত মুরীদগণের মধ্যে নিঃশব্দে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহদী রঞ্জিত দাড়ী গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এমদাদকে আস্তে বাম হাতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ঢঙে অনভ্যস্ত হাতে কদম-বুসি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব 'বেটা, তোর ভাল হইবে। আহা, বড় গরীব।' বলিয়া আলবোলার নলে দম দিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, "হযরত, এর অবস্থা তত গরীব নয়। বেশ ভাল তালুক-সম্পত্তি—"

পীর সাহেব নলে খুব জোরে টান লাগাইতেছিলেন; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন, "বেটা, তোরা খালি দুনিয়ার ধন-দৌলত দিয়া ধনী-গরীব স্থির করিস, এটা বড় আফসোসের কথা। আমি গরীব অর্থে দুনিয়ার মালদারী বুঝাই নাই। মুসলমানের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত

হারাম। এই ধন-দওলৎ ইন্সানের রুহানিয়াত কাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফ্সানিয়াত পয়দা করে। আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন, '(আরবী ও উর্দু) বেশক, দুনিয়ার ধন-দওলৎ শয়তানের ওস্ওয়াসা। ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর।' কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটানো কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দিই না, তোদের অনেকেই এখনও ফেকেরের দরজাতেই পড়িয়া আছিস্। ফেক্রে জলি ও ফেক্রে খফী—এই দুই দরজার ফেকের সারিয়া পরে যেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। যেকের হইতে যজ্ব এবং তৎপরে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসিল হয়। খোদার ফযলে আমি আরেফীন, সালেহীন ও সিদ্দিকীনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে ক্রমে লাহুতীর খাস্ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অত কুশাদ হইতে অনেক দেরী অনেক।" এবার তিনি একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কুদরতে ইয্দানী, কুদরতে ইয্দানী!" মুরীদরা সব চীৎকারে সমস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চীৎকার করিয়াই চক্ষু বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?"

জনৈক মুরীদ বলিলেন, "হুযুর, বৎসর হইল কোথায়! এই না কয়েক ঘণ্টা হইল!"

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন, "অনেক দেরী—অনেক দেরী। আহা, বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।"

অপর মুরীদ বলিলেন, 'হুযুর কেব্লা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না!"

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর্, চেষ্টা কর্।'

মুরীদটি একটু আবদেরে রকমের ছিলেন। তিনি সাধনা ধরিলেন, "না কেব্লা, আমাদিগকে বলিতেই হইবে কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?"

পীর সাহেব বলিলেন, "ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন্। এই যে সাহুল্লা (সুফী সাহেবের নাম) একটী ছেলেকে আমার নিকট মুরীদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে কথা কি করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ; কিন্তু ইন্‌শা আল্লাহ্, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে নিস্‌বতে বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কল্‌ব আয়নার মত রওশন হইয়া যাইবে। আলগরয, ইহাও খোদার এক শানে আযীম। সাহুল্লাহ যখন আমার দস্তবুসী করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নজর পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রূহ্ সাহুল্লাহর রূহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ্ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাহুল্লার রূহ্ আর একটা নূতন রূহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহ আলীমুল্‌গায়েব্"—বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরীদকে হুক্কা'র দিকে ইঙ্গিত করিলেন। মুরীদ হুক্কার মাথা হইতে ছিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল। পীর সাহেব বলিলেন, "তোরা আমার নিজের ছেলের মত। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোরা সে সমস্ত সহ্য করিতে পারিবি না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কল্‌ব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তাজাল্লী তাহাতে ঢালিয়া দিলে কল্‌ব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এল্‌মে বাতুনী হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে মাহ্‌ফুযে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে হকিকতে লাতাআইউনে তালিম লইয়াছিলাম। দায়েরে নাযারীর যমেল তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে মওয়াল্লার পর্দা আমার চোখের সাম্‌না হ'তে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে ইয্‌দানী দেখিয়া বেহুস হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারপর আমার জেস্‌মের মধ্যে আমার রূহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শিদ কেব্‌লা—তোরা ত জানিস্, আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শিদ—সেখান হইতে আমার রূহ আনিয়া আমার জেস্‌মের মধ্যে ভরিয়া দিয়া আমাকে নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য বহুত তম্বিহ্‌ করিয়াছিলেন। কাজেই দেখিতেছিস্, কাবেলিয়াত হাসেল না করিয়া কোনও কাজে হাত দিতে নাই। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আমরা কয় বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি।' শুনিয়া

সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল অন্যরকম। মেয়ে-মজলিসে ওয়াজ করিবার সময় পীর সাহেব ইহারই দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন, তাসাওয়াফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে, ভাল করিয়া তাওয়াজ্জোহ দিলে তাকে আবেদা-রাবিয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এশার নামাজের পর দাড়ীতে চিরুণী ও কাপড়ে আতর লাগানো সুন্নত এবং পীর সাহেব সুন্নতের একজন বড় মো'তেকাদ ছিলেন।

ওয়াজ করিবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই অবস্থা আসিত। সেই অবস্থাকে মুরীদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত। এই 'ফানাফিল্লার' সময় পীরসাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম,' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চীৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। এই সময় নাকি পীর সাহেবের রূহ-আলমে-খালক হইতে আলমে আমরে পঁহুছিয়া রূহে ইযদানীর সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে-ইযদানী তার চোখের উপর আসিয়া পড়িত, কিন্তু সে নূরের জল্‌ওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরূপ চীৎকার করিতেন। তাই সেই অবস্থার সময় একখণ্ড কাল মখমল দিয়া পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তার হাত পা-টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল। এই অবস্থা পীর সাহেবের প্রায়ই হইত এবং মেয়েদের সামনে ওয়াজ করিবার সময়েই একটু বেশী হইত।

এই সব ব্যাপার এমদাদের মনে একটু একটু খটকার সৃষ্টি করিল। কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু তার মন স্থির করিবার আগেই সে পথে বাধা পড়িল। পীর সাহেবকে তাঁর প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া তার মনের খটকা বাড়িয়া গেল। পীর সাহেবের প্রতি তার মনে একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় একদিন সকালবেলার বৈঠকে পীর সাহেব ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আর দু-একদিনের বেশী সে অঞ্চলে তশরীফ রাখিবেন না। এই গভীর শোক-সংবাদে সাগরেদগণের সকলেই গমগীন হইয়া পড়িল। পীর সাহেবের একজন চেলা সুফী সাহেবের ইশারায় বলিল,—"হুযুর কেবলা, আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে এবার এখানকার মুরীদগণকে 'কেরামতে নিস্‌বতে বাতেন খাস্' দেখাইবেন, তাহা না দেখাইয়াই কি হুযুর এখান হইতে চলিয়া যাইবেন? এখানকার মুরীদগণের অনেকেই বলিতেছেন যে, আপনি মাঝে মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মী মুরীদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। মাওলানা লকবধারী ঐ ভণ্ড ওপাড়ার অনেক লোককে মুরীদ করিয়া ফেলিয়াছে। সে নাকি বৎসর বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যায়।"

ক্রমশঃ

আবুল মনসুর।

"(বার্ষিক সওগাত হইতে" উদ্ধৃত)।

আঞ্জমানে আহলে হাদিছ ত্রিপুরার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত মাঘ মাসের ৯ ১০ তারিখে, রামপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আঞ্জুমানে আহলে হাদিছ ত্রিপুরার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এক বিরাট কন্ফারেন্স হয়। আহলে হাদিছ ত্রিপুরার শায়খ জনাব শাহ্ সুফি মৌলানা মোহাম্মদ বেলায়েত আলী খোন্দকার ছাহেব, এবং জগত-পুর (কুমিল্লার) গৌরব জনাব মাওলানা আবুল মুজাফ্ফর মহাম্মদ হুমায়েন ছাহেবদ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতা নিবাসী দেশের বান্ধব জনাব মাওলানা হাজী এলাজউদ্দিন ছাহেব, আহলে হাদিছ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক জনাব মাওলানা মোহাঃ বাবর আলী ছাহেব ও বঙ্গের আহলে হাদিছের ভাগ্যাকাশে উদিত চন্দ্র ও ইমাম জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ্ নদবী ছাহেব, ঢাকার গৌরব, সুবিখ্যাত এছলাম প্রচারক জনাব মাওলানা আবদুল জব্বার আনছারী ছাহেব ও কুমিল্লার আহলে হাদিছের গৌরব, ওস্তাদ কুলশিরোমণি জগতপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী জনাব মাওলানা আবদুল আলী ছাহেব ও রামপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী সুযোগ্য কর্ণধার, ওস্তাদ কুলশিরোমণি, আহলে হাদিছ সেবক জনাব মাওলানা আহছান-উল্লা ছাহেব ও জনাব মাওলানা আবদুল আজিজ ছাহেব ও জনাব মৌলবী দৌলত আহমদ হাজী ও জনাব মৌলবী আবদুল হক ছাহেব, ও শ্রীহট্ট নিবাসী আহলে হাদিছ প্রচারক জনাব মাওলানা কেফায়েত উল্লা ছাহেব, মৌলবী হুরমুজ আলী ছাহেব ও মৌলবী শফীকোররহমান ছাহেব ও মৌলবী আবদুললতিফ ছাহেব ও চাঁদপুরের অক্লান্ত কর্ম্মী আহলে হাদিছ প্রচারক জনাব মৌলবী হাজী আবদুচ্ছামাদ ছাহেব. মৌলানা আবদুল আকবর ছাহেব প্রমুখ ওলামায়ে কেরামগণের নাম

বিশেষ উদ্যোগে [illegible] আসাম ও বঙ্গের গণ্যমান্য মাওলানা, [illegible] কনফারেন্সের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণের ভীষণ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সভায় শ্রোতৃসংখ্যা [illegible] অধিক [illegible] হইয়াছিল এবং যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত স্থিরভাবে সভার কার্য্য ও সম্পন্ন হইয়াছিল। উপস্থিত হজরত ওলামায়ে কেরামের চিত্তাকর্ষক ওয়াজ নছিহত শ্রবণে প্রায় শ্রোতাগণের অশ্রুপাত হইয়াছিল। এমন কি বাবু অশ্বিনী কুমার দাস নামক জনৈক হিন্দু পণ্ডিত সভায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আমি হানাফী মোহাম্মদী উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ভালরূপে অবগত হইয়া নিরপেক্ষভাবে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে একমাত্র মোহাম্মদী বা আহলে হাদিছগণই এসলাম গুরু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রকৃত পথের সত্য অনুসরণকারী [illegible] তাহারাই হক এবং প্রকৃত মোসলমান। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি গৃহীত হইয়াছে

১। "আঞ্জুমানে আহলে হাদিছ [illegible]" কে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহলে হাদিছ বাঙ্গালার শাখারূপে পরিণত করা হউক এবং এই কনফারেন্স প্রাদেশিক আঞ্জুমানকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে যথাসম্ভব সত্বর বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার নিজ সীমা মধ্য হইতে নিজ আঞ্জুমানে প্রতিনিধি গ্রহণ করেন।

২। ধর্ম্মকার্য্যে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করাতে, এই কনফারেন্স মহাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছে।

৩। এই কনফারেন্স সমস্ত মোসলমান ভ্রাতাগণের সঙ্গে শান্তির সহিত একতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের আন্তরিক কামনা করিতেছে।

৪। [illegible] গাজি সুলতান [illegible] সউদ (খোদা তাঁহাকে রক্ষা করুন) পবিত্র দেশ হইতে অনেক দিনের আবর্জনা দূরীভূত করতঃ তৌহিদ ও সুন্নতের পুনঃ বিস্তৃত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করিতেছেন দেখিয়া এই কনফারেন্স মালেকুল মুলুক খোদাতা'লার দরগায় উঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেছে এবং উঁহার বিরুদ্ধে যাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাদের কার্য্যাবলিকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে

৫। অত্র কনফারেন্স লক্ষ্নৌ হেজাজ কনফারেন্সে গৃহীত হজ্জ-স্থগিত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং যেহেতু বর্ত্তমানে হজ্বের পথ অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ, এ জন্য ইসলাম জগতের প্রত্যেক হজ্ব আদায়ে সক্ষম ব্যক্তিকে হজ্বে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে

অতঃপর আঞ্জুমানে আহলে হাদিছ ত্রিপুরার

নিম্নলিখিত ৩টী কমিটীর পুনর্গঠন করা হয়

(১) একজেকিউটীভ কমিটী (২) ওয়ার্কিং কমিটী (৩) জেনারেল কমিটী

শমছুল উলামা মাওলানা বেলায়েত আলী খোন্দকার সাহেব জেনারেল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট, মাওলানা আবুল মুজাফফর মোহম্মদ হোসেন সাহেব আগরতপুরী জেনারেল কমিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট

ওয়ার্কিং কমিটী।

১। মৌলানা আবদুল আলী সাহেব প্রেসিডেণ্ট ২। মৌলানা আবদুল ওয়াজিদ সাহেব চাঁদপুরী ভাইস প্রেসিডেণ্ট ৩। মৌলানা আবুল মুজাফফর মোহাম্মদ হোসেন সাহেব ভাইস প্রেসিডেণ্ট ৪। মৌলানা আহসান উল্লা সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী ৫। মৌলবী আবদুল হক ছাহেব জয়েণ্ট সেক্রেটারী ৬। মৌলবী দৌলত আহমদ হাজি জয়েণ্ট কেশিয়ার ৭। মুন্সি রেযাজদ্দিন কেশিয়ার ৮। মাওলানা আবদুল আকবর সাহেব ৯। মৌলবী তফিজদ্দিন সাহেব। ইত্যাদি সর্ব্ব সমেত ৮৭ জন মেম্বর

মোহম্মদ আহসানউল্লা জেনারেল সেক্রেটারী আঞ্জুমানে

আহলে হাদিছ ত্রিপুরা।

কর্ম্মখালী।

রামপুর মাদ্রাসার জন্য কোরাণ শরীফ ও হাদিছ শরীফ পড়াইতে পারে ও নহবো ছরফে অভিজ্ঞ একজন সুদক্ষ মোদাররেছের প্রয়োজন। আহারও বাসস্থান ফ্রি, বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া যাইবে। স্ব স্ব যোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ নিম্ন ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন। আহলে হাদিছের দাবী অগ্রগণ্য, স্থান স্বাস্থ্যকর ও যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে।

মাওলানা আহছানউল্লা সেক্রেটারী
পোঃ গঙ্গামণ্ডল, জিলা — ত্রিপুরা।

সাপ্তাহিক আহলে হাদিস।

বঙ্গীয় মোহাম্মদী আহলে হাদিস জমাত নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাবে, আপনাদের নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভাব, অভিযোগও প্রয়োজনীয় কথা গবর্ণমেণ্ট এবং সর্বসাধারণের নিকট যথাযথ পেশ করিতে পারিতেছেন না, তাহাদের আশা ভরসা, দিন দুনিয়ার বহু কামনা মাটি হইয়া যাইতেছে, এই সমূহের প্রতীকারের আদৌ কোন উপায় হইতেছে না। মাসিক আহলে হাদিস সমাজের কার্য্যে প্রাণপাত করিলেও মাসে মাত্র একবার বাহির হইয়া, প্রাণের বলবতী ইচ্ছা সত্বেও সমাজের কার্য্য যথোচিত সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক না করিয়া উপায় নাই। মাত্র ১৭/১৮ শত টাকা যোগাড় হইলেই আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক করা যায়।

আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া আঞ্জমনে আহলে হাদিস ত্রিপুরার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম আঞ্জমনে ত্রিপুরার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে আহলে হাদিস পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করা হউক। এই সাপ্তাহিক করার প্রাথমিক ব্যয়স্বরূপ উঁহারা ত্রিপুরা আঞ্জমন হইতে ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা এককালীন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঐ আঞ্জমনের সভাপতি ত্রিপুরার সর্বজনমান্য স্বনাম ধন্য নেতা জনাব মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেব সপ্তাহিকের জন্য আর্থিক সাহায্য দানের মোটা আশা দিয়াছেন রংপুর কালীদহের ঘাট, দালাল পাড়ার স্বনাম ধন্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ জনাব জেয়ারতুল্লা দালাল সাহেব ও এ বিষয়ে আর্থিক সাহায্যের আশা দিয়াছেন। আমরা ব ঙলার প্রত্যেক সমাজ প্রাণ আহলে হাদিস সর্দার, পীর আলেম, নেতা ও কর্ম্মীর নিকটেও এ বিষয়ে আর্থিক সাহায্য পাইবার আশা রাখি। আমরা আমাদের প্রিয় ও মাননীয় আহলে হাদিস ভ্রাতা ও নেতৃবৃন্দের নিকট আশা পাইলে আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক করিবার চেষ্টা করি এই সাপ্তাহিক করার প্রাথমিক ব্যয় জন্য আপনাদের যিনি যাহা এককালীন দান করিবেন, তাহা দিলে, অন্ততঃ পত্র লিখিয়া অঙ্গীকার করিলেও আমরা এ কার্য্যে প্রস্তুত হই। অপার করুণাময় আল্লাহ যেন অবিলম্বে আমাদের আশা পূর্ণ করেন। آمين ثم।

যাঁহারা আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক করিতে চান, এ জন্য সাহায্যদান করিতে চান তাঁহারা অবিলম্বে পত্র লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। বর্ত্তমান সময়ে হয় আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক করিতে হইবে, নচেৎ ইহাকে বন্ধ করিতে হইবে ; আল্লার ওয়াস্তে যেটী ভাল বিবেচনা হয় করুন।

দীন সম্পাদক।

করিতে হইত না। ইসলাম আসিয়াছিল মানবের অন্তর বাহির পরিষ্কার করিয়া তাহাকে একত্ব [illegible] করিতে; ইসলাম আসিয়াছিল পৌত্ত-লিকতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া মহান আল্লাহতায়ালার পূজা শিক্ষা দিতে; ইসলাম আসিয়াছিল দলাদলি, বাদ বিসম্বাদ দূরে ফেলিয়া শান্তি-প্রীতি আর সংপথে জীবন যাপন শিক্ষা দিতে; সমস্ত জগতের মুসল-মানকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা জাগাইয়া দিতে; একজনে অপরের দুঃখে সমান দুঃখী, সুখে সমান সুখী করিতে। কিন্তু হায়! আমাদের সে সমস্ত গুণ আজ কোথায়? আমাদের একতা, সখ্যতা, উদারতা কোথায়? আজ যে আমরা ভ্রাতৃরক্তপানে উন্মত্ত, পুত্র পিতার সহিত বিবাদে রত, এমন কি পিতার তিরোধান দর্শনে আকা-ঙ্ক্ষিত। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে, দলে দলে দ্বন্দ্ব ও হিংসার আগুন জ্বলিতেছে। এ আগুনে যে অনেকে ছারে খারে গিয়াছে; আরও কত যাইতেছে। কিন্তু মানব আকারের পশ্বাধম আমরা উহা দেখিয়াও দেখি না, শুনিতে বসিয়া চেতনা পাইতেছি না। হায় অদৃষ্ট! মুসলমান হইলে কি এমনই অধঃপতিত হইতে হইবে? এমনই অধম সাজিতে হইবে? মুসলমান তোমাদের পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া গর্বে বুক ফুলাইবার কি আছে? তোমাদের আত্ম-সম্মান আছে কি? ইমানের তেজ আছে কি? শরীরে রক্তের বিন্দু, অন্তরে খোদার ভক্তি আছে কি? যদি তাহাই থাকিত তবে এত কাল আর বিকারঘুমে ঘুমাইতে না। লজ্জা, অপমান, দরিদ্রতার গুরু বোঝা, শত শত দীর্ঘ গ্লানি ম্লানমুখে সহ্য করিতে না। তোমাদের না আছে ভাষা, না আছে ভাব। যাহা তোমাদের অন্তরের [illegible] ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি দিত, মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত, তাহা তোমরা [illegible] বিসর্জন করিয়াছ। তোমরা শিক্ষায় ছোট, [illegible] ছোট, সম্মানে ছোট, অর্থে খাট। এ সমস্ত বোঝা মাথা পাতিয়া [illegible] করিবার শক্তি আজিও

হেজাজ সমস্যা।

দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগের অধিবেশনে সভাপতি খান বাহাদুর শায়খ আবদুল কাদের সাহেব নিজের অভিভাষণে বহু বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

আমি ভারতের মুসলমানদের বিভিন্ন আন্দোলনের বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। এখন বর্ত্তমান সনে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বাহিরের সেই সকল ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে চাই। এই সকলের মধ্যে হিজ ম্যাজেষ্টি আমির এবনে ছউদ হেজাজের বাদসাহ হইয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় এই আশা করা যাইতে পারিত যে, ভারতীয় মুসলমান এই আশা করিয়া খুসী হইবে যে, আরবে এক সুদৃঢ় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মুসলমানগণ নিরাপদে ও আরামে হজ্বের ফরজ আদায় করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এবনে ছউদ কোন কোন পবিত্র মাজারের কোব্বাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। এই ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঘটনা ভারতীয় মুসলমানদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। একদল কোব্বা ভাঙ্গা। অবমাননার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন দ্বিতীয় দল কোন মজহাবী কারণের উপর ভিত্তি করিয়া ছোলতান এবনে ছউদের কার্য্যের পোষকতা করিতেছেন। এ ঝগড়া অদ্যাবধি চলিতেছে। এখন হানাফী ও আহলে হাদিস এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভেদ সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। নূতন শতাব্দীর সহিতই ইহার আরম্ভ হইয়াছে।

বিগত কয় মাসের মধ্যে আর এক ঝগড়ার সৃষ্টি হইয়াছে, সে এই যে, যখন হেজাজে এবনে ছউদের আধিপত্য এমতাবস্থায় মুসলমানদের হজ্বে যাওয়া উচিত কি না? কোন কোন লোক চেষ্টা করিতেছেন যে

কর্ম্মের সাড়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শক্তিশালী মোহাম্মদী এবং শিশু সত্যাগ্রহী, আহলে হাদিসগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইলেও এবং উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সহিত বাঙ্গালার আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের রক্তের যোগ থাকিলেও এতদুভয়ের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উক্ত পত্রিকাদ্বয় বাঙ্গলার যাবতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই এরূপ শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে, ন্যায়ের খাতিরে এ কথা আমাদিগকে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক মূল কথা হইতেছে এই যে, সমাজের এবম্বিধ মারাত্মক ব্যাধিগুলির দিকে আলেম মণ্ডলী বিশেষতঃ আহলে হাদিস পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সাহেব দৃক্‌পাত না করিলে বাঙ্গলার আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সমাজের উজ্জ্বল রত্ন পাঞ্জাব-কেশরী মৌলানা ছানাউল্লাহ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত উর্দ্দু আহলে হাদিস পত্রিকায় কতিপয় বৎসর বধি অবিশ্রান্ত লেখনী পরিচালনা করতঃ যেরূপ সফলকাম হইয়াছেন তাহা কম প্রশংসনীয় নহে। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে বিভিন্ন স্থানে বহু আঞ্জুমান গঠিত হইয়াছে যাহা সামাজিক উন্নতির একটী উৎকৃষ্ট সোপান। সম্প্রতি [illegible]পুরী মৌলবী আবদুল কাদের সাহেব ভারতীয় আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন দ্বারা ভাণ্ডার গঠন করিবার একটী মূল্যবান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই মহদুদ্দেশ্যপূর্ণ প্রস্তাবটীকে মৌলানা ছানাউল্লা সাহেব সমর্থন করিয়াছেন এবং (১) আগামী অল-ইণ্ডিয়া

---

(১) আজমগড় জেলার মৌ নামক স্থানে ১১-১২-১৩ই ফেব্রুয়ারী উক্ত আঞ্জুমনের অধিবেশন হইবে। —লেখক।

কার সম্পাদক সাহেব প্রতি সংখ্যা আহলে হাদিসে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এবং সমাজের বর্ত্তমান মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শাস্ত্রী মৌলানা মণ্ডলী এবং মোহাদ্দিসগণ আলিমগণ ও সেই সুরে সুর মিশাইয়া সকৌতুহলে উচ্চকণ্ঠে নগ্নে সাড়া দিলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা করা যায়

খাদেমুল এসলাম —
আবুল হাসান নেয়ামতুল্লা।
বাহুবল জান মাদ্রাসা, মান্দা—রাজসাহী।

অনুকরণের পথে।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিভিন্ন জাতির অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালার কোন কোন নরনারী সমাজ সভ্য সমাজের এমন কি ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া পাপের পথে ভাসিয়া যাইতে চলিয়াছেন কিন্তু পরিত্রাণের বিষয় সে দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ ও সময় অনেক দেশ বরেণ্য লোকেরও হইয়া উঠিতেছে না

আজ কাল অনেক নব্য শিক্ষিত বিশেষতঃ বিলাত ফেরতা যুবক সকল এয়াঙ্কি নাছারার পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহাদের অনুকরণে আপনাপন সুন্দরী স্ত্রীগণ সহ পথে, ঘাটে, বন, বাগানে নাচ গান এবং থিয়েটারে পরিভ্রমণ করিয়া নিজকে প্রকৃত প্রস্তাবে অসভ্য সাজাইয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করতঃ তাঁহারাই যে একমাত্র সভ্য তাহারই পরিচয় দিবার মিথ্যা প্রয়াস ও মগ্ন হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। আবার বই পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে লেখক লেখিকার অভাব যেরূপ ছিল খোদার অনুগ্রহে এখন আর

কত যে অকার্য্য সাধন করিয়াছ তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, তোমাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয়।

৩। তবু তুমি তোমাকে প্রশংসা করি। তোমার গুণে ও শক্তিতে আমি মুগ্ধ হই। তুমি আছ তাই জগৎ আজ বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতেছে। তোমা বিহনে এ জগত সংসার আজ শোকার্ত্তের ক্রন্দন ও হা হুতাশ ধ্বনিতে মুখরিত ও মানব বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত। তুমিই এই মরুভূমি তুল্য বিশ্বচরাচরকে সুশীতল ছায়া দান করিয়া মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধন করিতেছ।

৪। জীবন সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে আমার হৃদয় যে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতৃ বিয়োগ বেদনায় আমার হৃদয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, আমি আর শোক সংবরণে স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু কাল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরিয়া আমার বেদনা নষ্ট বহন করিয়া লইয়া যতই মহা কালের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে ততই, হে বিস্মৃতি, তুমি আগমন করিয়া আমার সকল শোক, সকল বেদনা ও অশান্তি দূর করিয়া দিতেছ।

৫। জননীর নিকট পুত্রের ন্যায় স্নেহের পাত্র পৃথিবীতে আর কে আছে? স্ত্রীর নিকট স্বামীর ন্যায় ভালবাসার ব্যক্তি আর কে হইতে পারে? এহেন স্নেহ ও প্রেমাস্পদ বিচ্ছেদ শোক ও তুমি স্বীয় নিবিড়াচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া চিত্ত রাজ্যের বহির্ভূত করিতে পার। তোমার কি অসীম ক্ষমতা! তোমার এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমি নিশ্চিন্ত মনে সংসারের সকল দুঃখ, যন্ত্রণা, বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে নিজ [illegible] হইতে পারিতেছি। তোমার কল্যাণে আমি পুত্র শোকে ও ভ্রাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়াও আবার নির্বিবাদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি।

৬। উঃ, স্মৃতি কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক! আমি যখন স্মরণ করি আমার গত বন্ধু বান্ধবের কথা, আমার স্নেহের সাথী সোনার মাণী

আমার প্রিয় পরিজনের কথা, আমার হৃদয় তখন দুঃখে শোকে ভরিয়া যায়, মন তখন উদাসভাবে পূর্ণ হয়, দুনিয়া তখন বিষবৎ বোধ হয়, সংসার আমি অন্ধকার দেখি। আমি সব ছাড়িয়া কেবল এই চিন্তা করিতে থাকি, কোথা গেল আমার জীবনের সুখ দুঃখের সাথী ক্রীড়া সহচর, যাহাদের সহিত আমি কত না খেলিয়াছি, কত না প্রাণের কথা মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করিয়াছি, যাহাদিগকে না দর্শন করিলে আমি প্রাণে শান্তি পাইতাম না, মন আমার আকুল হইত। হায়, আজ তাহারা কোথায়? কোথা গেলে আমি আবার তাহাদিগকে ফিরিয়া পাইব? আর কি তাহারা ফিরিয়া আসিবে? আর কি তাহাদিগকে ভাই বলিয়া বন্ধু বলিয়া আবেগভরে আলিঙ্গন করিতে পারিব? আর কি তাহাদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া ভীষণ বিপদকালে তাহাদের সদুপদেশ সুধা পান করিয়া আমার এই শোক দুঃখে জর্জ্জরিত নিরাশ তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে পারিব? সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিয়া আমার জীবনের অবসাদ ও নৈরাশ্য দূর করিয়া আর কি আমি দুরন্ত সংসার যাত্রার উদ্যমশীল যাত্রী হইতে পারিব? না, আর ত তাহাদিগকে পাইব না। তাহাদের সে আনন্দময় শান্তিময় সংসর্গ আর ত লাভ করিতে পারিব না।

৭। তবে কিসের জন্য মানব এই দুনিয়ার মোহে পড়িয়া শোক দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে? তবে মানব জীবনে শান্তি কোথায়? ইহ-জীবনের স্থায়িত্ব কোথায়? আমি আজ আছি, বন্ধুবান্ধব পুত্র পরিজন বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, কল্য আমার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমায় বিস্মৃতির অতলগর্ভে সমাহিত হইয়া যাইবে। যাহাদের কণ্ঠস্বরে আমার নাম সর্ব্বদা ধ্বনিত হয় দুই দিন পরে আর আমার সে নাম সে কণ্ঠে বাজিবে না। তাহাদের সে স্মরণশক্তি লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহাদের সুখ সম্পাদনার্থ আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি, যাহাদের জন্য সংসারের কত না বিপদ আমি নিঃসঙ্কোচে মাথা পাতিয়া লইয়াছি এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া কত না পাপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু হায়, তাহারা কি আমার জিম্মাদার হইবে? শেষ বিচারের দিন তাহারা কি আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া দুটি কথা বলিবে? না। তবে আমি এ নশ্বর সংসারে

পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে। সংক্ষেপতঃ বিস্মৃতির কল্যাণে কত যে রক্ষক ছিল অন্যে যে ভক্ষকদের পরিণত হইয়াছে। কি অদ্ভুত তোমার লীলা! কিন্তু তুমি, হে দেব, সংসারের অশান্তি দান করিলেও এই জগতের অপরিসীম ইষ্ট সাধন ও করিয়া থাক। তাই আমি তোমার শক্তিতে বিশ্বাসী।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

শ্রদ্ধানন্দ হত্যায় হিন্দুর মানসিকতা।

১। যেদিন হইতে দিল্লী নগরে আর্য্যসমাজের নেতা শ্রদ্ধানন্দ আবদুর রশিদ নামক একজন মোছলমান কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেইদিন হইতে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভারতের সমুদয় সংবাদপত্রের এবং সমুদয় হিন্দুর কণ্ঠ মিলিয়া যে ভীষণ আন্দোলন রোল তুলিয়া গগন পবন মুখরিত করিতেছে এবং জনৈক মোছলেমের অযথা কার্য্যে সমগ্র মোছলেম জাতিকে তথা পবিত্র ইছলামকে যেভাবে নিন্দাবাদ ও গালি বর্ষণ করা হইতেছে তাহাতে ভারতের আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে ভারতের শান্তি শৃঙ্খলা সৌধ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। জানি না ইহার প্রতীকার না হইলে কবে সেই কম্পমান শান্তি সৌধ ভূলুণ্ঠিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

২। মানব হত্যা বা কোন সম্প্রদায়ের নেতা হত্যা জগতে আজ নূতন নহে। পৃথিবীর আদি হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কত মানব, কত মনীষী, কত নেতা, কত ধর্মগুরু এই মানব হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? কিন্তু শ্রদ্ধানন্দ হত্যা ব্যাপারে আপামর সাধারণ হিন্দু জাতি যে অযথা অসংযত এবং হিংসা দ্বেষ দুষ্ট মানসিকতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা দর্শন করিয়া লজ্জা, ঘৃণা এবং ক্ষোভে মন স্তম্ভিত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। যে গান্ধিজী সেদিন বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছিলেন "মোছলমান আমার ভাই, হিন্দু মোছলমান একই মাতার দুই সন্তান এবং মোছলমান যদি আমাকে গালি দেয় আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে আমি তাহা সানন্দে সহ্য করিব"। কিন্তু হায়, ভারতের কি দুর্ভাগ্য, সেই গান্ধিজীও আজ হিন্দুর এই মারাত্মক আন্দোলনকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক হিন্দু জাতি ভারত ধ্বংস

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ	রমজান—১৩৪৫ ফাল্গুণ—১৩৩৩ সাল।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কোর্-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা বাকার, ২য় পারা,—

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ —

"অনন্তর যে ব্যক্তি উহা (ঐ অছিয়ত) শুনিবার পর, তাহা বদলাইবে; অতঃপর ইহা ব্যতীত নহে যে, যাহারা উহা বদল করিবে, তাহাদেরই উপর

উহার গোনাহ (পাপ) হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞ (তিনি সব শুনেন এবং ভালরূপ জানেন)"

মরিবার পূর্ব্বে যে অছিয়ত করিয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। জানিয়া শুনিয়া সেই অছিয়তের রদ বদল, কিম্বা পরিবর্ত্তন করিলে গোনাগার হইবে। এই রদ বদলের জন্য মৃত ব্যক্তি কিছুমাত্র দায়ী বা গোনাগার হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সকলের কথা শুনেন, সকলের অন্তরের নিয়ত—মনের কথাও জানিতে পারেন। মর্ম্ম এই যে, অছিয়তকারী যে অছিয়ত করিয়াছে, আল্লাহ তাহা শুনিয়াছেন, যাহাকে অছিয়ত করিয়াছিল, সেই অলী, অছী বা সাক্ষী এই অছিয়ত সম্বন্ধে যাহা করিল, আল্লাহ তায়ালা সে সমস্তই জানিতে পারেন, তিনি ইহার প্রতিফল প্রদান করিবেন।

উহার পরবর্ত্তী আয়াত,—

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ —

"অনন্তর যে ব্যক্তি অছিয়তকারী হইতে, পক্ষপাতী অথবা গোনাহ কার্য্য (হইবার) আশঙ্কা করে এবং তাহাদের মধ্যে মিটমাট (সন্ধি) করিয়া দেয়, তবে তাহার উপর কোন পাপ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়"।

মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তি ওয়ারেছগণকে বঞ্চিত করিয়া এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি অপরকে দান করিবার জন্য অথবা গরীব দুঃখীকে না দিয়া, ধনী বড় লোককে দিবার জন্য হকদারকে বঞ্চিত করিয়া, যে ব্যক্তি হকদার নহে, তাহাকে দান করিবার জন্য অছিয়ত করিতেছে (অর্থাৎ এই অছিয়তে পক্ষপাত ও গোনাহ হইতেছে) এরূপ যদি আশঙ্কা হয়, তবে এই আশঙ্কা করিয়া যে ব্যক্তি সেই অছিয়তকে বদলাইয়া অছিয়তকারী ও তাহার ওয়ারেছগণের মধ্যে, অথবা যাহাদের জন্য অছিয়ত করিয়াছে, তাহাদের ও ঐ মৃতের ওয়ারেছগণের মধ্যে মিটমাট করিয়া দিবে, সে ব্যক্তি এই বদল করার জন্য কোনরূপ পাপী হইবে না। কারণ এমতাবস্থায় সে অন্যায়কে বদলাইয়া যাহা ন্যায় তাহাই করিয়াছে

"রসুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মকবুল হজ্জের বেহেশত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নাই — বোখারী মোছলেম"।

চীন সীমান্ত, কাবুল, সিঙ্গাপুর, যাবা ও করাচী হইতে দলে দলে হাজীগণ রওনা হইয়াছেন। হজ্জযাত্রীবাহী বহু জাহাজ জেদ্দা রওনা হইয়াছে; কোন কোনটী জেদ্দায় পৌঁছিয়াছে। হাজীগণ খোদার আহ্বানে সাড়া দাও, আল্লার নিকট বেহেশত পুরস্কার পাইতে অগ্রসর হও।

তরগিব ২০৪ পৃঃ—

عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة اعوام لا يفد الي لمحروم
رواه ابن حبان في صحيحه ـ

"আবু ছাইদ খদরি (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় একজন বান্দা,— তাহার শরীর সুস্থ, তাহার জীবন যাপনের অবস্থা খুব সচ্ছল, তাহার উপর পাঁচ বৎসর চলিয়া যায় অথচ সে আমার নিকট (কাবা শরিফে) আইসে না; সে মহরুম অর্থাৎ হতভাগ্য ও বঞ্চিত। এবনে হেব্বান নিজ ছহি গ্রন্থে উহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন"।

তরগীব ২২৫ পৃঃ—

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة بزار ـ طبراني
ابن خزيمة ـ ابن حبان ـ حاكم اور حاكم نے صحيح الاسناد كہا ہے ـ

"এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন এই কাবা হইতে ফললাভ কর, ইহা দুইবার ভূমিসাৎ করা হইয়াছে এবং তৃতীয় বারে ইহা (পৃথিবী হইতে) উঠিয়া যাইবে। বাজ্জার, তবরানী, এবনে খোজায়মা, এবনে হোব্বান ও হাকেম।

"এই কাবা গৃহ হইতে ফললাভ কর" ইহার অর্থ এই যে, খোদার এই ঘরের হজ্জ সম্পাদন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর।

অতঃপর ছায়ুতি হজ্জ তরককারীর বিষয়ে ছাহাবার (রাঃ) কওল সমূহ যাহা নকল করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতিপয় উদ্ধৃত হইল।

১। হজরত ওমর বেনে খত্তাব (রাঃ) আদেশ করিতেছেন যে, 'আমি এরাদা (সঙ্কল্প) করিয়াছি যে, এই সহরসমূহে কতিপয় লোককে পাঠাইব, তাহারা গিয়া দেখিবে, যাহার নিকট সামর্থ্য আছে, আর সে হজ্জ করে নাই তাহার উপর জিজিয়া কর ধার্য্য করিবে ; (কারণ) ইহারা মুসলমান নহে'।

২। আবদুল্লা বেনে ওমর (রাঃ) বলিতেছেন "যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান ও ধনবান হয়, আর সে হজ্জ না করে তবে তার আলামত এই যে, তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থলে "কাফের লেখা হইবে ; এবনে আবি সায়বার রেওয়ায়েতে এই আছে যে, যে সামর্থ্যবান স্বচ্ছল ব্যক্তি হজ্জ না করিয়া মরিয়া যায়, সে কেয়ামতের দিনে আসিবে, তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কাফের লেখা থাকিবে"।

৩। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন,—"যদি লোক হজ্জ ত্যাগ করে, তবে আমি তাহাদের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যেরূপ আমরা (মুসলমানগণ), কেহ নামাজ ও জাকাত ত্যাগ করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি'।

৪ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন 'যদি সকল লোকে এক বৎসর হজ্জ ত্যাগ করিয়া দেয় এবং কোন ব্যক্তিও হজ্জ না করে, তবে তাহার পর আর তাহাদিগকে অবসর দেওয়া হইবে না"। (রোহোল মআনী, ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃঃ) কাশশাফ ও নেশাপুরী (তফসীরদ্বয়), হজরত ওমর বেনে খত্তাব (রাঃ) হইতে তাঁহার এই কওল নকল করিয়াছেন ; নেশাপুরী ইহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এই যে, "তাহাদের উপর আসমানী আজাব নাজেল হইবে এবং তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা হইবে"

غرائب القرآن على هامش الطبری ج ۴ ص ۲۰

তফসীর হাক্কানী, মাওয়াহেবোল কোর-আন ৪র্থ খণ্ড ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রেওয়ায়েত সমূহ আছে।

রমজান শরিফ।

আজ কি আনন্দের দিন। দুর্মতি শয়তান আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিভীষিকা পূর্ণ, বহু যন্ত্রণাগার জাহান্নামের দ্বার আজ রুদ্ধ। পারলৌকিক নানা সুখ শান্তির ভাণ্ডার জান্নাত ও আকাশের দ্বার আজ উন্মুক্ত। আকাশ মণ্ডল আজ খোদার অনুগ্রহ আবরে আচ্ছাদিত। নূরানিদেহ ফেরেস্তা—স্বর্গীয়-দূত আজ মৃত্তিকা নির্ম্মিত মানবের মঙ্গলকামনায় রত। আজ লক্ষ লক্ষ মানবের মুক্তি পাইবার দিন উপস্থিত। বেহেস্ত সারা বৎসর ধরিয়া সুসজ্জিত হইয়া মোমেনদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বর্গ-পুরবাসিনী পোরহুর হুরগণ রোজাদার পতিগণকে পাইবার নিমিত্ত খোদা তায়ালার নিকটে তমান্না করিতেছে। আহা! কি আনন্দের দিন! এ দিনে রছুলের বাণী কি সুন্দর শিক্ষা দিতেছে ;—

كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف
قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من
اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه —

"মানুষের প্রত্যেক (নেক) আমল—এক নেকির পরিবর্ত্তে দশগুণ, (এমন কি) সাত শত গুণ পর্য্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয়। আল্লা তায়ালা বলিয়াছেন, তবে রোজা (উহার ছওয়াব অসীম), যাহা আমারই (সন্তোষের) জন্য রোজা রাখে এবং আমিই উহার পুরস্কার দিব, মানুষ আমারই জন্য কাম ও সম্ভোগলিপ্সা ও পানাহার বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। রোজাদারের জন্য দুইটী আনন্দের সময় আছে, ১ম :—এফতারের সময়, ২য় :—তাহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময়। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লার নিকট মেস্ক আম্বরের গন্ধ অপেক্ষা ও সুগন্ধ

গরিব শ্রমজীবি এবং ধনী নরনারী সকলের উপর রোজা করা ফরজ। অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি রোজা করিতে একেবারেই অপারগ হইলে রোজার পরিবর্ত্তে এক মিসকিনের খাদ্য সংস্থান প্রদান করিবে। সকলে দিনে রোজা, নিশিতে তাহাজ্জদ নামাজ ও কোরাণ পাঠ প্রভৃতি উপাসনা, আরাধনায় রত থাকিবে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان —

"রসুলে খোদা (সাঃ) বলিয়াছেন, রোজা ও কোরাণ শরিফ মানুষের জন্য সুপারিশ করিবে। রোজা বলিবে, হে আমার প্রভু আমি তাহাকে দিবসের পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম হইতে বিরত রাখিয়াছি, তাহার বিষয়ে এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। কোরাণ মজিদ বলিবে, হে আমার প্রভু! আমি তাহাকে নৈশ নিদ্রা ও বিশ্রাম হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, অতএব তাহার বিষয়ে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন খোদা তায়ালার নিকট উভয়েরই অনুরোধ গৃহীত হইবে। আহা কি আক্ষেপ! এমন স্বর্ণসুযোগ ছাড়িয়া অলসতার নিদ্রায় ঘুমান মানবমাত্রের কোন মতেই সঙ্গত নহে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها قيل بما يخرقها قال بكذب او غيبة — نسائي —

"হজরত রসুলে করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, রোজা (কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আজাব হইতে বাঁচাইবার) ঢাল স্বরূপ হইবে, যদি তাহাকে (রোজাকে) নষ্ট না করে। জিজ্ঞাসা করা হইল, হুজুর! তাহা আবার নষ্ট হয় কিসে? উত্তরে তিনি বলিলেন, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা ও গ্লানি করাতে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। পুনশ্চঃ তিনি বলিয়াছেন :—

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم — بخاري —

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোজা রাখিবে, সে যেন কটু, কুবাক্য, ও ইতর ভাষা প্রভৃতি প্রয়োগ না করে, কলহ, বিবাদ হইতে শান্ত থাকে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে গালাগালি ব্যবহার পূর্ব্বক অন্যায় ব্যবহার করে, অথবা তাহার সহিত ঝগড়া বিবাদ করে, তবে তাহাকে (মৃদুস্বরে) বলা উচিত (যথাঃ) আমি রোজা রাখিয়াছি, তোমার সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতে পারিব না"। বোখারী।

আদর্শ পুরুষ মহামান্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কি বলিতেছেন শুন ;—

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه — بخاري —

"যে ব্যক্তি রোজা রাখিয়া মিথ্যা, অপবাদ, গ্লানি, অন্যায় বাক্য ও ব্যবহার ত্যাগ না করে, তাহার পানাহার ত্যাগ করার কোনই দরকার খোদার নাই। অর্থাৎ তাহার রোজা কোনই কাজে আসিবে না। স্থানান্তরে তিনি আরও বলিয়াছেন ;—

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له الا السهر —

'কত রোজাদারের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত তাহার রোজাতে আর কোনই ফল নাই ; এবং কতক তারাবি, তাহাজ্জদ ও নফল নামাজ আদায়কারীর রাত্র জাগরণ ব্যতীত আর কোনই সুফল নাই। এবনে মাজা

لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتي ان تكون السنة كلها رمضان —

'হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, (খোদার নিকট) রমজান শরিফের যে কি ফজিলত তাহা যদি মানুষ সম্পূর্ণ জানিত, তাহা হইলে আমার উম্মত সারা বৎসর রমজান হইবার জন্য খোদার নিকট কামনা করিত। তারগিব।

من افطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر —

"যে ব্যক্তি শারায়ী ওজর (সফর, পীড়া, ঋতু ইত্যাদি) ব্যতীত একটী রোজা ছাড়িয়া দিয়া (পরে সেই রোজার ফজিলত পাইবার মানসে) চিরকাল রোজা রাখে, তবু ও সে তাহার ফজিলত পাইবে না। (এবনে মাজা)

بعدا لمن ادركه رمضان فلم يغفر له اذا لم يغفر له فمتى يغفر —

"বড়ই আক্ষেপও অনুতাপের বিষয় যে, যে ব্যক্তি রমজান শরিফকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পাপ মার্জ্জিত না হয়, তাহার সেই পাপ আর কখন মাফ হইবে ? অর্থাৎ অসংখ্য ফজিলতপূর্ণ মাসের মধ্যেও পাপী যদি আপন পাপক্ষমা করাইতে না পারে, তবে অন্য সময়ে সে গোনাহ মাফ হওয়া সুদূর পরাহত।

গবর্ণমেণ্ট লোকের ধনপ্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়াছেন, যেমন হাদিছে আছে যে, একজন স্ত্রীলোক নিরাপদে ছনয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে, হেজাজ ও নজদে সর্ব্বত্র এই শান্তি ও নিরাপদতা বর্ত্তমান

واما مسئلة الهدم فان دفن رجل في مقبرة مسبلة وقفى موقوفة على دفن المسلمين ولو جعل حول القبر جدران و بنى عليها قبة فيجب هدمها لان التصرف في الارض المسبلة زائدا على قدر الحاجة حرام ويجب على الامام ازالتها —

কিন্তু কোবা মছলা, অতঃপর মুছলমানের দফনের জন্য যে গোরস্থান ওয়াক্ফ করা আছে তথায় যখন কোন ব্যক্তিকে দফন করা হয় যদি সেই কবরের পার্শ্বে চুহটী দেওয়াল দেওয়া হয় বা তাহার উপর কোব্বা নির্ম্মিত হয় তবে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজেব। কেননা ওয়াক্ফ গোরস্থানের জমীতে যে পরিমাণ প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক স্থান নষ্ট করা হারাম সুতরাং সেই স্থান মুক্ত করা মোসলেম নরপতির উপর ওয়াজেব।

وان كانت الارض مملوكة فيكره ذلك والتجصيص ايضا قال الطيبي في شرح المشكوة قال في الازهار النهي عن تجصيص القبور للكراهة وهو يتناول البناء والتجصيص وغيره والنهي في البناء للكراهة ان كان في ملكه وللحرمة في مقبرة المسبلة ويجب هدم وان كان مسجدا كذا قاله القاري في المرقاة —

আর জমী যদি নিজস্ব হয় তবে কোব্বা নির্ম্মাণ ও পাকা কবর করা মকরুহ। মোল্লা আলী কারী মেশ্কাতের শারায় লিখিয়াছেন পাকা কবর করা মকরুহ হওয়ার অর্থ এই যে, কোব্বা নির্ম্মাণ ও ইহারই মধ্যে পরিগণিত। কবর পাকা করাই [illegible]। জমী যদি নিজস্ব হয় তবে তাহাতে কবরের উপর কোব্বা নির্ম্মাণ মকরুহ আর যদি গোরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা জমীতে হয় তবে ঐ কোব্বা নির্ম্মাণ হারাম, তাহা ধ্বংস করা ওয়াজেব। যদিও তাহা মসজেদ করা হইয়া থাকে (তথাপি তাহা ধ্বংস করা যাইবে) মোল্লা আলী কারী আল্লামা [illegible] বিবরণের মধ্যে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

هكذا في الدر المختار ورد المحتار في الارض المسبلة بعدم جواز البناء مطلقا بالاتفاق واما قول بعض المشائخ الذين خالفوا فيها فلا يعتمد عليه ثم ان السلطان عبد العزيز آل السعود لما اراد هدم القباب استفتى علماء مكة في ذلك فافتوا بجواز هدمها وعمل بفتوى العلماء لا برايه وحده ونقل الفتاوى هكذا —

দোর্রোল মোখ্তার ও রদ্দোল মোহতার নামক হানাফী ফেকার হাদি-ছের পোষকতায় গোরস্থানের জন্য অক্ফ জমীতে কোব্বা নির্মাণ নাজায়েজ বলে। কোন কোন মশায়েখ—যাঁহারা এ বিষয়ে খেলাফ করিয়াছেন তাহা-তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। ছোলতান আবদুল আজীজ যখন কোব্বা ভগ্ন করিবার সঙ্কল্প করেন তখন মক্কার আলেমগণের নিকট এ বিষয়ে ফতুয়া তলব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোব্বা ভগ্ন করা জায়েজ বলিয়া ফতুয়া দেন। সুতরাং তিনি ওলামার ফতুয়া মত আমল করিয়াছেন কেবলমাত্র নিজের রায় অনুসারে উহা করেন নাই। সেই ফতুয়ার নকল এইরূপ।

জেদ্দাহ্

উম্মোল কোরা, ১০ই ডিসেম্বর ১৯২৬।

হেজাজ রাজ ও আছির রাজের একতা ও সন্ধি

একমাত্র আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা, মালেকোল হেজাজ, নজদ ও তদ-ধীন দেশ সমূহের ছোলতান এবনে ছউদ ও আছিরপতি এমাম ছাএদ হাছান বেনে আলী আদরিছীর রাজ্যের রক্ষা ও আরব দ্বীপের আছির দেশের পরস্পর বন্ধনকে সুদৃঢ় করা; পরস্পরে একতা স্থাপন জন্য উভয়ে সম্মিলিতভাবে নিম্ন-লিখিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

১। এমাম ছয়েদ হাছান বেনে আলী ইদরিছী স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরাতন সীমা যাহা ছোলতান নজদ ও এমাম ইদরিছীর ১৩৩৯ সন ১০ই

ছফদের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং যাহা ইদরিসিগণের নেতৃত্বাধীন ছিল। অদ্যকার তারিখ হইতে তাহা এই নূতন সন্ধি পত্রানুযায়ী মহামান্য হেজাজরাজ নজদ ও অধীন দেশের ছোলতানের নেতৃত্বাধীনে আসিল।

২। মহামান্য হেজাজ রাজ ও নজদ ছোলতানের সম্মতি না লইয়া কোন গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা চালান বা কাহাকে কোনরূপ অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান আছিরপতির পক্ষে জায়েজ হইবে না।

৩। মহামান্য হেজাজরাজ ও নজদ ছোলতানের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি করা আছিরের এমামের পক্ষে জায়েজ হইবে না।

৪। প্রথম দফায় বর্ণিত আছিরভুক্ত কোন অংশ হস্তচ্যুত করা আছিরের এমামের পক্ষে জায়েজ হইবে না।

৫। হেজাজরাজ নজদ ছোলতান স্বীকার করিতেছেন যে, প্রথম দফায় বর্ণিত আছিরের এলাকা সমূহের উপর আছিরের বর্ত্তমান এমাম যতদিন জীবিত আছেন তিনিই হাকেম থাকিবেন এবং তাঁহার পর ইদরিসিগণ এবং অন্যান্য আছিরবাসিগণ যাহাকে এমাম করিবেন তিনিই হাকেম হইবেন।

৬। আছিরের কোন অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন উহার বিভিন্ন বিভাগীয় শাসন পদ্ধতি নিয়মে দৃষ্টি রাখা, কাহাকে কোন পদে নিয়োগ করা, কাহাকে পদচ্যুত করা ইত্যাদি যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আছিরের এমামের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে এই শর্তে যে, তাঁহার আহকাম অর্থাৎ বিধি ব্যবস্থা শরিয়ত ও ন্যায় বিচারের মুতাবেক হইবে যেমন উভয় রাজ্যের প্রথা আছে।

৭। হেজাজরাজ ও নজদ ছোলতান অঙ্গীকার করিতেছেন যে, প্রথম দফায় বর্ণিত আছিরের কোন স্থানের উপর, ভিতর বা বাহির হইতে কোন আক্রমণ হইলে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন। উভয় পক্ষের একমতে অবস্থা ও সুবিধার অনুকূলে ইহা হইবে।

৮। এই অঙ্গীকারকে রক্ষা ও কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয় পক্ষ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

৯। উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবার পর এই সন্ধিপত্র কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

১০। আরবী ভাষায় দুইটী সন্ধিপত্র লিখিত এবং উভয় পক্ষের প্রত্যেকের নিকট তাহার একটী রক্ষিত হইবে।

১১। এই সন্ধি 'মোয়াহেদাহ্‌ এক মক্কারামাহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

১৩৩৫ সন ১২ই রবিউস্‌ আওয়াল, ১৯২৬ ইংরাজী ২১শে অক্টোবর এই সন্ধি হইল।

স্বাক্ষর

মালেকোল হেজাজ, ছোলতান ও নজদ মলহেকাতেহ্‌ আবদুল আজীজ আলে ছউদ।

এমামে আছির হাসান বেনে আলী ইদ্রিসী

সাক্ষী আহমদ সরিফ সনৌসী

প্রাচীন মোসলেম ভারত।

আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশার সময়।

ইংলণ্ডের একজন বড় সওদাগর এবং ইউনিভার্সিটীর শিক্ষিত ক্যাপ্টেন আলেক জাণ্ডার হামিলটন নামক এক ব্যক্তি কিছু তোপ ও একদল সৈন্য সঙ্গে লইয়া বাণিজ্য ও দেশ ভ্রমণের বাসনায় বাহির হন। আফ্রিকার উপকূলে আরবে ও পারস্যে বাণিজ্য করিতে করিতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতের উপকূলে লঙ্গর নিক্ষেপ করেন। ইহার পর তিনি ভারতের মধ্যে ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ ও বাণিজ্য করিতে থাকেন। দিল্লী, আগরা, আহমদাবাদ, সুরাত, ঠৈট্‌, মুলতান, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি সকল উল্লেখযোগ্য স্থানে ফিরিলেন এবং একবার দিল্লীর বাদশার দরবারেও উপস্থিত হইলেন। এই ভ্রমণকারী ইংরাজ নিজের দৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন নিম্নে তাহার কিছু সার উদ্ধৃত করা হইল।

বাণিজ্য।

ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়ে আণ্ড্রু হ্যামিলটন লিখিতেছেন যে, ভারতীয়দের নিকট বড় বড় ও ভাল জাহাজ আছে। অন্য একস্থলে লিখিতেছেন যে, মালাবারের সমুদ্রোপকূলে এক জাতি বাস করে, ইহারা ইউরোপ মহাদেশে মৎস্য সকল প্রেরণ করিয়া থাকে। সাধারণভাবে লোক ভারত হইতে লৌহ ও মূল্যবান জহরত এবং যাহার সহিত দুনিয়ার অন্য কোন রঙের তুলনা করা যাইতে পারিত না এমন এক প্রকার রঙ ইউরোপে পাঠাইতেন। ভারতীয় বণিক (সওদাগর) দিগের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থলে লিখিতেছেন,—

সুরাতে (বোম্বাই) আবদুল গোফুর নামে একজন সওদাগর ছিলেন। একমাত্র তাঁহার তেজারতী মূলধন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত তেজারত (ব্যবসা) ও মূলধনের সমান। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের স্বচক্ষে দেখা বিষয় লিখিতেছেন "আমি দেখিলাম এক বৎসরে প্রায় কুড়িখানি জাহাজ মহল ভরিয়া তিনি (বাণিজ্যার্থ বিদেশে) প্রেরণ করেন, আবার তাঁহার প্রত্যেক জাহাজ তিন শত হইতে আটশত টন পর্য্যন্ত মাল ধরে যাইত। [illegible] এক একটাতে কেবলমাত্র তাঁহার নিজের মাল দশহাজার হইতে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে জাহাজ সকল এই মাল বাহিরে চালান দেওয়া শেষ হইতে তখনও ভরিয়া, [illegible] জন্য তাঁহার নিকট উহা অপেক্ষা অধিক মাল তাঁহার নিকট অবশিষ্ট থাকিত।" আর একস্থানে ভারতের সাধারণ বাণিজ্যের অবস্থা লিখিতেছেন, "ইহাতে সন্দেহ নাই যে বাদসাহ আওরঙ্গজেবের সময়ে ইউরোপের বড় বড় দেশ ও ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা (মোকাবেলা) করিতে পারিত না।" আর একস্থানে লিখিতেছেন, "দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সমস্ত উপকূলে বাণিজ্য সম্ভারে পূর্ণ বড় বড় জাহাজ চলাফেরা করিতেছে।" আর একস্থলে লিখিতেছেন, "বাঙ্গালার কেবল হুগলী নদী হইতে প্রতি বৎসর ৫০।৬০ হাজার মহল পরিপূর্ণ জাহাজ বাণিজ্যের জন্য ভারতের বাহিরে পাঠান হয়। এক এক হাজার

মাইল দূর হইতে এই সকল মাল ছোট ছোট নৌকায় করিয়া আনিয়া জাহাজ ভর্ত্তি করে এই সকল দ্রব্যের মধ্যে আফিং, শুঁঠ, লঙ্কা (মরিচ) তামাক এবং কাপড়ই বেশীরভাগ থাকে

শান্তি ও নিরাপদতা।

কাপ্তান হামিল্টন নিজের এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের ভূমিকায় লিখিতেছেন, "ভারতে ন্যায় বিচারের ফোয়ারা একান্ত শান্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে, যদিও কোন কোন সময় ঐ ফোয়ারার পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ধারাকে ঘুষের তৃণাদি পড়িয়া ময়লা করিয়া ফেলে কিন্তু সেই সময়ের অবস্থা মোটের উপর তথাপি ও এই যে, ক ল রঙ ভারতীয়দের মধ্যে ঘুষ গ্রহণ তত বেশী নাই যত (ইউরোপীয়) গোরা চাম্‌ড়া ওয়ালাদের মধ্যে আছে"। আর একস্থানে লিখিতেছেন, "এ দেশের রায়তগণ এতদূর আইন কানুন মানিয়া চলে যে, ডাকাতি ও নরহত্যার সংবাদ অতি অল্পই শুনা যায়; অপর দেশীয় বাসেন্দা এ দেশে যে কোন স্থানে চলিয়া যাউক, ইহাও ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে সে কোথায় যাইতেছে এবং কেন যাইতেছে? কাপ্তান হামিল্টন সাহেবের ভারতে একাদিক্রমে ২০ ২৫ বৎসর উপর্য্যুপরি ছফর করার হালেও কেবলমাত্র একবার ডাকাইতের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহার বিবরণ এই,—

"এক ক ফেলার (যাত্রিদলের) সহিত সুরত সহরে যাইতেছিলেন ভারত সীমান্তের বাহির বেলুচিস্থান হইতে আসিত এরূপ কতিপয় ডাক তের এক দল এই যাত্রিগণকে বাধা দিল কাপ্তান এবং তাহার কর্ম্মচারিগণ বড়ই বীরত্বের সহিত মোকাবেলা করিয়া তাহাদিগকে ভাগাইয়া দেন। যাত্রিগণের উপর এই বীরত্বের অত্যন্ত প্রভাব পড়িল উড়িতে উড়িতে সুরতে এই সংবাদ গিয়া পড়িল, যখন ইহারা সকলে সুরতে পৌঁছিলেন তখন সহরের লোক মিঠাই উপহার লইয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন সরকারী গবর্ণর অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য অলঙ্কারে সজ্জিত কতিপয় ঘোড়া এবং একজন বডিগার্ড পাঠাইয়া দেন ইঁহাদের সমস্ত মাল আস-

বাদের মাসুল মাফ করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং গবর্ণর একদল সৈন্য লইয়া ডাকাতদিগকে সাজা দিবার জন্য রওয়ানা হইলেন।

জমীদার, ৯ই জানুয়ারি।

হজ্ব ও হেজাজ সংবাদ।

ওম্মোল কোরা ১০ই ডিসেম্বর—জমাদিওস্সানির ২৮শে তারিখে ভারত হইতে দারা নামক জাহাজ জেদ্দা পৌঁছিয়াছে। তাহাতে ৮৫ জন ভারতীয় হাজী আছেন।

হলদের জাহজ সিঙ্গাপুর হইতে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে যাবার হাজী ৮১ জন আসিয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর—সিঙ্গাপুর হইতে ইংরাজের দুইখানি জাহাজ আসিয়াছে তাহাতে ৪৬৬ হাজী, তন্মধ্যে ৫৩ জন হেজাজের মহাজেরিনা। হাজী সমস্ত যাবার হাজী

হেজাজের মদিনা মনুয়োরা হইতে নজদের কছিম পর্য্যন্ত মোটর যাতায়াতের উপযোগী করিয়া ছোলতান এবনে ছউদের আদেশে রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর,—দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পত্র আসিয়াছে যে, তত্রত্য মুছলমানের বহু জমাত ৪ বৎসর হজ্বে আসা বন্ধ থাকার পর এ বৎসর খোদার ঘরের জেয়ারত অর্থাৎ হজ্বে আসিবার সকল্প করিয়াছেন।

মক্কা হইতে মদিনা—গত সপ্তাহে মদিনা সরিফ হইতে একটী মোটর-কার ১১ ঘণ্টায় মক্কা সরিফে আসিয়াছে

বিভিন্ন জাহাজে ৮৬১ জন হাজী জেদ্দায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হলণ্ডের জাহাজে যাবার আর ৪৮ জন হাজী আসিয়াছে।

৮ই জানুয়ারি,—বাতাবিয়া হইতে এক জাহাজে ১৩৫৬ জন হাজী জেদ্দা বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর হইতে এক জাহাজ আসিয়াছে, তাহাতে ৫৭৮ জন হাজী জেদ্দা বন্দরে পৌছিয়াছে।

১লা রজব সিঙ্গাপুর হইতে এক জাহাজ জেদ্দা আসিয়াছে, তাহাতে যাবার ৯০৭ জন হাজী আছে।

হজ্বের আহকাম শিক্ষা দেওয়া, পূর্ব্বে পথ্য দেওয়া প্রত্যেক বন্দরে হাজীদের আশ্রম প্রস্তুত করা, ষ্টেশন মাষ্টার ও জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হাজীদের অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাহার প্রতীকার করা ও সফরের মধ্যে হাজীগণের সুখ সুবিধা বিধান করার উদ্দেশ্যে ভারতের পূর্ব্ব উপদ্বীপে একটী হজ্ব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারি,—সিঙ্গাপুর হইতে আগত একটী জাহাজে যাবার ১১৬৫ জন হাজী জেদ্দায় পৌছিয়াছে। বাতাবিয়া হইতে আগত জাহাজে যাবার ১৬২৪ জন হাজী, বোম্বাই হইতে এক জাহাজে ৩৩ জন বোম্বাই হাজী জেদ্দায় পৌছিয়াছে। মক্কা হইতে যাবার হাজীর বহু কাফেলা হজরত নবীর জেয়ারত জন্য মদিনা মনওয়ারা যাইতেছেন।

জেদ্দা হইতে মক্কা শরিফে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে মোটর যাইতেছে।

জেদ্দার সওদাগরগণ এ বৎসর বহু হজ্বযাত্রীর সমাগমের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন। যাবা হইতে ২৫ হাজার হাজী টিকিট ক্রয় করিয়াছেন।

জালালাতোল মালেকের ছফর।

জালালাতোল মালেক হেজাজরাজ নজদ ছোলতান এবনে ছউদ মোটর আরোহণে জেদ্দা হইতে কজিম উপস্থিত হন। অধিবাসিগণ সহাস্যে ও পরমানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লন। ন্যায়বিচার ও শান্তিস্থাপন জন্য তাঁহার প্রশংসা ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন। সহরে নিমন্ত্রিত হইয়া আরবীয় প্রথায় খানা আহার করিয়া সন্তুষ্ট হন। পরদিন রাবেগের দিকে রওয়ানা হন। সহরবাসী তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা ও মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

সহরের নিকটবর্ত্তী হইলে সহরের আপামর সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছোলতানের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হয়। অশ্বারোহী এক-দল লোক ইহাদের অগ্রভাগে ছিল। নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন ও গীত গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইল। সকলে আসিয়া মহামান্য ছোলতানের গাড়ী বেষ্টন করিয়া লইল। সকলেই মহামান্য বাদসার মঙ্গলময় যুগের প্রশংসা করিল। তাঁহার সময়ে যে সুখশান্তি ও খাদ্যের স্বচ্ছলতা হইয়াছে, জুলুম অত্যাচারের কাল অতীত হইয়াছে সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং আল্লার চিরসহায়তা লাভের জন্য দোওয়া করিতে লাগিল।

সহরে প্রবেশ করিলে সানন্দ বদনে সকলে আসিয়া তাঁহাকে ছালাম জানাইল। সকলের মুখমণ্ডলে আনন্দ ও প্রীতির চিহ্ন। যে গৃহে বাদসাহ নামিলেন তাহার দ্বারদেশে নজদীয় সবুজ পতাকা বায়ুভরে উড্ডীয়মান হইয়া বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

বাদসাহ ও তাহার সহচরগণের জন্য প্রস্তুত গৃহসমূহ পরম সুন্দর ও মূল্যবান শয্যায় সজ্জিত করা হইল। তাঁহারা তথায় পরমানন্দে তিনদিন নিমন্ত্রণ খাইয়া অতিবাহিত করিলেন। ছোলতান রাবেগের সমুদ্রোপ-কূলের বন্দর, তথায় নির্ম্মিত সরকারী প্রাসাদ তদুপরি নজদীয় পতাকা

পরিদর্শন করিলেন অতঃপর মদিনা যাত্রা করেন

মহাসমারোহে মদিনায় প্রবেশ করেন মদিনায় মিসরের যে তাকিয়া আছে তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ ছোলতানকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান। তাঁহার প্রশংসা ও গুণকীর্ত্তণ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু মিসরবাসকে এছলামের খেদমতের কার্য্যে সহায় হইবার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন।

তাহার পর মদিনার সর্ববশ্রেণীর লোক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোলতানকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হইল, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ ও ভালবাসা জানাইয়া তিনি সকলের সহিত ছালাম মোছাফাহ করিয়া নিজের খাছ রাজকীয় মোটরে আরোহণ করিলেন তাঁহার পশ্চাতে আরও পনেরটী মোটর চলিল। ছোলতানের দেহরক্ষী সৈন্য ও রাজাদেশে নজদের পথে অগ্রসর হইল তিনি তিনদিনে নজদ রাজধানী রেয়াজে উপস্থিত হইবেন।

ওস্তোল কোরা

হজ্জ বন্ধের প্রস্তাব ব্যর্থ।

লক্ষ্ণৌ কনফারেন্স ভারতীয় মুছলমানদের ইজ্জ্বর বিরুদ্ধে মাহমুদাবাদের রাজা প্রভৃতি বেদাতীদের মেলে কেবল ছোলতান এবনে ছউদের সঙ্গে হেজাজের লোকদের, আল্লার ঘরের পড়শীদের, খোদার ঘরের এবং আল্লাহ ও রসুলের উপর শত্রুতা করিয়া হজ্জবন্ধের প্রস্তাব করিয়াছিল সে জন্য খোদ্দামোল হরমাইনীদের চেষ্টার ত্রুটীও হইতেছে না। কিন্তু এই লক্ষ্ণৌ কনফারেন্স ও খোদ্দামীদের মালুম হইয়া গিয়াছে যে, নগণ্য দু'চারি জন বেদাতী ছাড়া সমগ্র মোছলেম জগৎ তাঁহাদের এই প্রস্তাবকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন অতি সত্বর ডাক্তার আনছারী সাহেবের ন্যায় ভারতীয় নেতার বেগম সাহেবা হজ্জে রওয়ানা হইতেছেন। হেজাজেই রমজান কাটাইবার তাঁহার এরাদা। অন্যের কথা থাকুক খোদ মাওলানা শওকত আলীর ছাহেবজাদা (পুত্র) মিষ্টার জাহেদ সাহেবও হজ্জে রওয়ানা হইবার সঙ্কল্প করিয়া সারিয়াছেন,

ইনি হজ্বের কাছাকাছি সময়ে যাইবেন এবং সত্বরে ফিরিবেন।

হজ্বযাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

হজ্ব বিভাগের ব্যবস্থা

মক্কার আমানতদার দেয়ানতদার বিশ্বাসী ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া হেজাজরাজ মোতায়েফ অর্থাৎ হাজীদের জন্য মোয়াল্লেম নিযুক্ত করিবেন। হাজীগণের সম্মতি ও সাবেক দস্তুর মতাবেক হাজীদের ভাগ বণ্টন হইবে

১। মোতায়েফের বা মোয়াল্লেমের কর্ত্তব্য।

(ক) হাজীগণকে তাহাদের মজহাব মতাবেক হজ্ব প্রণালী শিক্ষা দান করিবে

(খ) হাজীদের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সরবরাহ করিবে। তাহাদের যাওয়া আসার এন্তেজাম করিবে

(গ) হাজীগণকে তাহাদের মজহাব মতাবেক হজ্বের যাবতীয় কার্য্য আদায় করাইবে

(ঘ) হাজীদের আরাম, মাল ও স্বাস্থ্যের হেফাজতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিবে না।

(ঙ) হাজীদের খেদমতের জন্য এমন সরিফ (ভদ্র) উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক সংগ্রহ করিবে যাহারা হজ্বের যাবতীয় কার্য্য ভালরূপে জ্ঞাত আছেন। যদি এই সকল খাদেমগণ দ্বারা তাহাদের এই সকল করণীয় কার্য্যে কোন কশুর হইয়া পড়ে তবে মোতায়েফ অর্থাৎ মোয়াল্লেমগণ আপন আপন কশুরের জবাবদিহী করা ব্যতীত ইহারও জবাবদিহীর জন্য দায়ী হইবেন।

(চ) সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী হাজীকে এক গৃহে রাখিতে পারিবে না। যদি কোন হাজী পীড়িত হন, তবে সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগকে তাহার সংবাদ দিতে হইবে।

২। জমজমীদের কর্ত্তব্য।

হাজীগণকে জমজমের পানী পান করাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত হজ্ব সমাপন না হয় হাজীদের জন্য হরম শরিফে পাঁচ অক্ত আএন মাজ বিছাইবে এবং হাজীদের আরাম ও সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

মোখারে্জ।

কয়েকটী করিয়া মোতায়েফ বা মোয়াল্লেমের উপর একজন করিয়া মোখরে্জ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে

মোখারে্জের কর্ত্তব্য কার্য্য।

সোগদোফ এবং উঁটের এন্তেজাম করিবে, তাহাদের ক্ষমতা মতো- বেক তাহাদের উপর বোঝা চাপ হইবে। উটওয়ালা প্রভৃতি কোন কশুর করিলে মোখাররেজ ত হার জন্য দায়ী হইবেন।

মোকাওবেমিন ও তাহাদের কার্য্য।

ইঁহারা মদিনার রাস্তায় হাজীদের আরাম ও সুখ সুবিধার খেয়াল রাখিবেন, তাঁহাদের আসবাব ও জিনিসপত্রের হেফাজত করিবেন। সামান ও আসবাবের হেফাজত, আরাম ও সুখ সুবিধার বিধান করাই মোকাওবেমিনের কার্য্য

মোতায়েফের অর্থাৎ মোয়াল্লেমের উকীল।

জেদ্দার প্লাটফরমে হাজীগণকে অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করা মোয়াল্লে মের নিয়োজিত উকীলের কার্য্য ইহ সাবেক দস্তুর মতাবেক হইবে। সে দস্তুর এই যে—জেদ্দা বন্দরে হাজীগণকে তাহাদের মোয়াল্লেমের নাম জিজ্ঞাসা পরে দফতরে তাহাদের নাম লিখিয়া লওয়ার পর নৌকাধারা তাহাদের সমান ও আসবাব লইয় যওয়া হাজীদের আড্ডায় সেই সমস্ত পৌছাইয়া দেওয়া, উট ইত্যাদির সংগ্রহ করা, হাজীদের জন্য ছওয়ারী ইত্যাদির এন্তেজাম করা হাজীগণকে তাহাদের সমস্ত সামান ও অসবাবকে হেফাজতের সহিত মক্কায় পৌছাইয়া দেওয়া ঐ উকীলের কার্য্য। এ সব পাসপোর্ট দেখিবার পর হইবে।

জেদ্দায় নকিব ও তাঁহাদের কার্য্য।

এই উকীলগণ জেদ্দার নকিবগণের অধীনে পরিচালিত হইবেন। কোন বিষয়ে ঝগড়া বা মতবিরোধ ঘটিলে, জেদ্দার নকিবগণই তাহার ফয়সালা (মীমাংসা) করিবেন। হাজীগণকে, তাঁহাদের সমস্ত জিনিস-পত্রকে ও তাঁহাদের মোয়াল্লেমকে দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ করা এবং শীঘ্র মোয়াল্লেম-সর্দ্দারগণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া এই সব নকিব করিবেন

সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য।

হাজীগণের থাকিবার সমস্ত ঘর ইঁহারা ভালরূপে দেখা শুনা করিবেন। প্রত্যেক কামরায় সংখ্যায় কতজন হাজী থাকিতে পারিবেন, তাহার একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবেন। হাজীগণের সমস্ত গৃহের মধ্যে গিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিবেন। আর যদি কোন কামরায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশী হাজী থাকেন, তবে হজবিভাগের প্রধান কর্ত্তার নিকট সে সংবাদ পৌঁছাইবেন

ডিস্‌পেন্সারি ডাক্তারের কার্য্য।

হজ্জের সময়ে হাজীদের সমাগম যখন, সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তাহার চেয়ে বেশী ডাক্তার রাখিতে হইবে। হাজীদের স্বাস্থ্যের হেফাজত করিতে হইবে, সকল প্রকারে তাঁহাদের আরাম ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন।

মদিনার উকীলগণের কার্য্য।

আগমন হওয়া হাজীদিগকে গ্রহণ করা, তাঁহাদিগকে ছাফ পরিষ্কার গৃহে রাখা, আরাম ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা, যতদিন থাকিবেন তাঁহাদের খেদমত করিতে থাকা, তাঁহাদের আসবাব ও সামানের হেফাজত করা এই উকীলের কার্য্য।

হাজীগণের কর্ত্তব্য কার্য্য।

হাজীগণ হেজাজের যে কোন স্থানে থাকিবেন, আপন মোত্তাওয়েফ অর্থাৎ মোয়াল্লেমের নাম বলিবেন, এবং সে মোয়াল্লেমের নিয়োজিত

উকীলকে নিজেদের সমস্ত সামান ও আসবাব সমর্পণ করিবেন এবং তাহার উপদেশ মত আমল করিবেন। হাজী যদি ইহার কোন অন্যথা করেন, তবে মোয়াল্লেম সে জন্য কোনরূপ দায়ী হইবেন না

ওম্মোল কোরা।

বৈরুতের এক তারের সংবাদে প্রকাশ যে ইরানী হজ্বযাত্রিপূর্ণ দুইটী মোটর দামেস্কে উপনীত হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট জানা গেল যে, ইরান অর্থাৎ পারস্য গবর্নর এ বৎসর হজ্বের ফরজ আদায় করণে অনুমতি দিয়াছেন এবং এবার বহু সংখ্যক ইরানী হাজী (হজ্বে) আসিবেন।

জাহাজ ভাড়া বোম্বাই হইতে জেদ্দা পর্য্যন্ত যাতায়াত ১৯৫৲ টাকা, বোম্বাই মছাফেরখানা হইতে জাহাজ পর্য্যন্ত আসবাব লইয়া যাইবার কুলী ভাড়া ১ ০, জেদ্দার নৌকা ভাড়া প্রথম শ্রেণী ১৷০, দ্বিতীয় শ্রেণী ৸৵০, তৃতীয় শ্রেণী ।৶০, জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইবার ভাড়া ।০, জেদ্দা সমুদ্র তীর হইতে বাসা ঘর পর্য্যন্ত মালপত্র লইয়া যাওয়ার ভাড়া ৸০, জেদ্দা হইতে মক্কা পর্য্যন্ত উটের ভাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি ৭৷০, সোগদোফের ভাড়া আরও ২৷০, জেদ্দা মিউনিসিপালিটী ০, জেদ্দার উকীল ১ ০, বাহরা মুন্সীল ।০, সোগদোফের জন্য সিঁড়ি, রসি, থলে প্রভৃতি ৸০

মক্কা ও আরফার ব্যয়।

মক্কায় ঘর ভাড়া ১৪৷০, মোয়াল্লেমী ১৫৲, জমজমী (এই ব্যক্তি প্রত্যহ হাজীর ঘরে, জমজমের পানী যোগ দিবে এবং কা'বা শরিফে বসিবার জন্য কাপড় বিছাইবে) ৩৲, আরফা পর্য্যন্ত যাতায়াত উটের ভাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি (জিলহজ্জের ৮ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত) ১৮৲, সোগদোফ ২৲, আরফায় তাম্বু ৪৲, মনায় কোরবাণীর জন্য ছাগল ৫৲, দুম্ব ১০৲

মদিনার ব্যয়।

যাতায়াতের উট ভাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি ৭০৲, সোগদোফ ৫৲,

তেলবাতি ও একজন দোভাষী সাথি ৫০, চাটাই, রশী, মোশক, ছোরাই ইত্যাদি ৩৲, মদিনায় ৮ রোজ থাকিবার জন্য বাসা ভাড়া ২৲, মদিনার মোয়াল্লেমী ২০, ৮ দিনের সরকারি টেক্স ৩৲

ফিরিবার সময় ব্যয়।

লোক সাধারণভাবে মদিনা হইতে জেদ্দা আসিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মদিনা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসেন, পুনঃ জেদ্দা যান তাঁহাদিগকে উটের ভাড়া সাধারণভাবে আরও প্রত্যেককে ৬।৭৲ টাকা বেশী দিতে হয়। জেদ্দায় ঘর ভাড়া তিনদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৵০, ফিরিবার সময় জেদ্দার উকীল ।০, বাসা হইতে সাগর তীর পর্য্যন্ত কুলী ভাড়া ৷৵০, জাহাজ পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া ।০

অন্যান্য খরচ।

বদ্দুদের বখসেস ইহার মধ্যে গণ্য নহে, যাহার যাহা খুসী দেয়, না হয় না দেয়, কোন জোর জবরদস্তি নাই। পানীর ব্যয় আন্দাজ মাসে ১০৲ টাকা পড়ে, মাঝারি রকমের খানা প্রত্যেক দিন ১৲, খাবার খরচ ইহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে; যাহারা জমজমের পানী, তসবীহ, ছোরমা, মদিনার খেজুর প্রভৃতি তাবারোক ও তোহফা দেশে লইয়া যাইতে চান তাঁহাদের এ জন্য কম পক্ষে ২৫৲ আলাদা রাখা চাই; সাধারণ খয়রাত ইত্যাদির জন্য ও ২০।২৫ টাকা সঙ্গে লওয়া চাই।

হাজীদিগের প্রতি বিশেষভাবে সদুপদেশ।

হাজী যদি নিজের টাকা আপনার নিজের নিকট রাখিয়া দিতে চাহেন, তবে টাকা গুলি যেন নোট করিয়া লন, কারণ তাহাতে টাকাকড়ি রাখার কষ্ট ও অসুবিধা হইতে বাঁচিবেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম এই যে, দিল্লী চাঁদনীচক, হাজী আবদুল গফ্ফার সাহেবের মারফতে হাজী আলীজান সাহেবের কুটীতে টাকা জমা দেন; অথবা পোষ্ট নম্বর ৩, নাগদেবী ষ্ট্রীট বোম্বাই, আবদুল্লা ভাই আবদুল কাদের সাহেবের নিকট জমা দেন। এই দুই করমে জমা দেওয়া টাকা জেদ্দা, মক্কা, মদিনা তিন জায়গাতেই পাইবেন।

জাহাজের জন্য হাজীদিগকে নেবু, আঙ্গুর সেরকা, চূর্ণ (হজমী) এছবগুল, তোখমে রায়হান অবশ্য অবশ্য লওয়া উচিত।

মোট খরচের অনুমান।

৫৫০ সাড়ে পাঁচশত টাকা হইলে মদিনা পর্য্যন্ত যাতায়াতে চলিবে; ছয়শত হইলে খুব স্বচ্ছলতার সহিত চলিবে। যাঁহারা হজ্জ করিয়া মক্কা সরিফ হইতে ফিরিতে চান, তাঁহাদের ১৫০ দেড়শত টাকা কম অর্থাৎ ৪০০ চারিশত টাকা পর্য্যন্ত হইলে চলিবে, ৪৫০ হইলে খুব যথেষ্ট

যাঁহারা এ বিষয়ে আরও বেশী কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

সেখ এরিয়া নেনে মাহবুব ছিদ্দিকী নাএব আমিন আহ্ছেন মরহুম পাইবেন।
আবদুল্লা ভাই আবদুল কাদের সাহেবের মাকানে পৌছে।

পোষ্ট নম্বর ৩, মামদেবী ষ্ট্রীট, বোম্বাই।

জাহাজ ছাড়িবার তারিখ।

প্রথমে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, টার্ণার মারিসন কোম্পানীর জাহাজীর জাহাজ ২৭শে ফেব্রুয়ারি জেদ্দা রওয়ানা হইবে। আশার বিপরীতে আগত হাজীগণের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং দিন দিন বহু হাজী আসিতে থাকায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি না গিয়া ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঐ জাহাজ করাচী (বোম্বাই) হইতে ছাড়িবে। ছোলতানিয়া জাহাজ ৪ঠা মার্চ্চ রওয়ানা হইবে। মামাজী কোম্পানীর এজেন্ট, জাহাজ জলজালের ভাড়া ১২০ একশত কুড়ি টাকা লইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, জাহাজ ভাড়া একশত পাঁচ বা একশত দশ পর্য্যন্ত লাগিতে পারে; জাহাজ ভাড়ার সঠিক সংবাদ বলা যায় না। কারণ রোজ ছুতা'র ভাড় কম বেশী হইয়া যায়। হজ্জযাত্রিগণের কর্ত্তব্য যে তাহারা ফেব্রুয়ারির শেষ তারিখ পর্য্যন্ত করাচী উপস্থিত হন, রেলভাড়া ছাড়া ৪৫০৲ হইতে ৫০০ পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকা চাই। করাচী হাজী ক্যাম্পে এ যাবৎ ছয়শত হাজী উপস্থিত হইয়াছেন। বোম্বাই হইতে চারিশত হাজী জাহাজীর জাহাজে যাইবে, বাকী ছোলতানীয়া ও জলজালে জাহাজে প্রতিদিন হাজীর আমদানী যথাযথরূপ আছে।

হাফেজ শরিফ,

নেপার রোড, করাচী।

২৪ পরগণায় আর্য্য সমাজী।

আমাদের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। আর্য্য সমাজীর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধি আন্দোলন সমগ্র ভারতে যে অশান্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে তাহার লোল শিখা বাংলা দেশেও প্রবিষ্ট হইল। গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার বসিরহাটের অন্তর্গত উত্তর চাতরা গ্রামে সনাতন হিন্দুর সহায়তায় আর্য্য-সমাজবাদীদের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভা সংবাদ স্থানীয় মোছলমানগণ মাত্র ২ দিবস পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরা উক্ত সভার ধার্য্য তারিখ মাত্র একদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ই ফাল্গুন জানিতে পাই। আঞ্জমনে আহলে হাদিস অফিসে উক্ত সংবাদ পৌঁছান মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা কলিকাতা হইতে একদল উপযুক্ত প্রচারকসহ উক্ত সভায় উপনীত হই। স্থানীয় মোছলমান ভ্রাতাদের উৎসাহ, একতা এবং ইছলাম প্রচারকদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আর্য্যপ্রচারক মহাশয়গণ তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় পরিবর্ত্তন করেন এবং হিন্দু মোছলেমের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। জনৈক হিন্দু পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্ম ও ইছলাম ধর্ম্মের সুখ্যাতি বর্ণনা করিতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি হিন্দু কি মোছলমান প্রত্যেকে যদি স্বধর্ম্মে নিষ্ঠ এবং ভক্তিমান থাকে তবে ভগবান তাহাকে মুক্তি দিবেন" এইরূপে তিনি অসংখ্য উৎসাহী ও তেজোদ্দীপ্ত মোছলমানগণের সন্তোষজনক অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। অবশেষে তিনি অতি চতুরতার সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে বলেন "হিন্দুর ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে দ্বিতীয় নাই"। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করেন কিরূপে তিনি আমেরিকায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করেন তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার পর আমাদের পক্ষের মৌলবী আমির আলম ছাহেব নামক জনৈক ইছলাম প্রচারক ইছলামের সৌন্দর্য্য, শিক্ষা ও উদারতা বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্বক স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে ইছলাম ধর্ম্ম সাম্যে, উদারতায়, মাহাত্ম্যে এবং অটল আল্লাভক্তিতে জগতের সেরা ধর্ম্ম। তাঁহার সেই প্রাণস্পর্শী ইংরাজি, বাংলা ও উর্দ্দু বক্তৃত দ্বারা

ইছলামের শিক্ষা অবগত হইয়া সভাস্থ মোছলমানগণের উৎসাহ দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁহাদের "আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। যদিও সেই সভা হিন্দু কর্ত্তৃক আহূত এবং হিন্দু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল তথাপি স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছিল যে উহা মোছলমানদের একটী ধর্ম্ম সভা। মোছলমানের এই উৎসাহ দর্শন পূর্ব্বক হিন্দুগণ স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া সভাভঙ্গ ঘোষণা করিল। মোছলমানগণ সভা কায়েম রাখিবার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহারা এবং হিন্দু পুলিশ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অতঃপর পুলিশের সহায়তায় তাহারা অতি তৎপরতার সহিত আলোকমালা স্থানান্তরিত করাতে সভাস্থল রজনীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সুতরাং মোছলমানদিগকে বাধ্য হইয়া সভাভঙ্গ করিতে হইল।

২। মোছলমানদের এই সফলতা এবং আর্য্য সমাজীদের এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হওয়ার মূলে ইছলাম প্রচারকের সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং সাধারণ মোছলমানের উৎসাহ ও উদ্যমই যে প্রধান কারণ তাহা আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। এই কার্য্যে আমরা স্থানীয় মোছলমানগণকে বিশেষতঃ চণ্ডীপুরবাসীদিগকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩। এই ঘটনার দ্বারা আমরা এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, মোছলমান জন সাধারণ যদি ইছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য জানিতে পারে এবং প্রকৃত নেতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় তবে আর্য্য সমাজ দূরে থাকুক জগতের কোন মতবাদী তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। শুদ্ধিজালে অন্তর্ভুক্ত হয় কাহারা? তাহারা—যাহারা ইছলামের শিক্ষা ও ইছলামের মাহাত্ম্য জানে না—যাহারা ইছলাম হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। অথবা যাহারা চালকহীন তরণীর ন্যায় সমাজ নেতার অভাবে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেখানে মোছলমানের মধ্যে এই অমুছলমানী ভাব বর্ত্তমান আছে সেই খানেই সকল বিধর্ম্মী প্রচারকের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইতেছে। মোছলমানের এই যে অজ্ঞানতা এবং অনৈছলামিক ভাব ইহার জন্য দায়ী কাহারা? দায়ী শিক্ষিত এবং আলেম সমাজ। যদি আমাদের আলেম ও শিক্ষিত সমাজ আজ আর্য্যসমাজী প্রচারকদের ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মশীল ও স্বার্থত্যাগী হইতেন। যদি

তাঁহারা আজ স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া আপন আপন গৃহে অকর্ম্মণ্যাবস্থায় কালযাপন না করিতেন তবে কি আজ মোছলমান জাতি তুচ্ছ আর্য্যসমাজীর শুদ্ধি ভয়ে প্রকম্পিত হইত। ক্ষণে ক্ষণে শুনিতেছি শব্দ আসিতেছে "গেল মোছলমান—হ'ল শুদ্ধ"। আবার দেখিতেছি কোথায় ও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, প্রতীকারের চেষ্টা নাই। আছে কেবল হা-হুতাশ, আর অতীতের গৌরব কাহিনী। দেখিতেছ না মোছলমান! এখন আর অতীত গৌরব কাহিনী—গীত গাহিয়া স্পর্দ্ধায় বক্ষঃস্ফীত করিবার সময় নাই। তোমার সমাজ দেহ আজ কুসংস্কার ঘুণে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। বিধর্ম্মীর সামান্য আঘাতে তোমার এক একটী অঙ্গ খসিতে থাকিবে। তুমি যখন আরাম আয়াসে ও স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপে কাল কাটাইতে থাকিবে তখন বিধর্ম্মীগণ তোমারই প্রদত্ত আদর্শানুযায়ী কাননে, গহনে, লোকালয়ে ও বিপদসঙ্কুলস্থানে অশেষ কষ্ট সহিষ্ণুতা সহকারে আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তোমাকে পঙ্গু করিতে থাকিবে। তাই বলি মোছলমান সময় থাকিতে সাবধান হও।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান,

ম্যানেজার—আহলে হাদিস।

হজ্জ-যাত্রী ভ্রাতৃবৃন্দের সমীপে একটী নিবেদন।

এতদ্বারা বর্ত্তমান বর্ষের হজ্জযাত্রী ভ্রাতাদিগকে জানান যাইতেছে যে, মোহাম্মদ আনসারুল হাই দাউদ আমার একজন বিশেষ পরিচিত বন্ধু। তিনি আহলে হাদিছ জমাতের অন্তর্ভুক্ত এবং আহলে হাদিছের একজন বিশেষ শুভেচ্ছু। তাঁহার প্রতিনিধি আসগর খাঁ সম্প্রতি বেলডাঙ্গায় বসবাস করেন।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে এবং ধর্ম্মপ্রাণতায় আমরা সকলেই মুগ্ধ। জোনাব মৌলানা একজুদ্দিন সাহেবও মোয়াল্লেম আবদুল হাই সাহেবকে উত্তমরূপে জানেন এবং তাঁহার সততায় মৌলানা ছাহেবও পরিতুষ্ট। ১৫ বৎসর সময় তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নী পরিবারবর্গ জোনাব মৌলানার নিকট আহলে হাদিছ মত অবলম্বন করেন। অতএব আমার নিবেদন যাঁহারা শান্তির সহিত এবং ছহি ভাবে হজ্জব্রত পালন করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা উল্লিখিত মোয়াল্লেম সাহেবকে নিয়োজিত করিবেন। বোম্বাই সহরে বড় মার্কেট মোছাফের খানায় তাঁহার প্রতিনিধি "হাসান কালাম" সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

মোহাম্মদ ইউছফ,
জয়েন্ট সেক্রেটারী আঞ্জমান আহলে হাদিস।

মিথ্যার প্রতিবাদ।

সর্ব্ব সাধারণ মোছলমান ভ্রাতাগণকে জানান যাইতেছে যে, করুণাময় আল্লা তায়ালা ছোলতান এবনে ছউদকে সন ১৩৩২ সালে মক্কা ও মদিনা শরিফের তথা সমগ্র হেজাজভূমির অধিকার দান করিয়াছেন। পবিত্র হেজাজে পূর্ব্বে যে সকল বেদাত, শেরক, লুণ্ঠন, অত্যাচার, নরহত্যা প্রভৃতি এছলাম বিরুদ্ধ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইত, তিনি তৎসমুদয় দূরীভূত করিয়া তথায় প্রকৃত শান্তি স্থাপন এবং কোরাণ ও ছোন্নতানুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করায় তথাকার যে সকল অর্থপিপাসু, ভণ্ড মোছলমান শরিয়ত বিরুদ্ধ গোরস্থানে এবাদত গাহ্ নির্ম্মাণ করিয়া পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তাহাতে পূজা পাঠ করিয়া ও নেয়াজ মানিয়া এবং প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হজ্জযাত্রীদিগকে ঐরূপ পূজা করাইয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, তাহাদের সেই সমুদয়

হারাম শরিফ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তথাকার কোন কোন হারাম খোর গোরপোরস্ত তথা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার ঐ শ্রেণীর পীর, গোর ও দরগাহ্ পোরস্ত মোশরেক বেদাতিগণের সহিত মিলিয়া ইছলাম গৌরব গাজি ইবনে ছউদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দ্বারা মিথ্যা দুর্ণাম রটাইয়া হজযাত্রিগণকে হজে যাইতে নিষেধ করে। গত বৎসর প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য আমি মক্কা শরিফে হজোপলক্ষে গমন করি। তথায় গমন করিয়া আমি বহু তাহ্‌কিক করিয়া দেখিলাম যে, ছোলতান ইবনে ছউদ একজন সাদা সিধা ধরণের মোছলমান; তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম তিনি কোরান ও ছোন্নতের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি কাবা শরিফে সর্ব্ব বিষয়ে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং সর্ব্ব সাধারণ তাঁহার কার্য্যে ও আচার ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট, এমন কি তথাকার ছোট ছোট বালককে বলিতে শুনিলাম "এবনে ছউদ তাহোর—শরিফ হোসেন হারামি কাদ্দাব"। আমি ইহাও জানিলাম যে, তাঁহার সহিত মক্কা শরিফে কাহারও কোনরূপ যুদ্ধাদি হয় নাই। আল্লার কি অসীম মহিমা। কাবা শরিফে তাঁহার মাত্র আগমন সংবাদ পাইয়াই জালেম শরিফ হোসেন তথা হইতে পলায়ন করে এবং আল্লার অপার দয়ায় তিনি সেই সময় হইতেই মক্কা শরিফে পার্লিয়া-মেণ্ট কায়েম করিয়া কেতাব ও ছোন্নাতানুসারে বিচার আচার করিতে-ছেন। আমাদের সম্মুখে তিনি একজন চোরের হাত কাটিয়া দিয়াছেন দেখিয়াছি। এব্রাহিম নামক একজন মোয়াল্লেম হাজিগণের নিকট হইতে নিয়মের বিপরীত মোয়াল্লেমী ও উটের ভাড়া বাবত ১০।১২৲ টাকা বেশী লইয়াছিল, ইহা ছোলতান ইবনে ছউদের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করেন। তাহার নিকট হইতে তিনি উক্ত টাকা লইয়া প্রত্যেক হাজিকে তাহা ফিরাইয়া দেন এবং উক্ত এব্রাহিমকে কোড়া মারিয়া শাস্তি দান করেন। আরাফাতে হজ্জ করিতে যাইবার সময়ে তাঁহার প্রত্যেক সৈন্যদলের অগ্রভাগে পরিচালিত নিশানের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ"।

মিনাতে তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন আল্লা তায়ালা আমাকে মক্কা শরিফে আনিয়াছেন, এক্ষণে আমার প্রাণ ধড়ে থাকা পর্য্যন্ত যাহাতে কেতাব, ছোন্নত এবং ছল্‌ফেছালেহিনের মতানুযায়ী লোক চলে এবং মক্কা ও মদিনা শরিফে যাহাতে হাজিগণের যাতায় ও শান্তির সহিত নির্ব্বাহ হয় তাহার জন্য আমি আমার জান, মাল ও আওলাদ সমস্তই কোরবান করিতে প্রস্তুত থাকিব। এ সমুদয় কথা গতবারের সকল হাজিগণের ভালরূপে জানা আছে ঝুটা পীরগণের পীরপোরস্ত সাগরেদগণের মধ্যেও যাহারা গত বৎসর হজ্ব করিতে গিয়াছিল তাহারাও কাবা শরিফে সর্ব্ব বিষয়ে শান্তি দেখিয়া বলিয়াছিল "আমাদের পীরগণ বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলেন এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি"। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম "দোওয়া করুন যেন মিথ্যা বাদীদের মুখ কাল হয়"।

বর্ত্তমানবর্ষে আবার দেখিতেছি "হজরতের মাজার শরিফের বেয়াদবি" হেডিং দিয়া হাকিম হাফেজ আবদুল হক চিশ্‌তি—জেনারাল সেক্রেটারী আঞ্জমান হারমাইন দ্বোবে বাঙ্গালা, ২১নং জাকারিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে একখানা মিথ্যাপূর্ণ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমন মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লা, তদীয় রছুল ও ফেরেস্তাগণ এবং সমুদয় মোমেনগণের লানত বর্ষিতে থাকুক। ঐ মিথ্যাপূর্ণ বিজ্ঞাপনে ভুঁইফোঁড় মিথ্যাবাদিগণ লিখিয়াছেন যে "এবনে ছউদ ও ওহাবীগণ অদ্য ৩।৪ বৎসরকাল যাবৎ মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মনুয়োরা দখল করিয়া তথাকার আহলে এছলাম ছোন্নত জামাতের ওলামায় দিন ও বোজর্গানে দিন আম খাছ হর মোছলমানের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে। মুছলমানগণের বহু মাল আসবাব লুট করিয়াছে, এমন কি মেয়ে লোকদিগকে বেইজ্জত ও বেহোরমত করিতেও ওহাবীগণ বিচলিত ও কুণ্ঠিত হয় নাই। হজরত রছুল করিমের(সাঃ) ও আহলে বয়েত ও ছাহাবায়ে কেরামদিগের কবর শরিফ ও বহু মসজেদ বিনষ্ট ও ধ্বংস সাধন করিতে তাহারা ছাড়ে নাই তফছিরে কেরাণ দালাএল

খায়রত ফেকার কেতাব জ্বালাইয়া দিয়াছে। কলেম শরিফ লাএলাহা
ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদর রছুলুল্লাহ্ কাহারও মুখে শুনিলে তাহাকে কাফের ও
মোশরেক বলে। দুষ্ট ওহাবী কাফেরগণ কলমা শুনিয়া বহু মোছলমানকে
গুলি করিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছে"। এইরূপে আঞ্জমন ওয়াজিন
বাঙ্গালা মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন "এবার শরিফ
হোছেনের ও এবনে ছউদের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিয়াছে, কেহ হজ্বে
যাইওনা"। হে মুছলমান ভ্রাতৃগণ বিচার করিয়া দেখুন এই শ্রেণীর
হজ্ব বন্ধকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাগণকে কি বলা যাইতে পারে? আল্লা
চাহে এবার হাজিগণ হজ্ব করিয়া ফিরিয়া আসিলে এই ভুঁইফোঁড়
মিথ্যাবাদী বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখ কালা হইবে এবং পীরপোরস্তগণ
স্বচক্ষে দেখিয়া ঐ ভুঁইফোড় মিথ্যা বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখে যে থুক
দিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরও প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্ব্বে
"মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর কাণ্ড" হেডিং দিয়া আহলে হাদিছ
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে
যে, যে সকল বিষয় লইয়া এবনে ছউদ ও নজদী মুসলমানগণকে কাফের
বলিয়া নিজেরাই কাফের হইতেছেন, এবং হাজিগণকে হজ্বে যাইতে
বাধা দিয়া স্বয়ং কাফের হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন ঐ সকল মছলা
আমাদের মকাবেলা হইয়া কোরাণ ও হাদিছ এমন কি ফেকার কেতাব
হইতে কবর পাকা ও উঁচা গোম্বদ নির্ম্মাণ ইত্যাদি করার ছাবেত করিতে
যদি তাঁহারা পারেন তবে আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিয়া কবরের গোম্বদ
ইত্যাদি বানাইবার চেষ্টা করিব। এখনও ঐরূপ বলিতেছি যে যদি
এখনও তাঁহারা আমাদের সহিত মোকাবেলা না হইয়া সোলতান
এবনে ছউদের নামে কোনরূপ বিজ্ঞাপন আদি প্রকাশ করিয়া হাজিগণকে হজ্বে যাইতে বাধা দেন তবে সাধারণ মুছলমান ও খাছ করিয়া
হাজীগণ, হজ্ব বাধাকারিগণকে কাফের ইহুদ ও নাছারাদের ন্যায়
জানিয়া অতি সত্বর হজ্ব করিতে রওয়ানা হইবেন। হজ্ব করিয়া আল্লার
প্রিয় বান্দা হইবার চেষ্টা করিবেন হে আল্লা এইরূপ মিথ্যা বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রকৃত মোছলমান কর। আমিন, ছোম্মা আমিন। আশা করি
এই অর্থ পিপাসুগণ খাঁটী মোছলমান হইয়া হজ্বে যাইবার জন্য বিজ্ঞাপন
প্রকাশ করিবেন যদি না করেন তবে পরকালে হায় হায় করিয়া আঙ্গুল
কাটিতে থাকিবেন। তখন ঐ কান্নাকাটী কোনই কাজে লাগিবেনা।

দুঃখের বিষয়।

আহলে হাদিছ ভ্রাতাগণের মধ্যে কোন কোন গ্রামবাসিগণের অভক্তি আঞ্জুমানের প্রচারকগণের উপর দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আঞ্জুমন আহলে হাদিছ বাঙ্গালার প্রচারক মৌলবী ঈদরিছ সাহেব লিখিয়াছেন "বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছোট কুশটাকিরির লোকের অবস্থা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। আঞ্জুমানের সাহায্য করা দূরে থাকুক খাওয়া দাওয়ার প্রতিও তাহারা লক্ষ্য করেন না।" এই আঞ্জুমন আহলে হাদিছ গঠিত হইয়াছে কাহারও সম্পত্তি হিসাবে নয়, কেবল বঙ্গীয় আহলে হাদিছ জমাতের উন্নতির জন্য করা হইয়াছে। আহলে হাদিছ ভ্রাতাগণ যদি ইহার সাহায্য না করেন তবে এইরূপ একটা মহৎ কাজ কিরূপে চলিতে পারে? এই আহলে হাদিছ পত্রিকা মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের সাহায্যেই কোনরূপে চলিয়া আসিতেছে। যদি জান ও মালে—প্রাণপণে সমুদয় আহলে হাদিছ ভ্রাতাগণ ইহাকে সাহায্য করিতেন তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐরূপ ১৬ খানা কাগজ সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করিলেও কাহারও কষ্ট হইত না। আঞ্জুমন আহলে হাদিছকে ঐরূপ অভক্তি করিলে সাপ্তাহিক দূরে থাকুক মাসিকরূপে চালান ও কঠিন হইবে। বোধ হয় আহলে হাদিছ সম্প্রদায়ের সকলকে জানা আছে যে, এই ক্ষুদ্র আঞ্জুমন আহলে হাদিছের কর্মীগণ বাহাছ, মনাজের ও প্রচার দ্বারা এবং এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকার দ্বারা বিপক্ষগণের অন্যায় মত ও আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা প্রতিকার করিয়া আসিতেছে। যাহাদের শরীরে তৌহিদ ও ছোন্নতের রক্ত প্রবাহিত আছে তাহারা এই আঞ্জুমানের প্রচারকের উপর ঐরূপ অভক্তি করিতে পারে কি? কখনও পারে না। আশা করি ঐরূপ কার্য্য আর কোনও আহলে হাদিছ ভাই করিবেন না।

সত্যপথাবলম্বন।

বিগত ১০ই মাঘ রংপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদকুটী গ্রামে একটী ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় দর্জ্জিপাড়া নিবাসী আমাদের পরম ভক্তিভাজন পীর সুবিখ্যাত জনাব মৌলানা মোহাম্মদ নছিমউদ্দিন ছাহেব হেড মোদাররেছ দর্জ্জিপাড়া এছলামিয়া মাদ্রাসা ও ধুমগাড়া নিবাসী পরম হিতৈষী ওস্তাদ জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ছাহেব সেকেণ্ড মোদাররেছ এবং সারাই নিবাসী পরম ভক্তি-ভাজন ওস্তাদ জনাব মৌলবী রফিউদ্দিন আহমদ ছাহেব থার্ড মোদার-রেছ উক্ত সভায় যোগদান করতঃ স্বর্গীয়গ্রন্থ কোরাণ মজিদ ও সুপবিত্র হাদিছ মতে সুললিতকণ্ঠে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। করুণানিদান আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুকম্পায় পাঁচজন হানাফী উল্লিখিত মৌলানা সাহেবের হস্তধারণপূর্ব্বক বয়েত হইয়াছেন। জনৈক [illegible] হইতে সুপবিত্র এছলাম ধর্ম্মে (অর্থাৎ দীন মোহাম্মাদীতে) দীক্ষিত হন।

অতএব হে পাঠকবৃন্দ! উক্ত নবদীক্ষিত মোহাম্মদী ভ্রাতাগণের নিমিত্ত পরম করুণাময়ের সন্নিধানে ইহকাল ও পরকালের জন্য মঙ্গলা-শীর্ব্বাদ করিতে মর্জ্জি ফরমাইবেন।

নবদীক্ষিত মোহাম্মদী ভ্রাতাগণের নাম

১। মোহাম্মদ আবদুল (ক) ২। মোহাম্মদ মিয়াজান ৩। মোহাম্মদ নছিমউদ্দিন ৪। মোহাম্মদ আবদুল (খ) ৫। মোহাম্মদ জুব্বা সেখ ৬। দিন মোহাম্মদ, ইহার পূর্ব্ব নাম কবুলাশ মুন্সি সর্ব্ব সাং চাঁদকুটি।

খাদেমোল আহলে হাদিছ—
মোহাম্মদ আবদুছ্ছোবহান,
সাং সারাই—রংপুর।

শোক সংবাদ।

হাজি রহিম বখশ চাহেবের মধ্যম পুত্র মোহাম্মদ সোলেমান খাঁ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭শে পৌষ এন্তেকাল করিয়াছেন। আল্লা তাঁহাকে বেহেস্ত নছিব করুন

মছলা তলব।

এখানে বহু কালের দরগারূপী একটী ভগ্ন মসজিদ ছিল। যখন আমাদের দেশে ইছলামের নাম মাত্র ছিল না সেই সময় ঐ স্থানটী দরগা এবং ইমামবাড় রূপে ব্যবহৃত হইত তথায় সেরেক, বেদাত ও সিরিনির অনুষ্ঠান এবং মহরমের বাদ্যভাণ্ড বাজান হইত। তথায় দরগা চাঁদি ও অনেক কবর বর্ত্তমান আছে। যখন গ্রামবাসিগণ নূতন ইছলাম গ্রহণ করে তখন তাহারা ঐ দরগা রূপী মছজিদের জঙ্গল এবং তথায় যে একটী বৃহৎ গাছ হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর খড়ের ঘর তুলিয়া জুমা ও জমাত পড়িতে শুরু করে। প্রথমে কোন আলেমের মত লওয়া হয় নাই, কিছুদিন পরে আলেমের মতামত গ্রহণ করিয়া কবর বর্ত্তমান থাকা এবং জায়গার অকুলান প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ উহার ১০।১২ হাত তফাতে সকলের পরামর্শানুযায়ী নূতন একটি টিনের মসজেদ তৈয়ার করিয়া বরাবর এই মছজিদে সকলে মিলিয়া জুমা ও নামাজ পড়িয়া আসিতেছে ইদানীং কতক লোক দলাদলি করিয়া জেদের বশীভূত হইয়া জমাত বিচ্ছিন্ন ও বর্ত্তমান মসজিদের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দরগারূপী ভগ্ন স্থানে জুমা ও জমাত আদায় করিতেছে, তাহা জায়েজ কি না ?

যখন নূতন মসজেদ তৈয়ার করা হয় সে সময় দরগারূপী মছজিদের চাল ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল

উত্তর,—

বিনা বিবাদে সকলে মিলিত হইয়া যে গৃহে জুমা কাএম করিয়াছে সেইটীই জুম্মা মছজিদ হইবে দলাদলি করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করতঃ তাহার নিকট জুম্মা কাএম করা জাএজ হইবে না।

মসলা তলব।

প্রশ্ন, —

১   যদি কোন গরু ও মনুষ্যের ব্যারাম হয় তাহা হইলে মদ কিংবা অন্য কোন হারাম বস্তু খাওয়াইতে পারে কিনা ?

২। কালসুতা দ্বারা কোন রোগীর আপদ মস্তক মাপ লইয়া তাহাতে আয়েত কুড়ুব (অর্থাৎ কোরান শরিফের আয়েত) পাঠ করিয়া প্রত্যেক গিরাতে প্রত্যেক বার দম করা (অর্থাৎ ফুক দেওয়) এবং ঐ সুতা রোগীর কোমরে ও গলায় দেওয়া জায়েজ বা দুরস্ত হয় কি না ?

৩   কোন ব্যক্তির জখম (অর্থাৎ ঘা) হইলে ঐ জখমের উপর শূকরের হাড় পুড়াইয়া ঐ ভষ্ম জখমের উপর লাগান বা তাহা বিনা ধোয়ায় নামাজ পড়া জায়েজ আছে কি না ?

৪   মনুষ্য, গরু ইত্যাদি কোন প্রাণীর চক্ষে ছানি হইলে উক্ত রোগীর মাথায় যদি কোন জড়ি অর্থাৎ কোন গাছের শিকড় ৭বার বুলাইয়া কোন পুষ্করিণীর ঘাটের বাম পার্শ্বের পঙ্কে (অর্থাৎ পাঁকে) পুতিয়া দেওয়া জায়েজ কি না ?

এই কয়েকটী মছলার উত্তর খোলাসা করিয়া কোরাণ হাদিছ হইতে করা কিম্বা করান দোরস্ত আছে কিনা উত্তর দিবেন ও আহলে হাদিছ মাসিক পত্রিকায় ছাপাইয়া দিবেন।

মোহাম্মদ ইয়াকুব খতিব,
সাং পড়িযাড়া, পোঃ হেতমপুর—বীরভূম।

উত্তর,—

১। মনুষ্যের পক্ষে মদ পান হারাম কিন্তু পশুর জন্য নহে।

২। ঐরূপ কার্য্যে যদি কোন সেরেক না থাকে তবে উহা জায়েজ।

৩। মুছলমানের পক্ষে শূকরের হাড় ঐরূপে ব্যবহার করা কিছু বা সঙ্গত নহে।

৪   ঐরূপ করায় কোন গোনা হয় বলিয়া বোধ হয় না কারণ উহাতে কোন দেবদেবীর নাম গন্ধ ও নাই।

আহলে হাদিস সম্পাদক।

রমজানের রোজা।

বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে রমজানের রোজা রাখা ফরজ।

রমজান মাসে পীড়িত হইলে এবং প্রবাসে (অর্থাৎ ছফরে) থাকিলে অন্য সময়ে রোজা রাখিয়া সংখ্যা পূরা করিবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় এবং

১২শ ভাগ । চৈত্র—১৩৩৩ । [৭ম সংখ্যা ।

শওয়াল—১৩৪৫ হিজরী ।

আহলে হাদিস

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মদ বাবর আলী।

সূচী ।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি

১২শ ভাগ	শাওয়াল—১৩৪৫ চৈত্র—১৩৩৩ সাল।	৭ম সংখ্যা।

কোর্-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছুরা বাকর, ২য় পারা,—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّا

أُخَرَ ـ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ـ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ـ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ✱

"হে ঈমানদার লোক সকল তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের উপর যেরূপ রোজা লিখিত (ফরজ করা) হইয়াছিল, সেইরূপ তোমাদের উপরও রোজা লিখিত (ফরজ করা) হইয়াছে, যাহাতে তোমরা শুদ্ধাচারী-নিষ্ঠাবান (পরহেজগার) হও। গণিত কতিপয় দিবস (রোজার জন্য নির্দ্ধারিত), তবে তোমাদের যে কেহ পীড়িত অথবা ছফরে (প্রবাসে) থাকে ত (তাহাদের রোজার জন্য) অন্য কতিপয় দিবস হইতে গণিয়া লওয়া চাই, এবং যে ব্যক্তি রোজা রাখিবার ক্ষমতা রাখে (তথাপি রোজা রাখেনা), সে ইহার বদলে একজন দরিদ্রকে অন্নদান করিবে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অধিক নেকি—সৎকার্য্য করিবে ত তাহা তাহার জন্য উত্তম, তোমাদের যদি জ্ঞান (বোধ) থাকে ত তোমাদের জন্য ভাল এই যে, তোমরা রোজাই রাখ"।

আল্লাহ তাআলার সন্তোষসাধন উদ্দেশ্যে ভোরের আলোকরেখার প্রারম্ভ হইতে, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, পানাহার ও সঙ্গমে বিরত থাকার নাম রোজা। আল্লাহ তাআলা আদেশ করিতেছেন, হে ঈমানদার মুমেন মুসলমান অর্থাৎ আমার বিশ্বস্ত, অনুরক্ত ও অনুগত ভক্তগণ! তোমাদের জন্যও রোজা রাখার বিধি লিপিবদ্ধ হইল। ইহা যে কেবল তোমাদের জন্য এক নূতন বিধি হইল তাহা নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদিগের উপরেও এই রোজা রাখার বিধি লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ, অসন্তোষ বা কষ্ট-বোধ করিবার কিছুই নাই।

তোমরা যাহাতে শুদ্ধাচারী—পরহেজগার হও নিষ্ঠাবান হও, তোমাদের আচার ব্যবহার শুদ্ধ, স্বভাব পবিত্র হয় এই জন্য তোমাদের উপর রোজার ব্যবস্থা।

পূর্ণ একমাস প্রতিদিন ভোর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হালাল,—বৈধ পানাহার ও সঙ্গমে বিরত থাকায় অভ্যস্ত হইলে রোজার পরবর্ত্তী সময়েও যাহা

হারাম—অবৈধ, নিষিদ্ধ এবং পানাহার, সঙ্গম, যাবতীয় পাপ কুকার্য্য কুবৃত্তি ও কুস্বভাব হইতে দূরে থাকিয়া শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান, পরহেজগার ও পবিত্র-স্বভাব হইতে পারিবে

আরবীতে রোজা কে "ছওম" বলে ; এই ছওম শব্দের অর্থ حبس النفس নফ্‌ছ কে কয়েদ করা অর্থাৎ নিজের প্রাণ, নিজের ইন্দ্রিয়কে আবদ্ধ বা বন্দী করা, কেবল পানাহার হইতে কেন, যাবতীয় কুকার্য্য ও কুবাক্য হইতে আপনাকে নিজের কামনা ও ইন্দ্রিয়কে বাঁধিয়া রাখা, বিরত রাখা রোজার অনাহারব্রত পালন করিয়া আত্মা শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, কলুষকালিমা হইতে মুক্ত হয়। মানুষ রুগ্ন হইলে যেমন তাহার ব্যধির আরোগ্যের জন্য তাহাকে স্বেচ্ছামত পানাহার হইতে বঞ্চিত রাখা হয়, অনেক কার্য্য হইতে দূরে রাখা হয়, সেইরূপ নানারূপ কুক্রিয়া ও পাপ কর্ম্মে যখন মানুষের মন ও আত্মা রুগ্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে প্রকৃতিস্থ সুস্থ ও নিরাময় করিবার জন্য এই রোজার অনাহারব্রত। এই ব্রতপালনে মানুষের পাপ প্রবৃত্তি দমিত এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত ও উৎসাহিত হয় এই ব্রতপালনে ক্ষুধা ও পিপাসার দারুণ কষ্ট প্রাণে প্রাণে ভোগ করার ফলে, মানুষের অন্তরে নিরন্ন দীন দুঃখীর বেদনার অনুভূতি জন্মে, তাহাদের দুঃখ ও বেদনায় সহানুভূতি আইসে। নিরাহার, নিরম্বু উপবাসে মানুষের ইন্দ্রিয় চূর্ণ, পানাহার ও সঙ্গমের বলবতী কামনা পরিত্যক্ত হয়। রোজা রমজানের মাসে যাহারা পীড়িত হয়, রোজা রাখিতে অক্ষম হয় অথবা ছফরে থাকে, তাহারা এই মাসে যে কয়দিন রোজা ভঙ্গ করিবে, অন্য সময়ে সেই কয়দিন রোজা করিয়া দিবে যাহার রোজা রাখিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ পীড়িত নহে, বিদেশে ছফরেও নাই, এরূপ ব্যক্তি যদি রোজার দিনে রোজা ভাঙে অর্থাৎ রোজা না করে, যে কয়টী ভাঙে অন্যদিনে তাহার কাজা রোজা আদায় করিয়া দেয় তবে বর্ত্তমানে সে প্রতি রোজার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে। স্বেচ্ছায় একজনের বেশী দুই চারি জন যত বেশী লোককে খাওয়াইবে তত বেশী ছওয়াব লাভ হইবে। তথাপি রোজার পুণ্য ও মাহাত্ম্য যে কত যদি তাহা তোমরা অবগত থাক, তবে এমত অবস্থায় যখন রোজা রাখার ক্ষমতা আছে, তখন রোজা রাখাই তোমাদের পক্ষে উত্তম। পুনঃ ইহার পরবর্ত্তী আয়াতে এই হুকুম আসিল যে, পীড়িত ও মছাফের (প্রবাসী) ব্যতীত আর

কেহ রোজা কাজা করিতে দিবে না। সুতরাং রোজা রাখিতে সমর্থ ব্যক্তি রোজাই রাখিবে।

তিন কারণে রোজা কাজা করা যায়।

১ম,—পীড়া জ্বর, স্ত্রীলোকের ঋতু এবং সন্তানের প্রসবের পর অশৌচ (নেফাছ); ইহারা অন্য সময়ে রোজার কাজা আদায় করিবে, রোজা কাজার জন্য কাফ্ফারা দিবে না; ২য়,—গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারী যদি আশঙ্কা করে যে, তাহারা রোজা রাখিলে স্তনদুগ্ধ কম হইবার কারণে তাহাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কষ্ট হইবে, তবে তাহারাও অন্য সময়ে কেবল রোজার কাজা আদায় করিবে; ৩য়,—অতি বৃদ্ধ পুরুষ অতি বৃদ্ধা রমণী এবং যাহার আরোগ্য হইবার আশা নাই এমন পীড়িত ব্যক্তি—ইহারা রোজার কাজা আদায় করিবে না তাহারা রোজার বদলে কাফ্ফারা দিবে অর্থাৎ প্রতি রোজার বদলে একজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে

হজ্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রসুলোল্লার (সাঃ) হাদিস।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم بني الاسلام علي خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة —
وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان —

১। "আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত,—রসুলোল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন,—পাঁচটীর উপর এসলামের বুনিয়াদ-ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কলেমা লা এলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ, নামাজ কায়েম করণ, জাকাত প্রদান, বয়তোল্লার হজ্ব করণ এবং রমজানের রোজা। বোখারী মোছলেম"

عن ابى هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله
فسكت حتى قالها ثلثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم "

২ "আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত,—রসুলোল্লাহ (সঃ) খোৎবা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হইয়াছে, অতঃপর তোমরা হজ করে। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! প্রতি বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে? হজরত চুপ করিয়া থাকিলেন, সে ব্যক্তি তিনবার ঐরূপ বলিল, তখন হজরত (সঃ) বলিলেন, আমি যদি বলি হাঁ, তবে উহা (প্রতি বৎসর হজ্জ) ওয়াজেব হইবে। তাহা হইলে তোমরা উহা আদায় করিতে পারিবে না। ছহী মোছলেম"।

আহমদ, নছায়ী ও দারমীর রেওয়ায়েতে ইহাও আছে যে,—

من زاد فهو تطوع —

"যে ব্যক্তি (একবারের) বেশী হজ্জ করিবে, সে হজ্জ নফল হইবে"

অর্থাৎ একবার হজ্জ করা ফরজ, তাহার পর যত হজ্জ করিবে সব নফল হইবে, যত হজ্জ তত ছওয়াব বেশী হইবে। তাহা হইলে যাহার উপর হজ্জ ফরজ নহে, সে ব্যক্তি কোন সুযোগে হজ্জ করিতেও পারে; সে হজ্জ করিলে হজ্জের ছওয়াব হইবে, তাহার নফল হজ্জ হইবে।

قال صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم
وحجوا بيت ربكم وادوا زكوة اموالكم طيبة بها انفسكم تدخلوا جنة ربكم
(بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٠)

৩ "রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আপন মালিকের এবাদত (উপাসনা) কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, রমজানের রোজা রাখ, নিজ প্রভুর ঘরের হজ্জ কর, খুসী মনে মালের জাকাত দাও (অতঃপর) তোমার প্রভুর বেহেস্তে চলিয়া যাও।"

তরগীব ২২৪ পৃঃ—

روى عن عبدالله بن جراد الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم حجوا فان الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء
الدرن (رواه الطبراني في الاوسط)

৪। "আবদুল্লা বেনে জেরাদ ছাহাবী (রাঃ) হইতে বর্ণিত,— রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হজ্জ কর, হজ্জ তোমাদের পাপরাশি বিধৌত করে, যেমন পানী ময়লাসমূহ ধৌত করিয়া থাকে, (অর্থাৎ পরিষ্কার করে), তবরানী"

عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد حج
مبرور (البخاري)

৫। "আয়েশা (রাঃ) বলিলেন ইয়া রসুলুল্লাহ, আল্লার পথে জেহাদ করা আমরা সমস্ত সৎকর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে করি; তবে আমরা (স্ত্রীলোকগণ) কেননা জেহাদ করি? হজরত (সঃ) বলিলেন, তোমাদের জন্য মকবুল হজ্জই উত্তম জেহাদ। বোখারী"।

নাছাই শরিফে আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও স্ত্রীলোকের পক্ষে হজ্জ করাই জেহাদ। (অর্থাৎ তাহারা হজ্জ করিলেই জেহাদের ছওয়াব পাইবে।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بزار - طبراني — ابن خزيمة, حاكم

৬। "আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, হাজীকে এবং হাজী যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (মাপ চায়) তাহাকেও আল্লাহ ক্ষমা পুরস্কার দিয়া থাকেন"।

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج
حاجا فمات كتب الله له اجر الحاج الى يوم القيامة رواه ابو يعلى ورواته ثقات
والطبراني في الاوسط —

৭ “আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,— রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজে বাহির হয়, তৎপর (হজ আদায়ের পূর্ব্বে) মরিয়া যায় কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহার জন্য হাজীর ছওয়াব লিখিত হয়”। তবরাণী

عن بريده رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبع مائة ضعف احمد -
طبرانى فى الاوسط - بيهقى -

৮। বোরায়দাহ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত, রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, হজ্জে খরচ করায়, আল্লার রাহে জেহাদ করার ন্যায় সাতশত গুণ ছওয়াব (পুণ্য) হয় ; আহমদ, তবরানী বয়হাকী”

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيت الحاج
فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه
مغفور له (مشكوة عن احمد)

৯। “এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুলোল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি হজ হইতে সমাগত হাজীর সহিত সাক্ষাৎলাভ কর, তখন তাঁহার প্রতি ছালাম কর, তাঁহার সহিত মোছাফাহ (হাতে হাত মিলাও) কর এবং তাঁহাকে হুকুম কর যে, তিনি তাঁহার ঘরে দাখিল হইবার পূর্ব্বে তোমার জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা (এস্তেগ্‌ফার) করেন ; কারণ তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রদান করা হইয়াছে, (তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন), মেশকাত, আহমদ হইতে”।

ফকিহ্ আবুল্লায়ছ সমরকন্দি তম্বিহোল গাফেলীন নামক পুস্তকের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه
وسلم اذ اقبل طائفة من اليمن فقالوا فداك الآباء والامهات
اخبرنا بفضائل الحج قال نعم اى رجل خرج من منزله حاجا او معتمرا
فكلما رفع قدما ووضع قدما تناثرت الذنوب من بدنه كما تتناثر الورق

من الشهر وقاربت المدينة وصافحني بالسلام صافحته الملائكة بالسلام وإذا
ورد ذا الحليفة اغتسل طهره الله من الذنوب وإذا لبس ثوبين جديدين
جدد الله له من الحسنات وإذا قال لبيك اللهم لبيك أجابه الرب عز وجل
لبيك وسعديك اسمع كلامك وأنظر إليك وإذا دخل مكة وطاف وسعى
بين الصفا والمروة وصل الله له الخيرات فإذا وقفوا بعرفات وضجت الأصوات
بالحاجات باهى الله ملائكة سبع سموات وقال ملائكتي وسكان سمواتي
ما ترون إلى عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا قد أنفقوا الأموال
وأتعبوا الأبدان وعزتي وجلالي وكرمي لأهبن مسيئهم لمحسنهم من
الذنوب كيوم ولدتهم أمهم فإذا رموا الجمار وحلقوا الرؤس وزاروا البيت
نادى مناد من بطنان العرش ارجعوا مغفورا لكم واستأنفوا العمل .

১০ "এবনে আব্বাস (রা) হইতে রেওয়ায়েত,—আমি মানায় নবি করিমের (সঃ) সঙ্গে ছিলাম এমন সময় য়ামন হইতে একদল লোক আসিল এবং আরজ করিল, হুজুর (সঃ) আপনার উপর আমাদের মাতাপিতা কোরবান হউন, আপনি আমাদিগকে হজের (মাহাত্ম্য) বর্ণনা করুন। হজরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ যে ব্যক্তি আপনার ঘর হইতে হজ বা ওমরার এরাদা করিয়া বাহির হইয়াছে, সে যখনই এক পদ তুলে এক পদ রাখে—এইরূপে চলিতে থাকে তখনই তাহার পাপ রাশি ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়,—যেমন গাছ হইতে পাতা সকল ঝরিয়া পড়ে। যখন সে ব্যক্তি মদিনা আইসে এবং আমার সহিত ছালাম মোছাফাহ করে, তখন ফেরেশতাগণ তাহার সহিত ছালাম মোছাফাহ করে। পরে যখন জুলহোলায়ফাহ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া স্নান করে, তখন আল্লাহ তাহাকে পাপ হইতে পবিত্র করেন; এবং (তাহার পর) যখন (হজের নিয়তে) দুইটী নববস্ত্র পরিধান করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য নবপুণ্যসমূহ দান করিয়া থাকেন। এবং যখন বলে লাব্বায়কা, আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা,—আমি তোমার নিকট হাজির হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট হাজির, তখন [illegible]

"আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতার উপর আল্লাহ্‌র হজ্জ ফরজ হইয়াছে, তিনি ছওয়ারীর উপর ঠিক হইয়া বসিতে পারেন না, আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিব ? রছুলোল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ কর। বোখারী মোছলেম"

আবু বকর রাজী হানাফী বলেন,—

وامر النبي صلى الله عليه وسلم اياها بالحج عنه يدل على ان فرض الحج قد لزمه في ماله وان لم يقدر على الراحلة (احكام القرآن ج ٢ ص ٧٥)

"তাহার পিতার পক্ষ হইতে হজ্জ করার জন্য ঐ স্ত্রীলোককে নবী কর্ত্তৃক আদেশ প্রদান—এই প্রমাণ দিতেছে যে, ঐ বৃদ্ধ, ছওয়ারীর উপর ঠিক হইয়া বসিতে না পারিলেও তাহার মালে, তাহার পক্ষে ফরজ হজ্জ আদায় করা কর্ত্তব্য হইবে (অর্থাৎ সে টাকা দিয়া অন্যের দ্বারা হজ্জ করাইবে"

এই হাদিস মত পীড়িত, খঞ্জ, অচল, অবশ ও বিকলাঙ্গ লোক নিজে হজ্জ করিতে অক্ষম হইলে, টাকা দিয়া নিজের পক্ষ হইতে অপর লোকের দ্বারা হজ্জ করাইবে।

যে ব্যক্তি নিজে একবার হজ্জ করিয়াছে, সেই অপরের পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারে

ওলামাএ মদিনার ফতুয়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

بسم الله الرحمن الرحيم

ما قولكم علماء المدينة المنورة زادهما الله فهما وعلما في البناء على القبور واتخاذها مساجد هل هو جائز ام لا واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهيا شديدا فهل يجب هدمها وهدم المساجد عليها ام لا —

"হে মদিনা মনুয়োবার আলেমগণ, আল্লাহ্ আপনাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি বিবর্দ্ধিত করুন, আপনারা এ বিষয়ে কি বলেন ? কবরের উপর সমাধি মন্দির (কোব্বা) প্রস্তুত করা, উহাকে মসজেদ করিয়া লওয়া—এ কার্য্য জাএজ কি না ? যদি ইহ জাএজ না হয়, বরং মানা ও কঠোরতার সহিত নিষেধ করা হইয়া থাকে, তবে উহা ভগ্ন করা এবং উহার নিকট নামাজ পড়িতে মানা করা ওজেব কিনা ?

وإذا كان الأرض في مسبلة كما هو مع ويمنع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح من التمسح بها ودعائها مع الله والتقرب بالذبح والنذر لها وايقاد السرج عليها هل هو جائز أم لا —

"আর সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের কবর দিবার জন্য দান করা গোরস্থান যেমন বকি, ইহাতে নির্ম্মিত সমাধি মন্দির যে পরিমাণ স্থান যুড়িয়া থাকিয়া, তাহা অন্য কবরের জন্য ব্যবহার করিতে বাধ জন্মায়—ইহাতে পরের স্বত্ব গছব—অর্থাৎ আত্মসাৎ করা হইয়াছে কি না—যাহার উদ্ধার করা ওজেব ? কেননা ইহাতে যে, যে পাইবার হকদার, তাহাদের উপর জুলুম করা হইয়াছে, যাহা পাইবার হকদার, তাহাতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে এবং অজ্ঞ ও মূর্খ জনসাধারণ যে এই সকল কবরকে স্পর্শ করে, আল্লার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকেও ডাকিয়া থাকে, ইহাদের জন্য জবাই করিয়া, ইহাদের নিকট নজর ও মানত করিয়া যে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চায়, ইহাদের কবরের উপর চেরাগ (প্রদীপ] জ্বালায় এই সমস্ত কার্য্য জাএজ কিনা ?

وما يفعله عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه لها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتقبيلها والتمسح بها وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف

ইহা নিষেধ করাই উত্তম, মজহাবের গন্য মান্য কেতাব সমূহে এইরূপই আছে অপরও কারণ এই যে, এ বিষয়ে কেবলার দিকই সকল দিক অপেক্ষা উত্তম ঐ হোজরার তওয়াফ, স্পর্শ ও চুম্বন করা উহাও একেবারে নিষিদ্ধ এবং উপরে লিখিত সময় সমূহে যে তকবির, তহলিল ও তছবিহ্ করিয়া থাকে, উহা নূতন বেদাত কার্য; আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা বুঝিলাম তাহা এই, প্রত্যেক আলেমের উপরেও খুব বড় আলেম—জ্ঞানী আছেন"।

وكيل رئيس القضاة و امين الفتوى بالمدينة المنورة محمود شرف —
[illegible]

"প্রধান কাজীর উকীল এবং মদিনায় ফতুয়ার আমিন মোহাম্মদ সোবিহ; মদিনার কাজী, হানাফী মুফতী এবরাহিম বর্রি প্রভৃতি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও নজদী আলেমগণ"।

সিন্ধু-বিজয়।

ভারতে এসলামের প্রথম পদক্ষেপ।

মুসলমানদের নিকট ইতিহাসের বিরাট বর্ণনার মূল্যবান সংগ্রহ যেরূপ বর্ত্তমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নিকট সেরূপ নাই। এই সংগ্রহই অন্যের ভ্রম বর্ণনা ও যথেচ্ছা উক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় মূলোচ্ছেদক হইয়া রহিয়াছে। যিনিই উঠেন, মুসলমানদিগকে জালেম, রক্তপায়ী, অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়াই নিজের ইতিহাস জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু ভাইদের, মোসলেম ইতিহাসের সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় কার্য্য নজরেই আইসে না নিশ্চয় কোন কোন মুসলমানের আদ্যন্ত সকল কার্য্য সমর্থনযোগ্য নহে কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য দুই চার জনের জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যশীল ভাল লোক,—বিশাল মুসলমান জাতিটা ঘৃণ্য ও হেয় হইতে পারে না কেবল এসলামের ইতিহাস কেন, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ভাল মন্দের উদাহরণ সমান-ভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ভালর সংখ্যা বেশী এবং মন্দের সংখ্যা কম হওয়া বিষয়ে এসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস সকল জাতির উচ্চে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কখন নিজের স্বজাতীয়ের কাহারও দোষ গোপন করিয়া, তাহাকে গুণধর প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অথচ অপর জাতি বেশীর ভাগ, নিজেদের চোর, লুণ্ঠনকারী ও দস্যু প্রকৃতির লোকদিগকেই জাতির গৌরব, জাতীয় ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্কোচহারা হইয়া থাকেন; আমাদের চারিপার্শ্বে এই প্রকারের বহু উদাহরণ বর্ত্তমান

আজ ভারতে মুসলমান জাতির সর্ব্বপ্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থিত করিতেছি; যাহার প্রকৃত কারণ লুকাইয়া, আমাদের হিন্দু ভাইগণ চিরদিন অপরাধজনক ভুল বর্ণনা দিয়া থাকেন। এই

বাণিজ্যের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে কোন মোসলেম রাজশক্তি ছিল না।

সিন্ধুর রাজা।

এই সময়ে সিন্ধুদেশে ভারতের এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধ রাজত্ব, আলোরায় তাহার রাজধানী ছিল। বর্তমান রুহড়ি সহরের ৮ মাইল দক্ষিণে আলোরা অবস্থিত ছিল। সিন্ধুদেশে বর্তমান করাচীর স্থানে তৎকালে দেবল নামে এক বন্দর ছিল। সিন্ধুর বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে হিরসেন একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইনি পারস্য আক্রমণ করিয়া পারসীকগণের সঙ্গে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র সহোসি রাজা হইলেন। তাঁহার কর্মচারীর মধ্যে চচ নামক একজন ব্রাহ্মণ পদোন্নতি করিতে করিতে রাজমন্ত্রীর প্রতিনিধি-পদ লাভ করেন। চচ এই উচ্চপদলাভের পর রাজা সাহোসির রাণী শুভ দেবীর সহিত গুপ্তপ্রণয়ের সৃষ্টি করেন। কিছুদিন পর হঠাৎ রাজার মৃত্যু হইল। রাণী শুভ দেবীর কোন পুত্র ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাণী প্রভাবশালী যাবতীয় প্রধান রাজকর্মচারীকে একটা গৃহে বন্দী করিয়া মারিয়া ফেলিলেন বা তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন, চচকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত বিবাহ করিলেন। এইরূপে সিন্ধুর বৌদ্ধ রাজ্য এক ব্রাহ্মণ রাজার হস্তে আসিল।

চচ নিজের সামান্য অবস্থা হইতে রাজাসন পর্যন্ত উপনীত হইতে যে তোড়জোড় করিয়াছিল, তাহাতে তাহার অশান্ত ও দুর্দান্ত প্রকৃতির বড় প্রমাণ ছিল। সিন্ধুর রাজদণ্ড হস্তগত করিবার পর সে পারসীকগণের হস্ত হইতে মাকরাণের এলাকা পর্যন্ত কাড়িয়া লইল। এই সময়ে মুসলমানগণও পারস্য আক্রমণ করিয়াছিল। পারসীকগণ চচের সহিত সন্ধি করিল। ইহার পর পারসীকগণের যাবতীয় যুদ্ধে সিন্ধুর সৈন্যগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

পারস্যের রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হইল। তখন মুসলমান অধি-

নায়ক, রাজদের সেই অংশকে জয় করিয়া লইতে চাহিল—যে অংশ রাজা দাহিরের সময়ে পারস্যের অধীন ছিল এবং চচ যাহা জয় করিয়া সিন্ধুর সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। সিন্ধুর সৈন্য হইতে প্রতিশোধ লইবার হেতু ইহাই ছিল। কিন্তু খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ বা রাজ্যলাভের ইচ্ছায় যুদ্ধের পরিধিকে বিস্তৃত করা উচিত মনে করিলেন না এবং আদেশ করিলেন যে, এগামী সৈন্য যেন আর অগ্রসর না হয়।

সিন্ধু রাজগণের দৌরাত্ম্য।

পারস্যের অগ্নিপূজকগণের একদল লোক, মুসলমান বিজয়ের পর দেশ ছাড়িয়া সিন্ধুদেশে আসিয়াছিল। ইহারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উপদ্রব সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। রাজা চচের [illegible] এই উপদ্রব-অনলে ইন্ধনের কার্য্য করিল। চচ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মকরান সীমান্তে মুসলমান এলাকা আক্রমণ করিবার ধমক দিতে লাগিল। এ দিকে মুসলমান অধিনায়কও আবদুর রহমান বেনে ছামোরাহকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তিনি সিন্ধু-সৈন্যকে তাড়াইয়া রাজা চচের অধিকৃত পারস্যের সম্পূর্ণ এলাকা হস্তগত করিলেন। কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর সীমানায় পা দিলেন না। বহুদিন পর্যন্ত [illegible] ঝগড়া চলিল। মহলবের [illegible] ৪৪ হিজরীতে [illegible] জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অন্যদিকে ডাকিয়া লওয়া হইল। সুতরাং পুনরায় সিন্ধুর অধীনে চলিয়া গেল। ৪৫ হিজরীতে রাজা চচের মৃত্যু হইল। তাহার ভ্রাতা চন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। চন্দ্রের মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ্য চচের দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। আলোয়ার ছোট পুত্র দাহিরের রাজধানী ছিল এবং ব্রাহ্মণাবাদ বড় পুত্র দহরসিয়াহের রাজধানী ছিল। চচের এক কন্যা ছিল, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেই থাকিতেন।

দহরসিয়াহ সীমান্ত প্রদেশের একজন রাজার সহিত স্বকীয়া ভগ্নীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, নানা আসবাব ও বিবাহের সাজ দিয়া তাহাকে দাহিরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাহির নিজের অংশের দানাদি ঐ দানের সহিত মিলাইয়া ভগ্নীর বিবাহ দিবে। দাহির মন্ত্রীর পরামর্শে নিজ ভগ্নীকেই

নিজের স্ত্রী করিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দহরশিয়াহ দাহিরের উপর আক্রমণ করিল, কিন্তু বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। পাঠক মহোদয়গণ! এই ঘটনায় দাহিরের স্বভাব চরিত্রের অনেকটা অনুমান করিতে পারিবেন।

সিন্ধুবাসীর অপরাধ।

সীমান্তের বিবাদ বিসম্বাদের সময় কতিপয় বিদ্রোহী মুসলমান, দাহিরের নিকট আসিয়া আশ্রয় লয়। দাহির তাহাদের বড়ই যত্ন অবলম্বন করিল প্রতিবেশী মুসলমান রাজত্বকে উত্তেজিত করিবার ইহও আর একটী কার্য্য ছিল। ৬৫ হিজরীতে আবদুল মালেক বেনে মরওয়ান খলিফা হইলেন। কিন্তু এসলাম রাজত্বের দূরস্থিত শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে হঠাৎ খলিফা মান্য করিতে দ্বিধা করিলেন। ইতিমধ্যে মুলতানের গবর্ণর যিনি রাজা দাহিরের অধীন ছিলেন, এসলাম রাজত্বের সীমার মধ্যে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। আবদুল মালেকের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, খেলাফতের দরবারে সিন্ধুরাজের দমন করিবার কথা উঠিল। তখন আবদুল মালেক এ বিষয়ে অনুমতি দিলেন না। এই সময় পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজের পক্ষ হইতে কতিপয় অপরাধের কার্য্য হইয়াছিল।

১। এসলাম-রাজ্যের বিরুদ্ধে পারসীকগণকে সহায়তা এবং মুসলমানদের সহিত নিয়মিতভাবে যুদ্ধ করা।

২। মকরাণ সীমান্তে আক্রমণের ধমক দেওয়া এবং সে জন্য প্রস্তুত হওয়া।

৩। এসলাম রাজত্বের শত্রু ও বিদ্রোহী মুসলমানগণকে আশ্রয় দান।

৪। কেন্দ্রীয় মুসলমান গবর্ণমেণ্টের সাময়িক গণ্ডগোলের সুবিধা লইয়া এসলামী সীমান্তের উপর আক্রমণ।

এই সকল উত্তেজনা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মুসলমানগণ সিন্ধু আক্রমণে বিরত থাকিলেন। কিন্তু সিন্ধুবাসীর উপদ্রব এই অপরাধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না এবং দাহির এমন লজ্জাজনক কার্য্য করিল যে, যাহার আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোন গবর্ণমেণ্ট তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারে না।

দাহিরের লজ্জাজনক কার্য্য।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালাবার, লাক্ষা, লক্ষাদীপ, মালদ্বীপ এসলামের

মদ বেনে কাসেমকে সিন্ধু-আক্রমণকারী সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করি-লেন। এই সময় মাত্র জীবনের সতের বৎসর অতীত হইয়াছিল, এই অল্প বয়স্ক নব্য যুবক, ভাগ্যবান মোহাম্মদ বেনে কাসেম তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে সিন্ধুর সকল স্থান অধিকার করিল। যুদ্ধে রাজ দাহির নিহত হইল। সিন্ধু এসলামের শাসনতন্ত্রে আসিল।

এসলামী সদ্ব্যবহারের দৃশ্য সমূহ।

এখানে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন আমার নাই। কেবল এই দেখাইতে চাই যে, সে কারণ কি ছিল—যাহা মুসলমানগণকে ভারত-আক্রমণে বাধ্য করিয়াছিল। ইহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, বিজয় ও বশীভূত করিবার পর, বিজিত অমুসলমান জাতির সহিত, বিজয়ী মুসলমানগণ কিরূপ ব্যবহার করিতেন। এই জন্য আমি মোহাম্মদ বেনে কাছেমের নামে, সময় সময় হেজ্জাজ বেনে ইউসোফের যে সকল পত্র আসিয়াছিল, তাহার সার চয়ন করিয়া উপস্থিত করিব

দেবল বন্দর বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়া হেজ্জাজ লিখিলেন,—

"যখন রাজ্য হস্তগত কর তখন সর্বপ্রথমে কেল্লা সমূহ সুদৃঢ় এবং সৈন্যগণের খাদ্য দ্রব্য ও যোগান-দারীর যে সকল বস্তুর এন্তেজাম করিবে। ইহার পর সমস্ত ধন দৌলত রাজ্যরক্ষণের জন্য এবং জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় কর। মনে রাখিও,—কৃষক, শিল্পী, সওদাগর এবং পেশাকারী লোকদের অবস্থার স্বচ্ছলতায় দেশ আবাদ হইয়া থাকে। তাহাদিগের সঙ্গে সর্বদা রেয়াত করিবে, যেন তাহারা আন্তরিক ভালবাসার সহিত তোমার তরফে মন করে"।

বিজিতদের সহিত সরল ব্যবহার।

মোহাম্মদ বেরুণ নামক স্থানে ছিলেন এমন সময় পত্র আসিল,—"বেরুণ অধিবাসিদের সহিত নিতান্ত সরল ও মনস্তুষ্টির ব্যবহার করিও, তাহাদের মঙ্গল ও হিতকর কার্য্যে যত্নবান থাকিও। যুদ্ধে লিপ্ত জাতিদের মধ্যে যাহারা আশ্রয় চায়, তাহাদিগকে আশ্রয় দাও, কোন স্থানের প্রধান ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আইসে ত তাহাদিগকে এনাম বখসিস দাও, সম্মানিত কর। বুদ্ধি ও বিবেচনাকেই নিজের পথ প্রদর্শক কর। যাহা অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ কর। সিন্ধুর অধিবাসিদের তোমার কথায় ও কাজে পূরা পূরা বিশ্বাস হওয়া চাই"।

সদ্ব্যবহারের বিস্তৃত উপদেশ।

শিওস্তান (সিস্তান) বিজয়ের পরের পত্রে প্রকাশ।

"যে ব্যক্তি তোমার নিকট আশ্রয় চায় তুমি তাহাকে নিরাশ করিও না। দরখাস্ত সকল মঞ্জুর করিও, ক্ষমা ও মার্জ্জনা দ্বারা প্রজাগণের অন্তর প্রশান্ত কর। রাজাদের সহিত যে সকল অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও, তাহার উপর অটল থাক, তাহারা মালগুজারি (রাজস্ব) আদায় করিবার অঙ্গীকার করে ও প্রত্যেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য কর। যে ব্যক্তি আল্লার তওহিদ—একত্ববাদ স্বীকার করে (মুসলমান হয়), তোমার আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সমস্ত মাল, আসবাব ও মান ইজ্জত বজায় রাখ; যে এসলাম গ্রহণ না করে তাহাকে কেবল মাত্র এতটুকু বাধ্য কর যে, সে যেন তোমার আনুগত্য (বাধ্যতা) স্বীকার করে। তুমি বিদ্রোহী অবাধ্যদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, ভয় ও শঙ্কা বর্জ্জন করিও, যেন এমনও না হয় যে, শত্রু তোমার মিলন চেষ্টাকে তোমার দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া ধারণা করিয়া লয়।"

সেই বোজর্গের এই সকল পত্র—এসলামের ইতিহাসে যাহাকে নির্দয় পাষণ্ড বলা হইয়াছে কিন্তু এসলাম, বিজিত জাতির সহিত সদ্ব্যবহারের এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, এস্থলে উপস্থিত হইলে পাথরও মোম হইয়া যাইত।

প্রাচীন মোসলেম-ভারত।

আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশার সময়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিল্প ও পেসা।

কাপ্তান হামিল্টন লিখিতেছেন, ভারতে উত্তম হইতেও উত্তম এবং অধিক সংখ্যায় বস্ত্র এত প্রস্তুত হওয়া যাইত যে, ইউরোপে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন ছিল। আর এক স্থানে লিখিতেছেন, তুলায় এমন এক বস্ত্র

বয়ন করা হইয়া থাকে যে, তাহা খুব মিহিন (সরু) ও মোলায়েম (নরম) হইয়া থাকে, আবার এত দীর্ঘস্থায়ী (টেকসই) যে, নিজের জীবনে এরূপ বস্ত্র আর কখন আমি ব্যবহার করি নাই।" আর এক স্থানে লিখিতেছেন, "এদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তির ও ধনু প্রস্তুতকারী লোক বাস করেন, তাহাদের অস্ত্রও এই স্থানে প্রস্তুত হয়। এক স্থানে সিন্ধুর একটী প্রসিদ্ধ সহর ঠেঠের অবস্থা লিখিতে গিয়া এই সময়ের ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার আশ্চর্য্যজনক কৌশলের কথা লিখিতেছেন,—"এই সহর সমুদ্র হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ এই সমুদ্র হইতে নহর ও নালা কাটীয়া তদ্দারা সহর ও বাগান সমূহে পানী পৌছাইবার এন্তেজাম করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা।

কাপ্তান হামিল্টন সেই দেশের অধিবাসী ছিলেন,—যে দেশের ইতিহাসে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন যে, "১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা আজ্ঞা প্রচার করেন যে, সমুহ প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী প্রজাকে হত্যা করা হউক এই সাধারণ রাজাজ্ঞায় বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, রমণী কাহারও রক্ষা ছিল না রাজা স্বকীয় রাজপ্রাসাদে বসিয়া কাটামুণ্ড হইতে নিঃসৃত রক্তের ফোয়ারার তামাসা দেখিয়াছিলেন"। কিন্তু তিনি যখন ভারতভূমে পদক্ষেপ করিতেছেন ত ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছেন; তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, এত বড় লম্বা চওড়া দেশে, শত শত জাতির লোক কি করিয়া দেয়ালের সহিত দেয়াল মিলাইয়া সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছে—এবং বাজারে কতদূর ভালবাসার সহিত যৌথ কারবার এবং পরস্পরে আদান প্রদান করিতেছে। এক স্থলে লিখিতেছেন, কেবল বেনের মধ্যে ৮৫টী সম্প্রদায়, যদিও ইহাদের এক সম্প্রদায় অন্যের সহিত মিলিয়া আহার করে না, তথাপি পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে। এ মিলামিশা যে কেবল ভারতীয় জাতির মধ্যেই আছে, তাহা নহে বরং বিদেশের অপর ধর্ম্মের লোক যাহারা ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ও হিন্দুদের কোন ঘৃণা নাই সকলেই স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী,

বিদ্যা ! আমাদের সে শিল্প আমাদের সে সব পেশা ! কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কি আমাদের কি দশা ছিল, আর আজ আমাদের কি দশা ঘটিয়াছে। আমাদের ভারতীয় শোণিতে যদি কিছুমাত্র তেজ ও আপনবোধ থাকে, তবে আমাদের হারাণ ধন সম্পদ খোঁজ অনুসন্ধান করিয়া লওয়া উচিত। "যতনে রতন মিলে" ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা

আজ সামান্য সামান্য কারণে হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি, মুসলমানের মধ্যে শিয়া সুন্নির বিবাদ, সুন্নিদের আবার হানাফী মোহাম্মদীতে মারামারি, হিন্দুদের আর্য্য, সনাতন, বৌদ্ধ, জৈন ; আবার রাজনীতিক্ষেত্রে এসেম্বলী, কৌন্সিলে সর্ব্বত্র এই বিবাদ ও মারামারি (এই কাটাকাটি মারামারির অবসান না করিলে ভারতের সুদিন সুদূর পরাহত) ; মতভেদ সত্ত্বেও কাহারও অন্তরে আঘাত না দিয়া, পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপদতার সহিত সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধা করিতে পারে। [illegible] দৃষ্ট [illegible]

জমীদার।

বরিশালে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড।

বরিশালের নির্ম্মম ও পৈচাশিক হত্যার কথা শুনিয়া স্বতঃই কবি একবালের এই কথা মনে হয়। কবি একবাল কি সুন্দর কবিতাই বলিয়াছেন,—

توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا
باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم
سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

একটা মসজেদের নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে যাইতেছে, আইনকে কলা দেখাইয়া মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট মাত্র তাহাদিগকে গেরেফতার ও বন্দী করিতেছেন।

হিন্দুদের বাজনার উৎকট ব্যাধিকের ফলে, বরিশালে সম্প্রতি যে নির্ম্মম হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কোন মুসলমান এই নৃশংস মুসলমান হত্যার জন্য দুঃখিত ও মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারে না। বরিশাল, পোনাবালিয়া, শিব-বাড়ি হইতে আড়াই মাইল দূরে জগন্নাথপুর গ্রামে ৩০ বৎসরের পুরাণ একটা মসজেদ। গত শিবরাত্রির সময় ঐ শিববাড়ি হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা শুনিয়া, সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পটুয়াখালিতে মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার যেরূপ বাতিক, তাহাতে এই মসজেদটীরও অবমাননা হইবার গুরুতর আশঙ্কা করিয়া মুসলমানগণ এসলামের খাদেমরূপে হিন্দুদের বাজনা বাজানরূপ জঘন্য বাতিক হইতে খোদার ঘরের সম্মান রক্ষার জন্য ঐ মসজেদের নিকট সমবেত হইয়াছিল।

পুলিশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, গান বাজনাসহ মসজেদের সম্মুখ দিয়া মিছিল লইয়া যাইতে চাহে এবং মুসলমানজনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যাইতে বলে। মুসলমানদের নেতা মৌলবী সাহেবকে পুলিশ গেরেফতার করেন। তাহার পর তাহারা সরিয়া না যাওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্সি পুলিশকে গুলি চালাইবার হুকুম দেন। ফলে ২০ জন মুসলমান শহীদ বহুজন আহত হইয়াছেন। انا لله وانا اليه راجعون

হিন্দু পক্ষের বর্ণনা এই যে, মিছিলের কাহারও হস্তে লাঠি সোটা কিছুই ছিল না, তাঁহারা নিরীহ ননীর গোপাল হইয়াই আসিয়াছিলেন, আর মুসলমানেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধমুখে যুদ্ধের মত হইয়া উপ-স্থিত হইয়াছিল। তাহারা হয় "মরবু না হয় মারবু" বলিয়া হাঁকিতে-ছিল, অস্ত্র দেখাইতেছিল ইত্যাদি

ঘটনা যদি এইরূপই ছিল, তবে তাহাদের নেতাকে গেরেফতার

পটুয়াখালিতে আজ অনেকদিন ধরিয়া আইন অমান্য করিয়া বাজনা বাজাইয়া হিন্দুগণ মসজেদের নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে যাইতেছে। এই আইন অমান্যের অজুহাতে তথায় ত গুলি চালান হয় না, কেবল গেরেফ্‌তার করা হইয়া থাকে। তবে হিন্দু বলিয়াই কি এ রেয়াত? আর এস্থলে মুসলমান বলিয়া কি এই বেপরোয়া গুলি চালান? যদি তাহাই হয় তবে এরূপ পক্ষপাত, শান্তির অবতার বৃটিশ শাসনের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা। "সংখ্যের বল শক্তির ভক্ত" সাধারণ পুলিশের কার্য্য এরূপ হইলেও শান্তিরক্ষক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এই নীতির অনুসরণ কখনই শোভনীয় নহে। এরূপ শক্তি বা ব্যক্তিকে রক্ষক না বলিয়া ভক্ষক নামে অভিহিত করা অনুচিত হইতে পারে কি? ভারতের মুসলমান, বাংলার মুসলমান এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের কথা কখনই ভুলিতে পারিবে কি? কখনই না।

ন্যায়ের অবতার, শান্তির সংস্থাপকগণকে আমরা একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, হিন্দুদের যদি মসজেদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ রাস্তায় প্রকাশ্যভাবে বাজনা বাজাইয়া যাইবার অধিকার থাকে, তবে হিন্দুদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ রাস্তায় প্রকাশ্যভাবে কোরবানীর গরু, তাহার মাংস লইয়া যাইবার অধিকার মুসলমানদের থাকিবে না কেন? হিন্দু যদি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন অমান্য করিয়া মসজেদের সামনে বাজনা বাজাইয়া কেবল গেরেফ্‌তার হন, তবে মুসলমান বাজনা বাজাইতে বাধা দিয়া আইন অমান্য করিলেও গুলি খাইয়া মরিবে কেন? মুসলমানের চক্ষুর সামনে, মসজেদের সামনে যদি হিন্দুরা ঠাকুর লইয়া যাইবার, বাজনা বাজাইবার অধিকার থাকে, তবে হিন্দুদের চোখের সামনে সরকারী রাস্তায়, মুসলমানদের নিজস্ব জমি বা মসজেদে গোজবেহ করিবার অধিকার মুসলমানদের থাকিবেনা কেন? হিন্দুরা যদি তাহাদের অবাধ অধিকার রক্ষা করিতে চাহেন, তবে মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত অবাধ অধিকার চাহিবেনা

এইরূপ হত্যা হইয়াছে, স্বামীজী মুসলমানকে হিন্দু করিতেছিলেন বলিয়া এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে।”

আমরা বলি এতদিন হিন্দু মুসলমানে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া পাশাপাশিভাবে বাস করিয়া আসিতেছে, কৈ কখনত কাফের বলিয়া মুসলমান হিন্দুকে হত্যা করে নাই, হিন্দুর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করে নাই। আর্য্য সমাজীরা ত বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইয়াছে কৈ এ যাবৎ ত মুসলমানেরা তাহাদের উপরে খড়্গহস্ত হয় নাই। বরং হিন্দুর অন্যান্য জাতির তুলনায় ব্রাহ্মদিগকে মুসলমানগণ অনেকটা ভাল-বাসে। আর্য্য সমাজীরাও মুসলমানদের ন্যায় পৌত্তলিকতার ঘোর-বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী; সুতরাং দেশীয় সনাতন হিন্দুর সহিত তাহাদের মত বিরোধ যতটা ততটা মুসলমানদের সহিত নহে। আর্য্য সমাজীরা মুসলমানদেরই অনেকটা গ্রহণ করিয়াছে। এসব মুসলমান সভ্যতার ফলেই ভারতে শিখ, কবিরপন্থী, চৈতন্যের ধর্ম্ম এবং নানা ধর্ম্ম প্রভৃতি হিন্দু মতের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকল মত মুসলমান ধর্ম্মের নিকট বড় ঋণী নহে? মুসলমান ধর্ম্মের ঔরসেই এই সম্প্রদায় অনেকের জন্ম হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমত অবস্থায় আজ শিখ, ব্রাহ্ম কিম্বা অন্য কাহারও উপর নহে কেবল আর্য্য সমাজি-গণের উপর এত বিরাগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হইবার কারণ কি?

ব্রাহ্মগণ মুসলমানকে ব্রাহ্ম হিন্দুতে পরিণত করিলেও তাহারা এসলাম বা এসলামের মহাপুরুষের প্রতি কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই বরং এসলাম ও এসলামের মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মগণই কোরাণ ও মেস্কাতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করায় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ তাঁহাদের নিকট ঋণী। তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও এসলামের মহাপুরুষগণের জীবন চরিত লিখিয়া স্বীয় মন্তব্যে বহুস্থলে ইঁহাদের প্রতি ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। অপর পক্ষে আর্য্য সমাজিগণ অন্যের ধর্ম্ম ও

৪। মৌলানা আবদুর রহিম সাহেব, ৫। মৌলানা আবু তাহের সাহেব, ৬ মৌলানা আবদুল বারি সাহেব, ৭। মৌলবী গোলাম রব্বানি সাহেব, ৮ মুঃ কাসেম সাহেব, ৯। হাজী দেলওয়ার সাহেব, ১০ হাজি গোলাম রহমান সাহেব, ১১। মুঃ আবদুল অহিদ সরকার সাহেব, ১২। মুঃ খোদা নেওয়াজ সাহেব, ১৩ মোহাঃ আবদুল মান্নান ম্যানেজার, ১৪ মৌলবী আবু মোহাঃ আছিরদ্দিন সাহেব, ১৫। হাজি দলিলর রহমান সাহেব, ১৬। মোহাম্মদ আবদুল আজীজ (ত্রিপুরা), ১৭ আবু বকর সরকার, সাতঘরিয়া (হুগলী), ১৮। হাজি আবদুচ্ছত্তর সাহেব, ১৯। মীর মোহাম্মদ এস্মাইল, রাজসাহী, সোনাডাঙ্গা হুজিখালি। ২০। হাফেজ আনছারী সাহেব, হরাল, ২১। আবদুর রব মণ্ডল, শুনকা। ২২। জনাব হাজি আবদুর রহিম সাহেব, ২৩। জনাব মৌলবী এহিয়া সাহেব, ২৪ জনাব মৌলবী আহমদ সাহেব, ২৫। হাফেজ আবদুর রহমান সাহেব, ২৬ হাফেজ ইউছফ সাহেব কংশরপুর ২৭ হাফেজ মোকছেদ আলি সাহেব

প্রস্তাব মাওলানা আবদুর রহিম সাহেব, (বীরভূম) কে অদ্যকার সভার সভাপতি করা হউক।

প্রস্তাবক মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব।

সমর্থক —মাওলানা গোলাম রব্বানী সাহেব

২। প্রস্তাব—আহলে হাদিস পত্রিকাকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিবার জন্য বহু চিঠি পত্র আসিতেছে এবং এ জন্য সমাজের বহু লোক অনুরোধ করিতেছেন। অগত্যা আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এই পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করার উপায় উদ্ভাবন করা হউক।

প্রস্তাবক—মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ সাহেব, সেক্রেটারী।

সমর্থক—মাওলানা গোলাম রব্বানী সাহেব।

আহলে হাদিস পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করিবার জন্য সাহায্যদানের অঙ্গীকার,—

মৌলবী মাওলানার বান্দ, এই গানের ওস্তাদ বা হেজবোশশায়াতিন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

৭। যে দামেস্ক হরমায়েনের পক্ষ হইতে মহামান্য এমামোল মোসলেমিন সোলতান এবনে সউদের নামে বিজ্ঞাপনাকারে যে সকল মিথ্যাপবাদ প্রচার করা হইয়াছে, এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

৮। মাওলানা সাব্বির আহমদ ওছমানী দেওবন্দী প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গণ্য মান্য হানাফী আলেম ভারতীয় মুসলমানগণকে নজদীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমানতায় এ বৎসর হজের ফরজ আদায় করিবার জন্য ফতুয়া দিয়াছেন। এই সৎসাহসের জন্য এই সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

৯। শুদ্ধি আন্দোলন এতদিন হিন্দুস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন বাঙ্গালায় ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। হিন্দুসভার রিপোর্টে প্রকাশ, বহু অহিন্দু হিন্দু হইয়াছেন। তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে বহু মুসলমান আছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। এই সভা বাংলার মুসলমানকে সাধারণভাবে এবং আলেমসমাজ, মুর্শেদ ও পীরগণকে বিশেষভাবে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক ও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে বলিতেছে এবং প্রত্যেক ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অমুসলমান, বিশেষতঃ হিন্দু নরনারীকে এসলামের শীতল ছায়ায় স্থান দিয়া, এসলামের শিক্ষা অনুসারে নও-মোছলেমগণকে অবাধে সমাজে গ্রহণ করিতে বলিতেছে। প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজহিতৈষী মোসলমানকে এসলাম প্রচারে বদ্ধপরিকর হইবার জন্য এই সভা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে এবং এসলাম প্রচার-সংঘ গঠন করিতে বলিতেছে।

দেশের পক্ষে ভীষণ অকল্যাণকর বোধে এই সভা বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান বিবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

হজ্ব ও হেজাজ সংবাদ।

২৭শে মার্চ্চ এবং উহার পর প্রত্যেক ৭ অথবা দশ দিন পর হজ্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত, হজ্বযাত্রিগণকে লইয়া বোম্বাই হইতে করাচী হইয়া জাহাজ ছাড়িবে।

উপস্থিত হাজী সংখ্যা।

গত ৭মেরই শাবান, ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে অর্থাৎ জাহাজে ৩৩২৩৮ জন হাজী আরবের পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন

মিসর হইতেও হাজীদের আগমন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদল মিসরী হাজী জাহাজে ইয়াম্বু বন্দরে পৌছিয়াছেন

জালালাতোল মালেকের ছফর।

মদিনা হইতে রেয়াজ

মহামান্য বাদশাহ ছোলতান এবনে ছউদ মটরযোগে মদিনা মনওয়ারা হইতে ৫৯ ঘণ্টায় নজদ-রাজধানী রেয়াজে উপস্থিত ও বিপুল আনন্দোৎসবের সহিত গৃহিত হইয়াছেন

রেয়াজে বৃষ্টি।

জালালাতোল মালেক ছোলতান এবনে ছউদ রেয়াজে উপস্থিত হইবার পর উপর্য্যুপরি সাতদিন তথায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এইরূপ তাঁহার মক্কা মোয়াজ্জমা, মদিনা মনওয়ারা এবং জেদ্দায় উপস্থিত হইবার দিন বৃষ্টি হইয়াছিল।

نسأل الله ان يعمنا برحمته وان يدوم جلالته ذخرا للعرب والمسلمين

ওম্মোল কোরা, ১৫ই সাবান।

বোম্বাই, ২২শে মার্চ্চ,—প্রেরিত এক তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ২৯শে সাবান পর্য্যন্ত জেদ্দায় চৌদ্দজন কম চল্লিশ হাজার হাজী পৌছিয়াছেন।

এস্মাইল আফগানী,
জমীদার ২৪শে মার্চ্চ।

কলিকাতা হইতে হাজীর জাহাজ।

আগামী ১৪ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে আরমনস্তান নামক জাহাজ হাজীগণকে লইয়া জেদ্দা রওয়ানা হইবে তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া ২০০৲ টাকা।

টিকিটের ঠিকানা —মোহাম্মদ খলিল সিরাজী এণ্ড সন্স,
৩১ মাঙ্গুলেন, লালদিঘী, কলিকাতা

প্রথম দিবস কলিকাতার মাওলানা এক্রামদ্দিন ও মৌলবী মাওলা বখশ সাহেব হাদিস, কোরাণ ও শিক্ষা বিষয় ওয়াজ নছিহত করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে জাগরণের সাড়া প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। উক্ত সভায় খান বাহাদুর এমাদউদ্দিন সাহেবকে সমিতি হইতে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়, তৎপরে মৌলবী নসিমউদ্দিনের কেরাৎ পাঠের পর ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মাওলানা সাহেবেরা ওয়াজ আরম্ভ করেন। তৎপর দিবস বগুড়া জমিয়তে ওলামার সেক্রেটারী মোজাহার হোসেন সাহেব বেলা ২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা প্রদান করিবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।

১। জাতীয় সহানুভূতি ২। আলেমগণকে নেতা করা ৩। মাদ্রাসা স্থাপন করা ৪। সংগৃহীত চাঁদার এক তৃতীয়াংশ দেওয়া ৫। সংবাদ পত্র প্রচলন করা ৬। মামলা মোকদ্দমা গ্রামের মণ্ডলের দ্বারা করান ৭। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ৮। "এগার ফ" ও ৯। সুদ পরিত্যাগ করা ১০। ব্যবসা বাণিজ্য করা, ১১। এসলাম প্রচারক রাখা

(ক) এককালীন দান (খ) কৃষকের নিকট হইতে মাসোয়ারা চাঁদা লওয়া (গ) জুমা মসজিদ হইতে বাৎসরিক তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা সাহায্য লওয়া (ঘ) কোরবাণীর চামড়া, ফেৎরা, জাকাত, আকীকা (ঙ) শাদি সাদী উৎসব উপলক্ষে এককালীন কিছু চাঁদা দেওয়া।

১২। মুটে মজুর ও কৃষকদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা।

উক্ত প্রস্তাবসমূহ পাশ হইবার পরে সমিতির জন্য নিম্নলিখিত চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

১। ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ সফি ১০০৲ ২। নুর মোহাম্মদ ২০৲ ৩। সভার মধ্যে নগদ আদায় ৩০।/০ তন্মধ্যে ১০।/০ মহিলাদান।

চারখানা সংবাদপত্র সমিতিকে দান

১। মুন্সি মহম্মদ বাসরউদ্দিন "সওয়াতে এসলাম" ২। মুন্সি মহম্মদ ওয়াসিরউল্লা "আহলে হাদিস", ৩। মুন্সি মহম্মদ আবদুল গোলাম "হানাফী" ৪। মুন্সি মহম্মদ সদরউদ্দিন, "মহম্মদী"।

উক্ত সংবাদ পত্রিকাসমূহ সমিতি যতদিন থাকবে ততদিনের জন্য দেওয়া হইবে।

রিপোর্টার—

সেক্রেটারী—খাদেম উল এসলাম

সমিতি।

১২শ ভাগ]　　বৈশাখ—১৩৩৪।　　[৮ম সংখ্যা।

জেলকদ—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২৷০ টাকা]　　প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

সর্ব্ব প্রদাতা করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

২য় ভাগ | জেলকদ—১৩৪৫ বৈশাখ—১৩৩৪ সাল | ৮ম সংখ্যা।

কোর্‌-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা বাকর, ২য় পারা,—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ…

মাসের সম্মানের জন্য, তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ মানবের কি কোন করণীয় কার্য্য নাই ? নিশ্চয় আছে তাই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদর্শী আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করেন যে, উক্ত পবিত্র রমজান মাসে মানব আল্লার উপাসনা, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং চিত্ত সংযমদ্বারা প্রকৃত মানবত্ব লাভ করুক এবং তাঁহারই অমূল্যবাণী কোরাণ মজিদ উক্ত মাসে পাঠ ও আলোচনায় নিযুক্ত থাকুক ইহাদ্বারা উক্ত কালের সম্মান ও স্মৃতি রক্ষা হইবে এবং তৎসঙ্গে মানবাত্মার পুষ্টিলাভ হইবে

২ সুতরাং যে ব্যক্তি রমজান মাসে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার ইহা একটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য যে, সে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য সাধনার্থ উক্ত মাসে রোজা রাখে কিন্তু যাহারা উক্ত সময়ে পীড়া-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উপবাস করিবার ক্ষমতা নাই অথবা পানাহার হইতে নিবৃত্ত থাকিলে পীড়াবৃদ্ধি তথা জীবন নাশের সম্ভাবনা, তাহারা সেরূপ অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করিতে পারে কিংবা যাহারা উক্ত সময়ে প্রবাসী বা পথিকরূপে (মোছাফের) জীবন যাপন করে বা করিতে বাধ্য হয় তাহাদের পক্ষে পানাহার হইতে নিরস্ত থাকা বা রোজার সর্ব্ব প্রকার বিধি পালন করা দুরূহ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহারাও এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ করিতে পারিবে কিন্তু উল্লিখিত কারণ সমূহে যে ব্যক্তি রোজা না রাখিবে তাহাকে সেই ভগ্ন রোজা কয়টীর গণনা করিয়া অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন তাহার পীড়া আরোগ্য লাভ করিবে বা সে তাহার প্রবাস জীবনযাপন সমাধা করিবে সেগুলি আদায় করিতে হইবে এবং সেই কাজা রোজাগুলি আদায় করিবার সময় ক্রমাগত পর পর রোজা রাখিবে অথবা মধ্যে মধ্যে বাদ দিয়া রোজা রাখিতে পারিবে। মোটের উপর যে কোন উপায়ে বা প্রকারে হউক তাহাকে সেই গণিত সংখ্যক কাজা রোজাগুলি আদায় করিতেই হইবে

হয় এবং এমন কি নিকৃষ্টপ্রাণী পশু পক্ষিগণও স্বীয় উপকারীকে প্রত্যু-
পকার করে এবং চিরকাল তাহার কৃতজ্ঞতা বহন করিতে দেখা যায়, তখন
সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সুমহান আল্লা যিনি সর্ব্বজগতের অধিবাসীকে
কতপ্রকারে উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মানব জাতিকে
শ্রেষ্ঠত্বপ্রদান ও মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন তখন তাঁহার প্রতি একটী
গুরুকর্ত্তব্যভার আমাদের মস্তকোপরি অবশ্যই ন্যস্ত আছে। তাই আল্লা
তায়ালা আমাদিগকে তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে আদেশ করিতেছেন।
তিনি আমাদের নিকট আর কিছু চান না, তিনি কেবল চান আমরা
তাঁহার সুখ্যাতি করি ও তাঁহার উপাসনা করি তাঁহার আদেশ সমূহ
পালন করি। আমাদের ইহা দেখান কর্ত্তব্য যে আমরা তাঁহার প্রতি
কত কৃতজ্ঞ।

ইছলাম ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

(গত [illegible] পর)

১৩ ইছলাম আদেশ করিতেছে তোমার প্রাণঘাতী শত্রুকে
কেবলমাত্র তোমার জীবন রক্ষার জন্য হত্যা কর, তোমার ধর্ম্ম ও স্বাধী-
নতা হরণ তোমার সম্মান ও সম্পত্তি নাশ করিতে যে উদ্যত হইবে তুমি
তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর। কিন্তু দেখিও ইছলামবিধি লঙ্ঘন
করিয়া অত্যাচার করিও না। অত্যাচারীকে আল্লা ধ্বংস করিবেন।

১৪ একদিকে ইছলাম যেমন শত্রুকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে
বিধি দান করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি উহা সকল জীবের প্রতি ক্ষমা
ধর্ম্মপালন করিতে মানবজাতিকে আদেশ করিতেছে। যে ব্যক্তি স্বীয়
অপকারীকে ক্ষমা করে, ইছলাম শাস্ত্রমতে পারলৌকিক জীবনে তাহার
স্থান অতি উচ্চে। কোরাণ ফরমান ক্ষমা মহত্ত্বগুণ অতি উচ্চ দৃষ্ট হয়।

পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "বাপজান! আমাকে রক্ষা করুন, আমি যে কূপে পড়িয়া গিয়াছি" উঃ! কি নিষ্ঠুরহৃদয় পিতা পিতা তখন কি করিতেছে? যতই সেই বিপদগ্রস্তা সন্তানের করুণস্বর তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে ততই সে দ্বিগুণ উৎসাহ ও তেজে সেই জীবন্ত সন্তানের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছে যে জাতির হৃদয় এত পাষাণতুল্য কঠিন যাহাদের অন্তরে মমতার লেশ মাত্র নাই, যে জাতি নরহত্যা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করিত না, অধর্ম্ম, হিংসা, ব্যভিচার, হত্যা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যে জাতির দৈনন্দিন কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে জাতির মধ্যে ইমরুল কায়ছের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত কবি পর্য্যন্ত লাম্পট্য ও ব্যভিচারকে সুখ্যাতি করিত ও স্বয়ং তাহাদের অধিকারী ছিল, সে জাতি যে একজন নিরক্ষর, পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তির কথায় ও তরবারির বলে তাহাদের সমুদয় ভয়াবহ অসৎগুণ নিচয় একেবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ, বুদ্ধ ও পবিত্র হইবে, ইহা কি কখনও সম্ভব? হিংস্র, পশ্বাধম ও নিষ্ঠুর হৃদয় ব্যক্তিকে কি কখন তরবারিবলে সৎগুণশালী করা যায়? যতই তাহাকে কোন বিষয়ে জোর জবরদস্তি করিবে ততই তাহার সেই নিষ্ঠুরতা ও পাপগুণসমূহ হুতাশনে বায়ুসঞ্চালনের ন্যায় দ্বিগুণ চতুর্গুণ ভীমবেগে আত্মপ্রকাশ করিবে তবে কিসের বলে এহেন বর্ব্বর পশ্বাধম জাতি জগতের অনর্ঘ জাতিরূপে গঠিত হইয়াছিল? সেই নিরক্ষর পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনে এবং তাঁহার প্রচারিত আল্লা মনোনীত ইছলামধর্ম্মে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে যাহার বলে ও প্রভাবে আরববাসী তথা জগদ্বাসী স্বীয় জন্মগত কু অভ্যাস সমূহ অনায়াসে চিরতরে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানবরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল অসভ্যতাত্মক বর্ব্বর যুগের সেই নিরক্ষর ব্যক্তি সার্দ্ধ ত্রেশত বৎসর পূর্ব্বে যে আদর্শ শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবং সভ্যতা ও শিক্ষার চরম উৎকর্ষের যুগেও আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে ইছলাম

নেজাম, হায়দরাবাদের ফতুয়া।

ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে হায়দরাবাদ মুসলমান রাজ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই রাজ্যের মুসলমান নরপতির উপাধি নেজাম। সর্ব্ব সাধারণ মুসলমানের অবগতির জন্য এই, সর্ব্ব প্রধান দেশীয় মুসলমান রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রধান বিচারপতি ও রাজত্বের ওলামাএ কেরাম সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অর্থাৎ একমতে হজ্বের ফরিজাহ সম্বন্ধে যে ফতুয়া প্রচার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

فتوی صدارت العالیہ سرکار عالی متفقہ علماء کرام

م ۱ رمضان المبارک سنہ ۱۳۴۵ م ۱۱ اردی بہشت سنہ ۱۳۳۶ ف

استفتاء کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جو حالات اس وقت ارض حجاز کے ہیں ان کی بنا عموم مسلمانوں کو حج کے سفر سے روک دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں بینوا توجروا

الجواب حامدا و مصلیا

موجودہ ارض حجاز کی بنا پر مسلمانوں کو سفر حج سے روک دینا شرعاً جائز نہیں ہے اس لئے علماء اسلامیہ اور سلطنت کے معروف مدبرین داخل اور بیرون حجاز کی شہادت سے بہ موجودہ سال گزشتہ ۱۳۴۴ حجاج صحیح و سالم واپس آئے ہیں جو اس امر کی روشن دلیل ہے کہ رستہ پر امن ہے اور عام طور سے حجاج کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر بعض حجاج کی سانحہ خلاف امن واقعہ پیش آئے ہوں تو شرعاً اسکا اعتبار نہیں بلکہ وجہ :—

১১ই রমজান মবারক, ১৩৪৫ হিজরী ;—

দিনের ওলামা ও সারা মাত্তিনের মুফ্‌তীগণ এ মছলায় কি বলেন?

এ সময় হেজাজ প্রদেশের যে অবস্থা, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া সাধারণভাবে মুসলমানগণকে হজ্জের ছফর হইতে নিবৃত্ত করা (হজ্জে যাইতে মানা করা) সরিয়ত অনুযায়ী জাএজ কি না ? আপনারা বর্ণনা করুন, আল্লার নিকট ইহার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

উত্তর,—

আল্লার প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করার পর,—বর্ত্তমান হেজাজ প্রদেশের উপর ভিত্তি করিয়া মুসলমানদিগকে হজ্জের ছফর হইতে নিবৃত্ত করা জাএজ (সিদ্ধ) নহে। কারণ এই যে, নিরাপদতার প্রবল সম্ভাবনা, যাহা হজ্জে সক্ষম হওয়ার মর্ম্মের অন্তর্গত এবং হজ্জ অজেব হইবার পক্ষে একটী শর্ত্ত, তাহা বর্ত্তমান আছে। গত সালে সাধারণ হাজী সম্পূর্ণ সশরীরে ও নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাই উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ দিতেছে যে, পথ শান্তিপূর্ণ, এবং সাধারণভাবে হাজীদের পক্ষে কোন আশঙ্কা নাই। আর যদি দৈবাৎ কোন হাজীর পক্ষে শান্তির বিপরীত ঘটনাবলি ঘটিয়া থাকে ত সরিয়তের হিসাবে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে ইহার দুইটী কারণ,—

> ( ) اعتبار کثرت اور غلبہ کا ہے نہ کہ قلت اور ندرت کا — شافی
> کی کتاب الحج میں ہے فان غلبة السلامة ليس انها لكل احد بل
> للمجموع وهي لا تنافي الا بفعل الا كثر او الكثير یعنی سلامتی کا
> غالب ہونے سے ہر شخص کی سلامتی مراد نہیں بلکہ مجموع
> طور پر حجاج کی سلامتی مراد ہے اور جب تک کہ کثر حجاج یا انکی
> زیادہ تعداد قتل نہ ہو سلامتی غالب ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی
> اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا کہ سال گزشتہ
> زیادہ تر حجاج قتل کئے گئے یا لوٹ لئے گئے ۔

যাহা অধিক ও প্রবল ভাবে ঘটে তাহাই ধর্ত্তব্য যাহা কম ও সামান্য ভাবে হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সামি, কেতাবোল হজ্জে আছে,—“নিরাপদতার ধারণা প্রবল হইতে গেলে তাহার মর্ম্ম এ নহে যে, প্রত্যেক

ব্যক্তিই নিরাপদ থাকিবেন, বরং তাহার মর্ম্ম এই যে মোটের উপর হাজীগণের নিরাপদতা থাকে। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাজী বেশীর ভাগ বা তাহাদের অধিক সংখ্যক লোক কতল (নিহত) না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাপদতা প্রবল হওয়ায় "না" হইতে পারে না। আর ইহা সুস্পষ্ট যে, "গত বৎসর বেশীর ভাগ হাজীকে হত্যা বা লুণ্ঠন করা হইয়াছে" কেহই এ কথা প্রমাণ করিতে পারে না

(۶) رہا شاذ و نادر واقعات کا وقوع — اس سے تو مکہ مکرمہ کبھی خالی نہیں رہا — ایسے نادر واقعات خلاف امن ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں — چنانچہ علامہ شامی کتاب الحج میں تحریر فرماتے ہیں —

قد سئل الکرخی عمن لا یحج خوفا فقال ما سلمت البادیۃ من الآفات ای لا تخلو عنہا کقلۃ الماء و ہیجان السموم و ہذا الجواب منہ رحمہ اللہ تعالی علامہ کرخی سے اس شخص کے بارہ میں مسئلہ دریافت کیا گیا جو فراہمی کے خوف کے مارے حج کو نہیں جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ایسے آفات سے کبھی خالی نہیں رہی کبھی پانی کی قلت اور کبھی سموم (امراض یا ملاؤں) کا پھیلنا وغیرہ اس سے آپکا یہ مقصد تھا کہ ایسی حالت میں ادائے حج واجب ہے —

রহিল দৈবাৎ কখন কখন কোন ঘটনা ঘটা; ত মক্কা মোকররমাহ কখন এরূপ ঘটনা হইতে শূন্য থাকে নাই। দৈবাৎ শান্তির বিরোধী ঘটনা (তথায়) চিরকালই ঘটিয়া আসিয়াছে। যেমন আল্লামা শামী কেতাবোল হজ্জে লিখিতেছেন যে, আল্লামা করখীর নিকট সেই ব্যক্তির বিষয় মছলা জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কারামতার ভয়ে হজ্জে যাইত না। তিনি বলিলেন যে, "এই পবিত্র দেশ এবম্প্রকারের আপদ হইতে কখনও শূন্য থাকে নাই। কখন পানীর অল্পতা, কখন বিষাক্তের (পীড়া বা আপদ সমূহের) বিস্তৃতি ইত্যাদি। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এমতাবস্থাতেও হজ্জ আদায় করা অজেব

علامہ کرخی نے یہ جواب

اسوقت دیا تھا جبکہ قرامطہ کا حجاز پر تسلط تھا اور حجاج سے بڑی
بڑی رشوتیں اور ٹیکس وصول کرتے تھے— اور موجودہ حالت میں اس
کے برعکس ثقات حجاج سے راستہ کا امن ہونا اور انتظام حسن طور سے
ہونا معلوم ہوا پس جبکہ حجاج کو جانی یا مالی خطرہ نہیں ہے—
بلکہ سالہای گذشتہ اور پہلے حکمرانوں کے اعتبار سے بہت کچھ بد امنی
وغیرہ کا سد باب ہوگیا ہے تو پھر کوئی وجہ شرعی سفر حج سے منع کرنیکی
نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب —

حسب الحکم عالی جناب صدر الصدور بہادر

محمد رحیم الدین

نائب معتمد صدارت العالیہ سرکار عالی

"যে সময়ে হেজাজে "কারামতার" রাজত্ব ছিল, এবং হাজীদের নিকট হইতে মোটা রকমের ঘুষ ও টেক্স আদায় করা হইত সেই সময় আল্লামা করখী (উল্লিখিত প্রশ্নের) এই উত্তর দিয়াছিলেন বর্ত্তমান অবস্থায় উহার বিপরীতে বিশ্বস্ত হাজীগণের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পথ শান্তি-পূর্ণ এবং এন্তেজাম অতি উত্তমরূপই হইয়াছে।

অতএব যখন হাজীগণের ধনপ্রাণের আশঙ্কা নাই বরং বিগত বহু বৎসর ও পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহগণের তুলনায় বহু পরিমাণে অশান্তি ইত্যাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তখন আবার হজ্বের ছফর হইতে মানা করিবার সারা শরিয়ত কোন কারণ নাই।

আলি জনাব, ছদর ছদুর (সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি) ছাহেবের আদেশ অনুযায়ী,

মোহাম্মদ রহিমদ্দীন,

মহামান্য নিজাম সরকারের মহামান্য প্রধান মুফ্‌তীর নাএব

(চিফ্ জষ্টিসের সেক্রেটারী)

জমীদার, ২৪শে মার্চ্চ।

বিহার আমিরে সরিয়তের ফতুয়া।

জেলা পাটনা, ফুলবাড়ি হইতে প্রকাশিত

এমারত নামক সংবাদ পত্রিকায় সুবা বেহারের আমির সরিয়তের পক্ষ হইতে হজ্জে যাওয় সম্বন্ধে এক ফতুয়া প্রচারিত হইয়াছে তাহা এই,—হজ্জে বিলম্ব (হজ্জ মুলতবী) করিবার কোন কারণ নাই,—আমাদের অফিসে বহু এস্তেফ্‌তা ও পত্র আসিতেছে কেহ কোন হজরাত হজ্জের মছলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেহবা নিজের (হজ্জে) যাত্রা সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিতেছেন। এই হজরতগণের সকলের অবগতির জন্য, হজ্জ সম্বন্ধে বেঙ্গলোর হইতে যে এস্তেফ্‌তা আসিয়াছিল তাহার সহিত আমাদের অফিস হইতে উত্তর দেওয়া হইয়াছে এমন একটী ফতুয়া প্রচার করিতেছি। এ মছলায় (হজ্জের বিষয়ে) ইহাই সাধারণ হুকুম এবং এই জন্য ইহাই আমির সরিয়ত বিভাগের কর্ম্মপদ্ধতি আমি আশা করি যে, ইহাতে সমগ্র মুসলমানের আন্তরিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে ও মনের স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। আর এখন ইহার বিষয়ে কোনরূপ জিজ্ঞাসা বা পরামর্শের প্রয়োজন হইবে না। এবং যে সকল লোকের উপর হজ্জ ফরজ তাঁহারা বিলম্ব বা হজ্জ মুলতবী করণ হইতে বাঁচিবেন এবং আপন ফরজ হজ্জকে আদায় করিবেন

وان الله يهدى من يريد

এস্তেফ্‌তা,—দিনের আলেমগণ নিম্নলিখিত মছলায় কি বলেন যে, ছোলতান এবনে ছউদের আধিপত্যের পর হইতে হেজাজ প্রদেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপদতা আছে, হাজী ও জেয়ারতকারীদিগের ধনপ্রাণ সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত—এখনকার হাজীগণ একথায় সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কোন কোন হজরাত এবনে ছউদ কর্ত্তৃক কোব্বা ও স্মৃতিচিহ্নের ভগ্ন এবং হেজাজের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করণের উপর ভিত্তি করিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত হেজাজ হইতে এবনে ছউদের গবর্ণমেণ্টকে বাহির করিয়া দেওয়া না হয় এবং ভগ্ন কোব্বা সমূহের পুনঃ নির্ম্মাণ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত হজ্জ মুলতবী রাখার পরামর্শ দিতেছেন

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পবিত্র সারা সত্তাবেক এই পরামর্শ ঠিক কিনা?

যদি ঠিক না হয় তবে হজ্জ করিতে সক্ষম ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ) যাঁহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে তাঁহারা কেবল এই পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া ফরজ (হজ্জ) আদায়ে বিলম্ব করেন আর এই বিলম্ব করার সময়ে আদায় না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন তবে (এ জন্য) আল্লার নিকট গোনাহ্‌গার হইবেন কি ?

ফরজ হজ্জ মুলতবীর পরামর্শদাতা অথবা মূল এই মুলতবীর প্রচারকগণের উপদেশ পালনে কুপরিণাম আসিবে কিনা ? অনুগ্রহ করিয়া যে কেতাবের যে পৃষ্ঠা হইতে উত্তর দিবেন তাহার উল্লেখ করিবেন।

المستفتی محمد محی الدین کان الله له معسکر بنگلور

الجواب غسر ۵۸۲ فرضیت حج اور اسکی شرائط کے لئے آیت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نص ہے۔ یعنی جب بیت الله تک پہنچنے کی استطاعت جس عاقل بالغ مسلمان کو حاصل ہو اس پر حج فرض ہے پس جب زاد راہ موجود ہو اہل وعیال کے نفقہ کے لئے بھی موجود ہو راستہ وایضاً مکہ معظمہ عرفات ومنی وغیرہ میں بھی امن کا غالب ظن ہو تو ایسی صورت میں باتفاق ائمہ حج فرض ہے اور یہی امر نصوص سے ثابت ہے۔

উত্তর,—

হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তাহার শর্ত্তসমূহের জন্য "আল্লার জন্য মানবের উপর হজ্জ করা যে তথায় যাইবার সামর্থ্য রাখে সেই লোকের উপর ফরজ" এই আয়াত উজ্জ্বল দলিল। অর্থাৎ যে জ্ঞানবান বয়োপ্রাপ্ত মুসলমানের আল্লার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্যলাভ হয় তাহার উপর হজ্জ ফরজ। অতএব যখন পথ খরচ মজুদ হয় পোষ্য ও পরিবারবর্গের খোরাক পোষাকের জন্যও টাকা মওজুদ হয়, পথ এবং মক্কা মোয়াজ্জমা, আরফাত ও মানা ইত্যাদিতে শান্তির প্রবল সম্ভাবনা থাকে এ অবস্থায় যাবতীয় এমামগণের একমতে হজ্জ ফরজ হইয়া থাকে এবং উজ্জ্বল দলিল সমূহে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

مکہ مکرمہ میں نیو عہدت حکومت کو فرضیت حج یا سقوط حج میں کوئی دخل نہیں حکومت عادلہ مکہ مکرمہ میں ہو یا ظالمہ جب تک امن وامان ہو حج کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے پس

ان صورتوں کے تسلط یا اسکے افعال پر قدرت و غیرہ کے رہتے ادای حج
میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے جبتک کہ امن و امان خلق عام واقع نہ
ہو یا حال عام کا ظن غالب نہ ہو ۔

মক্কা মোকররমার রাজ্যের প্রকার ভেদের সহিত হজ্জ ফরজ বা রহিত হইবার কোন সম্পর্ক নাই। মক্কা মকররমার রাজা বিচারপরায়ণ হউক অথবা জালেম হউক যতদিন তথায় শান্তি ও নিরাপদতা আছে ততদিন হজ্জের ফরজ রহিত হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষণে তুর্কদের আধিপত্য অথবা তাহার কার্য্যের উপর ঘৃণাদির কারণে যতদিন পর্য্যন্ত শান্তি ও নিরাপদতার সাধারণভাবে বিঘ্ন না ঘটে অথবা বিঘ্ন ঘটিবার প্রবল সম্ভাবনা না [illegible] হজ্জ আদায় বিলম্ব করা সিদ্ধ নহে।

کیونکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالی کے
نزدیک فرضیت حج علی الفور ہے اور فرض ہوجانے کے بعد تاخیر معصیت
ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر اگرچہ جائز ہے مگر مذہب
حنفیہ میں مدوں شیخین کے قول پر ہے اور فرضیت حج کے بعد حج نہ
کیا جائے اور موت آجائے تو باتفاق تمام ائمہ وہ معصیت کی موت ہوگی

যেমন এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউসোফ সাহেবানের (রঃ) নিকট অবিলম্বে হজ্জ করা ফরজ এবং হজ্জ ফরজ হইবার পর (আদায়) বিলম্ব করা গোনা। এমাম মোহাম্মদের (রঃ) নিকট যদিও বিলম্ব করা জায়েজ তথাপি হানাফী মজহাবে শায়খায়েন অর্থাৎ এমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসোফ সাহেবানের কওলের উপরেই ফতুয়া। অর্থাৎ এ বিষয়ে এই উভয়ের মতই গ্রহনীয়। আর হজ্জ ফরজ হইবার পর যদি হজ্জ করা না [illegible] আর মরণ আসিলে ও সমস্ত এমামগণের একমতে সেই মরণ গোনাগারের মরণ হইবে।

عالمگیری میں ہے وهو فرض على الفور وهو الاصح فلا يباح له
التاخير بعد الامكان الى العام الثاني كذا في الخزانة المفتين فاذا
اخره وادى بعد ذلك وقع اداء كذا في البحر الرائق و عند محمد
يجب على التراخي والتعجيل افضل كذا في الخلاصة والخلاف فيما

একমাত্র সত্য মত ইহা কোরাণ ও হাদিসের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়া দেন। মৌলবী গোলাম রব্বানি সাহেবের স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহার হস্তে বয়াত করতঃ হানাফী মজহাব হইতে তওবা করিয়া মোহাম্মদী হইয়াছে। আরও মধ্যে মিলাছে।

নামের তালিকা

	বাটীর প্রধান ব্যক্তির নাম,	বাটীস্থ অন্য অন্য লোক
১।	ওমেদ আলি শানা	৬ জন
২।	দেরাছতুল্যা ঢালি	৮ "
৩	খাঁদু বিশ্বাস	৮ "
৪।	সাদার মণ্ডল	৪ "
৫	ফকির মণ্ডল	১ "
৬।	শুধে কারিকার	৬ "
৭	মানিক কারিকার	৬ "
৮।	মজলা সরদার	১ "
৯।	দেরাছতুল্যা সরদার	৬ "
১০।	ওছমান মোল্লা	৫ "
১১	হারেজ গাজী	৩ "
১২	কাজেম মণ্ডল	২ "
১৩	নাটো মালি	৩ "
১৪	ফকির মোল্লা	২ "
১৫	কফিলুদ্দীন শেখ	৯ "
১৬	আজগার গাজী	৪ "
	সর্ব্ব সাং শেতপুর	
১৭	আমির গাজী, সাং বেগুলা	৮ "

মোট ৯৮ জন মোহাম্মদী হইয়াছে।

খাদেমোল কওম—

শেখ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

সাং চাঁদপুর, পোঃ আমকো চাঁদপুর, খুলনা।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ! সাবধান।

ভারত জমিয়তে ওলামার ঘোষণা।

১৯২৭ ইংরাজী সনের ২২শে মার্চ্চ তারিখে কতিপয় মুসলমানের ঘরগড়া এক ডেপুটেশন মাহমুদাবাদের মহারাজার নেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে ভাইস্‌রয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মারফতে এবনে ছউদের সম্মুখে নিজেদের কামানসমূহ উপস্থিত করাইবেন। এতদ্বারা এই ডেপুটেশনের মেম্বরগণ ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাদের অনুভূতি হীনতা ও জাতীয়তাবোধহীনতার একশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

"হেজাজে কোনরূপে অমুসলমানের হস্তক্ষেপ সহ্য করা যাইতে পারে না।" ভারতের মুসলমানদের এই সম্মিলিত ও পুনঃ পুনঃ মীমাংসাকে এই ডেপুটেশনের মেম্বরগণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট পবিত্র হেজাজে হস্তক্ষেপের সুযোগলাভের জন্য যাহাদিগকে নিজেদের কার্য্যের যন্ত্রস্বরূপ গঠন করিয়া লইয়াছেন সেই সকল হজরতই এই ডেপুটেশনের মেম্বর হইয়াছেন ইহারা হেজাজে সোজাসুজি গবর্ণমেণ্টের দখল প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কতিপয় কোব্বা ভগ্ন হওয়াকেই একটা সূত্রা বানাইতেছেন।

যদিও এবনে ছউদের সমস্ত কার্য্য সন্তোষজনক না হয়, তথাপি হেজাজে কোনরূপে কোন অমুসলমানের নিতান্ত যৎসামান্য হস্তক্ষেপও সহ্য করা যাইতে পারে না আমিল্ভাইস্‌রয় বাহাদুরকে বলিয়া দিতে চাই যে, মাত্র এই কয়েকটী লোকের এই দরখাস্ত মুসলমান জাতির সম্মিলিত মীমাংসার এবং এছলামী আহকামের (বিধানের) স্পষ্ট বিরুদ্ধ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেন কিছুতেই কস্মিংকালেও এ বিষয়ে কোনরূপ অগ্রসর না হন নচেৎ সমগ্র এসলাম জগতের নিকট বৃটিশের এই অগ্রসর গবর্ণমেণ্টের সেই সুদৃঢ় ওয়াদার স্পষ্ট খেলাফ হইবে,—হেজাজে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বার

করিতেছিল। হোজ্জাজ জানিতেন না যে, বার তেরশত বৎসর পর তাহার মজাহেদ ধর্ম্মযোদ্ধগণের এই ব্যবহার সঙ্গত কি অসঙ্গত এ প্রশ্ন উঠিবে, এবং দাহিরের স্বজাতির বংশধরগণ এমন কি সেই বীর সন্তানগণের কার্য্যের সমালোচনা করিবে—যাঁহারা দেশের সুখ শান্তির আলোক অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সুতরাং সুস্থ মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি কিছুতেই বলিতে পারিবেন না যে, হোজ্জাজ পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের নিষ্ঠুর লেখনীর তীব্রতাকে নরম করিবার জন্য পত্রের প্রতি শব্দে পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগতের বিজয় বিবরণীর বহু পুস্তিকা তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত, বহু জাতির সময় বৃত্তান্ত তোমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান; বল ত, এসলামের মজাহেদগণের অতীত কাহিনী ব্যতীত সমদর্শিতা, উদারতা ও সদ্ব্যবহারের এরূপ অপূর্ব্ব উদাহরণ তোমাদের আর কোথাও লাভ হয় কি?

ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা।

ব্রাহ্মণ আবাদ বিজয়ের পর মন্দিরের পূজারি ও পুরোহিতগণ মোহাম্মদ বেনে কাছেমের নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল যে, মুসলমান সিপাহীদিগের ভয়ে লোকেরা মন্দিরে ঠাকুর পূজা করিতে আসা কম হইয়াছে। এই কারণে আমাদের জীবিকা বিষয়ে বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মন্দিরগুলির ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সংস্কারও হয় নাই। আপনি নিজের তত্ত্বাবধানে মন্দিরগুলি সারাইয়া দিয়া হিন্দুগণকে পূজার দিকে মনোযোগী করুন। কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের ন্যায় আমাদের প্রতিও পুরস্কার প্রদান এবং লক্ষ্য করুন। মোহাম্মদ বেনে কাছেম যেহেতু প্রত্যেক বিষয়ে হোজ্জাজের আদেশ লইতেন এ জন্য তিনি পূজারি ও পুরোহিতগণের এই প্রার্থনার কথা হোজ্জাজের নিকট পাঠাইলেন। তথা হইতে উত্তর আসিল,—

“যেহেতু ব্রাহ্মণ আবাদের হিন্দুগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এহেতু তাহাদিগের পক্ষে উপাসনায় স্বাধীনতা লাভ করা উচিত এবং তাহার

উপর কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে”

মোহাম্মদ বেনে কাছেম ব্রাহ্মণ আবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন এই পত্র আসিল তিনি ফিরিয়া আসিলেন সহরের সকল লোককে সমবেত করিয়া এক এক করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের সন্ধান লইলেন দাহিরের সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের সহিত যে যে রেয়াত করা হইত তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করাইলেন তাহার পর সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব উপাসনা ও জাতীয় পদ্ধতির বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; দেশীয় রাজস্বের শতকরা দুই অংশ ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য থাকিবে

মুসলমান রাজত্বের রাজস্ব ।

ভারতে প্রথমে মুসলমান রাজত্বের উদারতা ও সদ্ব্যবহারের এই মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত যুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে শিল্পিগণকে গেরেফতার করিবার পর ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে মোহাম্মদ বেনে কাছেম যেরূপ অসীম উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এই সামান্য প্রবন্ধ তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। দাহির নিহত হইবার পর বিজিত প্রদেশ সমূহে সাধারণভাবে এই ঘোষণা হইয়াছিল যে, ধনী লোকদের নিকট হইতে বৎসরে ১৪ চৌদ্দ তোলা, মধ্যবিত্ত লোকদিগের নিকট হইতে সাত তোলা এবং সাধারণের নিকট হইতে পৌনে চার তোলা জিজিয় কর লওয়া হইবে যাহারা এসলাম গ্রহণ করিবে তাহাদের নিকট হইতে জিজিয় লওয়া হইবে না বরং এসলামী সরিয়তের নির্দ্দিষ্ট বিধান মত তাহাদের নিকট হইতে জাকাত আদায় করা হইবে।

আর্থিক হিসাবেও সিন্ধু বিজয় মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিজনক ছিল ঐতিহাসিক এবনে খলদুনের বর্ণনা এই যে, সিন্ধু বিজয়ে খেলাফত ধনাগার হইতে যে ব্যয় হইয়াছিল, খেলাফত দরবারে মোহাম্মদ কাছেম কর্ত্তৃক প্রেরিত মাল মাত্তার মূল্য তাহার অর্দ্ধেক হইবে।

খোলা রহিয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বে আরবের হাতে পায়ে যে সকল বেড়ী পরান হইয়াছিল, সে সকল তিনি অল্পে অল্পে কাটিবেন। শত শত বৎসরের দাসত্বকে এক চোটে দূর করার ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে নাই, অন্য কোন এক-নায়ী রাজত্বের ও এ ক্ষমতা নাই।

শওকত আলীর সাক্ষ্য।

কলিকাতার কথা, শওকত আলী ছাহেব এক জনপূর্ণ সভায় হেজাজে নিজের চক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছেন তাহার বর্ণনায় বলিয়াছিলেন,—

"সুতরাং, নবাব ছোলতান ইংরাজদের গোলাম নহেন। হাঁ, বন্দর হওয়া ও রাজ্য লিপ্সার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ইংরাজদের সহকর্মী বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে ইংরাজদের গোলাম হওয়ার দোষে দোষী করা ভুল, এ জন্য দোষ দিয়া আমি ছোলতানের নিন্দা করিতে পারি না।"

খেলাফত পত্রিকা ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছিলেন,—

"আমি স্বীকার করি যে, এবনে ছউদ, সরিফ হোছাএন ও তাহার পুত্রগণ অপেক্ষা বহু অংশে উত্তম।......ছোলতান এবনে ছউদ একজন বীরপুরুষ এবং একজন উপযুক্ত লীডার। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার বিশেষ বাড়াবাড়ি আছে। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, অন্য রাজত্বের লোভ আছে।"

নেশাখোরের ধোকা।

মৌলবী কহুল আমিন ছাহেব খোবহে লো জ সকারেদীন পুস্তকের ১৩০।১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "চারি মজহাবের তকলিদ করা ফরজ ও নহে, বরং উহা সুন্নত"। অন্য স্থানে ফরজ ও ওয়াজেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "এবং কেয়াছ কোরাণ হাদিস হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে। যাহারা চারি মজহাবের খেলাফ করিবে সে নিশ্চয় জাহান্নামী হইবে।"

প্রিয় পাঠক! মৌলবী ছাহেব বোধ হয় কোন নেশাযুক্ত জিনিস খাইয়া নেশায় মাতুয়ারা হইয়া চারি মজহাবকে একবার ফরজ আর একবার সুন্নত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। যদি উক্ত চারি মজহাব ফরজ বা সুন্নত হয় তবে এত বড় ফরজ ব সুন্নতটা ছাড়ি কেন? আমি মোহাম্মাদী জমাতের পক্ষ হইতে প্রকাশ করিতেছি যে, হানাফী মজহাবের আলেম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কেহ যদি মজহাব কোরাণ হাদিস হইতে ফরজ বা সুন্নত বলিয়া দেখাইতে পারেন তবে আমরা সমুদয় মোহাম্মদী

দেখিয়া তোমার স্বামী বলিয়া কি কিছু মমতা হয় না ? তোমার স্বামীকে গ্রহণ করিলে করিতে পার ” তখন বারিরা প্রত্যুত্তর করিল “ইয়া রসুলুল্লাহ আপনি উহা নিজের জ্ঞানের দ্বারা বলেন, না আপনার নিকট খোদাতালার তরফ হইতে ওহি অবতীর্ণ হইয়াছে ?” তখন হজুর বলিলেন “আমার নিকট ওহি হয় নাই আমি সুপারেশের জন্য বলিতেছি” ইহাতে বারিরা বলিল “যখন আপনার নিকট ওহি হয় নাই তখন আপনার কথা মানিতে বাধ্য নহি” একজন সামান্য স্ত্রীলোক হইয়া যখন পয়গম্বর ছাহেবের নিজ রায়ের কথা মানিতে বাধ্য নয়, তখন কি প্রকারে বর্তমান কালের এক নেশাখের মৌলবী ছাহেবের ধোকায় পড়িয়া কেয়ছী মছলা কোরাণ হাদিস হইতে সাবাস্ত হয় বলিয়া ঠিক জানিবে ? মৌলবী কফিল উদ্দিন ছাহেব বোরহানোল মোকাল্লেদীন পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “ইহারা আবদুল ওহাব নজদীর পুত্র মোহাম্মদের পায়রবী করে”।

প্রিয় পাঠক ! আপনারা প্রত্যেকই অবগত আছেন যে প্রত্যেক মোকাল্লেদগণ কোন ফতুয়া দিবার সময় নিজের ইমামের কথা ফতুয়ায় উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু অদ্যাবধি কোনও আহলে হাদিস মজহাবাবলম্বীর মুখে কেহ কি আবদুল ওহাব নজদীর পুত্র মোহাম্মদের কোন কথা শুনিয়াছেন, না কোন ফতুয়ায় তাঁহার কথা কাহাকেও উল্লেখ করিতে দেখিয়াছেন ; কখনই না কেহই ইহা বলিতে পারিবেনা যে, আবদুল ওহাবকে এবং তাহার বড় কোন আবশ্যক হাঁ, ইতিহাসে এইটুকু পাওয়া যায় যে, হানাফি মজহাবের মত তিনিও একজন মোকাল্লেদ ছিলেন

فقه کی معتبر کتاب رد المحتار باب [illegible]

کو [illegible] عبدالوهاب [illegible] –

আবদুল ওহাব নজদী ও তাঁহার পায়রবী করনেওয়ালা লোক সকল হাম্বলি মজহাবের তকলিদের দাবী করিত মৌলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী মরহুম ছাহেব ফতুয়া রসিদিয়ার ৮পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “আবদুল ওহাব নজদী একজন ভাল লোক এবং তিনি হাম্বলি মজহাবাবলম্বী ছিলেন ”

ঢাকায় আনসারী সাহেবের সহানুভূতি ও বক্তব্য।

বেলা ১০টা আহারের সময় আগত প্রায় হঠাৎ দরওজায় ডাক শুনিলাম,—“আছেন কি ?” আমি তাঁহাকে গলার আওয়াজে ধরিয়া ফেলিলাম তিনি আমার নিকটে আসিয়া কতকগুলি চিঠি পত্র বাহির করিয়া দিলেন আমিও কথায় কথায় তাঁহাকে ত্রিপুরার ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বহু সামান্য আলাপের পর তিনি ডান হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “ওটা কি ?” বলিলাম উহা সেই সম্পাদক সাহেবের অমানুষিক পরিশ্রমের ফল। ইহা প্রত্যেক মাসেই আমাদের দুয়ারে শান্তিস্বরূপ দেখা দেয় কোরাণ ও হাদিসের আয়াত, অর্থ ও তফসির, ফতুয়া ও নানা প্রবন্ধাদির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়া আজ প্রায় ১ যুগ হইতে এই পত্রিকাটী এসলামের খেদমত করিয়া আসিতেছে জিজ্ঞাসিত হইয়া ত্রিপুরার অধিবেশন, সাপ্তাহিক আহলে হাদিস ও উদ্বোধন প্রবন্ধগুলি পড়িয়া শুনাইলাম তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ পত্রিকা আছে আমি পূর্ব্বে তা জানিতাম না এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকাকে সাপ্তাহিকে [illegible] করাই একান্ত বাঞ্ছনীয় আমার তরফ হইতে লিখিয়া জানান যে, কোন উপায়েই ইহাকে সাপ্তাহিকে পরিণত করিতে হইবে। আমিও এ বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিব যদি হয় সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হইব না এ বিষয়ে সম্পাদক সাহেবের ও ত্রিপুরার শিক্ষিত মুসলমানের বিশেষ আশা ও আগ্রহ দেখিয়াছি খোদা মুসলমানের, তথা দীন আহলে হাদিসের মহৎ আশা পূর্ণ করুন”।

যে জন আপনাদিগকে এই আশা দিতেছেন ও সহানুভূতি অর্পণ

করিতেছে আজ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্য গরীব দুঃখীর ন্যায় একদৃষ্টে সমাজের পানে চাহিয়া আছে কে আছ মহাজন, কে আছ দয়ার্দ্র প্রাণ, কে আছ ইসলামভক্ত একবার আমাদের অভাব অভিযোগ দেখিয়া, সমাজের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া সাপ্তাহিক আহলে হাদিসের প্রচার ও প্রকাশ কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা চিন্তা করুন যদি বঙ্গের আহলে হাদিছের এই মাদ্রাসা, প্রচারক ও পত্রিকাটী ভবিষ্যে লুপ্ত হইয়া যায় তবে কি মহা সর্ব্বনাশের কারণ হইবে না ? আমাদের ক্রন্দন যদি সমাজের নেতৃ ও পাঠকবর্গ না শুনেন, তবে আর শুনিবে কাহারা ? উঁহারাই যদি চেষ্টা না করেন তবে এ কার্য্য চালাইবে কাহারা ? উঁহারা পড়িতে শিখিয়াছেন, দেখিতে শিখিয়াছেন, ভাবিতে শিখিয়াছেন উঁহারা সমাজের এ গুরুতর জটী না দেখেন তবে আমাদের উপায় কি ? তবে আমাদের ক্রন্দনের ও আবদারের স্থান কোথায় ? তবে আমরা মর্ম্মের বাণী শুনাইব কাহার কাছে ?

খাদেমে আহলেহ দিস—

মোসলেম হোসেন, আওরঙ্গাবাদ—মুর্শিদাবাদ।

আত্ম-নিবেদন।

বহুদিন হইতে বাঙ্গালার মোহাম্মদী আহলে দারুণ অভাবের গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া দিন দিন হীনতেজ হইতে চলিয়াছিল, পরম কারুণিক আল্লাহতালার কৃপায় এতদিন পর সে অভাব মোচনের সুখ-স্বপ্ন অবলোকন করিয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে; কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিঃ—

বঙ্গীয় আহলে হাদিস জামাতের একমাত্র মুখপত্র মাসিক আহলে

হাদিস পত্রিকাটীকে সাপ্তাহিক করিবার নিমিত্ত, বিগত মাঘ সংখ্যার আহলে হাদিসে জনাব সম্পাদক সাহেব সমাজের নিকট ১৫।১৬ শত টাকার আবশ্যকতা জানাইয়া যে একটী সময়োপযোগী মূলধনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে কতিপয় কর্ম্মবীর সমাজগত ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যদানের যে মোটা আশা দিয়া সমাজে এক নব উত্থানের সূত্রপাত করিয়াছেন, এই শুভ সংবাদে কাহার হৃদয় না আনন্দরসে আপ্লুত হইবে। বর্ত্তমান যুগে সমাজসেবার এবং দ্বিতীয় কথায় সমাজ-রক্ষার মূল উপায় হইতেছে প্রচার ও লেখনী। সুতরাং এই দ্বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মুসলমান জাতিকে তাহার বহুদিনের পরিপুষ্ট জড়তা, অলসতা, কর্ম্মহীনতা প্রভৃতি বেদনাগুলিকে বিধৌত করতঃ অদম্য সাহসের সহিত বুক বাঁধিয়া অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইতে হইবে।

এরূপ স্থলে একটী মাসিক পত্রিকার হস্তে কোন এক বিরাট সমাজের উত্থান পতন ও অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনের ভার ন্যস্ত করা যে অতি অসঙ্গত একথা বলাই বাহুল্য।

আমি সমাজের একজন অযোগ্য ও নগণ্য খাদেম হইলেও সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে আমার কষ্টার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ সাপ্তাহিক আহলে হাদিসের সেবার জন্য দান করিতেছি। ইতি —

খাদেমুল এছলাম
আবুল হাছান এশারতুল্লাহ।
বাবুবাজার মাদ্রাসা, মঃ দাঃ রাজসাহী।

আহলে হাদিস কনফারেন্স।

বিগত ১১, ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারি আজমগড় জেলার মৌ নামক স্থানে নিখিল ভারত আহলে হাদিস কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাটিয়ালার পেন্সনপ্রাপ্ত সেসন জজ কাজী মোহাম্মদ ছোলায়মান সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা কমিটি অতি উত্তম এন্তেজাম করিয়াছিলেন সভার জন্য সমাগত অতিথিদের প্রায় দুই হাজার লোকের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মৌ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, এস্থলে আহলে হাদিসের সংখ্যা অনেক কম। তথাপি সভা আহ্বানকারিগণ আহারাদি ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তুর সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কনফারেন্সের জন্য নগদ এক হাজার টাকাও দান করিয়াছেন

বহু সংখ্যক ওলামাএ কেরাম এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিশেষ কারণবশতঃ মাওলানা ছয়োদ ছোলায়মান নদবী, মাওলানা জাফর আলী খাঁ, মাওলানা আবদুওয়াহ্যাব আরিফ ডি সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখের হেতু হইয়াছিল সভায় ওলামা, ওয়েজীনদের বক্তৃতার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহিত হয়

১। যেহেতু সমর্থ ব্যক্তির উপর হজ্জ আদায় ফরজ, ইহাতে কোন মতভেদ নাই, এবং হেজাজে সম্পূর্ণ শান্তি আছে; এ জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কোন ভয় ও চিন্তা না করিয়া প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের হজ্জে যাওয়া উচিত। নিজেদের আভ্যন্তরীণ মতভেদ ছাড়িয়া এই সভা তওহিদ ও ছোন্নত প্রচারে মনোযোগী হইবার জন্য আহলে হাদিস জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

২। এই সভা তাকিদের সহিত আহলে হাদিস জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে যে, প্রত্যেক স্থলে আঞ্জমনে আহলে হাদিসের

৭। ছাপা ও কলমী হাদিসগ্রন্থ দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় দিনি মছাএলের মহাক্কেকানা পুস্তক সমূহ প্রণয়ন করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হউক।

৮। বর্ত্তমানে আহলে হাদিসের এমন কোন মাদ্রাসা নাই যাহা কেন্দ্রস্থানীয় হইতে পারে এবং তথা হইতে মাকুল, মনকুল ও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বাহির হন। এ জন্য এই সভা বেনারসে অতিশীঘ্র এমন একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছে—যাহা [illegible] বড় বড় আহলে হাদিস ওলামার অভাব পূরণ করিতে পারে। ইহার মূলধন সংগ্রহের জন্য সমস্ত আহলে হাদিসের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে।

বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীত দিক

আমাদের দেশে যে সকল লোক বলিয়া থাকেন যে বাংলার মুসলমান সংখ্যা দিন দিন অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে এমন কি কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে ভবিষ্যতে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমান জনসংখ্যায় পূর্ণ হইবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিম্নে মুসলমান জনসংখ্যার তুলনামূলক একটী তালিকা দিলাম যাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ইংরাজি ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সাল তক দশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কিরূপ ভাবে কমিয়া গিয়াছে।

১	২	৩	৪
জেলার নাম	১৯১১ সালের মুসলমান সংখ্যা	১৯২১ সালে কত কম হইয়াছে	মন্তব্য আলোচ্য দশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য জাতির অবস্থা

১	২	৩	৪
জেলার নাম	১৯১১ সালের মুসলমান সংখ্যা	১৯২১ সালে কত কম হইয়াছে।	মন্তব্য
বর্দ্ধমান ...	২৯০৩৮৩ ...	২৮১০০ ...	খৃষ্টান (১) ২১৯৫ বাড়িয়াছে
বীরভূম ...	২২২৭৮৭ ...	১০৩২৭ ...	খৃষ্টান ৫৮৬ জন বাড়িয়াছে
বাঁকুড়া ...	৫১,৭০৭ ...	৫,১০৬ ...	খৃষ্টান ৩৬৯ জন বাড়িয়াছে
মেদিনীপুর...	১১৩,৫৬৩ ...	১২,৮৩৭ ...	খৃষ্টান ১৬৭২ জন "
হুগলী ...	১৬৪০০৯ ...	১০৩০৬ ...	হিন্দু ৭৬১জন " এবং খৃষ্টান ১৫ জন "
কলিকাতা ..	২১১৫৮ ...	৩২৫২১ ...	হিন্দু ৩৮,১৬০ বাড়িয়াছে।
নদীয়া ...	৯৬৩১১৭ ..	৬৭৯২৭ ...	
মুর্শিদাবাদ...	৭১১১৭২ ...	৩৯৮৭৫	খৃঃ ১১২ জন "
যশোহর ...	১০৮৭,৫৫৪ ...	২৭০৬৯ ...	খৃঃ ৯৭৩ জন "
রাজসাহী ..	১,০৮,৭১৪ ..	৮০,৫৬ ...	হিন্দু ২৭৮৫ জন " এবং খৃঃ ৬৭৭ জন "
জলপাইগুড়ি	২৩৭,৪৪৬ ..	৫৭৭৭ ...	খৃঃ ৩২১৫ জন "
দারজিলিং...	৮,৪১০ ...	১৩৪ ...	হিন্দু ১১৬৩১ জন " এবং খৃঃ ১০১ জন "
পাবনা ...	১০৭৩,০৭৮ ...	১১,৫০১	
সিকিম ...	৪৪ ...	৪৪ ...	খৃঃ ৮৫ জন বাড়িয়াছে।

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, কেবলমাত্র নদীয়া ও পাবনা জেলা দ্বয় মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান একইভাবে কমিয়াছে নচেৎ অপরাপর জেলায় অমুসলমান সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িলেও মুসলমানের সংখ্যা কমিয়াছে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন কোন জেলায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান দেশবাসীর মধ্যে হিন্দু ও খৃষ্টান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ হুগলী ও দারজিলিং জেলা দুইটীর নাম করা যাইতে পারে।

মোহাম্মদ দানেশ, রাজসাহী।

---

(১) বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিনটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কেবল তাহাদের সংখ্যাই উল্লেখ করিলাম।

'হুযুর কেবলা'।

(গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

পীরসাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন,—(আরবী ও উর্দ্দু) আল্লাই একমাত্র কেরামতের মালিক। মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়! ওসব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না তবে হাঁ, মোরাকেবায়ে নিস্‌বতে বায়নান্নাস্‌'এর তর্‌কীব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর সময় কোথায়?"

সমস্ত চেলা ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য মুরিদগণ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না হুযুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না দেখিয়া ছাড়িব না"

অগত্যা পীরসাহেব রাযী হইলেন। স্থির হইল, সেই রাত্রেই মোরাকেবা বসিবে। সারাদিন আয়োজন চলিল রাত্রে মৌলুদের মহফেল বসিল হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক মোওয়াযেজাত বর্ণিত হইল মৌলুদ শেষ হইলে খাওয়া দাওয়া এবং তৎপর মোরা-কেবার বৈঠক বসিল

পীরসাহেব বলিলেন,—"আজ তোদের আমি যে মোরাকেবার তর্‌কীব দেখাইব, ইহা দ্বারা আমরা যে কোনও মৃতের রুহের সঙ্গে কথা বলিতে পারি। আমি যদি নিজে মোরাকেবায় বসি, তবে সেই রূহ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয় চলিয়া যাইবে কিন্তু তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে যে কেহ মোরাকেবায় বস; আমি তার রুহের উপর তোমরা যার কথা বলিবে, তার রুহের দিকে তাওয়াজ্জোহ্‌ দেখাইয়া তারই রুহের ফয়েয হাসিল করিব। তৎ-পর তোমরা যে কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে তোমাদের মধ্যে কে মোরাকেবায় বসিবে?"

সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল কেহই কোনও

কথা বলিল না, মোরাকেবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না। এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল "আমি বসিব।"

পীরসাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, "বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও সেবরে শফী আমল করিস্ নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?" বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমদাদের বড় রাগ হইল, সে বসিয়া পড়িল। পীরসাহেব আবার বলিলেন, "কি, আমার মুরীদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানী তরক্কী হাসিল হয় নাই যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?" বলিয়া তিনি স্বীয় চেলাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। প্রধান খলিফা সুফীসাহেব উঠিয়া বলিলেন, "হুজুর কেবলা কি তবে বান্দাকেই হুকুম করিতেছেন? আমি ত আপনার আদেশে কতবার 'মোরাকেবায় নিসবতে বায়নান্নাসে' বসিয়াছি। কোনও নূতন লোককে বসাইলে হইত না?"

সুফীসাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরীদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল। তারা সকলে সমস্বরে বলিল, "আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।"

অগত্যা পীরসাহেবের আদেশে সুফীসাহেব মোরাকেবায় বসিলেন। পীরসাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কার রূহের ফয়েয হাসিল করিব?" মুরীদগণের মুখে কথা যোগাইবার আগেই জনৈক চেংড়া বলিল, "এইমাত্র মৌলুদ শরীফ হইয়াছে। হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোওয়াযেজা বয়ান হইয়াছে। কাজেই উঁহারই রূহ আনা হউক।"

সকলেই খুসী হইয়া বলিল, "তাই হোক, তাই হোক।" তাই হইল। সুফীসাহেব আতর-সিক্ত মখমলের গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। মেশক-জাফরাণ ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। পীরসাহেব তাঁর

প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হয্রত মোহাম্মদের রুহে মোবারক অবতীর্ণ করিবার জন্য ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন। চারিদিকে চেলারা ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত কণ্ঠে সুর করিয়া দরূদ পাঠ করিতে লাগিল। পীরসাহেব কখনও জোরে কখনও বা আস্তে নানাপ্রকার দোওয়া-কালাম বলিয়া সুফীসাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর চেলাগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে সুফীসাহেবের বুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলা ভুল হইয়াছে যে, সুফীসাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তার বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পীর সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানে নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুফীসাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফীসাহেব ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটিয়া পড়িলেন।

পীরসাহেব মুরীদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বদব বাবাজীর বড় তক্লীফ্ হইল। কি করিব? পরের রূহের উপর অন্য রূহের ফয়েয হাসিল আসানির সঙ্গে করা যেলকুল না মোম্কেন্। যাহোক, হয্রতের রূহ্ আসিয়াছেন। তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।" বলিয়া স্বয়ং তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং মুরীদগণ পড়িতে লাগিল, "ইয়ানবী সালামো আলায়কা" ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরূদ শেষ হইলে অভ্যাস মত অনেকেই বসিয়া পড়িল। পীরসাহেব ধমক দিয়া বলিলেন, "হয্রতের রূহে-পাক এখনও এই মযলিসে হাযের আছে, তোরা কেউ বস্তে পাবি না। কার কি সওয়াল করিবার আছে, পৌঁছ করিতে পার।"

এমদাদ একটা বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। তাই মাথায় এক ফন্দী যোগাড় করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "কেব্লা, আমি কোনও সওয়াল করিতে পারি?"

পীরসাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন, "না না, জিজ্ঞেস করনা গে" বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন "বাবা, সকলের কথাই যদি রুহে পাকের কাছে পঁহুছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি আল্লাহ হইয়া যাইত।"

এমদাদ তথাপি সুফীসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ ও সালাম জানিবেন।"

হযরতের রুহ কোনও জওয়াব দিল না। পীরসাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "অধিকক্ষণ রুহে পাককে রাখা বেআদবী হইবে। তোমাদের যদি কারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে কোনও প্রশ্ন করিতে পার।"

বলিতেই পীরসাহেবের অগ্রগণ্য খলিফা মাওলানা বেলায়েতপুরী সাহেব অগ্রসর হইয়া "আস্সালামো আলায়কুম ইয়া রসুলুল্লাহ্" বলিয়া সুফীসাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল, সুফী সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল "ওয়া আলায়কোম্ সালাম, ইয়া উম্মতী।"

মাওলানা সাহেব বলিলেন, "হে রেসালতপানা, সৈয়দুল্ কওনায়েন আমি আপনার খেদমতে একটা কথা আরয করিতে চাই।"

আওয়ায হইল—"শীঘ্র শীঘ্র বল, আমার আর দেরী করিবার উপায় নাই।"

মাওলানা—"আমাদের পীর দস্তগীর কেব্লাসাহেব নূরে ইয়দানীর জলুস সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? তাঁর আমলে কি কোন গলৎ আছে?"

"হাঁ, আছে।"

পীরসাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "কি গলৎ আছে, ইয়া রসুলুল্লাহ? আমার পঞ্চাশ বৎসরের 'রজ্-কারী' কি তবে সব নষ্ট হইয়াছে?" বলিয়া পীরসাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফীসাহেবের অচেতন দেহের মধ্য হইতে আওয়াজ হইল, "হে আমার পিয়ারা উম্মত, ঘাব্‌ড়াইও না। তোমার উপর আল্লার রহম হইবে। তুমি মারফত খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফত হয় ?"

পীরসাহেব হাত কচ্‌লাইয়া বলিলেন, "হুযুর, আমি কবে শরিয়ত অবহেলা করিলাম ?"

"অবহেলা কর নাই ; কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চারি বিবী হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবী। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ, তাদের এক বিবী হইলেই চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানী ফয়েয হাসিল করিতে চায়, তাদের চারি বিবী ছাড়া উপায় নাই। আমি চারি বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ ? চারি দিয়াই এই দুনিয়া, চারি দিয়াই আখেরাত। চারিদিকে যা দেখ, সবই খোদা চারি চীজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চারি চীজ দিয়া খোদ আদম সৃষ্টি করিয়া তাদের হেদায়েতের জন্য চারি কিতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চারি ইমাম, চারি তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এইভাবে মানুষকে চারির ফাঁদে ফেলিয়া খোদা চারি কুদ্রতের অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই সমস্ত 'চারি'র পরদা ঠেলিয়া আস্তে-আস্তে নূর-ইয্‌দানীতে ফানা হইতে হইলে দুনিয়াতে চারি বিবির ভজনা করিতে হইবে।"

পীরসাহেব সকলকে শুনাইয়া হয্‌রতের দেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব ?"

"তুমি বৃদ্ধ ? আমি সাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।"

পীরসাহেব মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন, "না মেহেরবান, আমি আর বিবাহ করিব না।"

"না কর, ভালই। কিন্তু তোমার রুহানী কামালিয়াত লাভ হইবে না। তুমি নূরে-ইয্‌দানীর জলওয়া সহ্য করিতে পারিবে না। তোমার মুরীদানের কেহই নফ্‌সানীয়াতের হাত এড়াইতে পারিবে না।"

পীর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আমি নিজের জন্য জানি না ; কিন্তু যখন আমার মুরীদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাজী হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়ীকে বিবাহ করিব।"

"তুমি তওবা-আস্তাগ্‌ফার পড়, তুমি তোমার কলাম বন্ধ করিতে চাও? তোমার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। বেহেশ্‌তে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।"

"সে কে, ইয়া রছুলুল্লাহ?"

"এই বাড়ীর তোমার মুরীদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।"

"ইয়া রছুলুল্লাহ, আমি মুরীদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব! সে যে আমার বেটার বউ-এর তুল্য।"

"উম্মতী, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরীদের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে না?"

"ইয়া রছুলুল্লাহ সে যে সধবা।"

"রজবকে বল স্ত্রী তালাক দিতে। কলিমন কেবল তোমার জন্যই হালাল। আমি আর থাকিতে পারি না, চলিলাম। আচ্ছালামু আলায়কুম, ইয়া উম্মতী।"

মূর্চ্ছিত ছুফীসাহেব একটা বিকট চীৎকার করিলেন। পীরসাহেবের অপর অপর চেলারা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

সমস্ত মুরীদগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পীরসাহেব মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "চাই না আমি রুহানী কামালিয়াৎ, আমি মুরীদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।" গ্রাম্য মুরীদগণ আপনাদের জন্যে পীরসাহেবের অনেক হাতে-পায়ে ধরিল। কিন্তু পীরসাহেব অটল অচল। তার পর যখন ছুফীসাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই বিবাহ না করিলে কেবল পীরসাহেবের একারই যে রুহানী লোকসান হইবে, তাহা নহে, তার মুরীদগণেরও স্কন্ধের উপর বহুত মুছিবত পড়িবে। তখন পীরসাহেব অগত্যা নিজের বেশ লম্বা আনাইয়া দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 'আল্লার কুদরত, আল্লার কুদরত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—(আরবী ও উর্দ্দু)।"

বাপ-চাচা, পাড়া-পড়শীর অনুরোধ, আদেশ, তিরস্কার ও অবশেষে উৎপীড়নে তিষ্ঠিতে না পারিয়া রজব তার [illegible] বিয়ে করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিয়া কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কলিমনের ঘন ঘন মূর্চ্ছার মধ্যে [illegible] সঙ্গে শুভকার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

এম্‌দাদ স্তম্ভিত হইয়া বরবেশে সজ্জিত পীরসাহেবের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া ছিল। এইবার তার চেতন ফিরিয়া আসিল। সে একলাফে বরাসনে উপবিষ্ট পীরসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহদী-রঞ্জিত দাড়ী ধরিয়া হেচ্‌কা টান মারিয়া বলিল, "রে ভণ্ড শয়তান্, নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিতে তোর বুকে বাজিল না?" আর বলিতে পারিল না। সমস্ত চেলা-চামুণ্ডা মার-মার করিয়া আসিয়া এম্‌দাদকে ধরিয়া ফেলিয়া চড়-চাপড় মারিতে লাগিল। এম্‌দাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকী বুঝিতে পারিতেছ না? নিজের সখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বরসাহেবকে লইয়া তামাশা করিয়া তাঁর অপমান করিয়াছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিসে দাও।

পীরসাহেবের প্রতি এম্‌দাদের বে-আদবীতে মুরীদরা ইতিপূর্ব্বে একটু একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ছিল। এইবার তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ায় মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন, "এই পাগলটা আমাদের হুযুর কেব্‌লার অপমান করিতেছে, তোমরা কয়জন ইহাকে কাণ ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আইস।"

পীরসাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙ্গুল দিয়া চিরুণীর কার্য্য করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন, 'খবরদার বাবার, ওকে মারপিট করিস্ না। ও পাগল, ওর মগজ খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিজ দিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। খোদা যাকে শেফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে? (আরবী ও উর্দ্দু)।"

আবুল মনসুর আহমদ।

"(বার্ষিক সওগাত হইতে" উদ্ধৃত)।

চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার

সম্পাদক ও মোঃ রবেছ সাহেবান কর্তৃক ত্রিপুরা সভায় আদায় ৬০৲ ।

সাঃ মৌলবী আবু মোহাম্মদ আক্কিরদ্দিন সাহেব কর্তৃক আদায়।

সেখ হাছান আলি সাং বদরতলা পোঃ বটতলা ২৪ পরগণা ।০, হাজি এবরাহিম সাহেব সাং ঐ ৵০ ; মোহাঃ এনামল হক সাহেব সাং ও পোঃ পাঁচপাড়া জেলা হাওড়া ২৲, হাজি আলা বক্স সাহেব সাং ঐ ১৲, হাজি আমানল হক সাহেব সাং পোঃ ঐ ১৲, মোহাঃ জাহির সাহেব সাং ঐ ১৲ ; মোহাঃ আবদুররহমান সাহেব সাং ঐ ০ ; বাঁকড়া মসজিদ পোঃ মাকড়দহ, হাওড়া ৫৲, মুন্সী মোহাম্মদ সাহেব সাং পাঁচপাড়া, হাওড়া ১৲ ; সেখ সের আলি সাং বাঁকড়া মাকড়দহ, জেলা হাওড়া ০ ; মোহাঃ নাছিরুদ্দিন সাহেব সাং ঐ ১৲ ; সেখ নুরলহক সাহেব সাং ঐ ১৲ ; মোনাব মোতাহার ছাহেব সাং ঐ ॥০ ।

১৭ ১১ ৩৩ তাং আঞ্জুমন সভায় নগদ আদায়,—

মোহাঃ ইয়াছিন সাং গোদা পোঃ দাকুলিডে বর্দ্ধমান ১৲, কাজি রহিম বখস খাঁ সাহেব সাং বাঁকড়া, হাওড়া ০, হাফেজ আবদুল গফফার সাহেব সাং আলিপুর, হুগলী ১৲, মোহাঃ ইউছুফ সাহেব সাং সেলিমাবাদ, বরিশাল বিবা বর্দ্ধমান ১৲, মোহঃ আনোয়ার সাং বেগুা, হুগলী ২৲, হাফেজ মোকছেদ আলি সাহেব সাং করাল, হুগলী ২৲, আবদুলবারী সাহেব সাং কাশিপুর, জেলা ২৪ পরগণা ১৲ ; আবদুল অহাব সাহেব সাং বাঁকড়া হাওড়া, ২৲, হাফেজ জহুরাজ সাহেব ; ঐ ১৲ ; হাফেজ ছুবহান সাহেব সাং বেগুা, হুগলী ১৲ ; সেখ নুরল হক সাহেব সাং বাঁকড়া ১৲, মুন্সী আমানুল্লা সাহেব সাং চণ্ডিপুর, ২৪-পরগণা ১৲ ; মুঃ গোলাম রহমান সাহেব সাং মিলকী, হুগলী ১৲ ; আবদুস সালাম মণ্ডল সাং আলিপুর, হুগলী ১৲ ; মোঃ আবদুল জলিল সাহেব সাং কোঠ, ১৲, এনামল হক সাহেব সাং পাঁচপাড়া, হাওড়া ৫৲ ; হাজি আছমোর আলি সাহেব সাং শুঁথিপাড় ১৲ ; মুঃ ফজলুর রহমান সাহেব মহিষডাঙ্গা ১৲ ।
২।৩ ২৭ তাং পর্য্যন্ত । (ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক আহলে হাদিছের চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার।

উল্লিখিত সভায় নগদ আদায়—

মুঃ আবুবকর ছাহেব সাং সাওধরিয়া ৪৲ ; হাজী আবদুচ্ছত্তার ছাহেব, সাং খুড়িয়া, বীরভুম ২৲ ; কাজী রহিম বক্স ছাহেব, মুলোজু, হুগলী ১০৲ ; মুঃ আবদুল করিম, সাং শুনকা, হুগলী ১০ ; মুঃ অহের আলি সাং ভাঙ্গুলিয়া খুলনা ১৲, মোট—১৮।০ ২।৩।২৭ তাং পর্য্যন্ত । (ক্রমশঃ),

১২শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪। [৯ম সংখ্যা।

জেলহজ্ব—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা] প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি

১২শ ভাগ	জেলহজ্জ —১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ সাল।	৩য় সংখ্যা।

কোর্‌-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা বাকর, ২৩ রুকু, —

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ — أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ — فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ *

আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,- রসুলোল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন তিন ব্যক্তির দোওয়া রদ হয় না। রোজাদার যখন এফতার করে (এই সময় দোওয়া করিলে) ও যাহার উপর কেহ জুলুম অত্যাচার করিয়াছে সেই উৎপীড়িত ব্যক্তির দোওয়া সেই দোওয়াকে আল্লাহ মেঘের উপরে তুলিয়া লন, সেই দোওয়া প্রপীড়িতের সেই প্রার্থনা গ্রহণ করিবার জন্য আকাশের দ্বার খুলিয়া যায় পরে পরওয়ারদেগার বলেন, — وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين

"আমি আমার সম্মানের শপথ (কছম) করিয়া বলিতেছি নিশ্চয় নিশ্চয় আমিই তোমার সাহায্য করিব যদিও কিছুকাল পরেও হয়" তেরমেজী

আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুলোল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন তিনটী দোওয়া কবুল হইয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পিতার দোওয়া আশীর্ব্বাদ, প্রবাসী মোছাফেরের দোওয়া আর মজলুম প্রপীড়িত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির দোওয়া প্রার্থনা বা অভিযোগ। তেরমেজী, আবুদাউদ, এবনে মাজা

এইরূপ হাজী যতক্ষণ হজ্জ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করে ততক্ষণ, জেহাদকারী যে পর্য্যন্ত না জেহাদে ক্ষান্ত হইয়া বসে, পীড়িত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয় সে পর্য্যন্ত কাহার অন্য কোন দোওয়া করিলে এবং একজন মুসলমান অন্য ভাই মুসলমানের অবর্ত্তমানে তাহার জন্য দোওয়া করিলে এ সকল দোওয়া আল্লার নিকট কবুল হইয়া থাকে। ভাই মুসলমানের অবর্ত্তমানে [illegible] তাহার জন্য কোন ভাই মুসলমান যে দোওয়া করে সেই দোওয়া সকল দোওয়া অপেক্ষা অধিক সত্বরে আল্লার নিকট কবুল হয়। বায়হকী

আবু ছাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রসুলোল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন মুসলমান যদি কোন দোওয়া প্রার্থনা করে, সে দোওয়া প্রার্থনায় যদি কোন পাপ, কোন আত্মীয়তা কর্ত্তন না থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা

তাহাকে তিনটীর মধ্যে যে কোন একটী প্রদান করিবেন। হয় সে যাহা প্রার্থনা করিতেছে সত্বর তাহাকে তাহাই দিবেন অথবা ইহাকে তাহার জন্য পরকালে পুণ্য (ছওয়াব) সঞ্চিত রাখিবেন অথবা যে জন্য প্রার্থনা করিতেছে সেইরূপ অন্য বিপদ তাহা হইতে দূর করিবেন। ইহা শুনিয়া হজরতের (সঃ) শিষ্য ছাহাবাগণ (রাঃ) বলিলেন তবে ত আমরা অধিক দোওয়া করিব, হজরত (সঃ) বলিলেন আল্লাহও অধিক দান করিবেন। আহমদ

হজরত যখন কাহারও কথা মনে করিয়া তাহার জন্য দোওয়া করিতেন তবে তাহার প্রথম আরম্ভে নিজের জন্য দোওয়া করিতেন। তেরমজী

হজরত (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা প্রভু পরওয়ারদেগারের নিকট তোমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন সব প্রার্থনা করিবে নিজের জুতার তসমা কাটিয়া গেলে তাহাও নিজের গৃহের লবণটুকু পর্য্যন্ত আল্লার নিকট চাহিবে। তেরমজী।

কোরাণ মজিদ ও হিন্দু প্রোফেসার।

লাহোরের মোছলেম আউটলুক পত্রিকায়, লাহোরের প্রোফেসার দেবিজাদাস সাহেবের একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে এই প্রবন্ধে তিনি পবিত্র কোরাণের শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরাণকে ভারতের মুক্তির জন্য একমাত্র অবলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু এই প্রবন্ধ একটী অনুসন্ধানের সত্যান্বেষণের ফল, এ জন্য প্রিয় পাঠকগণকে ইহা উপহার দিতেছি।

প্রোফেসার দেবিজাদাস লিখিয়াছেন,---

এখন হিন্দুধর্ম্মের এই বিধানের প্রতিকূলে একটু কোরাণ শরিফের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করুন ; কোরাণে আছে,---

فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام

في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان

من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة —

"কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের সেই দুর্গম স্থান হইতে পার হইয়া যাইতে পারে না, তবে কেবল মাত্র সেই পারে, যে, গোলামকে আজাদ করিয়া দেয়—দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করে অথবা ক্ষুধার্ত্ত, পিতৃমাতৃহীন অনাথ আত্মীয়কে এবং ধূলায় পতিত দরিদ্রকে অন্ন দান করে এবং সেই সকল লোকের মধ্যে হয়,—যাহারা ঈমান আনয়ন করিবার পর অন্যকে ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়া থাকে এবং পরস্পরে দয়া করিতে শিক্ষা দেয়"

ইহ হইতে জানা গেল যে, গোলামদিগকে আজাদ কর, দাসের দাসত্ব মোচন কর, তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা প্রকৃত পুণ্য এবং সৎকর্ম্ম

সুতরাং কোরাণ হিন্দুর জন্য একান্ত অমূল্যভাণ্ডার। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত হিন্দু, "দাসগণকে দাসত্ব মুক্ত কর" —কোরাণের এই শিক্ষার কদর (সম্মান) ও মূল্য জানে না।

এইরূপ কোরাণে আছে,—

قل يا اهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم

الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من

دون الله —

"হে পায়গম্বর। আপনি য়িহুদী ও খৃষ্টানকে বলুন,—হে ধর্ম্ম-পুস্তকধারীগণ তোমরা এমন একটী কথার দিকে আইস—যাহা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমানরূপে মানিত, তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা-- পূজা করিব না, কাহাকেও সেই এক-মাত্র মাবুদের উপাসনায় বা পূজায় সরিক করিব না এবং আমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও আপনার মালিক ও প্রভু স্থির করিবে না"।

কোরাণের ত শিক্ষা এই যে, কোন ব্যক্তি অন্যকে মালিক ও পূজ্য প্রভু স্থির করিবে না কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সময় হিন্দুর মধ্যে শত করা নিরেনব্বই শূদ্র এবং একজন ব্রাহ্মণ আছে এই নিরেনব্বই জন লোক ঐ একজনের পদধূলি লইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ যাহাতে পা ধুই-য়াছে তাহারা সেই পানী অর্থাৎ পাদোদক পান করিয়া থাকে, খাইবার পর ব্রাহ্মণের পাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহারা তাহা খাইয়া থাকে। এইরূপে তাহারা কার্য্যতঃ এই কথার প্রমাণ দেয় যে, তাহারা স্বাধীনতা, সমতা ও গণতন্ত্রতা বা সাধারণতন্ত্রতায় কিছুমাত্র যোগ্যতা রাখেনা।

ভাগবৎ গীতা এবং কোরাণ মজিদ।

যদিও হিন্দুদের গীতাতেও লিখিত আছে যে, সমূহ শিক্ষিত ব্যক্তি এক সমান, কিন্তু ইহার তুলনায় একটু কোরাণের শিক্ষার প্রতি মনো-যোগ প্রদান করুন কোরাণ বলে,—

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

"মুমেন মুসলমানগণ, পরস্পর ভাই ভাই ; অতঃপর (যদি ইহাদের মধ্যে কখন বিবাদ হয় তবে) আপন ভাইদিগের মধ্যে ছোলেসন্ধি করিয়া দিবে. (কিন্তু এই সন্ধি স্থাপন বিষয়ে) আল্লার গজবের ভয় সম্মুখে রাখ, যাহাতে তোমাদের উপর আল্লার দয়া হয়"।

এই ভ্রাতৃত্ব • সমতাই সাধারণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ, এমতাবস্থায় ত কথা

অতি সুস্পষ্ট যে, আজকাল হিন্দুদের জাত পাতের যে সকল পার্থক্য আছে, কেবল কোরাণই তাহার একমাত্র অমোঘ ঔষধ। কেমন, বিনাশের কূপে ডুবিয়া যাইতে উদ্যত হিন্দুজাতি এখনও কি এই কোরাণের পবিত্র শিক্ষার সহায়তায় উপকার লাভ করিবে না? কিন্তু যেন মনে থাকে যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা গোলামী বা দাসত্বের উচ্ছেদ করিবার জন্য কোরাণের এই নীতির অনুসরণ না করিব, ততদিন দেশহিতৈষিতার খেয়াল একটা অমূলক স্বপ্নমাত্র হইবে

কালগোরো প্রত্যেককে সুপথ দেখাইবার জন্য কোরাণ প্রেরিত হইয়াছে।

একথাও দৃষ্টি বহির্ভূত করা উচিত নহে যে, কোরাণ মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কেবল যাহারা আপনাদিগকে মুসলমান বলে কেবল তাহাদেরই সুপথ দেখাইতে যে কোরাণ আ‌সিয়াছে, তাহা নহে যেমন কোরাণ স্বয়ং বলিতেছে,—

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور

و هدى و رحمة للمؤمنين —

"হে মানবগণ। তোমাদের নিকট তোমাদের মহামান্য প্রভুর তরফ হইতে একটী সদুপদেশ প্রেরণ করা হইয়াছে এই কোরাণ তোমাদের যাবতীয় আন্তরিক ও মানসিক ব্যধির আরোগ্যকর ঔষধ; বিশেষতঃ মুমেন বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা সুপথ প্রদর্শক এবং আল্লার দয়া"।

ধর্ম্মের সরল ও সত্যপথ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অপর রাস্তা যাহা কোরাণ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে, সে এই যে, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকা এবং দীন দরিদ্রকে যেন অন্নদান করা হয়

জীবন যাপনের মূল বিধি।

কোরাণের এই ছুরার (১৭—১১—৯০) মধ্যে আদেশ আছে যে, "তাহারা খোদার উপর একিন অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস রাখে এবং অপরকে ধৈর্য্য ও স্থিরতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি অতঃ-

এবং হিন্দু মুসলমান সকলকেই এই সত্য আদেশের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যাহাতে ঈমান বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সহানুভূতি শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। এবং এই সকল বস্তুই জীবন যাপনের সত্যবিধি হইতেছে। এই আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, খোদার প্রতি যাহারা ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস (ভক্তি) রাখে, তাহারা সকলেই মুমেন দলের অন্তর্গত হইবে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একা ছফর করিতে পারে না।

কোরাণের আদেশ, —

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ـ

"দিন এলাহীর রশি অর্থাৎ আল্লার ধর্ম্মের স্বরূপ রজ্জুকে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া দৃঢ়ভাব সহিত ধর, ভিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইয়া থাকিও না, এবং দাতা দয়াময়ের সেই দানের কথা স্মরণ কর যে, তোমরা এক অন্য অন্যের শত্রু ছিলে, করুণাময় প্রভু, তোমাদের অন্তরে পরস্পর মিলন ও ভালবাসার আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল।"

কেমন, যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমানকে আপনাদের হৃদয়ফলকে পবিত্র কোরাণের এই সদুপদেশ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া লওয়া উচিত নহে কি?

পবিত্র কোরাণের আর একটা উপদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى

وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“তোমরা বল যে, আমরা আল্লার উপর ঈমান আনয়ন—বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং এবরাহিম, এস্মাইল, এসহাক, ইয়াকুব এবং অন্যান্য পয়গম্বরের প্রতি নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছে সেই সকলের উপরেও দৃঢ় বিশ্বাস (একিন) করিলাম আমি এই পবিত্র মহাপুরুষগণের মধ্যে কাহাকেও পৃথক (একজনকে মান্য অপরকে অমান্য) করি না, আমরা আল্লার একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ ভৃত্য।”

হায়! সেদিন কবে আসিবে, যেদিন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই আপনাদের হৃদয়ের উপর কোরাণের এই মহামূল্য উপদেশ সমূহকে সোনার অক্ষরে নক্সা করিয়া (লিখিয়া) লইবে এবং এই সকল উপদেশ ও আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

জমাদার।

কোরবানী।

গরু, উষ্ট্র, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা প্রভৃতি গৃহপালিত হালাল পশুকে আল্লার নামে, ধর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জবাই করাকে সচরাচর কোরবানী বলে। আসলে কোরবানী শব্দের অর্থ আল্লাহ তায়ালার “কোরবৎ নজদিকি”—তাঁহার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের অন্বেষণ করা অর্থাৎ যে কার্য্যে মানুষ তাঁহার নিকট হইতে পারে, তাঁহার নিকটে যাইতে পারে যে কার্য্যে তিনি প্রীত ও সন্তুষ্ট হন সেই কার্য্য করা।

কোরবানীর ভাবার্থ এই যে, বিশ্বপ্রভু পরোয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালার প্রীতি সম্পাদন, সন্তোষসাধন জন্য, তাঁহাকে রাজী করিবার জন্য, ধর্ম্মের জন্য দুনিয়ার সকল বাসনা, সকল আশা, সকল সুখ সম্পদ, জগতের সমস্ত কামনা, এ ভবের সমস্ত মায়া মমতা ও স্নেহ বিলাসের গলায় যদি ছুরি চালাইতে হয়,

গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু ও বৃক্ষ ও শাখায়, নিজের প্রাণোপম পুত্র, স্নেহের কন্যা ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনের—যাহা কিছু আমার বলিতে সে সমুদের গলায়, এমন কি নিজের গলায় পর্য্যন্ত আল্লার হুকুমে, ইঙ্গিতে, তাঁহার আদেশ মত ছুরি চালাইয়া দিতে হয় দিবে, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবে না কাতর হইবে না। আল্লার নামে সকল স্বার্থ বলি দিবে, যত কিছু ভালবাসার বস্তু সব জবাই করিয়া দিবে।

এসলাম শব্দের অর্থও আল্লাহ তায়ালার অনুগত, সম্পূর্ণ বশীভূত হওয়া, তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা, নিজের যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার চরণে নিবেদন করা, উৎসর্গ করা।

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ –

"হাঁ যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লার অনুগত হইয়াছে, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আল্লার জন্য সঁপিয়া দিয়াছে এবং সে সৎকর্ম্মশীল হয়, তবে তাহার প্রভুর নিকট, এ কার্য্যে তাহার জন্য পুরস্কার আছে যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহাদের পক্ষে আর কোনও ভয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অভয় প্রদান করিতেছেন এবং তাহারা আর কোন দুঃখ, কোন শোকতাপ পাইবে না"

ছাগ, গো, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মানুষের প্রিয়ধন এবং উপকারী জীব। কেবল এই সকল প্রিয়ধন কেন, মুসলমানের জীবনমরণ সবই আল্লাহ তায়ালার জন্য,—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ –

"তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামাজ—এবাদত বন্দেগী—পূজা, উপাসনা, অর্চনা এবং আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সকলই সেই আল্লারই জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু—সারে জাহানের রব, কেহই তাঁহার সরিক নাই, এবং ইহারই আমার উপর হুকুম হইয়াছে এবং আমি মুসলমান-

গণের প্রথম অর্থাৎ তাঁহার ভক্ত দাসগণের প্রথম হইতেছি—প্রথমে আমিই তাঁহা'র মোসলেম বান্দা—একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত দাস হইতেছি ।"

মহামান্য পয়গম্বর হজরত এবরাহিম (আঃ) প্রথম জ্ঞানলাভ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চাহিলেন। একে একে তারা, চাঁদ ও সূর্য্যকে উঠিতে, ডুবিতে দেখিতেছেন। যে উঠিতেছে তাহাকেই বিশ্বপ্রভু বলিয়া মানিতেছেন, আবার যেই ডুবিতেছে বলিতেছেন, যে ডুবিয়া যায় আমি তাহাকে ভাল বাসিনা। অবশেষে এত বড় সূর্য্য সেও যখন অস্ত গেল, তখন বুঝিলেন,—যিনি এই সমূহের স্রষ্টা তিনিই আমার প্রভু, তিনিই উপাস্য ও পূজ্য।

দেশের পুতুলপূজা ও নরপূজার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। একমাত্র আল্লাকে পূজিতে বলিলেন। কাফেরগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা, হজরতের পিতা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধরিয়া বহুদূরব্যাপী জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিল।

হজরত এবরাহিম (আঃ) একমাত্র আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াই নীরব রহিলেন।

"যে ব্যক্তি আল্লার অনুগত হয়—তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করে তাহার প্রভু আল্লাই তাহাকে অভয় দান করেন দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন।"—কোরাণ।

ভক্তের বিপদে, ভক্ত বৎসল প্রভু আমার আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আগুন! নিবিয়া যাও, শীতল হইয়া যেন ফুল হইয়া এবরাহিমের (আঃ) দেহে সুখ শান্তি প্রদান কর"।

জ্বলন্ত ভীষণ আগুনে পড়িলেন। উদ্ধার পাইয়া প্রিয়জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন, স্বদেশ স্বজন সব ছাড়িলেন সঙ্গে নিলেন কেবল পত্নী ছারা (রাঃ) ও হাজেরা (রাঃ

হাজেরা (রাঃ) শিশু পুত্র এস্মাইল (আঃ) সহ মরু প্রান্তরে বিসর্জ্জিতা। কত বিপদের নিদারুণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, পুত্র এস্মাইল (আঃ) এখন বড় হইয়াছেন, পিতার সাথে প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন

বৃদ্ধ বয়সের সন্তান নিরাশার ধন, অসময়ের সম্বল, সংসার কাজকর্ম্মে পিতার হাত ধরিবার যে, বৃদ্ধের যষ্টি অন্ধের নয়ন স্বরূপ এস্মাইল (আঃ)।

আবার ভীষণ পরীক্ষা; হজরত এবরাহিম (আঃ) স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পরমপ্রভু আল্লাহ তাঁহার প্রিয়তম পুত্র—দুনিয়ার একমাত্র সম্বল এস্মাইল (আঃ)কে তাঁহার নামে জবাই করিতে —কোরবানী করিতে বলিতেছেন

[illegible]
[illegible]

তবে কি ঐ ছায়াতলে পালিত হওয়া যুবক হয়েছি আমরা।

বঙ্কিম নবচন্দ্ররূপ ছুরিকা জাতীয় পতাক (নিশান) আমাদের।

আল্লাহ কোরানে বলিয়াছেন,-

[illegible]

"যাহারা মুমেন ইমান এসলামে অটল আমার প্রতি যাঁর বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থা অটল, তাহাদের সহায়তা করার, তাহাদিগকে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর আমি সে দায়িত্ব লইয়াছি"

শত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও বিপক্ষের সহস্র জুলুম আঘাত বুকে পাড়িয়াও শেষে আল্লার এই অঙ্গীকারে মুসলমান জয়যুক্ত হইয়াছিল

আজ মুসলমানের ধনপ্রাণ, জাতি ও ধর্ম যদি বিপন্ন হয়, যদি কেহ দেশ হইতে তাহার নাম নিশান মুছিতে চায় তবে মুসলমান প্রস্তুত হও কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হও ধন প্রাণ সব খোদার জন্য খোদার জন্য ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য কোরবান করিতে প্রস্তুত হও। ঈদুজ্জোহার নব বঙ্কিম চাঁদ—এই হেলালরূপ ছুরিকা তোমাদিগকে এসলামের জন্য সকল প্রকার কোরবানী দিবার জন্য ডাকিতেছে

তোমরা যদি আবার পবিত্র এসলাম ধর্মের বিজয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে চাও তবে আবার নূতন করিয়া কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হও স্বর্গ হইতে তোমাদের জন্য মঙ্গল-পুষ্প বর্ষিত হইয়া আসিবে আল্লাহ তোমাদিগকে যে সহায়তাদানের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাঁহার সেই সহায়তা, আসমানী এমদাদ জয়মাল্য লইয়া তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে আবার তোমরা মুমেন হও ইমান ও এসলামে অটল হও।

আজ শুদ্ধি আন্দোলন ও হিন্দু সংগঠনের নামে প্রতিবেশী হিন্দু লক্ষ লক্ষ টাকা দিতেছে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতেছে আর তুমি মুসলমান ধর্মের খাতিরে আল্লার নামে জান ও মাল, প্রিয় পশু কোরবান

করিয়া দেওয়াই যাহার চিরপরিচিত ধর্ম্ম সে আজ ধর্ম্মের জন্য ইসলাম প্রচারের তওহীদ ও ছেরাত পেচ রেব নামে আল্লার নামে কোরবানী করিতে পারিবে ন্যায়টুকু ব্যয় করিতে পারিবেন কেন? মুসলমান! যদি তাহা না পার, ঐ হেলাল ছুরিকার ইঙ্গিত ও আহবান বুঝিতে না পার তবে মরিবার জন্য প্রস্তুত হও নিতান্ত ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতভাবে জাতির হিসাবে ধর্ম্মের হিসাবে তোমার মরণ হইবে ভারত হইতে তোমার নাম নিশান তোমার জাতি ও ধর্ম্মের নাম নিশান মুছিয়া যাইবে যদি তাহা না চাও এবং কখনও তাহা চাও না তবে নব বঙ্কিমচাঁদরূপ বাঁকা ছুরির আহবানে প্রয়োজন হইলে সব কোরবানী করিয়া দিতে প্রস্তুত হও

সাত জনে মিলিয়া একটী গরু কোরবানী করিতে পারে। গরুই আমাদের দেশে সুলভ এবং গৃহপালিত প্রিয় পশু। সুতরাং ইহা কোরবানী করাই মুসলমানের পক্ষে প্রশস্ত প্রতিবেশী হিন্দুর মনে আঘাত দিবার জন্য নহে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও জেদের বশবর্ত্তী হওয়া নহে কেবল ধর্ম্মের জন্য আল্লার জন্য কোরবানী করিবে পশু কোরবানির সঙ্গে মনের পাশব বিদ্বেষ ও জেদকে কোরবানী দেওয়াই প্রশস্ত

"আল্লাহ তায়ালা কে রবানীর মাংস বা রক্তের কিছুই পান না, তিনি এ কার্য্যে মানুষের অন্তরের পবিত্রতাও "খোদাভিরতি ই গ্রহণ করিয়া থাকেন" কোরান

হিন্দু যদি মুসলমানের মসজীদ, তাহাদের উপাসনার কোন রেয়াত না করেন, তবে তাঁহারা গো কোরবানী সম্বন্ধে মুসলমানের নিকট কোন রেয়াত পাইবার দাবী করিতে পারেন না—এ কথা যেন প্রিয় প্রতিবেশী হিন্দুগণ এবং সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ভুলিয়া না যান, সাধারণ রাস্তায় সব সময় সর্ব্বত্র বাজনা বাজাইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নাচিয়া রঙ তামাসা করিয়া যাইবার অবাধ অধিকার যদি হিন্দুর থাকে, তবে ঐ রাস্তায় কোরবানীর পশু ... লইয়া যাইবার অধিকার মুসল-

ছিনা ফাটজানেকা মকাম হায়।

খোদাপুষ্ট হংসাধন, হেজবের ওআহলাফ, আলী বাদার্স এণ্ড কোং অর্থাৎ শওকত আলী মোহাম্মদ আলী সাহেবান, লক্ষ্ণৌ হেজাজ কনফারেন্স, জমিয়াতে মোহাজী, মাহমুদাবাদের রাজা আর আমাদের বঙ্গদেশের হনফী সুফী মৌলবী কওল ও মিনের দল প্রভৃতি হিংসান্ধ বেদাতী হনাফী কবর পোরস্ত ও শিয়া হজরাত এ বৎসর হজ্ব বন্ধ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন এত আদা জল খাইয়া লাগিয়া গেলেন, পাথরে মাথা কুটিলেন, এত চেঁচ চেঁচি চেলাচেল্লি করিয়া গলা ফাটাইলেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দুস্থান ও বাঙলার কতস্থানে চর, প্রচারক ও ডেপুটেশন পাঠাইয়া হজ্বের বিরুদ্ধে ছোলতান এবনে ছউদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইলেন, সর্ব্বত্র রাশি রাশি বিজ্ঞাপন ছড়াইলেন, কত কাগজ, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কাল করিলেন, কত আন্দোলন করিলেন, কত টাকা নষ্ট, কাগজ কলম ও কালী নষ্ট, মুখ এত ভোঁতা হইয়া গেল, কিন্তু হায়! সব ব্যর্থ, কেহই সে কথা শুনিল না, কেহই এই বেচারাদিগকে আদৌ গ্রাহ্য করিল না সব হজ্বে চলিয়া গেল হায়! ছিনা ফাটজানেকা মকাম হায়।

এ বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই করাচী সর্ব্বত্র হজ্বযাত্রীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, কোন মোছাফেরখানায়, হাজীদের ক্যাম্প বা আড্ডায় আর তিল রাখিবার স্থান ছিল না, এমন কি টিকিট না পাইয়া, স্থান না পাইয়া অনেক হজ্বযাত্রীকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতেও অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। হায়! এ কি হইল। এত চেষ্টা, এত নিষেধ, তবুও হাজীর এত আমদানী হইল "নজদী, দাজ্জাল, কাফের এবনে ছউদকে কোবরা ধ্বংসকারী অত্যাচারী বর্ব্বর ওহাবীদিগকে হেজাজ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা কর; হজ্ব বন্ধ করিয়া দাও, তাহা হইলে ওহাবীদের আমদানী

আহ　বন্ধুদেব পোড়া কপালেব কথা আর কি বলিব। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত দেখিতেছি যে ওহাবী হইয়া গেলেন তাঁহারাও বন্ধুদের আবদার একটুও রাখিলেন না গবর্ণমেণ্টও জেলায় জেলায় হজ্ব কমিটি করিয়া মুসলমানদের হজ্বে যাওয়ার সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিলেন, পক্ষান্তরে ওহাবীদেরই সাহায্য করিলেন　গবর্ণমেণ্টের বা অপরাধ কি? এখন ত দেখিতেছি খোদ খোদ ত য়ালাই ওহাবীদের তরফদার হইয়া উঠিয়াছেন　তিনি স্বয়ং হজ্ব বিরোধী চউদবিরোধীব সকল চেষ্টা-কেই আল ইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না, কি সর্বনাশ　আহা! বন্ধুদেব কি পোড়া কপাল গো, হায়! এ যে ছিনা ফাট জানেকা মকাম হায়

মাহমুদাবাদের শিয়া রাজাকে সর্দ্দার করিয়া কতিপয় উড়ো খই গোবিন্দরাম গাঁএ মানেনা অপনি মোড়ল ভারতীয় মুসলমানদের ঘর ছড়া মনতোড়া প্রতিনিধি সাজিয়া বড লাটের পায়ে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন করিয়া বলিলেন যে, আমরা ভারতের সাতকোটী মুসলমান প্রজার পক্ষ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, গবর্ণ-মেণ্ট সত্বর হেজাজ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন, ওহাবী ছোলতানকে শাসন করিয়া দিউন　তিনি যেন আমাদের মুসলমানদের ফরমান মত কোববা টোবব যাদগুলা সাবেক বানাইয়া দেন ব বানাইতে দেন নচেৎ তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া বৃটিশ সিংহের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হউক। “প্রবল প্রতাপে যার কাঁপয়ে ধরণী” সেই বৃটিশ সিংহ এখনও নীরব, একবার গর্জ্জিয়া উঠিতেছে না। হায় বন্ধুদেব কি পোড়া কপাল গো। এ যে একেবারে ছিনা ফাট জানেকা মকাম হায়

ভারতের নগণ্য ঘৃণিত পরাধীন দাস—চির দাসত্বের সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া যাহাদিগকে গোলামীরূপ লোহার পিঞ্জরে পুরিয়া রাখা হইয়াছে—নড়ন চড়ন শক্তি বিরহিত, তাঁহারাই আবার ছোলতান এবনে ছউদের নিন্দা করিতেছেন যে, এই ওহাবীর বৃটিশের সহিত সন্ধি ও

শাসনতলে আনিবার জন্য, বিজাতির বিরুদ্ধে, বিজাতির হাতের খেলার পুতুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ঐ পবিত্র দেশকে উদ্ধার করিয়াছে? পবিত্র হেজাজভূমির উদ্ধারকর্ত্তা ছোলতান এবনে ছউদের বিরুদ্ধে, হক্কের বিরুদ্ধে, খোদা তায়ালার বিরুদ্ধে আজ তোমরা যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছ, মাথা কুটিয়া, গলা ফাটাইয়া আপনাদের আমলনামা ছিয়াহ করিয়া মরিতেছ। তোমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। কাজেই বলিতে হয় বন্ধুদের কি পে ড়াকপাল। হায়, ছিনা ফাট জানেকা মকাম হ্যায়

বন্ধুগণ, —

আকাশ ভেঙে পড়বে মাথায়
কি করবে টেঁটির পায়।

আহা, দুঃখে আপনাদের ছিনা ফাট জানেকা মকাম হ্যায়। কিন্তু কি করিবেন, ছবর করুন, আল্লাহ আপনাদিগকে ছবর জামিল আতা করুন আমিন, আমিন, খুব জোরে আ——মিন

সাধারণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র।

(এসলামে ইউরোপীয় ধরণের সাধারণতন্ত্র নাই)

মাওলানা আসরফ আলী থানবী (হানাফী) সাহেব আশরফোল মাওয়ায়েজ اشرف المواعظ নামক পুস্তকের ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র বা মলুকিয়ত ও জমহুরিয়ত সম্বন্ধে السرل "তওহাকোল নামক নিজ ওয়াজে (বক্তৃতায়) বলিতেছেন —

আজকাল যে সকল দেশকে স্বাধীন বলা যায়, তাহারা সমস্তভাবে এক

যাহা হউক এই হুজুরগণ ! এই ফতুয়া দিয়াছেন এবং ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, ছোলতানাত জমহুরি (গণতন্ত্র), সখ্ছি (রাজতন্ত্র) অপেক্ষা উত্তম তাহাই ইহার উপরেই থাকিতেন ত কিছুই ছিল না, গজব এই যে, ইহাও বলেন যে, কোরাণ হইতে ছাবেত আছে যে, ছোলতানাত জমহুরি (গণতন্ত্র), ছোলতানাত সখ্ছি (রাজতন্ত্র) অপেক্ষা উত্তম আর ইহার দলিল পেশ করেন,- شاورهم في الامر অর্থাৎ "কার্য্যে তাহাদের সহিত যুক্তি পরামর্শ কর" এই দলিল প্রয়োগের উদাহরণ (মেছাল) সেইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি,—

ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا

"তোমরা একত্র বা পৃথক পৃথক খাও, ইহাতে তোমাদের উপর কোন গোনা নাই" ইহা দ্বারা এই ফতুয়া লিখিয়াছিল এবং সে ফতুয়া আমি দেখিয়াছিলাম এই যে,—জমা (একত্রে) হইয়া খাওয়া অজেব"।

যদি ছোলতানাত জমহুরির (সাধারণতন্ত্রের) প্রকৃত অর্থ কেবল এতটুকু হইত যাহাতে কেবল যুক্তি পরামর্শ থাকে তবে নিঃসন্দেহ এই দলিল গ্রহণ হইতে পারিত ছোলতানাত জমহুরি—সাধারণতন্ত্রে ত এই হইয়া থাকে যে, যুক্তি পরামর্শের বাদে অধিক সংখ্যকের রায়ের উপর ফয়সালা হইয়া থাকে এবং বাদসার (অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক বা প্রেসিডেন্টের) রায় দুই রায়ের সমান গণ্য করা হইয়া থাকে। আর এই আয়াতে এ কথার বিপরীত বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই যে,— شاورهم في الامر 'কার্য্যে তাহাদের সহিত যুক্তি পরামর্শ কর" ইহার পর আদেশ এও আছে যে, فاذا عزمت

"অতঃপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প কর আল্লার উপর ভরসা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হও" এই তুমি শব্দটী এক বচন, দ্বিতীয় পুরুষ—ইহার মর্ম্ম এই যে, যুক্তি পরামর্শ ত করুন, কিন্তু যুক্তি পরামর্শের পর আপনি কার্য্য তাহাই করিবেন—যাহার দৃঢ়সংকল্প আপনি করিয়াছেন, আর ইহাতে কোন শর্ত্তই নাই। তাহা হইলে বিভিন্ন সকল ছুরত ইহার মধ্যে আসিয়া গেল। সেই সকলের মধ্যে এ ছুরতও দাখিল হইবে যে, সকলের রায় একদিকে হয়, আর হুজুরের (দঃ) রায় অন্যদিকে হয় ও এবং এস্থলেও হুজুর [illegible] হইবেন [illegible] ও

সপ্রমাণ হইল যে, উল্লিখিত সম্মতি (হুকুমত অর্থাৎ রাজত্ব কাহারও কেবলমাত্র জোরাজতি নহে বরং ইহা যে হাদিস রসুলোল্লার (দঃ) জোরে এই জেহাদকে যাহারা বেদাত বলেন তাঁহারা অবিলম্বে তওবা করুন, অতঃপর এসলামের মোছলেমীন, হেজাজ ও নজদের বাদসাহ, মহামান্য ছোলতান এবনে ছউদের দুর্নাম করিবেন না, তিনি বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করায় হিংসা, বিদ্বেষ ও অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাঁহার শত্রু হেজাজ ও হজ্জের শত্রু আল্লাহ ও] তদীয় রসুলের শত্রু হইবেন না

১৯২৭, ২৮শে এপ্রেল জমাদার অবলম্বনে লিখিত

শুদ্ধির বাড় ও বৃদ্ধি।

লাহোর এসায়াতে এসলাম সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি, গুরুকুল, কাঙড়ীর সভায় স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা ঘটনার যে রিপোর্ট ২৩শে মার্চ্চ, ১৯২৭, জমিদার পত্রিকায় প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর্য্যসমাজী তথা শুদ্ধির বাড় ও বৃদ্ধি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়

গুরুকুল, আর্য্যসমাজীদের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়; বর্ত্তমানে এই সকল বিদ্যালয়ে লোক কি ভীষণ শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহা এই গুরুকুলের বাৎসরিক সভার রিপোর্ট হইতে অনুমান করা যায়।

রিপোর্টার স্বকীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

“এই পর্য্যন্ত যে লেকচার হইয়া গিয়াছে তাহার খোলাসা এই যে, “ভারত ও অন্য দেশসমূহ হইতে এছলামকে মুছিয়া মিটাইয়া দেওয়াই আর্য্যসমাজীদের পরম ধর্ম্ম ভারতে যতদিন এসলাম বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন শান্তি হইতে পারে না। যখন এসলামকে নেস্ত নাবুদ (বিলুপ্ত) করা যাইবে, স্বাধীনতাও তখনই মিলিবে, ইহাই স্বামী দয়ানন্দ ও আর্য্যসমাজীদের কার্য্য সনা-তন ধর্ম্মীরা টাকা দিক, আর্য্যসমাজীরা প্রাণ দিবে দেখ কিরূপে হিন্দু জাতির শেষ দেওয়া না হয়?

ইত্যাদি কোন কোন মসলাগুলো লোকদের উপর চাপাইয়া হাঙ্গামা ও মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া গেছে"

اور قرون ثلاثہ میں اسکا شیوع نہیں ہوا تھا کہ تقلید شخصی
جس سے ہر مسئلہ دریافت کرنا گو مدت اس امر پر اجماع نقل کہ
گئی ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز
نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز
نہیں کہ حق دائر منحصر چار میں ہے مگر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں
کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا
ہوں جو مسائل معلومہ موجودہ کا محال ہے اور اس سے علحدہ رہے
دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی
اجماع بھی نہیں ہوا۔ تذکرۃ الرشید سر سخن مولانا رشید
احمد گنگوہی مرحوم ص ۱۳ جلد ۱

"আর তিন যুগে (ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীনদের সময়ে) এই তকলীদ শখ্‌ছী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টরূপে এক ব্যক্তির তকলীদের প্রকাশ হয় নাই। বরং যেমন ইচ্ছা উঠিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহারই নিকট মছলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত (নির্দ্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া থাকিত না)। যদিও এ বিষয়ে এজমা নকল করা হইয়াছে যে, চার মজহাবকে ছাড়িয়া খাছ কোন নূতন মজহব বাহির করা জায়েজ নহে। হক কেবল এই চারের মধ্যেই বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ কিন্তু ইহার (এই এজমার) উপর কোন দলিল নাই। কারণ আহলে জাহের (তকলীদের বিরুদ্ধে কোরাণ হাদিসের অনুগামী) প্রত্যেক যুগেই রহিয়াছে এবং ইহাও নহে যে তাঁহারা সকলেই কুপ্রবৃত্তির (যথেচ্ছাচারী) লোক হইয়া থাকেন, (যেমন বর্ত্তমান মকাল্লেদগণের ইহাই ধারণা), তাঁহারা (আহলে জাহের) এই একমত হইতে আলাহিদা রহিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহারা ঐরূপ চার মজহাব মান্য করেন নাই) যদি এজমা (একমত) সাব্যস্ত হইয়াও যায় তথাপি তকলীদ শখছির উপর অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একজন এমামের

তকলীদ করা বিষয়ে ত কখনও এজমা (সকলের একমত) হয় নাই দেখ মাওলানা রসিদ আহমদ গাঙ্গুহীর জীবনী তাজকেরাতোরবসিদ পুস্তকের ১ম খণ্ড ১৩১ পৃঃ)

ন্যায় বিচারক পাঠকগণ! উক্ত মাওলানা সাহেবের উল্লিখিত কথা হইতে কয়েকটী কথা প্রমাণিত হয়, তাহার খোলাসা নিবেদন করা হইল, যাহাতে মর্ম্ম বুঝিতে আপনাদের ভুল না হয়।

১ তকলীদ সাব্যস্ত করিবার জন্য দলিল দিতে গিয়া (যাহারা তকলীদ করেন তাহাদের) পরস্পরের শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদের কথা যাহা পেস করেন তাহা বাতীল কারণ তকলীদ করা সত্বেও মকাল্লেদ দিগের মধ্যেও এই শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদের ছুরত বর্ত্তমান (বেরেলী ও দেউবন্দী উভয়েই মোকাল্লেদ হানফী, তথাপি ইহাদের উভয়ের এদের মছলা সমূহ অন্যের খেলাফ ও বিরোধী)

২ তকলীদ তরক করার কারণে যে সকল মন্দের সৃষ্টি হয় যাহারা তকলীদ করে সেই মকাল্লেদগণের মধ্যে তার চেয়ে বেশী মন্দ কথা আছে। কেননা তকলীদে একেবারে বদ্ধ থাকার কারণে নিজ এমাম মোজতাহেদের কথার বিপরীতে অধিকাংশ ছহি স্পষ্ট হাদিসকে ছাড়িয়া দেন, এমন কি অন্যায়ভাবে বহু তাবিল (মর্ম্ম পরিবর্ত্তন) করিয়া মজহাবী পক্ষপাতিত্বের (পোষকতার) পরিচয় দিয়া থাকেন

৩। খায়রোল কোরুনের জমানায় (অর্থাৎ তিন উত্তম যুগে) এই তকলীদ সখছী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একজন এমামেরই তকলীদ করার কোন ছবুত (প্রমাণ) কখনই ছিল না বরং সেই খায়ের জমানার (উত্তম যুগের) পর ইহার প্রকাশ বা প্রচার হইয়াছে

৪ খায়রোল কোরুনের জমানায় (উত্তম তিন যুগে) মছলা জিজ্ঞাসা করিবার তরিকা এই ছিল যে, প্রত্যেক দিনদার আলেমের যাহার নিকট হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, সেই আলেম যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন অর্থাৎ কোন মজহাবের বাঁধাবাঁধি ছিল না

ঈদের নামাজের পর ঈদগাহে কোরবানী করিতে হয়, নামাজের পূর্ব্বে কোরবাণী হয় না।

কানা খোঁড়া কানকাটা ফাটা বা চেঁদা এবং সিং ভাঙ্গা ও রোগা এরূপ পশুর কোরবাণী করা চলিবে না তবে নিদান পক্ষে সামান্য খোঁড়া, কানা বা দুর্ব্বল হইলে চলিতে পারে।

ঈদের দিনে এক পথ দিয়া ঈদগাহে যাওয়া ও ভিন্ন পথ দিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া উত্তম

স্ত্রীলোকদিগের ঈদের নমাজের জন্য চাদরে গা ঢাকিয়া ঈদগাহে যাইতে হজরত আদেশ করিয়াছেন

ঈদের নমাজের প্রথম রেকাতে দোওয়ার পর ও কেরাতের পূর্ব্বে সাত তকবির এবং দ্বিতীয় রেকাতে পাঁচ তকবির বলা সোন্নত

বকরঈদের নামাজ সত্বর পড়িতে হয়

ঈদের দিন আগে নামাজ পরে খোৎবা পড়িতে হয়

১০ই জেলহজ্জ হইতে ১৩ই জেলহজ্জ পর্য্যন্ত কোরবানী করা যায়। ১১ই জেলহজ্জ হইতে ১৩ই জেলহজ্জ পর্য্যন্ত আয়্যাম তশরিক, ইহা পানাহার ও আল্লার জেকের করিবার দিন।

আরফা—অর্থাৎ ৯ই জেলহজ্জের ফজর হইতে ১৩ই জেলহজ্জের আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তকবির পড়া সোন্নত; অন্যান্য সময়ে ও তকবির বলা উচিত।

আরফার ৯ই জেলহজ্জের দিনে রোজা রাখিলে বিগত ও আগামী এই দুই বৎসরের গোনাহ মাফ হয় আলহামদোলিল্লাহ হে—সম্পাদক।

"মির্জ্জার আকায়েদ" সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

১৩৩৩ সালের পৌষ মাসের বওশন হেদায়েতে লিখিত মির্জ্জার আকায়েদ শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি প্রবন্ধটী জোনাব সম্পাদক সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জোনাব লেখক সাহেব, তাঁহার নিজ জামাত ভিন্ন অন্য যত জমাতের সম্প্রদায় আছে সব গুলীনকেই এছলামের দায়রা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এমন কি সোজা পথ صراط المستقيم এর পথিক আহলে হাদিস বা মোহাম্মদীকে এছলামের দায়রা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি তাঁহারই বিষয় যৎসামান্য কিছু বলিব

জোনাব সম্পাদক সাহেব কোন্ জামাতভুক্ত তাহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই, এই মাত্রই প্রকাশ যে, তিনি আহলে সোন্নত জামাতভুক্ত। জিজ্ঞাস্য, সোন্নত জামাত কাহাকে কহে? কোনটী ছোন্নত জামাত? আমরাত জানি হজরত রছুলে খোদা মোহাম্মদ (দঃ) সেই যে জামাতে ছিলেন, তাহাই ছোন্নত জামাত এবং ঐটীই ছোন্নত জামাত নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, -যাহাকে অন্য কথায় মজহাব মোহাম্মদী বলা যাইতে পারে,—যাহা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নামের সহিত ইয়ায়ে ى নেছবত سـ যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে যেমন অন্যান্য মজহাব লেখক সাহেব এই পবিত্র, সত্য "মোহাম্মদী" জামাতকে মোছলমান জাতি হইতে বাহির করিয়া কোন্ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন? তিনি কি এই হাদিসটী পাঠ করেন নাই?

تفترق امتي على ثلث و سبعين ملة كلهم في النار الا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله قال ما انا عليه و اصحابي

অর্থ—রছুল (দঃ) বলিতেছেন—আমার ওম্মতগণ তেয়াত্তর দলে বিভক্ত হইবে, একটী ব্যতীত সমস্তই দোজখী হইবে তাঁহার সহচরবর্গ

মছলা তলব।

খুলনা, সাতক্ষীরা, সুলতানপুর নিবাসী কাজী আবদুল জব্বার সাহেবের প্রশ্ন।

একটী নাবালিকা কন্যার ৯ বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতার যোগে ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয় এবং গত ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসে ঐ কন্যার স্বামী মারা যায়। এ কাল মধ্যে উক্ত কন্যা স্বামীর বাটী আইসে নাই এবং দেখা সাক্ষাৎও হয় নাই। বিবাহকালে এবং বিবাহ পরে দুই তিন বারে দেনমোহর বাবত ১৭।৴ টাকার গহনা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত গহনা বা তাহার মূল্য তাহার পিতা ফেরত পাইতে পারে কি না? তাহার ফতওয়া উক্ত কাগজে প্রকাশ করিতে মরজি হয় ইতি—

উত্তর,—

স্বামীর যদি মৃত্যু হইয়া থাকে তবে স্ত্রী নাবালিকা হইলেও এবং স্বামীসহবাস না ঘটিলেও দেনমোহরের সমস্ত টাকা ঐ স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং মৃত বরের পিতা উহার কিছুই পাইবে না।

২নং শেখ মহম্মদেল হক সাহেবের প্রশ্ন।

(ক) আমার নামে কোন জমী মসজেদে অক্ফ করিয়া দিলে অক্ফকারী সেই জমী কাড়িয়া লইতে পারে কি না? আমার নামে মসজিদের জন্য মতওয়ালিকে জমী দেওয়া হয়, দুই এক বছর উহা মতওয়ালির অধীনে থাকে, পরে মসজিদে সময়মত আজান দিবে বলিয়া একজন মুন্সীকে সেই জমী দেওয়া হয়, সেই জমী লইয়াছে। এক্ষণে সে কাড়িয়া উহা পুনরায় লইতে পারে কি না? তাহা গোনাহ হইবে কি না, যে বলে আমার জমী আমি লইয়াছি তা আবার গোনা কি? আমি [illegible] যা হবার হবে।

উত্তর, জমী অক্ফ করিয়া সেই জমী আর ফিরাইয়া লইতে পারে না, ফিরাইয়া লইলে গোনাহগার হইবে। সেই জমীর আয় মসজেদের কার্য্যে দিতে হইবে। তবে ঐ অক্ফ জমীর আয় মসজেদের সেবক

খ। বর্ত্তমান সময়ে বাজারে যে সকল মিঠাই নানাপ্রকার পশুর মূর্ত্তি-রূপে যথা, মানুষ, বিড়াল, কুকুর, হাতী, শকুনি, চিল, বাজ ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা খাওয়া হালাল কি না?

উঃ — ঐরূপ মূর্ত্তি খরিদ করা মুসলমানের পক্ষে জায়েজ নহে। তবে ঐরূপ মিঠাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া খাইলে কোন দোষ হইবে না।

গ। হাট বাজার কিংবা মেলা ইত্যাদিতে মুসলমানের ঘরে নামাজ পড়িবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অমুসলমানের ঘরে ও তাহাদের বিছানায় অথবা পথে ঘাটে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ — পথে ঘাটে মাঠে চোতরা করিয়া নামাজ পড়িতে পারে। অমুসলমানের বিছানা নাপাক হইবার সম্ভাবনা থাকায় তথায় নামাজ পড়া উচিত নহে। নামাজী মুসলমানের ঘরে নামাজ পড়ার সুবিধা থাকিলে তথায় নামাজ পড়াই উচিত।

৬০২ দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, জাহানাবাদ, কেরামত আলী মিঞার প্রশ্ন।

ক। সাবেক জমানা হইতে এদেশে কতকগুলি পীর ছিল এবং তাহাদের এক ২ জনার নামে একটি দরগা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ যথা — মদার পীর, পাঁচপীর, সত্যপীর ও জঙ্গলপীর ইত্যাদি ২ এবং এই রীতি বর্ত্তমান কালে অনেক স্থানে বিদ্যমান ও রহিয়াছে। এদেশের রাজা উক্ত পীরদিগের সম্মানের জন্য তাহাদের নামে কতকগুলি জমি নিষ্করভাবে দান করিয়াছেন। উক্ত জমী হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয় করিয়া বা তাহার খাজনা উঠাইয়া অমর গ্রামস্থ লোক সকল মিলিত হইয়া খাদ্যাদি তৈয়ার করিয়া সিরনী খাইয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে এই ও নিয়ম ছিল যে, খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর অগ্রিম কিছু খাদ্য উক্ত দরগাস্থানে রাখিতে দিয়া আসা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা পীরদিগের নামে না করিয়া বা উক্ত দরগাস্থানে না দিয়া যদ্যপি খোদার ওয়াস্তে উহা করিয়া খাই তবে উহা খাওয়া যাইবে কি না? যদি যায় তাহার

৭নং রাজশাহী, বাগমারা, সগুনার দেওয়ান মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন সাহেবের প্রশ্ন

ক। গোর জিয়ারতের সময় কবরের নিকট গিয়া লোকে কি দোওয়া পাঠ করিবে। এবং কবরের নিকট গিয়া কোরাণের কোন আয়ত পাঠ করা নিষেধ আছে কি না? জিয়ারতের মধ্যে কি দোওয়া পাঠ করার নিয়ম আছে, রসুল মকবুল (স) তিনি কি দোওয়া কবরের নিকট পাঠ করিতেন এবং আমাদের প্রতি কি দোওয়া পাঠ করিবার জন্য আদেশ আছে।

উত্তর,—

কবরের নিকট পড়িবে, —

السلام عليكم يا اهل الديار من المسلمين والمؤمنين ويرحم الله المستقدمين
منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم ... في داركم

আরও সাহেবের জন্য দোওয়া এস্তেগফার করিবে।

খ। টাকা দিয়া জমী কট লওয়া সে জমির খাজনা দিয়া জমির ফসল খাওয়া হালাল হইবে কি হারাম হইবে? যদি হারাম হয় তবে এই হাদিছের দ্বারা হালাল ভাবেত খাওয়া যায় কি না? তমাদের এখানকার বড় মৌলবী এই হাদিছ দিয়া হালাল করেন, আমরা তাহা মানি না। তাহার তরজমা কি হয় (হাদিস)

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا

উঃ—সুদ সহিত জমীর কোন ফসল হয় না। ঘোড়া গরু বন্দক রাখিয়া তাহার আহার দিতেই হয়, সেই তাহার দিবার পরিবর্তে সেই ঘোড়ায় চড়া, গরু প্রভৃতির দুধ খাওয়া দোরস্ত; হাদিসে এহাই বলা যায়। জমী বন্দক রাখিয়া তাহার উৎপন্ন শস্য খাইবার কোন প্রমাণ নাই। সেই জমী কোন জীবজন্তু নহে যে তাহার খোরাক না দিলে মরিয়া যাইবে।

১২শ ভাগ] আষাঢ়—১৩৩৪। [১০ম সংখ্যা।

মহরম—১৩৪৫ হিজরী।

আহলে হাদীস

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২। টাকা] প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা।

দৈনিক ছোলতান

বার্ষিক	১২৲ টাকা	ষাণ্মাসিক	৭৲ টাকা
ত্রৈমাসিক	৪৲ ,,	মাসিক	১।০

সাপ্তাহিক ছোলতান

বার্ষিক ৩৲ টাকা

[illegible] ২০।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ	মহররম—১৩৪৫ আষাঢ় -১৩৩৪ সাল।	১০ম সংখ্যা।

কোর-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২য় পারা, ৭ম রুকু।—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ — عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ

تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

আয়েত অবতীর্ণ হইল যে, নিশান্তে যে পর্য্যন্ত না ভোরের সাদা সূতা অর্থাৎ আলোক রেখা স্পষ্ট দেখা যায়, সে পর্য্যন্ত পান, ভোজন, স্ত্রীসহবাস করিতে পার, তবে মসজেদে এতেকাফ—নির্জ্জন বাস—করিলে দিন, রাত্র সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীসহবাস নিষেধ

তফসীর খাজেন ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ—

(খ) عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون انفسهم فانزل الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآية قال ابن عباس وكان ذلك مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر

বেরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—তিনি বলিলেন, যখন রমজানের রোজা অবতীর্ণ হইল, তখন লোক সমস্ত রমজানে স্ত্রীর নিকটে গমন করিত না। অতঃপর কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের জীবনে ক্ষতি করিল অর্থাৎ ইহার অন্যথা করিয়া স্ত্রী-সহবাসাদি করিয়া ফেলিল। তখন আল্লাহ এই আদেশ অবতীর্ণ করিলেন যে "আল্লাহ জানিয়াছেন যে, তোমরা নিজেদের জীবনে ক্ষতি করিতে, অতঃপর তিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিলেন এবং তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন ইত্যাদি'। এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইহা দ্বারা আল্লাহ লোকদিগের উপকার করিলেন, তাহাদিগকে ইহার অনুমতি দিলেন, কঠোরতা দূর করিয়া সহজ ব্যবস্থা করিলেন।"

"তাহারা (নারীগণ) তোমাদের বসন এবং তোমরা (পুরুষগণ) তাহাদের বসন" বসন (কাপড়) পরিলে তাহাতে যেরূপ শরীর বিজড়িত ও আবৃত হয়, তাহার শোভা সম্পাদিত, লজ্জানিবারণ রক্ষিত, শীতাতপের কষ্ট নিবারিত হয় সেইরূপ স্ত্রীপুরুষ উভয়ের একের শরীর দিয়া অন্যের শরীর বিজড়িত ও আবৃত, তাহার শোভা সম্পাদিত, লজ্জা নিবারণ রক্ষিত, শোকতাপ দুঃখ, কষ্ট নিবারিত হয়, সেই জন্য নারীর দেহকে পুরুষের বসন এবং পুরুষের দেহকে নারীর বসন বলা হইয়াছে। মর্ম্ম এই যে, এমতাবস্থায় সমগ্র রমজানের দিবারাত্রি সকল সময় স্ত্রীসহবাসে বিরত থাকা ক্লেশকর, অতএব যে সময় পানাহার হালাল, সে সময় নারী সহবাস হালাল হইল। এখন রমজানের রাত্রিতে তাহাদের সহিত সহবাস করিতে পার। পুরুষস্ত্রীর একজন অন্যকে বাহুযুগলমধ্যে এবং পার্শ্বদেশে বুকে জড়াইয়া যেমন সকল দুঃখ ও শোক তাপ হরণ...

হইয়াছে। মানব জীবনের জন্য পুষ্টিরক্ষা, বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে নরনারীর সম্ভবনের প্রয়োজনীয়তা আছে সত্য, কিন্তু এই সম্ভবন বা ইন্দ্রিয়-সেবাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সে জন্য জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। সম্পূর্ণ হালাল ও বৈধভাবে সদুদ্দেশ্যে এই কার্য্যে আত্মতৃপ্তিলাভের পর আল্লার ইঙ্গিত পুণ্য ধর্ম্ম ও মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্লভ মানব জীবন সফল কর।

রাত্রের আঁধার ভেদ করিয়া যতক্ষণ না ভোরের আলোক রেখা স্পষ্ট দেখা দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রমজানের রাত্রে পান, ভোজন করার অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং এই সময় শেষ রাত্রে ছেহেরি খাওয়া মোস্তাহাব। রসুলোল্লাহ (দঃ) স্বয়ং ছেহেরি খাইতেন এবং এই ছেহেরি খাইবার জন্য লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

মেস্কাত ১৬৭ পৃষ্ঠা,—

আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা "ছেহেরি (রমজানের শেষ রাত্রে কিছু) খাও, কেননা এই "ছেহেরি" খাওয়ায় "বরকত" শুভ (কল্যাণ) আছে—মোছলেম ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন

১৬৮ পৃষ্ঠা—এরবাজ বেনে ছারিয়াহ হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (দঃ) রমজানে আমাকে "ছেহেরি" খাইবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন,—"বরকত (শুভ) ময় প্রাতঃভোজনের দিকে আইস"—আবু দাউদ এবং নাছায়ী।

প্রভাতের ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া ছেহেরি খাওয়া মোস্তাহাব (উত্তম)। জয়েদ বেনে ছাবেত হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, আমরা রসুলোল্লার সহিত "ছেহেরি" খাইলাম, তৎপর প্রভাতের নামাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইলাম। আনছ (রাঃ) বলিলেন, এই 'ছেহেরি" খাওয়া ও (প্রভাতের) আজানের মধ্যে কতটা সময়ের ব্যবধান ছিল? উত্তর দিলেন যে, পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ (সময়ের)

আবু ছাইদ হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন "ছেহেরি" খাওয়া বরকতের লোকমার মধ্যে—শুভপ্রদের অন্তর্গত, তোমরা ইহা ত্যাগ করিওনা অন্ততঃ পানী পান করিয়াও আহারক দীর অনুগামী হইয়া যাইবে" —এমাম আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন

রোজার দিনে স্ত্রী-সহবাস হারাম এবং রাত্রে হালাল হইলেও—"এবং যখন

হিন্দুর ভীষণ অত্যাচার।

বারুইপুরে কোরবাণী-হাঙ্গামা।

জেলা ২৪পরগণা, থানা বারুইপুরের অদূরে সুবুদ্ধিপুর ডাক মোদারাট একটী গণ্ডগ্রাম। এই মোদারাটে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক পৃথক দুইটী পল্লী। এই গ্রামে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী, তাহারাই শিক্ষিত এবং ধনী। এই হিন্দু পল্লী ও তাহার এক দুই মাইলের মধ্যে দুই তিন শত ঘর বারুই বাস করে, এজন্য এই স্থান প্রধানভাবে বারুইপুর বলিয়া নাম পাইয়াছে। গত বৎসর এই মোদারাট, মুসলমান পল্লীর মুসলমানগণ স্থানীয় মসজেদের সম্মুখে গোকোরবাণী করিতে প্রস্তুত হইলে, হঠাৎ দুই তিন শত হিন্দু আসিয়া বাধা দেয়, দুর্ব্বল, দরিদ্র মুসলমান দুর্ব্বলের বল রাজার শরণাপন্ন হন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে এস, ডি, ও তদন্তে আইসেন। এই দিন মোদারাটের বিপন্ন, দরিদ্র মুসলমানগণ আহলে হাদিস সম্পাদক মৌলবী মোহম্মদ বাবর আলী সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি এস, ডি, ও সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বুঝাইয়া বলেন যে, মুসলমানপল্লী হিন্দুপল্লী হইতে বহুদূরে, তথায় একজনও হিন্দুর গৃহ নাই। ঐ পল্লীর ভিতরে গোকোরবাণীতে হিন্দুর আপত্তি হইবার কোনই কারণ নাই, আপনি তদন্ত করিয়া দেখুন। হাকিম তদন্ত করিয়া বলেন যে এই স্থানে গোকোরবাণীতে হিন্দুর আপত্তি হইতে পারে না, তাহারা কেন এ অন্যায় আপত্তি করে? তিনি কোর্টে গিয়া উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া রায় দিতে দিতে কোরবাণীর সময় অতীত হওয়ায় রায়ে লিখেন যে, আগামী বকর-ঈদের পূর্ব্বে যেন মুসলমানগণ কোরবাণীর জন্য দরখাস্ত করেন।

এ বৎসর গত ঈদের পূর্ব্বে মুসলমানগণ দরখাস্ত করিলে নূতন এস ডি, ও তদন্তে আসিয়া গোকোরবাণী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন সঙ্গে সঙ্গে উনিশ জন মুসলমানের উপর ১৪৪ধারা জারী করা হয়। সম্পাদক সাহেব এবং নিশ্চিন্তপুরের জনাব মৌলবী মোহসেন সাহেবও স্থানীয় মুসলমান নেতা হিসাবে এই ১৪৪ ধারার বেড়া জালে পতিত হন, অপরাধ

আহ্বান-বাণী।

আজ দেখিতে দেখিতে কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে এক বৎসর, দুই বৎসর করিয়া পূর্ণ বার বৎসরের একটি যুগ অতীত সাগরের অতল সলিলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার মধ্যে কত কার্য্যের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন হইল কে তাহার নির্ণয় করিবে? কত নবীন সাজে পৃথিবী সজ্জিত হইল, কত রঙ্গ বিরঙ্গের হিল্লোল যে প্রমত্ত হইয়া উঠিল, তাহাই বা কে স্মরণপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে? এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গভূমে আহলে হাদিস পত্রিকা বিদ্যমান থাকিয়া দিবারাত্র সত্যের সেবায় সময় ক্ষেপণ করিয়া আসিতেছে; অসত্য বিনাশের জন্য কঠোর সাধনায় নিমজ্জিত রহিয়া সরল পথের সুধাময় সংবাদ কত পথভ্রান্ত জনের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিল। অদ্যাবধিও অসত্যের বিভীষিকা মূর্ত্তি বিনাশ সাধন করতঃ সত্যের সুশীতল ছায়াকে জগৎ বক্ষে জয়স্তম্ভস্বরূপে জাগরিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এই "আহলে হাদিস"ই পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, নিশ্চয় প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্গের যে [illegible] সমাজে একমাত্র "আহলে হাদিস পত্রিকাই" তাহার কর্ণধারস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পত্রিকাখানা প্রথম হইতে যেরূপভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। পূর্ণ বারটি বৎসরের মধ্যেও ইহার কোনই উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইয়া উঠিল না। তাহাতেও আবার অসংযত বিপক্ষবাদীদের মিথ্যা, ব্যঙ্গ ও আক্রমণ ও স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের ঔদাসিন্য ইত্যাদি কারণে পত্রিকাখানি ক্ষীণ আলোক রেখার ন্যায় মিটি মিটি ভাবে দীপ্তিমান রহিয়াছে। আধুনিক সময়ে ইহার গ্রাহকশ্রেণীর মধ্যে মাত্র গণিত কতিপয় সমাজহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই রহিয়াছেন। এই মুষ্টিমেয় গ্রাহকে যে পত্রিকাখানার চলৎশক্তি রহিত হইয়া যাইবার উপ-

ক্রম হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বিশেষরূপে অনুভব করিয়া লইতে পারেন। এরূপভাবে চলিলে, ভবিষ্যতে এই পত্রিকার জীবন ভেলা তিমির ছন্ন ঘোর তরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া, নগরবাসীকে পাপের পেশগুলি পথে রাখিয়া সে চলিয়া যাইবে, তাহাকে বা কে না বলিবে? ইহা ও সত্য কি যে যেরূপভাবে আহলে হাদিসের ওহিদ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, এরূপভাবে চলিলে অনতিবিলম্বে ইহার চলনশক্তি রোধ হইয়া যাইবে। অথচ এই বঙ্গের বিস্তৃত বক্ষে কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া আপন আপন প্রভাব ও মনোভাব স্থাপন করিতেছে। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিকগণও এক একটা পত্রিকা চালাইতে সমর্থ হইতেছে।

বিশেষ কি বলিব, অল্প সংখ্যক নাপিতগণও চন্দ্রিকা নামক পত্রিকা সমাজের মুখপত্রস্বরূপ চালিত করিতেছেন। হায়! বঙ্গের বক্ষে আমাদের এত বড় জমাত বিদ্যমান, এই মাসিক পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক হইয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না। এত বড় একটি জামাতের মুখপত্র সাপ্তাহিক কেন দৈনিক হইয়াও সুন্দররূপে চালিত হইতে পারে। তাহাও সামান্য বলিয়াই সমাজের নিকট বোধ হইবে। সে স্থলে আজ সমাজের এমন দশা, সে স্থলে ইহা কি দুঃখের কথা নহে? তাই বলি ওহে মোহাম্মদী ভ্রাতাগণ! আপনারা একবার চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া চাহিয়া দেখুন। ঐ অন্যান্যদিগের "হানফী, সরিয়তে এসলাম" ইত্যাদি পত্রিকা কেমন সুন্দররূপে সাপ্তাহিক ও মাসিক সাজিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হইয়া আসিতেছে। আজ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের একমাত্র পত্রিকাখানার কোনই উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইলেন না। আপনাদের শরীরটা কি রক্ত মাংস দ্বারায় গঠিত নহে! আপনারা কি বিপক্ষবাদীদের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া লইবেন? নাকি তাহার প্রতিরোধ করণার্থে আপনাদের একমাত্র আহলে হাদিস পত্রিকাখানাকে জীবিত ও সতেজ করিয়া সাপ্তাহিক করিবার জন্য বদ্ধপরিকর

হইবেন যদি আপনারা প্রকৃত মোহাম্মদী হন, স্ব জামাতের ভ্রাতাগণের অধঃপতন দর্শন করিয়া যদি আপনাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, বিপক্ষবাদীদের অন্যায় আক্রমণে আপনাদের মনে যদি ব্যথার সঞ্চার হয় ? তবে অদ্যই এই পত্রিকা খানাকে সাপ্তাহিক করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়ান। সাধ্যমত প্রত্যেকেই সাহায্য ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া, পত্রিকাখানার সাপ্তাহিক হওয়ার পথ প্রশস্ত করুন। বর্ত্তমানে সেই অনন্তপুণ্যের দিন ইদোজ্জোহা ও আমাদের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় আসিয় পৌঁছিল এই সুবর্ণ সুযোগে কোরবানীর মাল হইতে সকলই সাহায্য করিতে ভুলিবেন না আমরা আশা করি যে, আগামী সংখ্যাতে কে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন ও কয়জন গ্রাহক-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইব

মোহাম্মদ আবদুররশিদ মিয়া, জাঙ্গালিয়া—ময়মনসিংহ

কদমবুছির রদ।

মোহাম্মদ সেহ্‌হত সাহজাহানপুরী নামক এক ব্যক্তি কদমবুছি সম্বন্ধে একটী উর্দ্দু ফতুয়া লিখেন। মৌলবী ওলি আহমদ খাঁ ছাহেব এই ফতুয়াটী সংগ্রহ ও বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ করেন। খুলনা জিলার মৌলবী জামালউদ্দিন আহমদ সাহেব ইহা পুস্তকাকারে ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে কদমবুছি জায়েজ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফতুয়া লেখক এ বিষয়ে ২৫টী দলিল পেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২ ৩টী হাদিস, বাকীসবগুলি হানাফী ফেকা, পরিশেষে একটী হানাফী তফসীরের দুইটী এবারত যাহাতে চন্দ্র সূর্য্যকে সেজদা করিতে নিষেধ এবং আল্লাহ তায়ালার সেজদা করিতে আদেশ করা হইয়াছে মাত্র

আড়ায় উপর উঠেন —পীর সাহেব নিষেধ করেন না

৪　উক্ত মুরিদেরা উহার পীরের উপর মুখ ও মাথা ঘসিতে থাকে, "গোনা মাফ করুন" বলিয়া অনেকক্ষণ ঐরূপে পড়িয়া থাকে।

৫　স্ত্রীলোক মুরিদ হইলে কতকস্থলে উচ্চৈঃস্বরে জেকের করে। কখন বা জেকের করিতে করিতে অচৈতন্য ও উলঙ্গ হইয়া পড়ে

৬　অধিকাংশ সময় মুরিদের বাটীর মধ্যে থাকেন　স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পায়ে হাত দিয়া ছালাম করে তহুরগ, হাত পা টিপিয়া দিতে থাকে"　বন্দে বেদ ৩১২ পৃষ্ঠা।

বলি কদমবুছি নহে পীরের পায় মুখ ও মাথা ঘসিতে থাকা— "গোনা মাফ করুন" বলিয়া অনেকক্ষণ এরূপে পড়িয়া থাক যে হারাম কার্য্য এবং নরপূজার নামান্তর তাহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে

কদমবুছি ফরজ, ওয়াজেব কিছুই নহে, বড় জোর যদি মোবাহ বা জায়েজ হয় তবে উহাতে যখন জাহেল ও মূর্খ জনসাধারণের পক্ষে পীরের পায় সেজদা করিয়া এবং ভণ্ডপীরগণ উহাতে সম্মতি দিয়া সেরেক কাফেরী ও হারাম কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার ঘোরতর আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন উহা ত্যাগ করা এবং নাজায়েজের ফতুয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য লোকে যে সময় গান বাজনা করিয়া উঠাও, সেই সময় কোন হাদিসের দোহাই দিয়া বিবাহে দফ বাজাইয়া যেমন কার্য্যতঃ গান বাজনায় উৎসাহ দেওয়া জায়েজ হয় না, এস্থলেও সেইরূপ এই সেরেক বেদাত, কবরপোরস্তী ও পীরপোরস্তীর যুগে রছুলে করিমের মবারক পদচুম্বন করিবার হাদিসের দোহাই দিয়া, পীরের পদচুম্বনের ফতুয়া দিয়া সেরেক বেদাত ও কাফেরীর দোর একেবারে খুলিয়া দেওয়া সারাপোরস্ত বিজ্ঞ আলেমের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুগণ ব্রাহ্মণের পদধুলি গ্রহণ করে, পাদোদক পান করে, পায় গড় করে। মুসলমান হইয়া কদমবুছির নামে কি হিন্দুদের মত পীর সাহেবানের পায় গড় করিবেন, পায়ের ধুলা চাটিবেন? কখনই উহা জায়েজ হইবে না।

[illegible]

রসুলোল্লাহ(সঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন জাতির (যেমন হিন্দুর) অনুরূপ কার্য্য করিবে, সে সেই জাতির মধ্যে গণ্য হইবে।"

কদমবুছির ফতুয়া লেখক ১ম দলিল পেশ করিয়াছেন যে, তেরমিজি, ২য় খণ্ড ৯৮পৃষ্ঠায় আছে---একজন তাহার সঙ্গীর সহিত রসুলোল্লাহর (সঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া নয়টী আয়াত—প্রকাশ্য উপদেশ প্রার্থনা করিল, হজরত তদুত্তরে উপদেশ বর্ণনা করিয়া গেলেন, চুরি ইত্যাদি নয়টী কার্য্য নিষেধ করিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি রসুলের (সঃ) উভয় হস্তপদ চুম্বন করিল।

উত্তর, হানাফীগণ এমাম আবুহানিফা সাহেবের মকাল্লেদ; স্বাধীনভাবে কোরাণ হাদিস হইতে দলিল পেশ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। তওজিহ পৃষ্ঠা,

[illegible]

"মোজতাহেদ এমামই কোরাণ হাদিস আদি দলিল চতুষ্টয় হইতে দলিল গ্রহণ করিবে, মোকাল্লেদ ঐ সমুহ হইতে দলিল গ্রহণ করিবে না।

মোছাল্লামে ছবুত পৃষ্ঠা, -

[illegible]

"এমাম মোজতাহেদের কওল (বাক্য) মোকাল্লেদের দলিল"।

অতঃপর মোকাল্লেদ হানাফী ভাইগণকে দেখাইতে হইবে যে, জনাব এমাম আবু হানিফা সাহেব বলিয়াছেন, তুমি এই হাদিস অনুসারে আলেম, জাহেদ, পীর মুর্শিদের পদচুম্বন জায়েজ বলিও। কোরাণ হাদিস বুঝেন না বলিয়াই ত তাঁহারা এমামের তকলীদ করেন। এস্থলে মোকাল্লেদ ভাইদের পক্ষে বড়ই সঙ্কট। হয় তাঁহাদিগকে এমাম সাহেবের ঐ কথা দেখাইতে হইবে, নচেৎ তকলীদকে বিদায় দিয়া তথা হানাফী মজহাব ছাড়িয়া গায়ের মোকাল্লেদ হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে এমাম আবু হানিফা সাহেব (রঃ) কি বলেন, তাহা যথাস্থানে দেখাইব।

২য় উত্তর,—কেহ রছুলের মকবরের পদচুম্বন করিয়া থাকিলে উহা দ্বারা যে না মোনা সকলের পদচুম্বন জায়েজ হইতে পারে না, আমি বলিব উহা রছুলের জন্য খাছ ছিল, অন্য কাহারও জন্য উহা জায়েজ নহে, এইরূপ অনেক বিষয় তাঁহার জন্য খাছ ছিল

কদমবুছির ২য় দলিল,—হজরত রছুলে করিম (সঃ) আরও বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি আপন মাতের পায় চুমা দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাটে চুমা দিল দোর্‌রোল মোখতার, মিসরি ৫ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা

উত্তর,—দোর্‌রোল মোখ্‌তার হানাফী ফেক্‌হর কেতাব, উহা নবীর হাদিসের কোন কেতাব নহে　হাদিসের কোন্ গণ্য মান্য কেতাবে ঐ হাদিস আছে, যতক্ষণ তাহার উল্লেখ না করেন ততক্ষণ আপনার দোররোল মোখতার হাজার লিখিলেও উহা নবির হাদিস এবং দলিল বলিয়া গণ্য হইবে না। দোর্‌রোল মোখতার বহু মউজু ও মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন

ঐ পুস্তকের সকল হাদিস গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক, ঐ পুস্তকাত ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ নহে　রদ্দোল মোহতার পুস্তকে আছে,—

ولا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني
والدر المختار شرح تنوير الابصار

"নহর, আইনীর সারা কঞ্জ এবং দোররোল মোখতার প্রভৃতি মোখ্‌তছর (সংক্ষিপ্ত) পুস্তক হইতে ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ নহে"

কদমবুছির ৩য় প্রমাণ,—দোররোল মোখ্‌তারে আছে, যদি কেহ আলেম বা পরহেজগার ব্যক্তির পদ চুম্বন করিতে চায়, তবে তিনি পায়ে চুমা দিতে দিবেন।

উত্তর,—আপনারা এমাম আবু হানিফা ছাহেবের মোকাল্লেদ, তিনি এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, যদি পারেন ত তাহাই দেখান ; নচেৎ মোল্লা মোনার কথার কোন মূল্য নাই　এস্থলে এমাম আবু হানিফা সাহেবের তকলীদ ত্যাগ করিতে গেলে চার এমামের তকলীদ ত্যাগ করাও

উত্তর,—ইহাতে খাছ হজরত রছুলে মকবুলের (সাঃ) পদচুম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায় ধোনা, মোনার পদচুম্বনের কোনও দলিল ইহাতে নাই।

কদমবুছির ৫ম দলিল এই দিয়াছেন যে, আল্লামা অাইনি ছহি খোখারীর সারায় লিখিয়াছেন,

"শুভপ্রাপ্তি মানসে পবিত্রস্থান সমূহ চুম্বন, সেই রকম নেক লোকের হস্তপদ চুম্বন খুব ভাল"

উত্তর,—আইনি সাহেব নবী নহেন যে, তাঁহার কথা সকলের জন্য দলিল হইবে, তিনি কেন স্বাধীন এমাম মোজতাহেদও নহেন যে তাঁহার কথা তদীয় মকাল্লেদের জন্য দলিল হইবে তিনি একজন মোকাল্লেদ হানাফী; মোজতাহেদ এমামের কথাই মোকাল্লেদের দলিল, মোকাল্লেদের কথা কাহারও জন্য দলিল নহে এ বিষয়ে এমাম আবু হানিফা সাহেব(রঃ) কি বলিয়াছেন, দেখান, নচেৎ আইনী বা অন্য কোন ধোনা, মোনার কথার মূল্যই বা কি?

কদমবুছির ৬ষ্ঠ দলিল,—যায়লয়ী ও কাফি কেতাবে আছে—"আবরগণ নবী করিমের হস্তপদ চুম্বন করিত"।

উত্তর,—ইহাতে খাছ নবি করিমের হস্তপদ চুম্বন প্রমাণিত হয়, অন্য কাহার নহে

৭ম দলিল মোকামাতে ছায়িদিতে আছে,—

"হজরত খাজা কোতবদ্দীন তাঁহার পীর মোর্শেদের কদমবুছি করিয়া বাবা ফরিদকেও কদমবুছি করিতে বলিলেন, তিনি তাঁহার নিজ পীরের পায়ের উপর পড়িলেন"।

উত্তর,—হজরত পীর সাহেবান মাছুম ফেরেস্তা বা নবী নহেন যে, তাঁহাদের কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি বা দোষ ত্রুটী থাকিবে না, অথবা তাঁহাদের কার্য্য কাহারও জন্য দলিল হইবে তাঁহারা আপনাদের এমাম মোজতাহেদ ও নহেন যে, তাঁহাদের কোন কথা আপনাদের জন্য কোন দলিল হইবে।

কদমবুছির ৮ম দলিল,—ফতোয়াএ হাবিকে এবে আসিয়াছে,—"এক ব্যক্তি নবি করিমের নিকট আসিয়া বলিল হে রছুলোল্লাহ (সঃ) আমি শপথ করিয়াছি যে, বেহেস্তের চৌকাঠে এবং হুরগণকে চুম্বন করিব তখন হজরত (স.) তাহাকে তাহার মায়ের পায়ে এবং বাপের কপালে চুম্বন করিতে বলিলেন

উত্তর,—ফতোয়াএ হাবি কোন হাদিসের কেতাব নহে ছহী ছনদে কোন গণ্য মান্য হাদিছের কেতাব হইতে যতক্ষণ উহা দেখাইতে না পারেন, ততক্ষণ উহা নবীর হাদিস বা দলিল বলিয়া গণ্য হইতেই পারে না

কদমবুছির ৯ম দলিল এই যে, বোখারীতে আছে, কোন ব্যক্তিকে ফাসেক বা কাফের বলিলে, সে যদি তাহা না হয়, তবে যে বলিবে উহা তাহারই উপর উল্টে পড়িবে

উত্তর,—ইহাতে কদমবুছি জায়েজ হইবার কোন দলিল নাই। কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবিক ফাসেকি ও কাফেরি কার্য্য করিয়া ফাসেক ও কাফের হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ফাসেক কাফের বলিলে, তাহা তাহারই উপর বর্ত্তিবে। তাহা না হইলে যে বলিবে তাহারই উপর পড়িবে।

কদমবুছির ফতোয়া লেখক ইহার পর যতগুলি দলিল পেশ করিয়াছেন, তাহার কোনটীতে পদচুম্বনের নাম, নিশান, গন্ধ কিছুই নাই।

হানাফী অছুল অনুযায়ী মোকাল্লেদ হানফীর পক্ষে এমাম আবু হানিফা সাহেবের কথাই দলিল অন্য কাহারও লিখিত ফেকার কোন কথাই তাহার জন্য দলিল নহে বরং কোন হাদিসে পদচুম্বন ফরজ, ওয়াজেব ছোন্নত কিছুই সাব্যস্ত হয় না, বড় জোর যদি মোবাহ বা জায়েজ সাব্যস্ত হয়, ত অন্য হাদিসে নিষেধ সাব্যস্ত হয়। যথা,—

আসয়াতোল্লোমযাত ৪র্থ খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা।—

[illegible]

و چشم و معانقه مستحسن است و ایشان میگویند که از معانقه نهی کرده اند
چنانکه در فصل اول از حدیث انس ثابت را بحث روایت کرده اند پیش
از نسخ است

"এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ) হইতে হস্ত, মুখ ও চক্ষু চুম্বন এবং মোয়ানেকা করা মকরূহ সাব্যস্ত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন যে, মোয়ানেকা করিতে হজরত (সাঃ) নিষেধ করিয়াছেন। যেমন প্রথম ফছলে আনছের হাদিছ এখনই আসিতেছে, এবং (জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে) যে হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তাহা নিষেধ হইবার পূর্ব্বের হাদিস হইতেছে।"

মেস্কাত ৩৯৩ পৃষ্ঠা,—

عن انس قال قال رجل یا رسول الله منا یلقی اخاه او صدیقه
اینحنی له قال لا قال افیلتزمه و یقبله قال لا قال فیاخذ بیده و یصافحه
قال نعم رواه الترمذی

"আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—এক ব্যক্তি হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিল হে রছুলুল্লাহ (সাঃ), আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একজন লোক নিজের (মুসলমান) ভাই বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে তবে তখন তাহার জন্য নিজের মস্তক ও পৃষ্ঠ নত করিবে কি? হজরত (সাঃ) বলিলেন,—না, তবে তাহার গলা জড়াইয়া মিলিবে (মোয়ানেকা করিবে) এবং তাহাকে চুম্বন করিবে কি? হজরত (সাঃ) বলিলেন—না, তাহা করিবে না। তবে তাহার হাত ধরিয়া তাহার সহিত মোছাফাহা করিবে কি? হজরত (সাঃ) বলিলেন,—হাঁ তাহাই করিবে। তেরমজি এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

আশয়াতোল্লামায়াত ৪র্থ খণ্ড ২২ পৃঃ—

"و این حدیث استدلال کرده کسانیکه مکروه داشته اند معانقه را
و تقبیل را چنانکه سابقا از امام ابو حنیفه و محمد نقل کردیم

"মোয়ানেকা ও চুম্বনকে যাহারা মকরূহ বলেন তাঁহারা এই হাদিস হইতে দলিল গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন আমি এমাম আবু হানিফ ও মোহাম্মদ (রঃ) হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।"

তাহা হইলে এমাম আবু হানিফা ও এমাম মোহাম্মদ ছাহেবানের (রঃ) মতে হস্ত পদ দি চুম্বনের কথা,—যাহা কোন হাদিছে আসিয়াছে উহা পূর্ব্বে

অতঃপর পদচুম্বন হারাম বলিলে যদি কোন দোষ হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম আপনাদের এমাম আবু হানিফা সাহেব ও হানাফী আছুল, হানাফী মজহাব এ জন্য দোষী হইবেন। অপর পক্ষে পদচুম্বন অস্বীকারী, হানাফী মজহাব হইতে খারিজ হইবেন।

পরবর্ত্তী যুগে এসলামের পরমহংস বেদান্তী অনেক পীরগণ বাড়িতে বাড়িতে ফেরাউন ও নমরুদের ন্যায় খোদা হইয়া বসিতেও বাসনা করেন; হস্তপদ চুম্বন ত দূরের কথা পীর মুর্শিদের পায়ে সেজদা করিতেও বলেন। তাঁহাদের অজ্ঞ ভক্ত ও অন্ধ মুরিদগণ খোদা-পরস্তী ছাড়িয়া পীর-পূজা আরম্ভ করিয়া দেয়; মৃত পীরের কবরকে চুম্বন করে, সেজদা করে, পীরের নিকট হাজত মানে। কালী, দুর্গা পূজা করিলে কাফের হয় আর মুসলমানেরা পীর ও গোরপূজা করিলে কিছুই হয় না—এমন বুদ্ধিতে শত ধিক।

মছদ্দছ হালি ৫৮পৃঃ—

کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر - جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر - کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں - پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں - اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں - شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے - نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں - ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں
رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں - وہ بدلا گیا آکے ہندوستاں میں
ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں - وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلماں

"অন্যে যদি ঠাকুর পূজা করে ত সে কাফের, যদি খোদার বেটা স্থির করে ত সে কাফের, আগুনকে সেজদা করার জন্য ঝোঁকে ত সে কাফের, তারকায় যদি কোন ইশারা আছে বলিয়া মানে ত সে কাফের। কিন্তু মুমেন মুসলমানদের জন্য সকল পথ খোলা, যাহাকে ইচ্ছা শওকের সহিত তাহার পূজা করুক, যাহার ইচ্ছা হয় নবীকে খোদা করিয়া দেখাক নবীদের অপেক্ষা এমামদের মান (মরতবা) বাড়াক, রাত দিন কবরের উপর হাজত পূজা দিউক,

فهذا البلاد فوق البلاد التي يحكمها عبد الله جلالة الملك عبد العزيز آل
سعود من شرق البحر الاحمر الى خليج فارس و من تخوم الجنوب الى
بادية الشام حتى اصبح هذا الامن مضرب الامثال و اذا عرف العظمى
التي تتمتع بمثلها الممالك والامم في القرن العشرين قرن النظام والسلام
على ما يقولون

"আজ বলদোল আমিন—শান্তির সহরে (মক্কায়) প্রায় আশী হাজার লোক বহিয়াছেন হজ্ব-যাত্রী—সম্মানিত গৃহের উদ্দেশে সাগর বক্ষে ভাসমান, (এতদিন মক্কা পৌঁছিয়াছেন); তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর অনুকম্পা ও সন্তোষের অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহার শান্তির সেই ছায়া তলে প্রবেশ করিয়াছেন, যে ছায়া আল্লাহ তায়ালা সেই দেশ সমূহে সুবিস্তৃত করিয়াছেন, মহামান্য বাদশাহ ছোলতান আবদুল আজিজ যে দেশে আল্লার দিন এসলাম ধর্ম্ম অনুসারী শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন সেই যে দেশ লোহিত সাগরের কূল হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ প্রান্ত হইতে শামদেশের নিম্ন প্রান্তর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। এই বিংশ শতাব্দীর যুগে এইরূপ শান্তি, আরবের এই মহান নিদর্শন অতি বড় সুসভ্য রাজ্যে ও জাতি সমূহে ইহার নজীর প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এই শান্তির সহিত শৃঙ্খলাও বর্ত্তমান। লোকে এইরূপ বলিতেছেন।

و ما اولئك الا الذين اصدوا عن سبيل الله و يبغونها عوجا
والذين تولوا قوما غضب الله عليهم و يدعونهم الى الحكم في مهبط الوحي
و منبت النور و مسقط رأس الرسول

"সেই লাঞ্ছিতগণের চেষ্টা ব্যর্থ,—যাহারা আল্লার পথ (হজ্ব) হইতে লোকদিগকে বন্ধ করিতেছিল এবং বক্রপথের অন্বেষণ করিতেছিল—সেই যাহারা এমন এক জাতিকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেছে,—যে জাতি আমাদের মুসলমানের অন্তর্গত নহে এবং সেই অমুসলমান জাতিকে সেই দেশের হাকিমগিরির ভার লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে—যে দেশে পয়গম্বরী অবতীর্ণ হইয়াছে, নূরের প্রথম বিকাশ হইয়াছে এবং রছুলে করিমের পবিত্র মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে

ان الذين ردا يحمدة وان احكامكم الا تكون الى كذب لله ورسله

فليدعوا ربك سائرين [illegible] وليستغفروا من ذنوبهم
وليتوبوا الى ربهم ويعملوا بعد اليوم على جمع الكلمة و توحيد الرأي والعمل
والسعي فيما يعود على الحرمين الشريفين و سائر بلاد المسلمين
بالخير العظيم والنفع العميم وليذكروا قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا
تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول و تناجوا بالبر
والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون - انما النجوى من الشيطان
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله - وعلى الله
فليتوكل المؤمنون

"অতএব যাহারা [illegible] সঙ্ঘের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সৎ ও পুণ্য কার্য্যে নিষেধ করিতেছিলেন, তাঁহারা হজ্জের এই বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হউন, আপনাদের এই পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করুন; আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন হউন অদ্য হইতে তাঁহাদের সকলের কথা, মন এবং কার্য্য একই হউক; সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হউন এবং এমন কার্য্যে যত্নবান হউন যাহাতে হজযাত্রীগণ—পবিত্র মক্কা মদিনার এবং অন্যান্য মুসলমান দেশসমূহের মঙ্গল এবং সাধারণ উপকার ঘটে। তাঁহারা আল্লার বাক্য স্মরণ করুন,—'হে মুসলমান যখন তোমরা পরস্পরে যুক্তি পরামর্শ কর তখন পাপ অত্যাচার এবং রসুলের অবাধ্যতা বিষয়ে যুক্তি করিও না। এবং পুণ্য ও সৎ কর্ম্ম করিবার জন্য যুক্তি করিও, যে আল্লার নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত হইতে হইবে, তাঁহার ভয় রাখিও, মুমেন-গণকে দুঃখিত করিবার জন্য যে যুক্তি, তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে, সে যুক্তি আল্লার অনুমতি ব্যতীত সেই মুমেনগণকে কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং মুমেনগণের পক্ষে আল্লার উপরই ভরসা করা কর্ত্তব্য।

জনৈক মোমেন।

ছোলতান এবনে ছউদের এছলামী খেদমত।

(বসরাটি নামক হইতে আবদুর রহমান [illegible] কর্তৃক লিখিত)

ছোলতান এবনে ছউদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

জগৎ স্বীকার করিতেছে যে, ছোলতান এবনে ছউদ আরব উপদ্বীপের সেই নির্ব্বাচিত প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন যাঁহাদের অন্তরে জাতির উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের সহিত মোছলেম জগৎকেও উচ্চশির ও আনন্দপূর্ণ দেখিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। ছোলতান এই চিন্তাতেই নিমগ্ন আছেন, তিনি [illegible] আছেন। তাঁহার (নজদ-বাসীরা) বেদুইনদের প্রসিদ্ধ রাস্তার পার্শ্বে হাজীদের গতিবিধি ও লোকদের অসভ্যতা দূর করিয়া তাহাদিগকে নাগরিকতা ও সভ্যতার উর্দ্ধে উঠাইতে দেখা যাইতেছেন।

আমেরিকান সংবাদদাতার প্রশ্ন

আরব ও তাহার অধিবাসীদের প্রতি ছোলতানের প্রেম ও ভালবাসা অত্যন্ত অধিক। গত বৎসর যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, দৈবক্রমে তথায় আমেরিকান সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমসের একজন নিজস্ব সংবাদদাতা উপস্থিত হন। তিনি ছোলতানকে বহু প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন এই ছিল যে, লোহিত সাগরের উপকূলে বিদেশীয়গণ উত্তরোত্তর দৈনন্দিন স্থানীয় বদ্দুগণের উপর জুলুম অত্যাচার এমন কি তাহাদিগকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেছেন, কিন্তু আরবের বাদশাহ ও বাদশাহগণের কাহারও এবিষয়ে বিদেশীয়গণকে কোন নোটিশ দিবার সাহস হয় না। উত্তরে ছোলতান বলিলেন যে আমি এ বিষয়ে এইরূপ হুকুম জারি করিয়াছি যে একজন বদ্দু শান্তিস্বামীর প্রাণের বিনিময়ে যতক্ষণ দশজন বিদেশীর রক্ত চুষিয়া না লও, ততক্ষণ কিছুতেই আমাকে ইহার এত্তেলা দিওনা। তুর্কী সংবাদপত্রে "ফতহ ছায়াত" ইহা প্রচার করিয়াছিল

ছোলতানের স্পষ্টবাদিতা।

গত মহাযুদ্ধে ইনিই একজন মানব ছিলেন,—যিনি কপটতার সহিত নহে, বরং সম্পূর্ণ ছাপাই এবং স্পষ্টবাদিতার সহিত মৃত জামাল পাশা মরহুমকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, "যেহেতু আমার সমুদ্রোপকূলস্থ অলহেছা এলাকাটী শস্য শ্যামলা এবং স্বর্ণ প্রসবিনী, এবং এইদেশ ইংরাজগণের তরবারীর একেবারেই মুখেই রহিয়াছে, আবার আমি ভালরূপে জানি যে আমার তুচ্ছ সহায়তা আপনার কোন উপকার করিতে পারিবে না, এ জন্য আমাকে এই যুদ্ধ হইতে পৃথক রাখা হউক তবে আমি ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াদা করিতেছি যে রসদ পৌঁছান ও উষ্ট্র সমূহের যে পরিমাণ আপনার প্রয়োজন হইবে আমি তাহার সরবরাহ করিতে কদাপি ত্রুটী করিব না

পানীর জন্য উটের এন্তেজারী।

সিরিয়া মহাপ্রান্তরের বালুকাময় উত্তপ্ত মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অপেক্ষাও ভীষণ বেলা ১১টার সময় বাতাস গরমের একশেষ হইয়া উঠে, দুইটার সময় 'লু,' প্রবাহিত হয় এস্থলে তুর্কী সৈন্যগণ পান করিবার জন্য পানী [illegible] তবে [illegible]তেন এ সময়ে যখন পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানী যদি কেহ দিত তবে যেন অর্দ্ধ রাজ্য দান করিয়া উপকার করিত। যদি পানী একবার ফুরাইত তবে সৈন্যগণ ছোলতান এবনে ছউদের নিয়োজিত চারশত উটের এন্তেজারী করিতে লাগিতেন, তাহাদের আসাপথ চাহিয়া রহিতেন এই উট সমূহের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এই ছিল যে, সাধারণ সেনানিবাস হইতে রাত্র ২টার সময় বাহির হইয়া দশ ঘণ্টা চলিয়া নির্দিষ্ট কূপ সমূহে উপস্থিত হইবে, প্রত্যেক উট চার টিন পূর্ণ পানী লইয়া সদর মকামে পৌঁছিবে গরম বাতাসে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিলেও সেই পানী সৈন্যগণ অমৃতের ন্যায় পান করিত।

উপকৃত হইতেন। দামেস্কে ইহাকে "পূবে কাফেলা" নামে অভিহিত করা হইত

"পূবে কাফেলা"।

এই "পূবে কাফেলা" মাসে দুইবার দামেস্কে পৌঁছিত এই মাল আসবাবের হিসাব কিতাবের জন্য আলে বাছ্যাম নামক বছর দেশীয় জনৈক বণিক নিযুক্ত ছিলেন। যথা সময়ে কাফেলা না পৌঁছিলে দামেস্কের বাজারে নিরাশার সঞ্চার হইত, জামাল পাশা এ খবর পাইতেন তিনি বাছ্যামকে ডাকিয়া বলিতেন—বাছ্যাম! তোমার কাফেলা কি হইল? বিলম্বের কারণ কি? এবনে ছউদও ইংরাজের ভয়ে ভীত হইয়া, প্রলোভনে পড়িয়া আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া বসিল না কি? ইহার উত্তরে এই বয়োবৃদ্ধ বণিক বলিতেন যে,—

لا زاله يا دشا دهلی ززهه ول سه هـالهوه

হে পাশা! খোদার শপথ, এবনে ছউদের জীবন বিপন্ন হইলেও তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারেন না।

মাহমুদ নদিম বেকের জাতীয় খেদমত।

উল্লিখিত বর্ণনায় যাঁহার সন্দেহ হয়, তাঁহার জন্য তুর্কী আখবার "জমহুরিয়ত" ১৯২৬, ২১শে মের পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"য়ীমনের সাবেক গবর্ণর মাহমুদ নদিম বেক হেজাজে তুর্কী দূতের মর্যাদায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কল্য নিজের ডিউটীতে যাইবার উদ্দেশ্যে আঙ্গোরা হইতে এস্তাম্বুল পৌঁছিয়াছেন ইনি বহুদিন যাবৎ হেজাজ ও য়ীমনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কেবল ষোল বৎসর তিনি য়ীমনে অবস্থান করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি এখন হেজাজ ও য়ীমনের সমগ্র ওমরাহ ও নেতৃবৃন্দের সহিত সুপরিচিত; এবং তাঁহাদের সমূহ রীতি নীতি অবগত। অসহযোগের সময় যখন তুর্কীর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফরিদ পাশা আপনাকে সম্মিলিত

প্রশ্ন,—তুর্কীর হেজাজ দূত কোন্ স্থানে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিবেন ?

উত্তর, প্রাকৃতিকভাবে আমাদের অবস্থান মক্কা মকর্রামায় হইবে।

প্রশ্ন,—কেমন, হেজাজ ও নজদ ছোলতানের রাজ্য বিশাল ও বিস্তৃত কিনা ?

উত্তর,—যদি সমস্ত কুর্দিস্থানকে আরব হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তবে হেজাজ ও আরবের প্রধানতম অংশের উপর তিনি রাজত্ব করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সার পর নাই কার্য্য সম্পাদক, অত্যন্ত সুপরিমিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি হইয়াছেন তাঁহার মঙ্গলময় অস্তিত্ব হেজাজ ও আরব দেশের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের অগ্রদূত হইতেছে

হেজাজ বৃত্তান্তের সামরিক ছবি।

এখন আর একটু শুনুন, ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহ যুদ্ধের সময় সরিফ হুছেনের পরমবন্ধু এবং তরবারিচালনার সঙ্গী কর্ণেল লরেন্সের বিষয় অবশ্য অবগত থাকিবেন এই ইংরেজ কর্ণেল একটী পুস্তকে হেজাজবৃত্তান্তের সামরিক ছবি আঁকিয়াছেন আমার এক মাজেল বন্ধু ওমর রেজা বেক মিছরি ঐ পুস্তকের তরজমা করিয়াছেন তুর্কী আখবার "ছওক চায়াত" (শেষ সময়) উহার প্রচার করিয়াছে তাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে, লরেন্স কিরূপে মিসরের প্রধান ইংরাজ দূতকে লইয়া জেদ্দা পৌছিতেছে, পুনঃ সরিফ আবদুল্লা মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে আসিয়া কিরূপে ইহার সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে, রাত্রে স্বকীয় সম্ভ্রান্ত অতিথিকে কিরূপ আড়ম্বরের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছে, আহারের সময় টেলিফোঁর ঘন্টার শব্দে কাণ কালা হইয়া যাইতেছে অগত্যা সরিফ আবদুল্লা উঠিয়া টেলিফোনে কাণ রাখিতেই আপনার পিতার এই প্রশ্ন শুনিতেছেন যে, অঙ্গীকারের কথা চুক্তি হইয়া গিয়াছে কি না ? আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছে কি না ? এ সময় উভয়

যৎসামান্য পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে মরিবার পূর্ব্বেই একটী পুস্তক প্রচার করিতেছেন, তাহাতে বন্দী তুর্কীদিগকে হত্যা করার বর্ণনার নিতান্ত গৌরব ও গর্ব্বের সহিত বর্ণন করিতেছেন। তিনি লিখিতে-ছেন, আমি অধীনস্থ আরবগণকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলাম যে, তোমা-দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরপুরুষ সেই যে তুর্কীগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হত্যা করে ইহার পর লিখিতেছেন যে এই হুকুম শুনিতেই আরবও বদ্দুগণ তুর্কীদের পিছনে দ্রুতবেগে ছুটিল এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও ঘাতকতার সহিত তুর্কীগণকে হত্যা করিয়া ফেলিল এমন কি এরূপ তুর্কীকেও ছাড়িল না—যাহারা নিতান্ত কাতরতার সহিত করুণাভিক্ষা করিয়াছিল একজন জখমী (আহত) অর্দ্ধ উলঙ্গ তুর্কী,—পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইতে অক্ষম, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল তাহার উপরেও গুলি সমূহ চালান হইল

ইহাতে জানা যায় যে, এই রক্তপায়ী লরেন্স আরবদিগকে এই হুকুম শুনাইয়া নিজেও এইরূপ নৃশংস হত্যা ও রক্তপাতের দ্বারা নিজের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিতেছিল

ছোলতান এবনে ছউদ ও এছলামের অপর ছোলতানগণ।

ছোলতান এবনে ছউদের হেজাজ-আগমন, পুনঃ স্বেচ্ছা বা ভ্রম-বশতঃ কতিপয় কোববা ভগ্ন হইবার কারণে যাহারা তুফান সৃষ্টি করিতে-ছেন, পুনঃ এবম্প্রকারে সরিফিবংশও এবনে ছউদের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেছেন না তাঁহাদের উচিত যে, দাঁড়িপাল্লার এক তরফে সরিফ হে ছাএন, তাহার সন্তানসন্ততি এবং আরবের মসাএখদের কাণ্ডকার্য্য আর এক তরফে লরেন্সের সোনার মোহরের থলি ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপকারী, এই শোণিতপাত হইতে পৃথক অবস্থানকারী এমাম এহিয়া ও এবনে ছউদের কার্য্যবিবরণীকে অন্য পাল্লায় রাখিয়া দেন, পুনঃ খোদার ওয়াস্তে ন্যায়বিচারের সহিত মীমাংসা করেন ত জানিতে পারি-বেন যে, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ উত্তম এখন আর একটু

করে, রমজানে কেহ রোজা রাখে ত কেহ আপনার সম্মুখে বসিয়া কাফিখানায় বসিয়া চাও পান করিতেছে কিন্তু আপনার তাহাকে কিছু বলিবার অধিকার নাই আপনি পুণ্য করেন আপনার, যে পাপ করে সে তাহার, সে জন্য কাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই অন্যান্য কাজও এইরূপ অনুমান করুন মহকুমা ও আদালতে সেই আইন কানুন জারী, যাহা ইউরোপে প্রচলিত সাদী বিবাহের বিষয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ইচ্ছা করেন ত য়াহুদী, খৃষ্টানের কন্যা বিবাহ করুন, এইরূপ একজন য়াহুদী বা খৃষ্টানকে নিজের কন্যা বিবাহ দান করুন, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কখনও কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না

মিসর গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা।

মিসরকে ধরুন। তত্রত্য ইউনিভার্সিটি জামেয়া মিসরিয়্যার আরবী সাহিত্যের প্রোফেসার অল্লামা তহা হোছাএন হইতেছেন, আর কোরাণের শত শত আয়াতের দোষ ধরিতে ধরিতে পরিশেষে এতদুরে যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন যে, "খানাএ কবা এবরাহিমের নির্মিত একথা অস্বীকার করিয়া বসিতেছেন" আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমদের মধ্যে একথার জন্য এক তুফান সৃষ্টি হইতেছে, তথাপি মিসর গবর্ণমেণ্ট এতটুকুও করেন না যে তাহাকে এই অপরাধে ইউনিভার্সিটী হইতে বাহির বা পদচ্যুত করিয়া দেন এইরূপ মনছুরার কাজী আল্লামা আবদুররজ্জাক খেলাফত ও খলিফার অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এক বিরাটগ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেছেন, তাহাতে আবার কোরাণের আয়াত ও এসলামের ইতিহাসদ্বারা ছাবেত করিতেছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মিসরের আলেমদের মধ্যে কাহারও এ তওফিক (সুযোগ) হইল না যে, তাহার প্রতিবাদ করে বা সন্তোষজনক উত্তর দেয়

হেজাজ সংবাদ ;

রাজাদেশ।

ছোলতান এবনে ছউদের গবর্ণর জেনেরল একটী ঘোষণাদ্বারা প্রচার করিয়াছেন যে, যেহেতু মক্কা মকররমা হাজী এবং অপর অধিবাসিগণের জন্য শান্তি ও নিরাপদতার গৃহ হইতেছে, এ জন্য এস্থলে কোনরূপ অস্ত্র লইয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শায়খ আহমদ সনোসী।

গত সপ্তাহের প্রথমভাগে ত্রিপলীর মজাহেদ শায়খ আহমদসনোসী হজ্জ আদায় উপলক্ষে মক্কা মোয়াজ্জমায় উপস্থিত হইয়াছেন এই শুভাগমনে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

মক্কায় পাঞ্জাব খেলাফত কমিটির সভাপতি।

পাঞ্জাব খেলাফত কমিটির সভাপতি, ভারতের একজন মান্যমান আলেম মাওলানা আবদুল কাদের কচৌরি সাহেব হজ্জ আদায় জন্য মক্কা মকররমায় পৌঁছিয়াছেন।

জেদ্দায় ইংরাজ প্রতিনিধি।

গত সপ্তাহের মধ্যভাগে স্যর গেলবার্ট ক্লেটন, মিষ্টার ইকনিউ, মিষ্টার জার্ডন জেদ্দা আসিয়াছেন ওয়াদিএ আকিক নামক স্থানে যে সকল বিষয় আলোচনা হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ে কথাবার্তা হইবে

মক্কায় বাদশার পুনরাগমন।

হেজাজবাসিগণ কতদিন হইতে মক্কা মোয়জ্জমায় ছোলতান এবনে ছউদের পুনরাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বড়ই এন্তেজারীর পর, গত ৭ই মে ছোলতান যখন মক্কা মকর্রমায় প্রবেশ করিলেন ত অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করা হইল। এই অভ্যর্থনায় বিভিন্ন

সহর ও সম্প্রদায়ের অসংখ্য প্রতিনিধিদল একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

য়ীমন ও হেজাজের সম্বন্ধ।

মাওলানা আবদুল কাদের কছুরি সাহেব মক্কা মোকররমা হইতে প্রচারিত পত্রে বলিতেছেন,—প্রকাশ্যভাবে হেজাজ ও য়ীমনের সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে শান্তিজনক; কেনন,—

প্রথমতঃ, য়ীমন হইতে হজযাত্রী বরাবর মক্কা মকররমায় হজ্বে আসিতেছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অধিক যাত্রী আসিতেছেন

দ্বিতীয়তঃ, য়ীমনের বড় বড় প্রভাবশালী বংশের প্রধান ব্যক্তিগণ আজকাল মক্কা মকররমায় এবং হেজাজ গবর্ণমেণ্টের অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছেন। তৃতীয়তঃ, আজকাল আছির রাজধানীতে ত্রিপলীর মজাহেদ সায়দ আহমদ সনোসী সাহেবের অবস্থান ইনি এখন হজ্বোপলক্ষে মক্কায় আগমন করিয়াছেন। আছিররাজ্যের জন্য হেজাজ ও নজদপতির গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা সায়দ সনোসী সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত অসম্ভব কেননা সায়দ সনোসী এবং আছিরাধিপতি ইদরিসীগণের বংশমূল এক। চতুর্থতঃ, য়ীমন ও হেজাজ এতদুভয়ের কোন রাজ্যেও আদৌ কোনরূপ সেনাসজ্জা নাই।

হাজী সংখ্যা।

এ বৎসর মিসরী হাজীর সংখ্যা পনের হাজারের অধিক হইবার আশা আছে। শামীয় হাজীর সংখ্যাও এইরূপই হইবার সম্ভবনা। অমীদার পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক হাজীর পত্রে জানা যায় যে, এ বৎসর দেড়লক্ষ হাজী পৌঁছিয়াছে এখনও বহু সংখ্যক হাজী আসিতেছেন ওম্মোল কোরায় লিখিতেছে যে, "সমুদ্রপথে এ যাবৎ একলক্ষ দশহাজার আটশত হাজী আসিয়াছেন" ইহার সহিত যে সকল হাজী স্থলপথে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা যোগ দিলে দেড়লক্ষের কম হইবে না, বরং বেশীই হইবে

হাজীদের জন্য সুব্যবস্থা।

ছফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়িবার পথে চারি তরফে ধূলামাটী উড়িত ইহাতে হাজীদের বড়ই কষ্ট হইত। এই কষ্টনিবারণ জন্য সোলতান ঐ রাস্ত

ফিরিলে কর্তৃপক্ষের নিকট কি কৈফিয়ত দিব ? অতঃপর বন্ধুবর জনাব মৌলবী এরসাদ আলী সাহেব এবং অকপট সমাজসেবক, ধর্মপরায়ণ, আহলে হাদিসের পরমবন্ধু নুরুল্লাবাদের মাননীয় মিঞা সাহেব অর্থাৎ জনাব মৌলবী আবদুর রউফ সাহেব নিজের ঘোড়া দিয়া একজন তাঁহার লোকসহ বরাবর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে যেরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবার আশা দিয়াছেন সে জন্য আহলে হাদিস পত্রিকা এবং তাহার এই দীন সম্পাদক তাঁহার ন্যায় আহলে হাদিস-হিতৈষী পরমবন্ধুগণের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। মোওলানা জনাব মৌলবী আবদুর রহিম সাহেবও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। নুরুল্লাবাদ, দামনাশ, গোবিন্দপাড়া, হলুদঘর, বংশপুর, নরসিংপাড়া প্রভৃতিস্থানে সভা সমিতি ও ভ্রমণ করি।

নরসিংহ পাড়ায় একটী মোক্তব মাদ্রাসা আছে, মোওলানা মৌলবী আবদুর রহিম সাহেব ইহার সদর মোদাররেছ এবং জনাব মুনশী নেয়ামতুল্লা সাহেব ইহার সেক্রেটারী। এই মাদ্রাসার বালকগণের কবিতা পাঠ শ্রবণে সুখী হইয়াছি।

অতঃপর রাজশাহী হইতে ময়মনসিংহ গুনারিতলা, আজনিরাব জনাব মৌলবী আবদুর রহমান সাহেবের আহ্বানে ময়মনসিংহ হাড়গিলাচর সভায় গমন করি। ঐ অঞ্চলে আহলে হাদিসের পরমহিতৈষী বন্ধু জনাব মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব ও জনাব মৌলবী এনসাদ সাহেব আমাকে বিশেষ সাহায্যদানে উপকৃত করেন। তাঁহারা ভাদ্র আশ্বিনের দিকে পত্রিকার জন্য সাহায্যপ্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিবার আশা দিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ন্যায় হিতৈষী বন্ধুগণকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মামুদপুরের জনাব মফাজুল সরকার সাহেবের সঙ্গে তাঁহার স্কুলগৃহে, পরে চেকনিয়া এবং জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন আলী ও জনাব শফিউল্লা মণ্ডল সাহেবের সঙ্গে হরিপুরে সভা করিয়া কলিকাতা আগমন করি। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হোছেন আলী সাহেবও নিজের ঘোড়া দিয়া আমাকে যথেষ্ট সহায়তা দানে উপকৃত করিয়াছেন। তিনি ভাদ্র আশ্বিনের দিকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের আশা দিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাদিগকে অভীষ্ট পূর্ণ করিবার তওফিক দান ও আমাদের আশা পূর্ণ করুন।

অকপটভাবে জ্বলন্তভাষায় সত্যের সহায়তা, তওহীদ ও ছোন্নতের সহায়তা, তথা মোহাম্মদী জমাতের সহায়তা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক বন্ধু বলেন, খবরের কাগজ চালান একটী ব্যবসা; ব্যবসা চালাইতে হইলে নানারূপ সওগাজ চাই, ফন্দী ফিকির চাই, চালবাজী চাই; নচেৎ ব্যবসা চলে না। আমরা বলি যে ঐ রূপের ব্যবসায়ীর আমরা নহি; ব্যবসার উদ্দেশ্যে আহলে হাদিস নয়; মাত্র অকপটভাবে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য প্রকাশই আহলে হাদিসের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দীন আহলে হাদিস, তাহার জীবন বিপন্ন হইলেও সে, সে লক্ষ্যহারা হইবে না। আহলে হাদিস পত্রিকা ও আঞ্জমন, বাংলার সমগ্র মোহাম্মদীর নিজস্ব সম্পত্তি। হে বাংলার মোহাম্মদী, এমতাবস্থায় মোহাম্মদী জমাতের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক খাঁটি ও অকপট খাদেম আহলে হাদিসকে যদি আপনারা রক্ষা না করেন, আপনাদের অনাদরে, অযত্নে যদি ইহা অতীতের আঁধারে ডুবিয়া যায়, তবে এ জন্য দীনের যে ক্ষতি হইবে সে জন্য আপনারা নিশ্চয়ই পরকালে খোদার নিকট দায়ী হইবেন। পরকাল ত পরে, ইহকালে আপনাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইবে।

হে ভাই! হে প্রিয় মোহাম্মদী! শত্রুগণ তোমাদের ভবিষ্যৎ আঁধার করিতে, তোমাদের মুখে চুণ কালি মাখাইতে, বাংলা হইতে তোমাদের নাম নিশান মুছিয়া দিতে চায়। আহলে হাদিস আজ পর্য্যন্ত হিংসান্ধ শত্রুর মুখে চুণ কালি দিয়া, তাহার সকল সংকল্পে বাদ সাধিতেছে, তাহার চেষ্টা বিফল করিতেছে। হে ভাইগণ! আহলে হাদিসকে হেলায় ডুবাইওনা, বিদ্বেষী শত্রুকে হাসাইওনা; সাধ করিয়া নিজেদের মুখে দুশমনের হাতে চুণ কালি মাখিয়া বঙ্গদেশ হইতে তোমাদের জাতীয় অস্তিত্ব মুছিয়া দিওনা।

বাংলায় "হুজুর কেবলা ও সুফী পীর সাহেবান" হইতে আরম্ভ করিয়া হানাফীদের জাতীয় মনশী, মৌলবী ও কাঠমোল্লা পর্য্যন্ত মোহাম্মদী-বিদ্বেষী মৌলবী রুহোল আমিন সাহেবানের যার পর নাই সহায়তা করিতেছেন। আবার নামের মোহাম্মদী, সকল সম্প্রদায়ের নিকট মান ও বড় আসন পাইতে চান, এরূপ মানগোদা নামের কাঙ্গাল মোহাম্মদীও

অনেকে আছেন যাঁহারা এই পরম শত্রুগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া মোহাম্মদী সমাজের বুকে ছুরিকাঘাত করিতেছেন। [illegible] হানাফী পত্রিকা দুই বৎসরের মধ্যে সমাজের অর্থে কত হাজার টাকার মেসিন প্রেস খরিদ করিয়া অতি বিরাট আকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াও বাংলার মোহাম্মদীর একটু লজ্জাবোধ হইতেছে না, আহলে হাদিসকে সাহায্যদানে পরিপুষ্ট করিয়া তাহাকে সাপ্তাহিক করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইবে? শত্রুর এত লাঞ্ছনায় যদি আত্মসম্মান কিছুমাত্র আহত না হয়, তবে সমাজের জন্য দুঃখ করিবার আর স্থান নাই। হে সত্যের সেবক, তওহীদ ও হেদায়তের অকপট খাদেম মোহাম্মদী দলিত ও মর্দিত ফণীর ন্যায় অবিলম্বে গর্জিয়া উঠ, জীবনের সাড়া দাও, আহলে হাদিসের সহায়তা করিয়া শত্রুর প্রাণে ভীতির সঞ্চার কর, তোমার গর্জনে সে ছুটিয়া বহুদূরে পলায়ন করুক। আজ এই দুর্দিনে বঙ্গের মোহাম্মদী যদি জীবনের সাড়া না দাও, অর্থ সাহায্যে সাপ্তাহিক করিয়া আহলে হাদিসকে রক্ষা না কর, তবে শত্রু তোমাদিগকে পায়ে মাড়াইয়া শেষ করিতে ছাড়িবে না।

আমাদের প্রায় সকল বন্ধুই আহলে হাদিসকে সাপ্তাহিক করিতে ইচ্ছা করেন। বলি বন্ধুগণ আপনাদের এ ইচ্ছা মৌখিক কি আন্তরিক—অনুগ্রহ করিয়া একবার তাহার পরিচয় প্রদান করুন। অন্ততঃ সাপ্তাহিক কাগজের জন্য দেড় হাজার টাকার সাজ সরঞ্জামের আবশ্যক। ইহার মধ্যে নগদ প্রায় তিন শত টাকার সংস্থান হইয়াছে, বাকী টাকার সংস্থান না হইলে কেবল মাত্র মৌখিক সাহায্যদানের অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া সাপ্তাহিক প্রকাশ করা যায় না। সাপ্তাহিক করিবার বাসনা; ইহা যদি আপনাদের মাত্র মুখের একটা কথা না হইয়া, বাস্তবিক ইহা আপনাদের মনের ও প্রাণের কথা হয় তবে প্রত্যেকে ১।৪ টাকা, অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেক সক্ষম মোহাম্মদী অথবা প্রত্যেক গ্রাহক

একটী করিয়া টাকা দিলেও এই টাকার সংস্থান হইয়া উঠে　এখন কোরবানী গেল, এ সময় সকল জমাত হইতে ১০৫ টাক করিয়া দিলেও অনেক হইত ; দুঃখের বিষয় এ বিষয়েও বড় কেহ মনোযোগ করিলেন না আমারা আল্লার উপর নির্ভর করিয়া আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ আশ্বিন মাস হইতে সাপ্তাহিক আহলে হাদিস প্রকাশের সংকল্প করিয়াছি ইতিপূর্ব্বেই সাপ্তাহিকের প্রযোজনীয সরঞ্জামের অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক　ত্রিপুরার মাওলানা সাহেবান ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ পীর জনাব মৌলবী বেলাত আলী সাহেব, রংপুরের জেয়াবতউল্লা দালাল সাহেব প্রভৃতি আমাদের পরমহিতৈষী বন্ধুগণ এ জন্য যে মোটা সাহায্যদানের অঙ্গীকার বা আশা দিয়াছেন, আমরা এই পত্র ও পত্রিকার মারফতে সেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি কোরবানীর চামড়া প্রভৃতি বয়তোল মাল হইতেও সর্ব্ব সাধারণের নিকট আপনার আশ্বিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব সত্তর হয় এই সাহায্য প্রেরণে আমাদিগকে সাপ্তাহিক আহলে হাদিস প্রকাশের সুযোগ দান করুন

يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم

"হে মুমেনগণ !　তোমরা আল্লার সহায়তা কর ত আল্লা হ তো মাদের সহায়তা করিবেন, তোমাদের চরণ অটল রাখিবেন" —কোরআন।

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه المسلم

"মুসলমান বান্দা, যতদিন তাহার মুসলমান ভায়ের সহায়তা করিতে থাকে, ততদিন আল্লাহ সেই বান্দার সহায়তা করিয়া থাকেন"　-হাদিস

মোহাম্মদী হইলাম কেন ?

আমি একজন গোঁড়া হানফীর ছেলে। গত এক বৎসর যাবৎ ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ এবং মধ্যে ধরা বাঁধা নিয়েত উচ্চারণ করা ও না করার দোষ গুণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে আমাকে দুই একজন হানাফী মৌলবী ও মুনসীর সহিত ভীষণ তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। নামাজের মধ্যে ফাতেহার ন্যায় মধুর প্রার্থনামূলক সুরা পরিত্যাগ করা আদৌ অযৌক্তিক এবং মনে মনে নিয়েত করা অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে।

বর্ত্তমান জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে ইসলাম হইতেছে একমাত্র প্রাকৃতিক ও কুসংস্কারমুক্ত। বিধর্মী খৃষ্টান লেখকেরা এমন কি নাস্তিকেরাও এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। হানফীগণ মৌলুদের মজলিসে হজরতের আত্মার আগমন হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং কেয়াম করিয়া থাকেন। হায়! যে হজরত নিজেই অদৃশ্যের সংবাদ রাখিতেন না এবং জলদ গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "আমি মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহি" তাঁহারই শিষ্যেরা আজ গায়েবের খবর রাখিতেছেন কি করিয়া? বস্তুতঃ ইহা পৌত্তলিক হিন্দুয়ানী ধারণা আর কি হইতে পারে? এক্ষণে বুঝিতেছি মোহাম্মদীরা সমস্ত মতাবলম্বী মোসলমানদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ। তাই আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে মোহাম্মদী।

والسلام على من اتبع الهدى

মোহাম্মদ ছাদের আলী,

গ্রাম ও পোঃ নাশদহ, খুলনা।

সাপ্তাহিকের জন্য যৎকিঞ্চিৎ।

(প্রেরিত পত্র)

বাদেখেদমতে জনাব সম্পাদক ও ম্যানেজার ছাহেবদ্বয় আচ্ছালাম আলায়কুম আরজ এই যে ইতিপূর্ব্বে "সমালোচনার পথে" নামক প্রবন্ধটী পত্রিকায় স্থানদান দিতে ও কয়েকটী গ্রাহক ঠিক করিয়া পত্রিকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম সম্ভব পত্রিকা পাঠাইয়া থাকিবেন, প্রবন্ধটীও আগামী মাসে স্থানদান করিতে মর্জ্জি করিবেন

যাহা হউক বিগত বৎসর হইতে এ যাবৎকাল এছলাম-জগতের উপর দিয়া নানা প্রকার আন্দোলন আলোচনা, বিশেষতঃ আরবভূমি তথা হেজাজ ও পবিত্র মক্কা মদিনার হজ্ব ইত্যাদি বন্ধ রাখা সম্বন্ধে এছ-লামের পরম শত্রুবৃন্দ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র কছুর করে নাই। ফলে প্রকৃতির বিধান মতে যাহা সত্য তাহা চিরকালই জয়যুক্ত হইয়াছে ও হইল, কবি সত্যই গাহিয়াছেন,—

صداقت مٹ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کی پھولوں سے

খোদার অপার মহিমাবলে ও মহিমান্বিত ছোলতানুল আজম গাজি এবনে ছউদের নিয়ম প্রনালীতে জগদ্বাসী মুগ্ধ হইয়া পেট পোরস্ত ধোকাবাজ লোকদের বিজ্ঞাপন ও রেজুলেসন ইত্যাদি পদদলিত করিয়া খোদার আহ্বানে, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে কল্যাণ ও মুক্তির পথে মোসলেম জগতের নর-নারী দলে দলে ছুটিয়াছেন ও ছুটিতেছেন। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর যে, হজযাত্রী অনেক বেশী হইবে তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবী উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন.

বাংলা দেশের অন্যান্য কাগজ ভিন্ন ক্ষুদ্র আহলে হাদিস কাগজটী যেরূপ সত্য সঠিক সংবাদাদি আলোচনা করিয়াছে, সেরূপ অন্যান্য কাগজ

করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহলে হাদিস যে অত্যধিক প্রশংসার পাত্র তাহাতে সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। সেই কাগজটিকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করিবার জন্য অনেক দিনাবধি কল্পনা জল্পনা হইয়া আসিতেছে, এমন কি বিগত ১৩২৭ তারিখের সভায় পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক করিবার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, মধ্যে অনেকেও কিছু কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন, ও করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। এমন কি কেহ গ্রাহক হইয়াছেন ও করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সমুদ্রের নিকট একবিন্দু পানির তুলনাস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে "দশের লাঠি একের বোঝা" ইহা সত্য হইলেও আহলে হাদিসের সুপরিচিত ভাবস্তার দানশীল মুনশী আবদুল আজিজ জমিদার, হাজি জহিরউদ্দিন সওদাগর মৌলবী আবদুল মান্নান সওদাগর, সমাজ সেবক কর্ম্মবীর মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মৌলানা নেয়ামতুল্লা, মৌলানা সাহ সূফী শরিয়তুল্লা, সোনাজের মৌলানা আবদুল গফুর, ওয়ায়েজ মৌলানা মোজাহারুল হাসান, সুবক্তা মৌলানা আবদুল জব্বার আনছারী বেলডাঙ্গা নিবাসী হাজী ইউসোফ ঠিকাদার ইত্যাদি মহোদয়গণ ও ইঁহাদের মত লোকের চেষ্টা না হইলে এই গুরুতর কার্য্যের পরিসমাপ্তি সুশৃঙ্খলা মতে হইতে পারে কিনা সন্দেহ। অতএব প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা সত্য সঠিক এক অদ্বিতীয় আহলে হাদিস পথের পথিক, তাঁহাদের প্রত্যেক আলেম, মুনশী, মৌলবী, পীর ছরদার, খতিব ইত্যাদির বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমি সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য সাধ্য নাগাদ কিন্তু সাহায্যস্বরূপ ৮।১০টী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া নিম্নে তাহাদের ঠিকানা প্রদান করিলাম। আশা করি ম্যানেজার সাহেব অগৌণে তাঁহাদের নামে পত্রিকা পাঠাইতে মঞ্জুর করিবেন। গ্রাহক সংগ্রহ করা হেতু মৌলবী আবদুল জব্বার এছলামপুরী (বগুড়া) ছাহেবের চেষ্টা একান্ত প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় যাঁহারা পত্রিকার অর্ডার দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরত দেন, তাঁহারা এছলামের ও সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া থাকেন। এখন হইতে যাঁহারা এই অধমকে পত্রিকা পাঠাইবার জন্য বলিয়া আবার কাগজ ফেরত দিবেন, তাঁহাদের কোনও প্রকার আদেশ পালন করিতে বান্দা আর বাধ্য নহে।

খাদেম মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পাঁচপীর ([illegible]) জমিয়ত কমিটি,
পোঃ জুম্মারবাড়ী (রংপুর), হাল ঠিঃ কলিকাতা

মোহাম্মদী ইমামের পিছনে নামাজ কি নাজায়েজ ?

বিগত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ঈদল ফেতর নামাজ উপলক্ষে রাজসাহী সহরে মরহুম মিয়া জান দালাল সাহেবের মসজিদে মহম্মদ বনিজউদ্দিন খলিফা নামক একজন মহাম্মদী ইমাম বার তকবিরসহ নামাজ পড়ায় মহম্মদ ছোলায়মান নামক এক ব্যক্তি আপত্তি করিয়া নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করে ও অবশেষে মসজিদ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং কেহ ২ উপস্থিত হানাফি ভ ইদের প্ররোচনায় পুনঃরায় ছয় তকবিরসহ নামাজ পড়ে। মোহাম্মদীর পিছনে বার তকবিরসহ নামাজ পড়া ভুল সাব্যস্ত করিয়া হানাফী মতে ছয় তকবিরসহ নামাজ পুনরায় পড়াই কি তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ? যদি উপরোক্ত মহাম্মদ ছোলেমান সাহেবের এমন কোন দলীল থাকে, যদ্দারা বার তকবিরসহ নামাজ পড়িলে উহা ঠিক হইবে না ও তাহা বাদ দিয়া ছয় তকবিরসহ শুদ্ধ করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে বুঝায়, তবে তিনি তাহা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিলে সমাজের মঙ্গল হয়।

এতদিন হইল দেখিতেছি হানাফীগণ মোহম্মদীর পিছনে ও মোহাম্মদীগণ হানাফীর পিছনে নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন। কখনও কেহ এরূপভাবে মহম্মদী-বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই বা মহাম্মদী ইমামের পিছনে নামাজ হইল না বলিয়া পুনরায় নামাজ পড়েন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে কাণ্ডটি এখানে আরম্ভ হইয়া গেল। আমরা আরও জানিতে পারিলাম এই লোকটি মহাম্মদী জমাতের নিকট নিজকে রাজসাহী জেলার দুয়ারি নিবাসি মৌলবী মহাম্মদ আকরাম আলী সাহেবের মুরিদ বলিয়া পরিচয় দেন।

আশা করি আহলে হাদিসের গ্রাহক ও পাঠকবর্গ উক্ত লোকটিকে চিনিয়া রাখিবেন। তাহার দ্বারা আহলে হাদিস জমাতের বিরুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ফলে যদি এখানে কখনও হানিফি মহম্মদীর মধ্যে দল দলির সৃষ্টি হয় তবে তাহার বিষয় ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব। ইতি

—রিপোর্টার।

১২শ ভাগ। শ্রাবণ—১৩৩৪। [৫১শ সংখ্যা]

ছফর—১৩৪৬ হিজরী।

আহ্‌লে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা] প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা।

সর্ব্ব-প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি

১২শ ভাগ	ছফর—১৩৪৫ শ্রাবণ—১৩৩৪ সাল।	১১শ সংখ্যা।

কোর্-আন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছুরা বাকার, ২য় পারা,—

"এবং যখন তোমরা মসজেদে এতেকাফকারী হইবে, তখন স্ত্রীসহবাস করিবে না"

আএসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (সঃ) যখন এতেকাফ করিবার মন করিতেন, তখন প্রভাতের নামাজ পড়িয়া তাহার পর এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করিতেন—আবু দাউদ ও এবনে মাজা।

আএসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—"রসুলোল্লাহ এতেকাফে থাকার অব

ন্থায়, পথে যাইতে যাইতে পীড়িতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাকে দেখিবার পরে তথায় দাঁড়াইতেন না।"

এতেকাফ অবস্থায় ভোজন এবং মলমূত্র-ত্যাগ এই সকল একান্ত মানবীয় প্রয়োজন সমাধার জন্য, ঘরে বা মসজেদের বাহিরে যাইতে পারে। কার্য্য সারিয়াই তৎক্ষণাৎ এতেকাফের স্থানে আসিবে।

হজরত আএসা (রাঃ) বলেন· এতেকাফকারীর পক্ষে ছোন্নত এই যে, সে পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবে না, কাহারও জানাজা নামাজে হাজীর হইবে না, নারী-সহবাস করিবে না, যাহা সমাধা না করিয়া উপায় নাই এইরূপ প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হইবে না, রোজা ব্যতীত এতেকাফ নাই, জুমা মসজেদ ব্যতীত এতেকাফ নাই —আবু দাউদ।

এবনে ওমর (রাঃ) নবি হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন—যখন তিনি এতেকাফ করিতেন, তখন তাঁহার জন্য শয্যাপাত্তা হইত অথবা তওবা নামক স্তম্ভের (খুঁটীর) পশ্চাতে তাঁহার জন্য খাট রাখা হইত— এবনে মাজা।

এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত,· রসুলোল্লাহ (দঃ) এতেকাফ-কারীর বিষয়ে বলিয়াছেন যে, এতেকাফ পাপ সমূহকে বিদূরিত করে এবং সেই ব্যক্তিকে যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মকারীর ন্যায় পুণ্য পুরস্কার করা হয়—এবনে মাজা।

সংসারের কর্ম্ম কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া, স্ত্রীসংসর্গপরিহার করিয়া মসজেদরূপ আল্লার পবিত্র উপাসনামন্দির বা ভজনালয়ে একটী পর্ণ-কুটীর বা পটমণ্ডপ রচনা করিয়া, দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জন অবস্থানে, সমস্তদিন রোজার অনাহারে, নৈশজাগরণে একমাত্র আল্লার উপাসনা— বন্দেগীতে, তাঁহার নামামৃত পানে, নামাজ রোজা, কোরাণপাঠ, জেকের তসবিহ ও তহলীলে তন্ময় হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই স্মরণে, ধ্যান-ধারণায় এতেকাফরূপ নির্জ্জন-বাস ব্রত উদ্‌যাপনের নিরুপিত দিন অতিবাহিত করা কত সুন্দর। কতই পবিত্র। কতই মধুর। এছলামের

মহামান্ত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণ এই পুণ্য ও পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বপ্রভু আল্লার প্রতি অকপট ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেম না থাকিলে, অন্তর বাহির অকপট ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ না হইলে লোকে কখন এইরূপ উপাসনায় মহান ও পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারে না। সাধকপ্রবর, মহাযোগী, মহাপুরুষ মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) একাধিক বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রম ধর্ম্মপালন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি কখন সংসারে আসক্ত বা একেবারে লিপ্ত ছিলেন না। সংসারচিন্তা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া উদাসীন সন্ন্যাসী হইয়া আল্লার উপাসনা, সাধনা করা অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া—ভার্য্যা ও সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াও মসজেদের নির্জ্জন কুটীরে একান্ত মনে সমস্ত দিন এবং নীরব-রজনীর আঁধারের অন্তরালে পটমণ্ডপের মধ্যে বুকে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া, মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনত করিয়া, নত জানুতে বসিয়া, কখন বা মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া, কপাল ও বদন মণ্ডল ধূলায় ধূসরিত করিয়া আল্লার সাধনা ও ভজনা, উপাসনা ও অর্চ্চনায় নিরত থাকাই সমধিক উত্তম এবং কঠিন।

যিনি লোকালয় হইতে দূরে সরিয়া নির্জ্জন গিরিগুহায় বসিয়া আল্লার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। যিনি আমরণ প্রতি রমজানে স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ করিয়া মসজেদের নির্জ্জন কুটীরে অনাহারে অনিদ্রায় আল্লার উপাসনায় নিরত থাকিতেন। যিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক রজনী জাগিয়া, আরামের শয্যা ও অর্দ্ধাঙ্গিনীগণকে পরিহার করিয়া নির্জ্জন নিশীথে জনমানবের চক্ষুর অন্তরালে আল্লার উপাসনায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সেই সাধক প্রবর মহা-ঋষি, মহাযোগী পরমধার্ম্মিক মহাপুরুষ মোহাম্মদ মোস্তফাকে (সঃ) যে সকল খৃষ্টান ও আর্য্যসমাজী লেখক ভণ্ড, কপট প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র-চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়াছেন তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য না হইয়া গর্দ্দভ নাম পাইবার যে একান্ত উপযুক্ত তাহা প্রত্যেক বিবেকবিহীন,

اما ان حلف علی ماله فاكله ظلما لم يلق الله وهو عنه معرض

"কিন্তু যদি সে হলফ করিয়া জুলুম করতঃ ঐ মাল খায় তবে নিশ্চয় সে আল্লাহ সহিত যেদিন সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন" অতঃপর আল্লাহ এই আয়ত নাজেল করিলেন, ইহার মর্ম্ম এই যে,—

والمعنى لا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل اى من غير وجه الذى اباحه الله واصل الباطل الشئ الذاهب

"তোমাদের পরস্পর একজন অন্যের ধন অন্যায় (বাতেল) রূপে খাইওনা, অর্থাৎ যে প্রকারে খাওয়া আল্লাহ হালাল করিয়াছেন, সেই-রূপে ব্যতীত অন্য কোনরূপে অর্থাৎ হারামভাবে খাইওনা।

বাতেলভাবে অর্থাৎ অন্যায়রূপে অর্থ খাইবার পন্থা অনেক প্রকার আছে প্রথম জোর জুলুম করিয়া লওয়, চুরি ডাকাতি করা, বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া। দ্বিতীয়,—যুয়া খেলিয়া, গান গাহিয়া, মদ্য ও বাদ্য-যন্ত্রাদি খেলার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করা ইত্যাদি তৃতীয়—বিচারে ঘুস লওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অর্থ গ্রহণ করা। চতুর্থ,—অন্যের আমানত ও গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা।

"তাহা হাকেম- -বিচারপতির নিকটে লইয়া যাইওনা" ইহার অর্থ এই যে, ঐ মাল সম্বন্ধে (মিথ্যা) মকদ্দমা লইয়া হাকিমের নিকটে যাইওনা এখানে আব্বাস বলেন, এ আদেশ সেই ব্যক্তির প্রতি,—যাহার নিকট কাহারও মাল পাওনা আছে কিন্তু ইহার কোন সাক্ষী প্রমাণ নাই, বাস সে ইহা অস্বীকার করে এবং হাকিমের নিকট গিয়া ঝগড়া করে অথচ সে জানে যে, সে যথার্থ—দেনদার এবং সে ইহা না দিয়া পাপ করিতেছে কেহ বলে ইহার অর্থ এই যে, জানিয়া শুনিয়া হাকিমের নিকট মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে। কেহ বলেন ইহার অর্থ এই যে, তোমার নিজেরই জুলুম এবং অন্যায় ইহা জানিয়াও তোমার মুসলমান ভ্রাতার মাল লইবার জন্য তাহার মকদ্দমা হাকেমের

নিকট লইয়া যাইওনা। কারণ হাকিম তোমার অনুকূলে ডিক্রী দিলেও পরধন তোমার পক্ষে হালাল হইবার নহে, হাকিমের রায় হারামকে হালাল করিতে পারে না। কাজি শুরিহ বলিতেন, আমি তোমার অনুকূলে ডিক্রী দিই অথচ আমি মনে করি যে, তুমিই জালেম—এবিষয়ে তোমারই জুলুম এবং অন্যায় কারণ আমি যে দলিল প্রমাণ পাই, সেই মত ব্যতীত রায় দিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু আমার বিচার হারামকে তোমার পক্ষে হালাল করিবে না। (তফসীর খাজেন)

তফসীর খাজেন প্রথম খণ্ড ১৪০ পৃং —

ওম্মে ছালমাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত,—রসুলোল্লাহ (সঃ) নিজের কুটীরের দ্বারে ঝগড়ার শব্দ শুনিতে পাইলেন তখন বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, "নিশ্চয় আমি মানুষ এবং আমার নিকট বাদীবিবাদী আইসে, তাহাদের একজন হয়তঃ অন্যের অপেক্ষা অধিক গোছাইয়া, ভাল করিয়া বলিতে পারে বা নিজের প্রমাণ খাড়া করিতে অধিক চতুর চালাক হয়। তাহার কথা শুনিয়া আমি মনে করি যে, সে সত্যই বলিতেছে, তখন তাহার পক্ষে ডিক্রী দিই।

فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها

"অতঃপর আমি কোন মুসলমানের হক—ন্যায্য প্রাপ্যকে অন্য যাহাকে বিচারে পাওনা করিয়া দিই ত নিশ্চয় ইহা আগুনের এক টুকরা; এখন সে তাহা তুলিয়া লউক অথবা ছাড়িয়া দিউক" —বোখারী মোছলেম

গোনা—পাপের সহিত লইবার অর্থ—জুলুম ও অন্যায় করিয়া লওয়া বা মিথ্যা হলফ করিয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া পরের মাল গ্রহণ করা

"এবং তোমরা জানিতেছ।" ইহার মর্ম্ম এই যে, তোমরা যে অন্যায ও অধর্ম্মের উপর রহিয়াছ, তাহা তোমরা মনে মনে জান। জানিয়াও পরের ধন সম্পদ গ্রহণ জন্য হাকিমের নিকট মিথ্যা মকদ্দমা লইয়া যাইওনা।

এমাম গাজজি এহ্ইয়াওল অলুম পুস্তকে লিখিয়াছেন,—মাল অর্থাৎ ধন সম্পদ হারাম হয় সেই ধন সম্পদের স্বভাবগত দোষে অথবা তাহার উপার্জ্জনের দোষে প্রথম,—যাহ স্বভাবগত দোষে হারাম হয়। ধন কোনটী আকরে পাওয়া যায়, কোনটী জীব জন্তু, কোনটী তরুলতাদি উদ্ভিদ। আকরে যাহা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাহা বিষ বা বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী তাহা খাওয়া এই অনিষ্টের কারণে হারাম উদ্ভিদ যাহাতে জীবন, স্বাস্থ্য বা জ্ঞান নষ্ট হয় তাহা খাওয়া হারাম। জীবন-নাশক উদ্ভিদ সেই যাহা খাইলে বিষক্রিয়া করে স্বাস্থ্যনাশক—যথা ঔষধ দ্রব্য অসময়ে সেবন করা। জ্ঞাননাশক—যথা মদ গাঁজা ও অন্যান্য নেশাকর দ্রব্য

জীব জন্তু—ইহার কোনটী খাদ্য কোনটী অখাদ্য। যাহা খাদ্য, সেই জন্তু সারামতে জবাই হইলে তবে হালাল হয় জবাই করিলে তাহার সর্ব্বাংশ হালাল হয় না; তাহার মলমূত্র, রক্ত প্রভৃতি হারাম।

দ্বিতীয়,—উপার্জ্জনের দোষে অর্থাৎ যাহাতে অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হইবার কারণে কোনরূপ দোষ আসিয়া যায়। ধনসম্পদ-গ্রহণ—এই ধনসম্পদ, অধিকারী ইহা নিজ ক্ষমতায় অর্জ্জন করিয়াছে, অথবা নিজ ক্ষমতায় অর্জ্জন করে নাই যাহা নিজ ক্ষমতায় অর্জ্জন করে নাই, যথা—ওয়ারিসসূত্রে অর্থলাভ যাহা নিজক্ষমতায় অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা হয় কোন মালিকের নিকট হইতে লয় নাই; যথা,—আকর হইতে প্রাপ্ত জিনিষ অথবা কোন মালিকের নিকট হইতে লইয়াছে মালিকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়াছে অথবা তাহাকে রাজী করিয়া লইয়াছে যাহা বলপূর্ব্বক লইয়াছে, তাহাতে মালিকের অধিকার রহিত হইয়াছে, যথা গণিমতের মাল, যে জাকাত দেয় না তাহার মালের জাকাত অথবা যাহার উপর কাহারও ভরণ পোষণের খরচ দেওয়া আজেব সেই ভরণ পোষণ উভয় পক্ষের সম্মতিতে যাহা গ্রহণ করা হয়,—তাহা হয়তঃ কোন জিনিষের বদলে গ্রহণ করা হয়

যে ব্যক্তির ওয়ারিসসূত্রে উহা প্রাপ্ত হয় সে যদি হালাল উপায়ে উহা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তৎপর ঐ মাল হইতে তাহার ঋণ পরিশোধ করা হয়, সে যে অছিয়ত করিয়া গিয়াছে সেই অছিয়ত পূর্ণ করা হয়, ঐ ধনসম্পদ হইতে তাহার জাকাত, হজ্জ এবং অজের কাফ্‌ফারাহ আদায় করা হয়, অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে সমান-ভাবে ফরাজমত ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তবে উহা হালাল হইবে। আবার নিজস্ব হালাল উপায়ে প্রাপ্ত বা অর্জ্জিত অর্থ মদ্যপান, ব্যভিচার, যুয়া প্রভৃতি কুকর্ম্মে ব্যয় করিলে, এবং যে অপব্যয় হারাম তাহাতে উড়াইয়া দিলে অর্থের এইরূপ উপভোগও হারাম হইবে। ঐবিভাগের সবগুলি "তোমরা পরস্পর এক অন্যের ধন অন্যায়ভাবে খাইওনা" এই আয়াতের অন্তর্নিবিষ্ট।

ছোলতান এবনে ছউদের এছলামী খেদমত।

(কলষ্টা টিমোগণের পত্র)

ছোলতান এবনে ছউদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ নামের মুসলমানেরা মুসলমানদিগকে হজ্জে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় হজরাত হাজী সাহেবানের পথে কাঁটার বেড়া ও কাঁটা ঝাড় ঝাপ দিয়াছিলেন তাহা বন্ধুগণ খুব অবগত আছেন। অথচ এতদ্‌-সত্ত্বেও من كل فج عميق কোরাণের ভাষায় "প্রত্যেক দূরপথ" হইতে একের পর আর একটী এইরূপে দলে দলে হাজী আসিতেই দেখা গেল। ইহা ছোলতান এবনে ছউদের খালেছ নিয়তের ফলে অথবা হজরত এবরাহিমের প্রার্থনার জোরেই হইয়াছে বলিয়া মনে করুন। মাহমুদাবাদের রাজার নকবা এই যে, তাঁহারা হরমাএন-বিধ্বংসী বনাম

যে দামোল হরমাএন পার্টির সহিত মিলিত হইয়া তথায় শোক প্রকাশের তৃতীয় আর একটা দিন চিরনির্দিষ্ট করিয়া দেন। কেননা হজ্বে বাধা দিবার জন্য তাহারা যে জাল বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি ও ব্যর্থতা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই এবং এই উদ্দেশ্যে পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও পরিশেষে তাঁহাদিগকে মস্তকে অগ্রগামী করাঘাত করিতে হইয়াছে

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

যে ডুবিয়া মরিতেছে সে একটা তৃণ পাইলেও বাঁচিবার জন্য যেমন তাহারও সহায়তা লয়, সেইরূপ এই হজ্ববিরোধী সাহেবান পারস্য গবর্ণমেণ্ট ও পারসীক মুসলমানদের কথা বলেন, কিন্তু পারস্যে আজ কাল কি হইতেছে, তাহার আদৌ কোন খবর ইঁহারা রাখেন নাই। সকল ছাড়িয়া আমি কেবল হজ্বের কথাই ধরি। ইঁহারা বহুদিন যাবৎ ঘোষণা করিতেছেন যে, "পারস্য গবর্ণমেণ্ট আপন প্রজাগণকে হজ্বে যাইতে দেন নাই" আহা! এই পারস্য গবর্ণমেণ্ট কবে এই বিকৃত মস্তিষ্ক ভারতীয় গোলামদিগের পরোয়া করিয়া থাকেন? পারস্য কি ইহাদের চালবাজীতে পড়িয়া আপন রাজদেব এহেতেরামকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন! ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ অব্দের "কেদার" নামক তুর্কী পত্রিকা লিখিতেছে;—"এ বৎসর পারস্য গবর্ণমেণ্ট হজ্বযাত্রীগণকে হেজাজ যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন—এবং হজ্বযাত্রীর প্রথম দল বাগদাদ ও শামের পথে হেজাজ যাইবার জন্য পারস্য হইতে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তুর্কী সংবাদপত্র লিখিয়াছেন ২৬শে এপ্রিল লিখিতেছেন যে, জেদ্দায় উপস্থিত হাজীর সংখ্যা ৭৫ হাজারে উঠিয়াছে।

ভারতীয় মুসলমান! আমার অত্যন্ত শান্ত পরিহার কর, নিজেদের দুর্ব্যবহারের উপর নজর দাও; অন্ততঃ এ দাবীটা ত ছাড় যে, "তোমাদের এই কীর্ত্তিতে তামাম দুনিয়ার লোক সঙ্গী আছে"। এশিয়া আফ্রিকা ব্যতীত আকাশের তলে পৃথিবীর উপরেও ত সেই মুসলমান-

দের বাস হইবে। যাঁহারা তোমাদের হাঁ-তে হুঁ দিতেছেন, খোদার অস্তে এখনও ত সময় নাই, আল্লার কছম, তোমাদের মধ্যে বাহিরের মুসলমান উঁ দিতেছে। কারণ তাহারা খুব জানে যে,

کلوخ رہ گر در صحرای ندر سیل بس

আর যদি আমার কথা না মান ত তে মায় মুখে থুথু, সূর্য্যের উপর যত ইচ্ছা নিক্ষেপ কর (তোমারই গায়ে, মুখে, মাথায় পড়িবে সূর্য্যের কিছুই করিতে পারিবে না)

এদিকে রুসিয়া, তাতার নিয়, বলকান, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া ও রুমানিয়া হইতে রমজান মাসেই হাজীগণের আগমন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এবার এস্তাম্বুল হইতে তিন জাহাজ—কাপ্তেন মালেক হইতে তারম্ভ করিয়া যাহার সকল কর্ম্মচারীরই তুর্কী ছিল হাজীগণকে লইয়া জেদ্দা পৌঁছিয়াছে। এই তিনটী জাহাজ হজ্জ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া হাজীগণকে লইয়া তবে ফিরিবে। এক জাহাজ রুসিয়ার বন্দর ওডেসা হইতে হাজীগণকে লইয়া এস্তাম্বুল হইয়া সোজা জেদ্দা গিয়াছে। খেদিবিয়া, রুমানিয়া, ইটালিয়া প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজে বিভিন্ন হজ্জযাত্রী প্রতি সপ্তাহে বরাবর হজ্জে যাইতে দেখা যায়।

তুর্কীর আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এস্তাম্বুল ও আনাটুলিয়া হইতে হাজী কম আসিয়াছেন, তুর্কী হইতে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা অধিক না হইলেও বলকান হইতে বহুলোক হজ্জযাত্রা করিয়াছেন।

পারস্য, রুসিয়া, তুর্কী এবং বলকানের হাজীর কথা শুনিলেন। এখন আফ্রিকার হাজীদের দৃশ্য উপস্থিত করিতেছি। যে মাসের মধ্যভাগে মিসর-গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এবার মিসর হইতে কাবাশরিফের গেলাফ (মহমল) যাইবে না। এহেতু মিসরের হাজীগণ নিজের দায়িত্বে হজ্জে যাইতে পারেন। এবার মিসর হইতে গেলাফ না যাইবার কারণ কি তাহা পরে উল্লেখ করিব। হেজাজ ও মিসর গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই গেলাফ লইয়া মতভেদ হইবার কারণে গেলাফ-প্রেরণ বন্ধ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে হজ্জে যাই-বারও অনুমতি দেওয়া হয়। এখন আমার সম্মুখে আফ্রিকার টিউ-

প্রচারে কাহারও কোন পরোয়া করিতেছে না, ততদিন তাহাকে হেজাজ হইতে বাহির করিতে পারিবে না। তোমাদের এ সমস্ত চেষ্টা, চালবাজী তাহাকে কিছুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত করিতে পারে না, এবং তোমাদের হা হুতাশ ও চেঁচা চেঁচি তাহার চেহেরাকে একবিন্দু কুঞ্চিত করিতে পারিবে না। কেননা সে নিজের জেন্দেগীকে খোদার কোরানের এই বচনের উপর রাখিয়াছে যে,—

لا تخشوا الناس واخشوني

"লোকদের ভয় করিওনা, আমাকেই ভয় করিও।"

চলিতে, ফিরিতে, উঠিতে, জাগিতে তাহার মুখের বুলি যেন এই হইয়াছে যে,—

ولست أبالي حين أقتل مسلما
على أي شق كان لله مصرعي

"আমি যদি মুসলমান থাকিয়া নিহত হই, তবে কোন পরোয়া করি না, যে পার্শ্বেই আল্লার জন্য আমার দেহপাত হউক না কেন।"

ছোলতান আল্লার আহকামের বিরুদ্ধে যাবতীয় রছম রেওয়াজ, চাল চলন প্রভৃতি অনর্থ কর্ম হইতে হেজাজকে পাক ছাফ দেখিতে চান। এই জন্য ধন, প্রাণ যে কোন বিষয়ে ক্ষতি সহ্য করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। দুনিয়া জানে যে, মিসরী মহমল (কাবা শরিফের গেলাফ) যখন মক্কা মোয়াজ্জমায় যায়, তখন লক্ষ টাকা নগদ, লক্ষ পাউণ্ড (স্বর্ণমুদ্রা) লইয়া গিয়া মক্কা মকররমার দ্বারে দ্বারে লোকদিগকে বাঁটিয়া দেয়। তোমাদের কাল্পনিক কথামত এবনে ছউদ যদি টাকার লোভী হইতেন, আর তাঁহার যদি কেবল সোনার আসরফিই প্রিয় হইত তবে আজ মিসর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সকল শর্ত পেশ করা হইত তাহা মাথা পাতিয়া মঞ্জুর করিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, মহমল যদি আইসে তবে যেন তাহার সহিত কোন প্রকারের কোন বাদ্যযন্ত্র না আইসে। এতদ্ব্যতীত মহমলবাহী সৈন্যদল কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিতে পারিবে না। মিসর গবর্ণমেণ্ট হেজাজগবর্ণমেণ্টের এই সকল শর্তে সম্মত হইতে পারেন নাই, এ কারণ মিসর হইতে মক্কা মকররমায় গেলাফ পৌঁছিতে পারে নাই। এই মতভেদ সত্ত্বেও মিসর গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও হজ্জে আসিতে বাধা দেন নাই। বরং সকলকে অনুমতি

এরাকের গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির করিয়া পারস্য গবর্ণমেণ্টের (শিনি শিয়া) সহিত যোগ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন ত এই কার্য্যকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন, তাঁহাদের জন্য দোয়াএ খাএর করিবেন। কিন্তু আপ, কখনও ইহা হইতে পারে কি? মাহমুদাবাদী রাজা এ জন্য মুখ খুলেন কেন? যদি তাঁহার দ্বারা এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত হয় তবে সিমলা শৈল বা দিল্লী হইতে এক তার আসিবে,—২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারত ছাড়িয়া যাও।

বৃটিশ সন্ধি ও এবনে ছউদ।

এখনই ১৯২৭ সালের ২৬শে মে তারিখে মিসর রাজধানী কায়রো হইতে এক তার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বহুদিন বন্ধ থাকার পর সন্ধির আলোচনা এখন সফলতা লাভ করিয়াছে, এবনে ছউদ ও ইংরেজদিগের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, বহুদিন যাবৎ এই সন্ধিপত্রের আলোচনা জারি ছিল। কিন্তু বৃটিশ ছোলতান এবনে ছউদ কর্ত্তৃক পেশ করা সর্ত্তসমূহ মঞ্জুর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বরং প্রকৃত কথা এই ছিল যে, ইংরেজ দেখিতেছিলেন যে, এবনে ছউদের গবর্ণমেণ্ট হেজাজে স্থায়ী হয়, কি অন্যান্য শরিফের মত তাহা মাত্র দুই একদিনের জন্য অতিথি হয়। খুব পরীক্ষা করিয়া দেখার পর যখন জানিলেন যে, এবনে ছউদ ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ়-প্রাণ ও ঈমানদার কেবল হেজাজ নহে বরং সমস্ত আরবদ্বীপের উপর আধিপত্য ও অধিকার রাখেন তখন অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বে মস্তকে মানিয়া লইতে হইল। এই সংবাদ প্রচার করিতে গিয়া তুর্কীর প্রসিদ্ধ ও সরকারী পত্রিকা মিল্লিয়ত ২৮শে মের সংখ্যায় মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মনওয়ারার এক নক্সা ছাপিয়া তাহার নিম্নে লিখিতেছেন,—হজ্জ মৌসুমের উপলক্ষে এ বৎসর লক্ষ লক্ষ হাজী হজরাতগণের জেয়ারতস্থান কাবা শরিফ তথা মক্কা মোয়াজ্জমা হওয়ার সহিত এই মক্কা সাবেকই হেজাজ প্রদেশের কেন্দ্রস্থল (রাজধানী) হইয়াছে। ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বনকারী দুর্গতি হোছাএন নিজের নির্দিষ্ট কার্য্যফলের কারণে হেজাজ ত্যাগে বাধ্য হওয়ার সময় হেজাজের নূতন অধিপতি এবনে ছউদ ও ইংরেজদিগের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য থাকিয়া যায়। অতঃপর ইংরেজগণ এবনে ছউদের শক্তি সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর যখন পুনর্ব্বার সন্ধির আলোচনার জন্য উদ্যম প্রকাশ করিলেন। এই আলোচনার

বিশেষ গুরুত্ব ছিল, অথচ ইতালি নিজ অধিকারে [illegible] ইংরেজ এবনে ছউদকে হেজাজ নজদ রাজত্বের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করিতে থাকিলেন যে এবনে ছউদ নিজের পদ ও স্থানের রক্ষাকার্য্যে সফলকাম হন কি না? অথচ এদিকে এবনে ছউদ দুই মাস পূর্ব্বে রেয়াজে (নজদ রাজধানী) গিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি নজদ প্রদেশের ও হেজাজ প্রদেশের বাদশাহ। আগত সংবাদে যাহার কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে জানা যায় যে বহু অপেক্ষা ও বাদ প্রতিবাদের পর ইংরেজ এবনে ছউদকে হেজাজ ও নজদ এই উভয় রাজ্যের বাদশাহ মান্য করিয়া তাঁহার তমাম শক্তি ও মালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যে সকল মতবিরোধ হইতেছিল সে সমস্তের মীমাংসা হইয়া গেল।

এখন এবনে ছউদের সরকারের পক্ষে উচিত এই যে, সন্ধির দিনকেও আপনাদের জন্য একটা মাতম অর্থাৎ শোক প্রকাশের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন, কেননা সেইদিন এবনে ছউদ (তাঁহাদের বাদশাহ) খান এ কা বা কে বেচিয়া ফেলিয়াছেন এবং চিরদিনের জন্য হেজাজের উপর ইংরেজের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

অথচ তুর্কীর সরকারি সংবাদপত্র যে ইংরেজদের চালবাজীর বিষয়ে ভালরূপ অবগত আছে এবং যে তুর্ক ও এবনে ছউদকে, তাহার ভবিষ্যৎ গতিবিধিকে ভালরূপে জানে এবং চিনে সেই পত্রিকা এই সন্ধির এবনে ছউদের সফল চাল [illegible] হইয়াছে বলিয়া মনে করে। এবং এ জন্য এই বলিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে যে, পারস্য ও আফগানিস্থানের ন্যায় হেজাজ প্রদেশও একটা সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজত্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু দুনিয়ার আর কেহ নহে, কেবল আমাদের ভারতবাসীই এই সন্ধিতে অন্যরূপ কিছু বুঝিতেছেন

فاعتبروا يا اولي الابصار والسلام

নেয়াজমন্দ আবদুর রহমান আফেন্দী,

(জমীদার)।

বিরাট সভার শোচনীয় পরিণাম।

গত ৬ পহেলা জ্যৈষ্ঠ রাজসাহী জেলার বাগমারা থানার অন্তর্গত নরদাস গ্রামে মুষ্টিমেয় হানাফীর দল একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় মৌলবী রুহোল আমিন ও মৌলবী আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবান শুভাগমন করিয়াছিলেন। সভায় হানাফী ও মোহম্মদী বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু মৌলবী রুহল আমিন ও হানাফী দলের অপরিণামদর্শিতার ফলে সভাটা একেবারেই পণ্ড হইয়া গিয়াছে।

সভার কার্য্য জোহরের পরেই আরম্ভ হইলেও আছরের বাদ মৌলবী রুহল আমিন বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি ও সভাপতি সাহেব, মজহাবী কোন আলোচনা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেও মৌলবী রুহল আমিন তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বক্তৃতার প্রারম্ভেই অদূরদর্শী কুচক্রী লোকের প্ররোচনায় মজহাবী আলোচনা আরম্ভ করেন। মজহাব প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি যে সমস্ত অবান্তর কথার অবতারণা করেন, তাহা শুনিয়া আমরা তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি বুঝিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। চারিমজহাব কোরাণ শরিফ ও পবিত্র হাদিস হইতে প্রমাণিত হইবে না ইহাতে নিশ্চয়, কাজেই তিনি কেয়াছের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কেয়াছ সাব্যস্ত করিতে গিয়া, তিনি অজ্ঞ নিরক্ষর সাধারণ লোকের নিকট যে সকল কথা বলিয়াছেন ও সরলবুদ্ধি নিরক্ষর জনমণ্ডলী যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাতে শরিয়তের মস্তকে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু নিদর্শন পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি,—স্ত্রী জাতির হারাম হওয়া সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণে (হোর্‌রেমাত আলায়কোম) শব্দ আছে। এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন, "আমার প্রাণের ভায়েরা!" কোরাণ শরিফে শুধু "মা" হারাম লেখা আছে; "দাদী, নানী" হারাম নাই। "কোরাণ ও হাদিসে ধান পাটের সুদ হারাম লেখে নাই"। কিন্তু তাঁহার এই অগাধ বিদ্যা-সমুদ্র মন্থন করা উপস্থিত সর্ব্বসাধারণের সামান্য জ্ঞানের সাধ্যাতীত সুতরাং তাঁহার এই প্রাণের "ভায়েরা" সোজাভাবে ইহাই বুঝিয়া লইলেন যে, খুব বিদ্যান (?) মৌলানা রুহল আমিন বলিয়াছেন নানী, দাদীকে নেকাহ করা ও ধান পাটের সুদ হালাল। এবং এখনও সাধারণ লোকের ধারণা,—নানী দাদীকে নেকাহ ও ধান পাটের সুদ হালাল।

এইরূপভাবে যখন তিনি সাধারণ লোককে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করেন, তখন উপস্থিত মোহাম্মদী মৌলবীগণ সুযোগ্য (?) সভাপতি সাহেবকে একখানি স্লীপ দ্বারা জানান যে, এই সকল ধোকা ভঞ্জন করার সময় আমাদিগকে দেওয়া হইবে কি না? বিদ্যা উচ্চ একান্ত লায়েক সভাপতি সাহেব তাহা তাঁহার পকেট শরিফে রাখিয়া দেন, কোন উত্তরই দেন না ইহাতে মোহম্মদী মৌলবীগণ বুঝিলেন আমাদিগকে সময় দেওয়া হইবেনা। তখন একজন মৌলবী সাহেব বলেন, "আমার একটী কথা আছে।" যেই এই কথা বলা আর যান কোথা? উক্ত সুযোগ্য সভাপতি সাহেব ও মৌলবী রুহল আমিন সাহেব এক সঙ্গেই বলিয়া উঠেন, "তোমাদের এখানে কথা বলিবার অধিকার নাই" তখন আর কি? বনের একটী শৃগাল ডাকিলেই যেমন বনস্থ সকল শৃগাল ডাকিয়া উঠে; তেমনই সকল হানাফী সৈয়দের দল চিৎকার করিয়া উঠেন,—"মোহাম্মদীগণের এখানে কথা বলার অধিকার নাই।" তখন অনধিকার স্থানে থাকায়, অনধিকার প্রবেশ আইনের কবলে পতিত হওয়ার ভয়ে, মোহাম্মদী আলেমগণ বলেন, মোহাম্মদীগণ। এখান হইতে চল, আমরা পৃথক সভা করিব ইহাতে মোহাম্মদিগণ সভাস্থল ত্যাগ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি সভার অধিকাংশ লোকই মোহম্মদী। সুতরাং এ সাধের সভার পরিণাম ফল বোধ হয় বুঝিতে কাহার বাকী নাই

সভার দুরবস্থা দেখিয়া মোহাম্মদিগণের শিষ্টতা সত্বেও মৌলবী রুহল আমিন তাঁহার প্রাণের "ভায়রাগণে" বেষ্টিত হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন মাননীয় পাঠকবর্গ। এখন বিবেচনা করুন, যে স্থলে ৫।৬ হাজার লোকের সমাগম, তেমন একটী সভায় মৌলবী রুহল আমিনের,—যিনি ফুরফুরী দলের একজন প্রধান পাণ্ডা তাঁহার, ২০মিনিটও বক্তৃতা দেওয়া ভাগ্যে ঘটিলনা, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

উঁহার এইরূপ আচরণে বিশেষতঃ মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের শুধু "আমার একটী কথা আছে" ইহার যে উত্তর হইল তাহাতে সত্যই আমাদের, মৌলবী জালালউদ্দিন সাহেবের আজব কাণ্ডের লিখিত, "বড় ষণ্ডা" সাহেবের বংশপরিচয়ের কথা মনে পড়িতেছে শেখ ছাদী বলিয়াছেন ঃ—

زمین شور سنبل بر نیارد — دروی تخم عمل ضایع مگردان

সভা ভঙ্গের পর, ভীরু পলায়িত যে দ্বার ন্যায় মৌলবী রুহুল আমিন ব হাদুরী লওয়ার জন্য তাঁহার অন্ধবিশ্বাসী প্রাণের "ভায়রা"-গণের মধ্যে রাত্রি ৯।১০ ঘটিকায় সময় বাহাস করা হউক বলিয়া আস্ফালন করিতে থাকেন। ইহাতে আমাদের নেতা মৌলবী সাহেব বলেন, আগামী কল্য শর্ত্তনামা লিখিত ও রেজিষ্টারী করিয়া বাহাছ করা হউক, আমরা রাজী আছি। কিন্তু তিনি রাত্রি প্রায় ১২।১টার সময় তথা হইতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন কোন লোক পরদিন তাঁহাকে রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যা করিয়া বলে যে, একজন বিখ্যাত মোহাম্মদী মৌলবী ৫০।৬০ জন লোক লইয়া রাস্তায় বসিয়া আছেন। অথচ-তিনি যে রাত্রেই যাইবেন তাহা কেহই অবগত নহেন যাহা হউক ভয়ে রাত্রে আর যাওয়া হইল না পরে ফজর পড়িয়াই পিঠটান।

স্থানীয় দুই একজন হানাফী ভ্রাতার একান্ত জেদে রাত্রে মৌলবীর দল মিলিয়া একখানি "রামকাহিনী" লিখিয়া, তাঁহার প্রাণের "ভায়রা" গণকে প্রবোধ দিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত "রামকাহিনী" পাঠ করিলে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, এবং হাস্যসম্বরণ করাও কঠিন হয়। তাঁহাদের শর্ত্তনামা নামে আবল তাবল্লের মধ্যে কিছু কিছু মাননীয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম। যথা,—"মৌলবী আববাছ আলী, মৌলবী বাবর আলী ও মৌলবী এফাজুদ্দিন সাহেব যে কথা বলেন, তাহা মোহাম্মদীগণের মানা, ফরজ ও অকাট্য দলিল, ইহা কোরাণ হাদিস হইতে প্রমাণ করিতে

প্রলাপোক্তির ন্যায়, তাহার প্রমাণের ভার কি করিয়া তাঁহারা [illegible] বলিতে পারেন, বিজ্ঞ পাঠকগণই তাহা বিবেচনা করিবেন এমত অবস্থা তাহলে কি প্রকারে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দস্তখত করিতে পারেন? এই সর্ত্তের যার উত্তরের প্রতীক্ষায় আজ রিপোর্ট বিলম্বে বাহির হইতেছে।

উক্ত সভার উদ্যোক্তা মহাত্মাগণ ও অনেক লোকের ধারণা যে, মোহাম্মদিগণই এহেন সভাটী পণ্ড করিয়া দিয়াছেন আমি ইহার বিচার ভার বিজ্ঞ পাঠকবর্গের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। প্রথমেই যখন মৌলবী রুহুল আমিন তাঁহার অবান্তর বাক্যালোচনা আরম্ভ করেন, তখনই মোহাম্মদিগণ ভদ্রভাবে স্লীপদ্বারা সভাপতি সাহেবকে জানান। সুযোগ্য সভাপতি সাহেব তাহার কোন প্রতিকার না করিয়া তাহা পকেট সরিফে রাখিয়া দেন, পরে মোহাম্মদী মৌলবী সাহেব শুধু এই কথা বলেন, "আমার একটা কথা আছে" তখন কি কোন সদুত্তর ছিল না? বা সভাপতি সাহেব কি ইহার ভালভাবে মীমাংসা করিতে পারিতেন না? তা না করিয়া সভাপতি ও মৌলবী রুহুল আমিন এক-সঙ্গে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। একটী বিরাট সভার সভাপতির কি এরূপ ব্যবহার করা উচিত হইয়াছে? ইহা ছাড়াও সভাপতি ও মৌলবী সাহেবের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তৃতা-মঞ্চের শান্তিপ্রিয় হানাফীভ্রাতৃগণের, তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া চীৎকার করা কি সঙ্গত হইয়াছে? এই গণ্ডগোলের মধ্যে শান্তিপ্রিয় মোহাম্মদিগণের চলিয়া যাওয়া কি অন্যায় হইয়াছে? বিজ্ঞ পাঠকগণ ইহার বিচার করিবেন।

মোহাম্মদীগণের প্রদত্ত শর্ত্তনামা।

১। হানাফী, মালেকী, শাফী ও হাম্বেলী চারিটী মজহাব সত্য, ঠিক ও মানা ফরজ ইহা কোরাণ শরিফ ও পবিত্র হাদিস হইতে প্রমাণ করিতে হইবে।

২। চারিজন নিরপেক্ষ শিক্ষিত জ্ঞানী লোককে বিচারক মান্য করিতে হইবে।

৩ দুই পক্ষের শুধু এক এক জন আলেমকে কথা বলার জন্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৪ নির্দ্ধারিত আলেম ব্যতীত অন্য কেহ বিশেষতঃ সাধারণ লোকে কেহই কথা বলিতে পারিবে না।

৫। নিজ নিজ বাহাসের ব্যয় নিজেরাই বহন করিবে।

৬ শান্তিরক্ষার জন্য উভয় পক্ষ একত্র হইয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া পুলিস মোতায়েন লইতে হইবে

৭। যে বিষয়ের দলিলের আবশ্যক হইবে তখনই কেতাব খুলিয়া তাহা দেখাইতে হইবে।

৮। নির্দ্ধারিত দিনে যে পক্ষ অনুপস্থিত হইবেন সেই পক্ষকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

৯ বাহাছের দিন ও স্থান উভয় পক্ষকে একমত হইয়া স্থির করিতে হইবে।

১০। বাহাসে যদি হানাফীগণ পরাজিত হয় তবে আলেমগণকে তাবেদারসহ মোহাম্মদী হইতে হইবে। এবং উভয় পক্ষের বাহাসের যাবতীয় খরচ বহন করিতে হইবে। (এবং অপর পক্ষকে সেরূপ করিতে হইবে)

১১। কোন পক্ষের আলেম কথা বলিবার সময় তাহার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য পক্ষের কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। অর্থাৎ এক একটী বিষয় একে একে মীমাংসা করা হইবে।

১২। যদি কোন পক্ষ পরাজিত হইয়া খরচের টাকা দিতে অসম্মত হয় তবে আদালত অবলম্বনে আদায় করা হইবে।

১৩ অত্র সর্ত্তনামা উভয় দলের নেতাগণ একত্রে স্থানীয় রেজিষ্টারী অফিসে উপস্থিত হইয়া দুইখানা দলিল রেজিষ্টারী করিয়া এক একখানা উভয় পক্ষকে আদান প্রদান করিবেন

"রিপোর্টার।
আহলে হাদিস।"

ছোলতান এবনে ছউদ ও ইংরেজদের মধ্যে সন্ধির আলোচনা।

জেদ্দা হইতে আগত সংবাদ-অনুযায়ী সন্ধির যে সকল শর্ত্ত লইয়া ছোলতান এবনে ছউদ ও ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার গেলবার্ট ক্লেটন সাহেবের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১। ইংলণ্ড এবং নজ্‌দ ও হেজাজ রাজত্বের মধ্যে এমতাবস্থায় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে যে, আরবী জাতীয়তা ও নেতৃত্ব বজায় থাকে এবং দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ ও নজদী সন্ধির ৫ম দফা আর এ সময় বলবৎ থাকিবে না (অর্থাৎ তাহা রহিত হইবে) সেই ৫ম দফার মর্ম্ম এই ছিল যে, আরব দ্বীপের মধ্যভাগের উপর বৃটিশের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে (মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমানে আরবে আর বৃটিশ প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে না)

২। যেহেতু হেজাজ রেলওয়ে এসলামের অকফ সম্পত্তি এবং যে সলেম জগতের প্রদত্ত চাঁদায় নির্ম্মিত, ইহার আমদানি পবিত্র স্থানসমূহের জন্য ব্যয়িত হওয়াই উদ্দেশ্য, এ জন্য এবনে ছউদ এই রেললাইনের কর্ত্তৃত্বভার কেবল মাত্র হেজাজ গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত হইবার জন্য দাবী করেন।

৩। হজ্জ বিষয়ের মীমাংসা এবং বৈদেশিকগণ এস্থলে যে সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন সে সমুহের রহিত করণ।

৪ জাতি-সংঘের কনফারেন্স যে সকল রাজ্যে সমরোপকরণ ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ গণ্য করিয়াছেন, হেজাজ ও নজদকে সেই সকল রাজ্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে নজদ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য-

ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, এই আইনের সহিত তাঁহার গবর্ণমেণ্টের কোন স্থানে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই।

৫ নজদ ও সরকার আন্দোলনের মধ্যে বন্দর ও নিকট সম্বন্ধের চেষ্টা।

নজদীয়গণের বাসনা এই যে সরকার উপকূলে তাঁহাদের বাণিজ্য অধিকার থাকে এবং অতিশীঘ্র আকাবার মীমাংসা শেষ করিয়া ঐ স্থানকে হেজাজের অন্তর্গত করা হয়। ফাত্হুল আরব

বৃটেন ও হেজাজ-সন্ধির পূর্ণতা।

(বৃটিশ হেজাজের উপর নজদের বাদশাহ মানিয়া লইয়াছেন)

কায়রো হইতে খবর যে, (ডাক্তারের বিশেষ সংবাদদাতার বর্ণনা), — আমি জানিতে পারিয়াছি যে, জেদ্দায় সার গেলবার্ট ক্লেটনের কথাবার্ত্তা সফলতা লাভ করিয়াছে, বৃটেন ও হেজাজ সন্ধি সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহার সকল শর্ত্ত অতি উত্তমরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি রবিবারে জেদ্দা হইতে রওনা হওয়ার পর লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া রিপোর্ট পেশ না করেন, ততদিন এই সন্ধির বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করা যাইতে পারে না। বৃটেন হেজাজের উপর এখনে ছউদের বাদশাহ মানিয়া লইয়াছেন যখন তিনি নজদের আমির ছিলেন সেইকালে তাঁহার সহিত সাময়িকভাবে যে সন্ধি হইয়াছিল, বর্ত্তমান সন্ধি তাহা মনসুখ (রহিত) করিল।

এ বৎসরের হজ্জ।

পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, সুবাএ সরহদ স্থানের হাজিগণ করাচী পৌছিয়াছেন। বিভিন্ন সুবার হাজীগণের মুখে এ বৎসর হজ্জের কৈফিয়ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

এ বৎসরের হজ্জ একান্ত বিরাটভাবেই ছিল। বহুকাল পরে এ সুযোগ আসিয়াছে যে, হজ্জের তারিখে সওয়া তিনলক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। গত বৎসর নজদ গবর্ণমেন্টের এন্তেজামে কিছু কিছু ত্রুটী ছিল। এ বৎসর স্থোলতান এবনে সউদের ন্যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মকুশল ব্যক্তির চেষ্টায় সে সকল ত্রুটী বিদূরিত হইয়াছে। তিনি সুবন্দোবস্তের এমন পরিচয় দিয়াছেন যে, সভ্য জগতেও তাহার তুলনা নাই। এ বৎসর নজদীয়গণ ও নিজেদের সওয়ারীর উষ্ট্র-চালনায় অত্যন্ত ধীরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সকল পথে এমন সুবন্দোবস্ত ছিল যে, যদি কোন স্ত্রীলোক একা সফর করিত ত তাহার তরফে আঁখি তুলিয়া দেখিবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

মটর লরিও যথেষ্ট সংখ্যক ছিল। জেদ্দা হইতে মক্কা গোয়াজমা, মটর ভাড়া ১৫ পনের গিনি, উট ভাড়া ৮০, ৯০ টাকা ছিল। পানীয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মিনা ও আরাফার মধ্যে পানীর অল্পতা, গরমের আতিশয্য ও লু, অত্যধিক জনতা ও পাহাড়ের কাঁকর প্রভৃতি কারণে হাজার জীবন নষ্ট হইয়াছে, ইন্নালিল্লাহে। বাস্তবিক ইহা একটী অত্যন্ত বেদনাজনক ঘটনা। জান্নাতোল মোয়াল্লা নামক কবরস্থানে যাইবার অনুমতি ছিল, কিন্তু তথায় বেশী বিলম্ব করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হইত না। আর যে সকল অতিভক্তের দল ঐ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা, কঙ্কর তুলিয়া লইত, স্থোলতানের সিপাহী তাহাদিগকে নিষেধ করিতেন। ফাতেহা পাঠের অনুমতি ছিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দোওয়া পাঠ করিবার জন্য বেশী জোর দেওয়া হইত। কবরের বেড়াজাল চুম্বন করিতে কঠোরতার সহিত নিষেধ করা হইত। যাবতীয় বোক্কার ভগ্ন স্তূপ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদিও কোন কোনটী এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় আছে।

হাজীদের মুখে সাধারণতঃ এই শুনা যায় যে, এবারে ওহাবী এ বৎসর বলপূর্বক জুমার দিনের স্থানে বৃহস্পতিবার দিন হজ করাইয়াছেন। কিন্তু গণ্যমান্য ও বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা জানা গেল যে, মিসর ও সুদানের লোকদের স্বচক্ষে দেখা সাক্ষ্য এবং হজ্জের নবচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানের খবরের উপর ভিত্তি করিয়াই হজ্জের তারিখ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সম্রাট স্বয়ং হজ্জের খোৎবা পাঠ করিয়াছিলেন। কোন কোন হাজী পানীয় কষ্টের অভিযোগ করেন, বলেন যে এক টিন পানী প্রায় চার আনা মূল্যে বিক্রয় হইত তথাপি গত সালের হাজীদের এই জলকষ্টের যতটা অভিযোগ ছিল ততটা এ বৎসর নাই। হাজীগণ সাধারণভাবে নজদীয় গবর্ণমেন্টের সুবন্দোবস্তের কথা স্বীকার করেন। ইহারা বলেন যে গত বৎসর হেজাজ বিশ্বমোসলেম কনফারেন্স এবং কোন কোন দেশের মুসলমান সংবাদপত্র সমূহে নজদীয় গবর্ণমেন্টের দোষ ত্রুটী সমূহের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার ফলে এ বৎসর সুলতানী গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক বিভাগে যথোপযুক্ত সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তথাপি মক্কা ও আরফায় আকস্মিক ঘটনা বড়ই দুঃখজনক।

হাফেজ নিয়াজ মোহাম্মদ,

করাচী

বাগদাদের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখিতেছে,— এ বৎসরের হজ্জের মউসুম এই সুসংবাদ দিতেছে যে, মহাযুদ্ধের পূর্বে অতীতে ইহার যে অবস্থা ছিল বর্তমান হজ্জ সেইরূপই হইবে। সুলতান আবদুল আজীজ হজ্জের সময় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার যে সুন্দর বিধান করিয়াছিলেন, তাহা সফলতালাভ করিয়াছে। যেহেতু সংখ্যাতীত মোটরযান সকল বন্দর জেদ্দা হইতে হজ্জযাত্রী বহন করিয়াছে, এখন ঐ সকল হজ্জযাত্রীর ক্লেশ ও চাঞ্চল্য পূর্বের অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প হইয়াছে। এখন যে মোটরযানের পথসমূহ বাগদাদ, দামেস্ক ও বয়রুতকে মিলিত করিয়াছে। এই মোটর যানের দ্বারা ঐ সকল স্থান হেজাজের সমধিক নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। এই মোটরযান-সমূহ হজ্জযাত্রীগণকে লইয়া মক্কা যাতায়াত করিতেছে। এবনে সউদের ক্ষমতা প্রভাবেই ইহা সংঘটিত হইয়াছে।

পথে হাজীগণের নিরাপত্তার অতি উৎকৃষ্ট সম্ভাবনা হইয়াছে। কোন রাষ্ট্র যাত্রিগণকে হজ্জের সফরে বাধা দেয় নাই। আজ পর্যন্ত মিশরের সহিত

হেজাজের কোন বিরোধ বাধে নাই, মিসরীয়গণ নিজেদের খাশিতে হজ্জ ছফরে গমন করিয়াছেন। এবনে ছউদ ও ইরানের মধ্যে বর্ত্তমানে বিরোধ ঘটিলেও ইরান গবর্ণমেণ্ট হজ্জযাত্রার জন্য প্রদত্ত অনুমতি নাকেচ করিবার পূর্ব্বেই বহু সহস্র ইরানী বাগদাদের পথে হজ্জযাত্রা করিয়াছেন —ওম্মোল কোরা।

হেজাজে নিরুদ্বিগ্নতা।

মিসর ও এসকান্দরিয়ার সংবাদপত্রিকা সমূহ প্রচার করিয়াছে যে, মিসরীয় হাজীগণ, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন সেই সমূহের মর্ম্ম হইতে জানা যায় যে, হেজাজে শান্তি, স্বাস্থ্য, আরাম ও নিরাপদতার অবস্থা যার পর নাই উত্তম। তথায় শান্তির হানিজনক এবং আল্লার বয়তোল-হরমশরীফের বিঘ্নজনক কোন ঘটনা ঘটে নাই। স্বাস্থ্য বিভাগের ঘোষণায় মিসরীয় হাজীগণের সুস্থ স্বাস্থ্যের কথা ঘোষিত হইয়াছে, এমন কোন ভীষণ ব্যাধি সংক্রমিত হয় নাই, যাহাতে করন্তিনাতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ওম্মোল কোরা।

হেজাজে অতি উত্তম যুগ আসিয়াছে। তথায় প্রত্যেক বস্তু অভূতপূর্ব্ব নূতন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকল লোকই এই নূতন বস্তুর আশানুরাগে রঞ্জিত হইয়াছেন।

১। ইতিপূর্ব্বে লোক মটর গাড়ি চড়িয়া মক্কা হইতে মদিনা যাত্রা করেন নাই। আজিকার দিন মটর বাস সমূহ জেদ্দা হইতে হজ্জযাত্রিগণকে বহন করিয়া নিরাপদে শান্তিতে ১৬ ঘণ্টায় মদিনা পৌঁছিতেছে।

যাঁহারা দরিদ্রতা ও টাকা পয়সার অভাব বশতঃ পায়ে হাঁটিয়া মদিনা জেয়ারতে যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট হইতে ছোলতানের অর্থবিভাগ একটী প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ করেন। আমি অর্থবিভাগে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়িয়া দেখিলাম যে, জেয়ারতযাত্রী দরিদ্রতা নিবন্ধন পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছেন; পথে হিংস্র জন্তু দ্বারা অথবা এই প্রকারে কোন বিপদে বিপন্ন হন ত সে জন্য ছোলতানের গবর্ণমেণ্ট কোন দায়ী হইবেন না। মর্ম্ম এই যে, হিংস্র জন্তু ব্যতীত অন্য কিছুর ভয় নাই, কোন লোকে যদি তাহার কোন অনিষ্ট করে তবে এই ভীষণ প্রান্তর মাঝে গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার দিতেছেন। আল্হামদো লিল্লাহে—ইহা আল্লারই অনুগ্রহ। মায়াবিয়াহ (রাঃ) পিতা আবু ছুফিয়ান সম্বন্ধে আওতাকে বলিতেন, অন্য কাহারও গৃহে না গিয়া

আমারই গৃহে আসিয়াছ, সকলকে ছাড়িয়া তোমাকেই প্রতিবেশিত্বে গ্রহণ করিয়াছি, তুমি কাহারও প্রতি অপরাধ করিলে তাহার জন্য দায়ী তুমি, তোমাকে কেহ অসন্তোষজনক কার্য্যে লিপ্ত করে ও আমি যে তোমার একজন সামান্য বালককে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার উপর হুকুম করে, আমি তাহার প্রতিকার করিব।" বহুকাল যাবৎ মুন্সিফদের এই কথা আমার মনে জাগিয়াছিল, এখন হেজাজ এবং আরব প্রদেশে বাস্তবিক তাহাই দেখিলাম।

وان من نزل بسلطنة عبدالعزيز فهو امن من كل عدو وحرمت او جد له
عليه ذلك شيء ام اره الاعصار من قبل ولم تحدث بها وكان من قبل

এবং সোলতান আবদুল আজিজের শাসনে যে আসিয়া নামিবে, সে প্রত্যেকের কুৎসা, অত্যাচার, উৎপীড়ন হইতে নিরাপদ হইবে। ইতিপূর্ব্বে হেজাজ এরূপ দেখে নাই, ইতিপূর্ব্বে কোন পথিকদল এইরূপ রক্ষা পায় নাই।

৩ পশ্চিম প্রদেশ হইতে এবরাহিম বেগে মোহাম্মদ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিয়া হাফিয়া নামক ষ্টেশনে নামেন। এইখানে তাঁহার মাল আসবাব ও টাকা পয়সা সব লোকে লইয়া চম্পট দেয়। এই অভিযোগ পাইয়া শাসনের একদল সিপাহী অনুসন্ধানে বাহির হন। বহু অনুসন্ধানে কিছু করিতে না পারিয়া পথের একস্থানে রাত্রি যাপন করেন, প্রভাতে জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের মাথার পার্শ্বে মাল আসবাব টাকা পয়সা সবই প্রাপ্ত হইলেন। যাহার মাল সব তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই কার্য্য করিয়াছে তাহাদের ধরিবার জন্য তদন্ত চলিতেছে। হেজাজের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে ছলফ-ছালেহিনের সময় ব্যতীত ইহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এ বৎসর হেজ যে বহু বিষয়ের পূর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পথের সুবিধা বিষয়ে, শৃঙ্খলার কোন বিষয়ে কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিও দেখা গেল, আগামী বৎসর ত্রুটী থাকিবেনা। অতীতের হজ্জ ও বর্ত্তমান হজ্জ যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এতদুভয়ের ব্যবস্থাদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য পাইবেন। এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম মোটরগাড়ী পীড়িত লোককে বহন করিয়া আরাফায় লইয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর হেজাজরাজ যাহা করিবার সাহস করিয়াছেন, এখন তাড়াতাড়ি তাহা বলিয়া ফেলিতে ভালবাসি না। কথার পূর্ব্বে কাজ হওয়াই ভাল। প্রত্যেক হাজী যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন সকল কথা আত্মীয় স্বজনকে বলিবেন। প্রার্থনা,—আল্লা আমাদিগকে অধিক অনুগৃহীত এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ প্রদান করুন। —ওম্মোল কোর।

আউটলুক সম্পাদকের লিখিত বর্ণনাপত্র।

ইংরাজী দৈনিক মোসলেম আউটলুক পত্রিকার এডিটর ছৈয়দ দেলাওর আলী শাহ বোখারী সাহেব পাঞ্জাব হাইকোর্টে যে লিখিত বর্ণনাপত্র পেস করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কোর্‌-আন্‌ ১০ম ছুরা, ২৪ আয়াত,—

"যদি তোমরা আপনাদের পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে অথবা ধন সম্পদকে এবং যাহা নষ্ট হইলে তোমাদের প্রাণে আঘাত হয় সেই ব্যবসাবাণিজ্যকে এবং তোমাদের আরাম ও আনন্দের বাসগৃহ সকলকে আল্লাহ ও রছুল অপেক্ষা সমধিক প্রিয় মনে কর, তবে আল্লার আদেশের অপেক্ষা কর, তিনি অত্যাচারী লোককে হেদায়েত করেন না।'

বোখারী সরিফ;—

"যতদিন না আমাকে আপন পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন ও যাবতীয় লোক অপেক্ষা সমধিক প্রিয় মনে করে, ততদিন তোমাদের কেহ প্রকৃত মুমেন হইতে পারে না।

আমাকে এই আদালত হইতে ২৭ সালের ১৬ই জুন তারিখের প্রচারিত এত্তেলানামা দ্বারা আদেশ করা হইয়াছে যে, আমি যেন আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ প্রদর্শন করি যে, সেই প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে কেন আমার প্রতি আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে না এবং আমাকে জেলে প্রেরণ করা হইবে না—যে প্রবন্ধ 'এস্তেফা দাও" এই হেডিং দিয়া দৈনিক মোছলেম আউটলুক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে—সেই যে পত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্ব আমারই উপর এবং যাহাতে জষ্টিস দলিপ সিংহের সেই রায়ের উল্লেখ আছে যাহা "রঙ্গিলা রছুল" পুস্তকের মকদ্দমায় তাঁহার আদালত হইতে বাহির হইয়াছে। দর্শন করা হইয়াছে যে, "এই প্রবন্ধে মিষ্টার দলিপ সিংহের বিচারপ্রিয়তা, অপক্ষপাতিত্ব, ন্যায়বিচারপরায়ণতা ও বিচারবুদ্ধির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে এবং ইহাতে আদালত ও তাঁহার বিচারের অবমাননা হইয়াছে"। যে সকল অবস্থার মধ্যে এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা—বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের জন্য উল্লিখিত এত্তেলানামার উত্তরে নিম্নলিখিত বর্ণনা পেস করিতেছি।

"কিছুদিন হইল রাজপাল নামে এক ব্যক্তি "রঙ্গিলা রছুল" নামে এক পুস্তক লিখে। গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয় এবং রাজপালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩, ক ধারানুযায়ী অপরাধী গণ্য করা হয়। রাজপাল নিম্ন আদালত ও সেসনের মীমাংসার বিরুদ্ধে পাঞ্জাব হাইকোর্টে আপীল করে। ৪ঠা মে, ২৭ সনে মিষ্টার জাষ্টিস্ দলিপ সিংহের আদালতে ইহা শুনানীর জন্য পেশ হয়। অনারেবল জজ (দলিপ সিংহ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই পুস্তকটী এসলামের পায়গম্বর সাহেবের চরিত্রের বিষয় শত্রুতাপূর্ণ ও অবমাননাজনক বিদ্রূপ। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনারেবল জজ এই রায় স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ বিদ্রূপ প্রচার ১৫৩ ক ধারার আমলে আইসে না। এবং এই ভিত্তির উপর তিনি এই পুস্তকের প্রচারক রাজপালকে মুক্তি দিয়াছেন। এ সময় এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন আমার নাই। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অনারেবল জজ স্বয়ং অন্ততঃ এতটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পুস্তক এসলামের পায়গম্বরের জীবনীর শত্রুতামিশ্রিত ও অবমাননাজনক বিদ্রূপাত্মক হইয়াছে। পায়গম্বর অপেক্ষা প্রিয়তম কোন পদার্থ মুসলমানের নিকট নাই। যে কোন প্রকারের হউক না কেন মুসলমান আপনার প্রিয়তম পায়গম্বর বা তাঁহার জীবনীর উপর কোন প্রকারের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। হজরতের প্রতি মুসলমানের এই যে মনোভাব, ইহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। এই ভাব যে কত গভীর, এবং ইহা মুসলমানের অন্তঃকরণে যে কতদূর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে, কোন অমুসলমান তাহার যথাযোগ্য অনুমান করিতে পারেনা। এই কারণেই "রঙ্গিলা রছুলে"র প্রচারে প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণে এক শঙ্কা ও নিরাশা ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পুস্তকের প্রচারে মুসলমানদের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনার স্রোত ছুটিয়াছিল, তাহা তাহারা সংবরণ করিয়াছিল এবং অন্তরকে এই আশ্বাস দিয়াছিল যে, এই পুস্তকের প্রচারককে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া

উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু জষ্টিস দলিপ সিংহের এই রায়-ফয়সালা মুসলমানদের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং এই বিশাল ও বিস্তৃত দেশের অধিবাসী কোটী কোটী মুসলমানের ধর্মভাব ও মনোভাবের উপর ভীষণ আঘাত করিয়াছে। বাস্তবতঃ এই ফয়সালার ভিত্তি এই ধারণার উপরই হইয়াছে যে, এ দেশে যে কোন ধর্মপ্রবর্ত্তকের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে কঠোরতম অবমাননাজনক আক্রমণ করা যাইতে পারে। কেননা দেশের বর্ত্তমান আইনে এমন কোন ধারা নাই,—এই অপরাধ যাহার আমলে আইসে।

সঙ্গে সঙ্গে এই রায় ফয়সালা পড়িয়া একথা ধারণার অতীত বলিয়া মনে হয় যে, যে দেশের গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে আপন প্রজাগণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মবিষয়ক মনোভাবের হেফাজত করিবার দাবী করেন, সেই দেশে এই বিংশ শতাব্দীর (সভ্য) যুগে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়া যায়

আমি আইন জানিনা, কিন্তু দণ্ডবিধির ১৫৩, ক ধারার শব্দগুলি বুঝিবার জন্য আইনের কোন বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। "রঙ্গিলা রছুলের" লেখকের উদ্দেশ্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না যে, মহামান্য মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে নিতান্ত অবমাননাজনক শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া মুসলমানদের মনোভাবে আঘাত করে আরও মহামান্য সম্রাটের প্রজাবৃন্দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং "রঙ্গিলা রছুলের" ন্যায় পুস্তকের উপর নিঃসন্দেহ ১৫৩, ক ধারা আইসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ মিষ্টার জষ্টিস্ মোখালের নিম্নলিখিত রায় ও আমার রায়ের পোষকতা করে। এইরূপ একটী পুস্তক "বিচিত্র জীবনের গ্রন্থকার কালিচরণের মকদ্দমায় এই রায় তাঁহার আদালত (এলাহাবাদ হাইকোর্ট) হইতে বাহির হইয়াছে।

(জষ্টিস দোলালের রায়) ,—

"ছাএলের (প্রতিবাদীর) উকীল সাহেব (পাঞ্জাব) হাইকোর্টের এক অনারেবল জজের (মিষ্টার দলিপ সিংহের) রায় ফয়সালার নকল পেস করিয়াছেন, এইরূপ একটী পুস্তক "রঙ্গিলা রছুলের" বিষয়ে তাঁহার আদালত হইতে এই রায় বাহির হইয়াছে আমার অন্তরে পঞ্জাব হাই-কোর্টের বিজ্ঞ জজের সম্মান বর্তমান থাক সত্ত্বেও "যে পুস্তকে মুসলমানদের মনোভাবে ও ধর্মভাবে আঘাত পৌঁছিতে পারে, তাহাতে মহামান্য সম্রাটের প্রজাগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ-সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই"—তাঁহার এই যে ধারণা ; ইহার সহিত আমি একমত নহি

"আমি স্বয়ং এই মামলাকে একজন জজের দৃষ্টিতে নহে, বরং ভারতের একজন মামুলি (সাধারণ) নাগরিকের দৃষ্টিতে দেখিতেছি ; আমি এই পুস্তকের উপর এই দিক দিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছি যে, যদি আমি মুসলমান হইতাম, এবং আমার অন্তঃকরণে এসলামের পায়গম্বরের সেই সম্মান থাকিত,—যাহা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তঃকরণে আছে, তবে যে ব্যক্তি হিন্দু প্রোপাগেণ্ডায় প্রভাবিত হইয়া এসলামের পায়গম্বর (দঃ) কে উপহাসের নিশানা বানাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমার অন্তঃকরণে কি প্রকারের মনোভাব ঢেউ খেলিত। এমতাবস্থায় আমার হৃদয়ে কেবল ঐ পুস্তকের গ্রন্থকারের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জন্মিত না, বরং সেই দলের সকলের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিত, যাহার সহিত ঐ গ্রন্থকারের সম্বন্ধ আছে এবং যাহারা গ্রন্থকারকে এইরূপ গ্রন্থপ্রণয়নে উৎসাহিত করিয়াছে। এ নিমিত্ত আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, যে পুস্তক আমার সম্মুখে পেস করা হইয়াছে (এবং যাহার বিস্তারিত বিবরণ আমি এ জন্য রায় ফয়সালায় লিখিতেছিনা যে, ইহাতে সেই ধারণার প্রচারের আরও সুযোগ হইবে,—যাহা ঐ পুস্তকে প্রকাশ করা হইয়াছে) ইহা দ্বারা নিশ্চয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়িবে।"

বাড়িবে।"

ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আমার ধারণা এই ছিল এবং এখনও আছে যে, মিষ্টার দলিপ সিংহের রায়, ইহার আপাদমস্তক সমস্তই ভুল এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩, ক ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই রায় ফয়সালার ফলে "রঙ্গিলা রসুলের" ন্যায় পুস্তক সমূহের লেখকগণ উৎসাহ পাইবেন যে, তাহাদিগকে কোন শাস্তির অধীনে গণ্য করা যাইতে পারে না। এবং এই ধারণাই এই প্রকারের আরও কতিপয় পুস্তক প্রচারের হেতু হইয়াছে। ইহারই এক নিতান্ত হৃদয়-বিদারক ফল এই যে "প্রতাপ" পত্রিকা ১৭ই জুন একটা নোটে এসলামের পয়গম্বরকে "রঙ্গিলা রসুল" বলিয়া আক্রমণ করিয়াছে।

এই রায় ফয়সালার ফলে কোটী কোটী ভারতবাসী যাঁহাকে যারপর নাই সম্মানের চক্ষে দেখেন, এইরূপ মৃত মহাত্মাগণের অবমাননাজনক পুস্তকের প্রচারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, এ হেতু এই রায় ফয়সালা শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে এবং ইহা, ইহার নিতান্ত অশুভফল। এ তথ্য আমার এ কথা বলা কিছুতেই অন্যায় নহে যে, প্রত্যেক উচ্চ আদালতের জজের নিকট যাহার প্রত্যাশা করা যায়, অনারেবল জজ সেই দায়িত্ববোধহীনতার প্রমাণ দিয়াছেন।

যিনি হাইকোর্টের উচ্চপদের কর্ত্তব্য পালনে মিষ্টার জষ্টিস দলিপ সিংহের তুলনায় অনেক অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, এলাহাবাদ হাই কোর্টের সেই জজ মিষ্টার দোলাল এ মামলায় মিষ্টার জষ্টিস দলিপ সিংহের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভিত্তির উপর আমার বলিবার অধিকার আছে যে, মিষ্টার জষ্টিস দলিপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। অতঃপর এই ফয়সালা যদি আইন-বিরুদ্ধ হয় অথবা পরিণাম ফলের হিসাবে অনভিজ্ঞতার কার্য্য হয় এবং দায়িত্ববোধ ও অভিজ্ঞতাহীনতার পরিচায়ক হয় তবে আমার বলিবার অধিকার আছে যে, অনারেবল জজ কেবল যোগ্যতার পরিচয় দেন

নাই যাহ কে সকল স ংবাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, অনা-রেবল জজ দলিপ সিংহ এই জজদের কর্তব্যপালনের যোগ্যতা রাখেন যদি আইনের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া অনারেবল জজ অতি সামান্য ব্যক্তির জন্য বড় বড় পয়গম্বর ধর্মপ্রবর্তক হযরত এবরাহিম, হযরত মুছা, হজরত ঈছ (আঃ) প্রভৃতির উপর আক্রমণ করিবার পথ খুলিয়া দেন এবং প্রত্যেককে এই উৎসাহ দেন যে সাজা পাইবার ভয় না রাখিয়া এইরূপ মহাজনগণের উপর লজ্জাজনক আক্রমণ করিবে তাহা হইলে যেন অনারেবল জজ দেশে একান্ত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিবেন। ইহাতে নিশ্চয়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে এবং স্বয়ং আদালত এক বিপদে বিপন্ন হইবে এই জন্য অনারেবল জজের ফরজ হইতেছে যে, তিনি হাইকোর্টের জজের পদে এস্তেফা দেন।

আমি উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যে, অনারেবল জজ জষ্টিস মিষ্টার দলিপ সিংহ কি প্রকারের অবস্থায় "রঙ্গিলা রছুল" পুস্তকের ফয়সালা করিয়াছেন। এবং ইহাতে মুসলমান অধিবাসীর মনোভাবের উপর কিরূপ প্রভাব হইয়াছে। আদালত বিশ্বাস করুন যে, এই সকল কথা কেবল আমার নহে বরং সমগ্র মুসলমানেরও এই কথা।

আদালতের প্রত্যেক জজ সরকারী (সাধারণের) কর্মচারী। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর ন্যায় জজের কার্য্যেরও সমালোচনা হইতে পারে। যতক্ষণ বিশেষভাবে ভুল বর্ণনা করা না হয়, সত্য গোপন করা না হয় ততক্ষণ এইরূপ সমালোচনা ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বলা যায় না

আদালতের ন্যায় পত্রিকাসম্পাদনেও গুরুতর এবং পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। আদালতকেও যেমন কোন কোন সময় অপ্রীতি-কর কর্ত্তব্যপালন না করিয়া উপায় নাই পত্রিকাকেও সেইরূপ এমন কর্ত্তব্যপালনের পাল্লায় পড়িতে হয় যে, তাহা এক প্রকার কষ্টপ্রদই

হইয়া থাকে। কিন্তু দায়িত্বের প্রেরণা এই যে নির্ভয়ে ও সাহসের সহিত এইরূপ কর্ত্তব্যপালন করিবে

সভ্য জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সরকারী কর্ম্মচারীর সেই কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার আছে সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে তাহা দ্বারা যে কার্য্য হইয়াছে দেশশাসনের হানিজনক না হইলে এরূপ সমালোচনাকে কোন অন্যায় বাধ্য বাধকতার মধ্যে নিপতিত করা যাইতে পারে না। আমি মিষ্টার জষ্টিস দলিপ সিংহের রায় ফয়সালার সঙ্গত সমালোচনা করিয়াছি এতদ্ব্যতীত তাঁহার উপর কোন আক্রমণ করা হয় নাই

পরিশেষে আমি এই দেশের যাবতীয় মুসলমানের সমবেত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিয়া আদালতের কর্ণগোচর করিতেছি যে, একথা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ যে, এই আদালত ত আদালতের মানহানির অপরাধে যাহাকে ইচ্ছা দণ্ড দেন, আর এই আদালতের কোন কোন প্রধান অঙ্গ যাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আদেশ হওয়া নিজের জন্য গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করেন, সেই মহাপুরুষের উপর শত্রুতাময় আক্রমণ করা হয় ত তাহা অবরোধ করিবার জন্য এই আদালতের তূণীর (তিরদান) শরশূন্য বলিয়া গণ্য হয়

মোছলেম আউটলুকের প্রিণ্টার ও প্রচারক মৌলবী নুরুল হক সাহেবের বর্ণনা।

মোছলেম আউটলুক-এডিটর আদালতে যে বর্ণনা পেস করিয়াছেন, আমার বর্ণনাও তাহাই এবং আমি উহার উপর আর কিছু বেশী বলিতে চাই না।

জমীদার ২৩শে জুন, ১৯২৭।

২। এই সভা মোছলেম আউটলুকের এডিটর, প্রিণ্টার ও প্রকাশকের দণ্ডপ্রাপ্তির বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহাদের এই ধারণার পোষকতা করিতেছে যে, জষ্টিস দোলাল ১৫৩, ক ধারার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা ঐ আইন রচনার উদ্দেশ্যের অনুযায়ী এবং উহা জষ্টিস কুমার দলিপ সিংহের বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুযায়ী নহে। মোছলেম আউটলুকের কর্ত্তৃপক্ষ রছুলের সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন উহা সত্যের অনুকূল ছিল। এই সভার মতে গবর্ণমেণ্টের ফরজ এই যে, মোছলেম আউটলুকের এডিটর প্রিণ্টার ও প্রকাশককে শীঘ্র মুক্তিদান করেন।

৩। জষ্টিস দোলালের ফয়সালা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে যে, পয়গম্বর ও ধর্ম্ম সমূহের নেতৃবৃন্দের অবমাননা নিশ্চয়ই মহামান্য সম্রাটের প্রজাবৃন্দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইবার নামান্তর এবং ১৫৩, ক ধারার অধীনে দণ্ড পাইবার যোগ্য। সাধারণ জনমত এবং গবর্ণমেণ্টও আজ পর্য্যন্ত ইহাই বুঝিয়াছে। জষ্টিস দলিপ সিংহের ফয়সালা এই মর্ম্মের বিপরীত হইবার কারণে এবং যেহেতু ইহা প্রজাবৃন্দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির এবং দেশের শান্তি বিনষ্ট হইবার হেতু হইয়াছে, এ জন্য জষ্টিস কুমার দলিপ সিংহের উপর হইতে সাধারণের বিশ্বাস উঠিয়া গিয়াছে, জমিয়তের এই সভা, ভারতসচিবের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, জষ্টিস কুমার দলিপ সিংকে হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে পৃথক করা হউক।

৪। ভারত জমিয়তে ওলামার কার্য্যকরী সমিতির এই সভা, মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক দলের নিকট এই প্রত্যাশা রাখে যে, তাহারা যেন রছুলের সম্মান রক্ষা এবং এইরূপ এসলামের সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে একতাবদ্ধ, একপ্রাণ হইয়া চেষ্টা করেন এবং আপোসে পরস্পরের ভিতরকার মতভেদ সমূহকে এরূপস্থলে কার্য্যে প্রকাশ হইতে না দেন।

য়াছে বলিয়া ৬/৭ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা বৃটিশ আইনে আছে; মহামান্য হজরতের সম্মান রক্ষায় একজন জজের রায়ের সমালোচনা ও প্রতিবাদকারীকে মুক্তি দিবার জন্য বৃটিশ আইনে কোন ফাঁক নাই। এই কথাগুলি কল্পনা করিতে গেলেও মুসলমানের হৃদয় ভীষণ ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিরাগে জ্বলিয়া উঠে; রক্ত গরম হইয়া যায়। এই জন্যই আজ পাঞ্জাব, দিল্লী, বঙ্গ, এমন কি সুদূর চীন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে; জমিয়তে ওলামা, খেলাফত কমিটি, আহলে হাদিস আঞ্জমন প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় মোছলেম-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান তারস্বরে ইহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়া দুর্মতি দুর্মুখ রাজপালকে দণ্ডিত এবং মোছলেম আউটলুকের এডিটর ও মুদ্রাকরকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

ভারতে সর্ব্ব প্রথমে আহলে হাদিসগণই এই "রঙ্গিলা রছুল" পুস্তকের প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছে। মাওলানা ছানাউল্লা অমৃতসরী ইহার প্রতিবাদে "মকদ্দছ রছুল" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বিশাল আহলে হাদিস জমাতের জনমত প্রকাশের গুরু-দায়িত্ব আহলে হাদিস পত্রিকার উপর অর্পিত। সুতরাং আমি বঙ্গীয় বিশাল আহলে হাদিস মোছলেমবৃন্দের পক্ষ হইতে,—

"ইতর অনোচিত জঘন্য ভাষায় প্রাণের হজরতের প্রতি আক্রমণ-কারী দুর্মতি দুর্মুখ রাজপালের মুক্তি এবং হজরতের সম্মান রক্ষার্থে কারাবরণকারী মোছলেম জনমত প্রকাশক এসলামের বীর সন্তান মোছ-লেম আউটলুক কর্ত্তৃপক্ষের দণ্ডপ্রাপ্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

"বজ্রনিনাদে জানাইয়া দিতেছি যে, ইতর অনোচিত জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করিয়া মহামান্য হজরতের অবমাননা করিলে সেই জাতীয় লোকের প্রতি মুসলমানের অন্তরে তথা মহামান্য সম্রাটের প্রজা-বৃন্দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরে দারুণ বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক,

মোকদ্দমা রুজু করে। গত রথযাত্রার সময় হিন্দুরা জমায়েত ও দলবদ্ধ হইয়া পাজপাড়ার মুসলমানদের বাড়ী ঘেরাও করে। ২রা জুলাই কতিপয় মুসলমান পলাইয়া এস, ডি, ওর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানগণ যথা সময় হাকিমের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পায় নাই।

ঐদিন পলাসীপাড়ার একমাত্র সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মুসলমান আমিনুদ্দীন খাঁ, দ্বাদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথে ৫০।৬০ জন হিন্দু তাঁহাকে লাঠির দ্বারা বহু আঘাত করে, মরিবার উপক্রম দেখিয়া তাঁহাকে নদীতীরে ফেলিয়া চলিয়া যায়।

৩রা জুলাই ৮।৯ টার সময় হইতে হিন্দুরা ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সড়কি বল্লম, বোমা, ৭টী বন্দুক লইয়া রীতিমত যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া নিরস্ত্র মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, দুই দলে মারামারি বাধে। এই হাঙ্গামায় ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক করিম শেখ নিহত হয়, হিন্দুদেরও একজন মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হিন্দুরা ৫।৬ শত লোক, সংখ্যায় অনেক বেশী, বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত; মুসলমান সংখ্যায় খুব কম, আবার নিরস্ত্র। এমতাবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা আর কতক্ষণ টিকিবে, বেগতিক দেখিয়া স্ত্রীপুত্র, বালকবালিকা লইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইতে পলাইতে কেহ লাঠি, কেহ সড়কির আঘাতে আহত হয়। মুসলমানগণকে গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইতে দেখিয়া হিন্দুগণ তাহাদের ঘরবাড়ী লুঠিয়া লইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়।

গ্রামের দুইটী মসজেদ ও প্রত্যেক মোছলমান বাড়ীতে আগুণ ধরাইয়া দিয়া মসজেদ সমেত সমগ্র গ্রাম একেবারে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে। মোছলমানদের ঘর বাড়ী যখন ভীষণ আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই সময় মহকুমা হাকিম, একজন

প্রেরিত পত্র।

আচ্ছালাম আলায়কুম জানিবেন বাদ আরজ এই যে, আজই ১২ ১৩ দিন হইল বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী শ্রীযুক্ত হাজী সাকিম প্রামানিক সোঁপুরা নিবাসী পীর জোনাব মৌলবী আবেছররহমান ছাহেবের হস্তে তওবা সায়েত হইয়া হানিফী হইতে আহলে হাদিস জামাতে আসিয়াছেন কারণ এ বৎসর হজ্জে গিয়া মক্কা শরিফের অবস্থাদি অবগত হইয়া আর সমস্ত মজহাবের প্রতি তাঁহার বিরাগ হইয়াছে। মর্জ্জি করিয়া ইহা লিখিয়া আপনার পত্রিকায় উঠাইয়া দিবেন অবগতির জন্য লিখিলাম, দোওয়া করিবেন আরজ ইতি—

নিঃ - মোহাঃ মফিজুদ্দীন,
প্রাণনাথপুর, রাণীনগর—রাজসাহী।

সোলতান এবনে ছউদ ও সোলতান আতরাশ।

জেরুসালেমের ২৩শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, দ্রুজ-নেতা সুলতান আত্রাশ সোলতান ইবনে সউদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সোলতান ইবনে সউদ দ্রুজ অনাথদিগের জন্য হেজাজে একটী আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

গত আগষ্ট মাসে উক্ত বিদ্রোহীনেতা ফরাসীদিগের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে পলাতক আছেন

এবারের হজ্জ।

এবারের হজ্জ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে পৃথিবীর যাবতীয় মুসলিম-দেশ হইতেই মুসলমানেরা হজ্জে গমন করিয়াছিলেন আরাফাতের ময়দানে হজ্জের দৃশ্য বড়ই মনোরম হইয়াছিল। সুলতান ইবনে ছউদকে তাঁহার বহু লোক পরিবেষ্টিত হইয়া অনাবৃত মস্তকে প্রখর রৌদ্রে মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে দেন নিয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবার হাজীর সংখ্যা অধিক ছিল। জলের ব্যবস্থা মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। জল সরবরাহ উপযুক্ত রূপেই হইয়াছিল। রৌদ্রের প্রখরতা ও অন্যান্য কারণে কয়েকজন লোকের মৃত্যু হইলেও হাজীদের মধ্যে কোনরূপ সংক্রামক রোগ দেখা দেয় নাই।

মিশর এবং হেজাজ সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় এবার মিশর হইতে পবিত্র গালিচা প্রেরিত হয় নাই। এবার যে গালিচা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ব্যয় সুলতান ইবনে সউদ স্বয়ং বহন করিয়াছেন।

—অমিনদার।

সভা সংবাদ।

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে হুগলী কংশরপুরে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। আঞ্জমনের সেক্রেটারী জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

কংশরপুর নিবাসী মৌঃ বা হাফেজ উবায়দুল্লাহ সাহেব কোরাণ পাঠ করেন।

মাওলানা আবদুল্লাহ নদভী, মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা নজরুল্লাহ, মাওলানা আব্বাছ আলী, বর্দ্ধমান নিবাসী মউলবী হাফেজ আবদুর রউফ, মৌঃ সোলতান, মুন্সী আবদুল মজিদ, হাফেজগণের ওস্তাদ জনাব হাফেজ মকসুদ আলী সাহেব প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা প্রদান ও সভার শোভাবর্দ্ধন করেন।

প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা, বৈকাল ৩টা হইতে ৬।০টা, রাত্রি ৮টা হইতে ১১।০টা পর্য্যন্ত সভা হয়। সভায় হানাফী মোহাম্মদী বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

কংশরপুরের ভ্রাতাগণ সমাগত জনবৃন্দের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তার জন্য তাঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টা প্রশংসনীয়। এই সভায় [illegible] সাহেবের সফলে বয়তোল মালের চতুর্থ অংশ কলিকাতা বঙ্গীয় আহলে হাদিস আঞ্জমনে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মিঃ, টাঁর।

রবিয়ল আউয়ল—১৩৪৬ হিজরী।

আহলে হাদিস

ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক পত্র।

সম্পাদক—মোহাম্মাদ বাবর আলী।

সূচী

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা] প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

সকল প্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১২শ ভাগ | রবিয়ল আউয়ল—১৩৪৬ ভাদ্র—১৩৩৪ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

কোর্-আন,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছুরা বাকর, ২য় পারা, –

يَسْئَلُونَكَ مَنِ الْأَهِلَّةِ — قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

وَالْحَجِّ — وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى — وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ --

"নূতন নূতন চাঁদ উদয় হওয়ার বিষয়ে (হে মোহাম্মদ সাঃ) তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে তুমি বল যে, উহা মানুষের জন্য এবং হজ্বের জন্য সময়ের নিরূপণ। পুণ্য এ নহে যে, তোমরা গৃহে তাহার পশ্চাৎ দিক্ দিয়া আইস; তবে পুণ্য তাহারই যে সদাচারী হয়, এবং গৃহে তাহার দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাহাতে তোমরা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হও"

যখন আকাশে নূতন চাঁদ উঠে, তখন প্রথমে খুব সরু, বক্ররেখা, সুতা বা ছুরিকার ন্যায় প্রকাশ পায়। তাহার পর প্রতিদিন বাড়িতে থাকে, পরে ক্রমে গোল পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়; অতঃপর কমিতে কমিতে ক্রমে অদৃশ্য হয়। ইহার কারণ সম্বন্ধে লোকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করে তখন কোরআনের এই আয়াত আইসে। মর্ম এই যে ইহা দ্বারা মানুষের জন্য সময় নিরূপণ হইয়া থাকে এবং হজ্বের সময়ও নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নূতন চাঁদ উঠিলে চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ, পরদিন দ্বিতীয় তারিখ, এইভাবে পুনর্বার নবচন্দ্রের উদয় না হওয়া পর্যান্ত এক চান্দ্রমাস, পরবর্ত্তী নূতন চাঁদ হইতে নূতন চান্দ্রমাস, এইরূপে বার চাঁদ বা বার মাসে এক বৎসর হয়। এই বার চাঁদের মধ্যে এক চাঁদকে জিলহজ্বের চাঁদ ও সেই মাসকে জিলহজ্ব বলে। এই মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঈদ, কোরবানী এবং হজ্ব হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ঋতু, এদ্দত, গর্ভ, ঋণশোধের ওয়াদা প্রভৃতি বিষয়েও লোকে পর্য্যন্ত এক চাঁদ, দুই চাঁদ করিয়া সময়ের হিসাব রাখে। এই নূতন চাঁদ দেখিয়াই রোজার আরম্ভ, পুনঃ চাঁদ দেখিয়া এই রোজা পরিত্যাগ, ঈদল ফেতরের মাস আরম্ভ হয়। এই জন্যই এই নব চন্দ্রোদয়, মানুষের জন্য এবং হজ্বের জন্য সময়ের নিরূপণের হেতু হইয়া থাকে।

এসলামের পূর্ব্বে আরব জাতির অনেকের মধ্যে এই রীতি ছিল যে,

হজ্জের নিয়ত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলে পর, পুনঃ কোন কার্য্যে গৃহে আসিবার প্রয়োজন হইত ত সম্মুখের দ্বার দিয়া ঘরে আসিত না, পশ্চাদ্দিক দিয়া চালের বা দেয়ালের উপর দিয়া তবে গৃহে প্রবেশ করিত এবং এই কার্য্যকে পুণ্য মনে করিত। আল্লাহ এই প্রথা রহিত করিয়া দ্বারদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন।

আরবের স্বাধীনতা

মিসরের "কওকবে শর্ক" নামক পত্রিকা এবনে ছউদ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মালেক এবনে ছউদ নূতন সন্ধি বলে (১) বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজধানীতে রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার অর্জন করিয়াছেন (২) ইংরেজ তাহার প্রিয় মআন ও আকবা অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন (৩) হেজাজে বিদেশী শক্তিবর্গ কোনরূপ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না (৪) অতঃপর হেজাজ রেলওয়ে হেজাজ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। (৫) এই সন্ধি পাকাপাকি হইয়া গেলে এবনে ছউদের গবর্ণমেণ্টকে লিগ অব-নেশনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।" সন্ধির পঞ্চম শর্ত্ত সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা নাই। কারণ "লিগ অব ন্যাশন" নামে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের যে সঙ্ঘ আছে তাহা আর অধিকদিন টিকিয়া থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু অন্যান্য শর্ত্তের বিন্দুবিসর্গ পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহা যে মোছলেম জগতের নিকট গ্রহণীয় হইবেনা ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

সহযোগী হানাফি।

সহযোগী হানাফী ২৩শে শ্রাবণের পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

“এবনে ছউদের অত্যাচার”।

“এবনে ছউদের সিপাহীরা জমজম কূপ সাতদিন ও নহরে জোবায়দা সাতদিন অবরোধ করিয়া রাখার ফলে বিদেশী হাজীদের মধ্যে পানি অভাবে বহু সহস্র লোক মারা গিয়াছে। মোট কত লোক মারা গিয়াছে, তাহার সঠিক তালিকা জানা যায় নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রায় তের হাজার লোক মারা গিয়াছে। ঐ সময় একটিন পানির মূল্য এক মজিদী হইতে তিন মজিদী পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এক মজিদী ১/০ আনা আন্দাজ”।

প্রিয় সহযোগী হানাফী এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী শ্রদ্ধেয় হানাফী বন্ধুগণকে বলি,—

মাথার উপর প্রখর সূর্য্য, পদতলে বালুকাময় মরুভূমি, নিকটে পাহাড়; গরমের এই ভর্ত্তিবজ্রের মধ্যে ছায়াহীন মান প্রান্তরের সঙ্কীর্ণ স্থানে ৩ ৪ লক্ষ হইতে ৬ ৭ লক্ষ পর্য্যন্ত লোক পিপীলিকার সারের মত উপর্য্যুপরি দাঁড়াইয়া—তিল ধারণের স্থান নাই, তাহার মধ্যে গা গলাইবার একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত গরম বালুতে শ্বাসবোধ, সর্দ্দিগর্ম্মী, পিপাসায় কাতর হইয়া বহু লোকের প্রাণনাশ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এই আকস্মিক ও প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। দোষ দিতে গেলে যিনি এইরূপ প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন جل شانه সেই আল্লাহ তায়ালাকে দোষ দিতে হয়। সুতরাং এই ঘটনাকে হেজাজরাজ ছোলতান এবনে ছউদের অত্যাচার বলিয়া উল্লেখ করা অজ্ঞতা ও হিংসুকতার পরিচায়ক।

“এবনে ছউদের সিপাহীরা সাতদিন জমজম কূপ ও নহরে জোবায়দা

অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল”—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নহর জোবায়দা এবং খলিফাতোল মোসলেমিন হেজাজরাজের পক্ষ হইতে বিনা পয়সায় পানীদানের আড্ডা, সকল লোকের জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল, পানীও প্রচুর বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় এত অতিরিক্ত ভিড়ের ভিতর দিয়া তথা হইতে পানী লইয়া আসা পানী সরবরাহ করা যে, অসম্ভব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সহযোগী হানাফী ও হিংসান্ধ হানাফী ভ্রাতাগণ এই ঘটনায় পানীর বেএন্তেজামের কল্পিত অপরাধে ছোলতান এবনে ছউদকে দোষী জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন বলি,—আপনাদের হানাফী তুর্কী খলিফাগণ বহু যুগ ধরিয়া হেজাজের অধিপতি ছিলেন তাঁহারা এতদিন খেলাফতি করিয়াও মানা ও আরফাত মরুপ্রান্তরে হজ্জযাত্রিগণের জন্য কি সুখসুবিধা ও পানীর এন্তেজাম করিয়া গিয়াছেন ? —কিছুই না। মাত্র দুই বৎসর হেজাজে যাঁহার রাজত্ব, দুই বৎসরের মধ্যে একটা বিজিত নূতন রাজত্বে সকলপ্রকার শত্রুতা, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও অরাজকতা দমন করিয়া তথায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসাই কত কষ্টসাধ্য। এই অত্যল্পকালের শাসনের মধ্যে ইতিপূর্বের সুদীর্ঘ তুর্কী শাসনেও মানা ও আরফায় পানীর যে এন্তেজামের নামগন্ধ ছিল না, সেইরূপ এন্তেজামের জন্য ছোলতান এবনে ছউদকে দোষী করা, অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত করা নিতান্ত মূর্খতা বা হিংসান্ধতার পরিচায়ক নহে ত আর কি ?

—০—

সহযোগী হানাফী ১৯শে ভাদ্রের পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন। কথার পাত্র লেখক, এই পত্রে তাহার মাদ্রাসার রক্ষাকল্পে সুন্নত জামাতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। আমরাও সুন্নত জামাত : সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। আমাদের যাহা বলিবার, তাহা ঐ পত্রের যথাস্থানে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইল—

—আহলে হাদিস।

নিকটেই আহলে হদিস সম্প্রদায়ের একটি মাদ্রাসা আছে। তাহারা তাহাতে নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করিতেছেন ও প্রাণপণে খাটিতেছেন" (সুখের কথা, আপনারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের এই দুর্দ্দিনে যদি এই মাদ্রাসা চালাইতে অক্ষম হন, মাদ্রাসার তালেব এলেমগণকে স্থানীয় আহলে হদিস মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করিয়া দিন, আপনার আহলে হাদিস-গণের প্রতি অকারণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহারা সাদরে আপনাদের হানাফী ছাত্র গ্রহণ করিবেন। সুতরাং মাদ্রাসাটী রক্ষা করিতে না পারিলে হানাফীদের এত অগৌরবের কারণ কি? তার পর স্থানীয় আহলে হাদিসগণ ত এই দুর্দ্দিনে আপনার মত সংবাদপত্রের সাহায্যে সুন্নত জামাতের দ্বারে ভিক্ষা চাহেন নাই। আপনারাও মাদ্রাসার জন্য তাহাদের ন্যায় সাধ্যমত সাহায্যদান করুন ও প্রাণপণে খাটুন। জনাব পত্রপ্রেরক সাহেব! আপনি অন্য কোন অপ্রীতিকর বিশেষণে বিশেষিত না করিয়া সরলভাবেই যে "আহলেহাদিস" নামে উল্লেখ করিয়াছেন সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ) (লেখক বলেন,—) "এক্ষণে সুন্নত জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রাণের টানে এই প্রতিষ্ঠান-টিকে অব্যাহত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন" (লেখক এস্থলে কেবল মাত্র "হানাফী" কেই সুন্নত জামাত ভাবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই "সুন্নত জামাত" কি আপনার ন্যায় "হানাফী" ভ্রাতাদের একচেটিয়া সম্পত্তি যে আপনি মাত্র হানাফী মাদ্রাসাটিকেই "সুন্নত জামাতের" মাদ্রাসা বলিতেছেন? মাত্র হানাফী ভ্রাতৃবৃন্দকেই "সুন্নত জামায়াত" বলিয়া প্রাণের টানে এই হানাফী মাদ্রাসারূপ প্রতিষ্ঠানটী বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট আবেদন নিবেদন জানাইতেছেন? হাদিস শব্দের অর্থ "সুন্নত" সেই "সুন্নত" অনুযায়ী আমলকারী আহলে হাদিসগণ কি সুন্নত জামায়াত নহে? কেবল হানাফী ভ্রাতাগণই কি সুন্নত জামাত? লেখকের এই কথা হিংসান্ধতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে কি? হিংসান্ধ মৌলবী কফিল আমিন সাহেব প্রাণে প্রাণে নিজের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা

জানিয়াও আহলে হাদিসগণকে শিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাহার অন্ধ মোকাল্লেদ, হিংসান্ধ হানাফী শ্রোতাবর্গ তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অহরহঃ মোসলেম বঙ্গে আত্মকলহের ভীষণ দাবানল জ্বালিতেছেন। দেশ ও জাতির এই দুর্দ্দিনে ইহা কাহারও জন্য কখনই কল্যাণকর নহে।

সম্পাদক আহলে হাদিস।

সীমান্তের পত্র।

সরহদ অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী মুসলমানগণ গান্ধীজীর নামে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন।

"মহাত্মাজী! ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কথা কাহারও বিস্মৃত হইবে না। এই বৎসর আপনাকে এমন প্রসিদ্ধ করিয়াছে যে, তাহা মুছিবার নহে। আমরা সকলে এ কথা স্বীকার করিতেছি যে, আপনার নিকট সৈনিক শক্তি ছিল না, তথাপি আপনি ভারতে এক বিরাট মানসিক পরিবর্ত্তনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপনি দেশকে নিরাপদ করিবার জন্য অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আপনি ইউরোপের সাম্রাজ্যনীতি এবং বৃটিশকে উপর্য্যুপরি পরাভূত করিয়াছেন। আপনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত একত্র মিলিয়া কার্য্য করিবার গৌরব প্রদান করিয়াছেন। আপনি ইংরেজী সভ্যতার সত্য ও যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পূর্ণ সুযোগ লইয়া যাবতীয় বিচ্ছিন্ন শক্তিকে হিন্দু-মোসলেম মিলন-সৌধ রচনায় যত্নবান করিয়াছিলেন।

আপনি আমাদের মানবতার গৌরব ও এসলামের বীরগণকে আপনার পশ্চাতে চলিতে দেখিয়াছি। মরহুম মাওলানা মাহমুদোল হাসানের শিষ্যগণ দ্বারা দেওবন্দের অনুগামী, মাওলানা মোহাম্মদ কাছেমের স্মৃতিরক্ষকগণ, ও আল্লামা শিবলীর সহচরবৃন্দ,—জগতে তাঁহাদের অতিশয় সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বে তাঁহাদিগকে আপনার অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদেরকে স্বজাতির বড় স্বার্থ বলি দিতেও শুনিয়াছি। আমরা আপনার নিয়ত (মনন), ধর্ম্ম ও স্বদেশ-প্রেমিকতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছি। দেখিয়াছি মোছলেম-ভারত, গান্ধিজী আপনার স্বজাতি হিন্দুর সঙ্গে অগ্রজ আব্দার অবনত মস্তকে মানিয়া লইয়াছে। আমরা ভবিষ্যতের আশায় অসাবধান হইয়া ছিলাম, আমরা ধীরে ধীরে ভারতে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আপনার উপর এবং আপনার জাতির উপর ছাড়িয়া দিয়াছি এবং তৎকালে মোছলেম জননায়কগণ প্রকাশ্যভাবে হিন্দুগণকে রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া ছিলেন। আপনি আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় সরহদী (সীমান্ত) জাতিকে তাহাদের প্রিয়তম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, সরহদী বাদ-বিসম্বাদে বিরত হইবার জন্য এবং হিন্দুদের সহিত একতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের গুরুতর অপরাধ এই যে, আমরা আপনার অনুরোধে প্রভাবিত হইয়া কাবুলে সরহদের একজন জাতীয় খাদেম হাকিম মোহাম্মদ আলম খাঁর গৃহে এক সভার অধিবেশন করি। তাহাতে সীমান্তের প্রধান আলেম ও সম্ভ্রান্ত পাঠান সর্দারগণ উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে স্থির হয় যে, যদিও আমরা পূর্ব্ব হইতেই প্রতিবেশিত্বের দাবীর প্রতি পুরাপুর লক্ষ্য রাখিতাম, তথাপি এখন হইতে বিশেষভাবে হিন্দুর ধন-প্রাণে কোনরূপ অনিষ্টপাত করিব না। যে করিবে তাহাকে শারীরিক ও আর্থিক সাজা দিব। আমরা আপনার এবং আপনার সহকর্মীগণের অবগতির জন্য নিজেদের স্বাক্ষরিত একটী পত্র লাহোর সেয়াসত পত্রিকার সম্পাদকের খেদমতে প্রেরণ করি। উক্ত পত্রিকা উহা প্রকাশ করিয়া আপনাকে ও আপনার সহকর্মীগণকে আমাদের কথা পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার পর পুরা ৬ [illegible] মাস পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত অতি উত্তমভাবে আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে সীমান্ত (সরহদ) হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুর ধনপ্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল,

স্বামী দয়ানন্দ ও ঠাকুরপূজা।

বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক ও গুরুজী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক একটী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানিই আর্য্যসমাজী হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। ভারতের প্রাচীন পৌত্তলিক হিন্দুগণ এই আর্য্যসমাজীদের দলে যোগদান করতঃ ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া লম্ফঝম্প, গর্জ্জনকুর্দ্দন করিতে, তাথৈ তাথৈ করিয়া নাচিতে বড় কসুর করিতেছেন না। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, হিন্দুর ঘরে উৎপন্ন এসলামের অকৃতজ্ঞ ও কুপুত্র সন্তান সদৃশ আর্য্যমতবাদ ভারতের প্রাচীন ও সার্ব্বভৌমিক হিন্দুমত বা পৌত্তলিকতার কতদূর বিরোধী। সুচতুর আর্য্যসমাজী বন্ধুগণ মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া কৌশলে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৌত্তলিক প্রাচীন হিন্দুগণকে নিজেদের দলে টানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অচিরে যখন এই অন্যায় রণোন্মাদনার ঘোরাটে ভাটা পড়িবে, তখন আর্য্যসমাজীদের সহিত পৌত্তলিক হিন্দুগণ এই ক্ষণস্থায়ী গোঁজামিল আর থাকিবে না। তখন দুই দলে ঘোরতর কাটাকাটি ও মারামারি বাধিয়া যাইবে। কারণ আমাদের সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু যে ঠাকুরপূজা করিয়া থাকেন, স্বামী দয়ানন্দের সৃষ্ট আর্য্যমত তাহার ঘোরতর বিরোধী। আর যদি ঠাকুর পূজার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ দ্বারা সংগ্রাম ঘোষণা করিলেও হিন্দু-ধর্ম্মের কোন ক্ষতি না হয়, তবে একেশ্বরবাদী, পৌত্তলিকতা-বিরোধী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের দ্বারা হিন্দু জাতি বা হিন্দু ধর্ম্মের কোনরূপ অনিষ্ট, ক্ষতি বা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা কোথায় যে সে জন্য আর্য্যসমাজীদের বাদ দিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে শুদ্ধি ও সংগঠনের নামে যুদ্ধ চালাইতে হইবে। আর্য্যসমাজীদের এই শুদ্ধি যদি প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য হইয়া থাকে, তবে পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরবাদী মুসলমানকে বাদ দিয়া সর্ব্বপ্রথম বহু ঈশ্বরবাদী কোটী কোটী দেবদেবীর উপাসক যাহারা, যাহাদের পূজার হস্ত হইতে আগুন বরুণ, সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া মাটি, পাথর, গাছপালা, সর্প, নারীর-যোনি, পুরুষের লিঙ্গ যথা শিবলিঙ্গ প্রভৃতি অব্যাহতি পায় নাই, সেই জাতিকে আগে শুদ্ধ করা, সে জন্য সংগ্রাম চালান কর্ত্তব্য ছিল। আর্য্যগুরু স্বামী দয়ানন্দ

মহাশয় সত্যার্থ প্রকাশ পুস্তকে ঠাকুর-পূজার বিরুদ্ধে ষোলটী প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

১। প্রথম প্রমাণ এই দিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে সাকার মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া মান্য করিলে, তাহার দিকে মন আকৃষ্ট হয় না।

২। দ্বিতীয়,—ইহাতে মন্দির সমূহের জন্য কোটি কোটী টাকা ব্যয় করিয়া লোক দরিদ্র হয় এবং ইহাতে শিথিলতার সৃষ্টি হয়।

৩। মন্দির সমূহে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরে দেখা দেখি হয়, সে কারণ ব্যভিচার, ঝগড়াবিবাদ, ব্যাধি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

৪। ইহাকে (এই ঠাকুর পূজাকে) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায় মান্য করিয়া এবং শিথিল হইয়া মানবীয় জীবন বৃথা নষ্ট করে।

৫। ভিন্ন ভিন্ন আকার, ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ঠাকুর সমূহের পূজকগণ সকলে একরূপ বিশ্বাস না রাখায়, একজন অন্যের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করায় পরস্পরে অনৈক্য ও শত্রুতা বাড়াইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

৬। এই ঠাকুরের ভরসায় শত্রুর পরাজয় ও নিজেদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী মান্য করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের পরাজয় হইয়া রাজ্য, ধন, স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য্যের সুখ তাঁহাদের শত্রুদিগের করতলগত হইয়া থাকে। তাঁহারা স্বয়ং পরের মুখাপেক্ষী, ধোবার টাটু ও কোমরের গাধার মত হইয়া শত্রুর বশীভূত হইয়া কত প্রকারের ক্লেশ পাইয়া থাকেন।

৭। যখন কেহ কোন লোককে বলে যে, আমি তোমার বসিবার স্থানে অথবা তোমার নামের উপর পাথর রাখি, তখন যেমন সে ব্যক্তি ইহাতে রাগান্বিত হইয়া মার পিট করে ও গালি দেয়, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের উপাসনার স্থানে, অন্তর ও মনের উপর পাথর রাখে ত এমন নির্ব্বোধগণকে পরমেশ্বর ধ্বংস করিবেন না কেন?

৮। একটী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মন্দিরে, মন্দিরে, দেশে, দেশে, ঘুরিয়া ক্লেশ পায়; ধর্ম্ম, ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করে, চোর ডাকাতাদির দ্বারা দুঃখ পায়, ঠগ—প্রতারকের দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব হইতে থাকে।

৯। কুচরিত্র পূজারি (পাণ্ডা) গণকে অর্থদান করে, তাহারা সেই অর্থ বেশ্যা, পরস্ত্রী ব্যভিচার, মদ, মাংস ভোজনে, ঝগড়াবিবাদে উড়ায়—যদ্দ্বারা অর্থদান-

"শুদ্ধীকরণ" পুস্তক বাজেয়াপ্ত।

হজরত রসুলে মকবুল মোহাম্মদ (দঃ) কে অশ্লীল ভাষায় কুৎসা পূর্ণ, স্বামী সদানন্দ প্রণীত "শুদ্ধীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা বা এসলাম বেদ" পুস্তক বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট জাতি বিদ্বেষের প্রবোধক এই অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এখন আর কেহ ঐ পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার বিক্রয় বিতরণ করিতে পারিবে না। যদি কেহ উহা প্রকাশ বা প্রচার করে, তবে রীতিমত শাস্তি পাইবে। পুরাতন পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। "আহলে হাদিসের" পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে, এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতে স্বামী সদানন্দজী ছয় মাস সশ্রম জেল খাটিয়াছেন।

মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ,

পোঃ গোয়াড়ী, নদীয়া।

তামাকের অপকারিতা

(১) তামাক জনিত অন্ধত্ব।

ম্যানচেষ্টার "রয়েল আই হস্পিটাল" নামক চক্ষু রোগের হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাক্নাব সাহেব বলেন যে সপ্তাহে দেড় আউন্স হইতে দুই আউন্স মাত্র তামাক ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয় এবং ক্রমশঃ অন্ধত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাক্তারী কথায় ইহাকে "টোব্যাকো এমাউরোসিস" পীড়া বলে।

(২) তামাক জনিত পক্ষাঘাত।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে তামাক ব্যবহারে শরীর অবসাদ-

গ্রস্ত হয়। চিকিৎসকেরা বলেন যে "লিপিং প্যারালিসিস" বা মৃদু পক্ষাঘাত নামক পীড়া অনেক সময় তামাক সেবনের ফলেই হয়। অত্যধিক তামাক খাইলে "লোকো মটর এটাক্সিয়া বা কম্পকলা" নামক রোগ জন্মিতে পারে, এই ব্যাধিগ্রস্ত লোকগণ চলিবার সময় ঠিক ভাবে হাঁটিতে পারে না, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে যায়।

ধূমপান জনিত কষ্টকর রোগ।

অতিরিক্ত ধূমপানকারীদিগের "ক্যান্সার বা কর্কটিকা" রোগ হইতে পারে। ইহাকে "স্মোকার্স ক্যান্সার" বলে। ইহা সাধারণতঃ ওষ্ঠে বা জিহ্বার অগ্রভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিও ইহা সকলের হয় না, তথাপি যাহা বিপদজনক, তাহা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্ব সময়ে পরিত্যজ্য।

(৪) ধূমপানের ফলে যক্ষ্মা ও কাশরোগ।

ঘরে ধূমা লাগিলে যেমন ঝুল পড়িয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপই তামাকের ধূমে শ্বাসনলীতে ও ফুস্ ফুসে এক প্রকার পীত নীলাভ ময়লা পড়ে। এইরূপে অনেক সময়ে ইহা হইতে নানাবিধ শ্বাসযন্ত্রের পুরাতন পীড়া, কাশ রোগ এমন কি অসাধ্য যক্ষ্মা রোগও হইতে পারে।

(৫) তামাক নাড়ী সমূহের পীড়ার "নারভস্ ডিজিজ" উৎপাদক।

আমেরিকান তামাক নিবারণী সভা বলেন যে, তামাক দ্বারা নানাবিধ নাড়ী বিকার বা তথা কথিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগিয়া থাকে।

(৬) তামাক অজীর্ণ রোগোৎপাদক।

বহু অজীর্ণ রোগের ও মূল কারণ তামাক সেবন।

মোহাঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ,
পোঃ গাঁড়াডোব নদীয়া।

নজদ ও য়ীমন।

আশ্‌শোরা মোকা ১৮ই জুন—

كثر القيل والقال عن العلاقات بين نجد واليمن وكثرت اشاعات
الناس في امرها بين صديق وشامت ونحن تحقيقاً للحقيقة نقول هذا
بوضوح انه ليس بين نجد واليمن الا كل صلات حسنة وود وصداقة —
وما زالت المراسلة مستمرة بين الامامين العربيين على احسن ما يكون
من الصفاء —

"নজদ ও য়ীমনের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া, বহু কথা হইয়াছে এবং এবিষয়ে শত্রু, মিত্র অনেকের মধ্যে লোকে বহু সংবাদ প্রচার করিয়াছে। প্রকৃত কথা বর্ণনার জন্য বলিতেছি একথা অতি স্পষ্ট যে, নজদ ও য়ীমনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রীতি, বন্ধুত্ব ও সদ্‌ভাবের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই আরব ভূপতিদ্বয়ের মধ্যে বরাবর একরূপ বন্ধুত্বসূচক পত্রের আদান-প্রদান চলিতেছে

ونظراً لما هنالك من بعض امور لم تحل ولم تبحث فيها من
قبل تتعلق بامر الحدود بين البلدين فقد تبودلت الرسائل بشأن ان
يرسل احد الفريقين مندوبين من قبله للاتفاق مع الفريق الآخر والمذاكرة في
امر الحدود وتقريرها فقدم جلالة الملك وفداً من قبله رئيسه الاستاذ
في المسير عبد الوهاب ابو ملحة وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن تركي
والان المندوبين قد وصلوا الى اليمن وباشروا مهمتهم منذ وصلوا اليها —

"ইতিপূর্ব্বে উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশ সমস্যার সমাধান ও সে বিষয়ের আলোচনা হয় নাই এই সীমানির্দ্দেশের আলোচনা করার জন্য এই দুই রাজ্যের একজন অন্যের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ লইয়া পরস্পরে বহু পত্রের আদান প্রদান হইয়াছে হেজাজরাজ ছোলতান এবনে ছউদ অগ্রসর হইয়া নিজের পক্ষ হইতে আছিরের অর্থসচিব

স্মরণে নিযুক্ত ছিল যতদূর দৃষ্টি যাইতেছিল, পাহাড়ের উপর কেবল নজদীয় লোকে লোকারণ্য দেখা যাইতেছিল

জিলহজ্বের দশ তারিখে মানায় প্রচুর পানী ছিল কিন্তু দুপুরের একটু পূর্ব্ব হইতে আছর পর্য্যন্ত পানী একটু মহার্ঘ হইয়া যায় তথাপি বেশ পাওয়া যাইত, সেই সময় কোন কোন ব্যক্তি একটিন পানী ১।০টাকা, ২ টাকাতেও লইয়াছে। কিন্তু আছরের পরেই পানীর মহার্ঘতা যায়। মানায় কোন হাজী পানী না পাইয়া মরে নাই বরং গর্ম্মি ও লু অত্যন্ত অধিক ছিল এ কারণ প্রায় ৮ শত বা এক হাজার জীবন নষ্ট হইয়াছে। প্রথম জুলাইয়ের জমীদার পত্রিকায় কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, ৮।৯ হাজার হাজী মরিয়াছে কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল, শুনা কথা, দেখার সমান হয় না আমাদের তাম্বু মসজেদ খিফের ডান দিকে, কবরস্থানের সহিত লাগিয়াছিল এবং আমারও নিকটে লাসসমূহ রাখা হইয়া ছিল, বেশীর চেয়ে বেশী এক হাজারের উপরে যাইবে না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত মৃতদেহের জানাজা ও কফন দফন করা হয় জনাব হাজী সাহেবান কোন জানাজায় সঙ্গ দেন নাই এবং কোন জানাজার সহিত কবরস্থান পর্য্যন্ত যান নাই আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের লোক তাঁবু সমূহ হইতে লাস তুলিয়া আনিত মাত্র একজন মাবাবাসীর জানাজায় দেখিলাম যে, তাহার সহিত তাহার স্বদেশী কিছুলোক আছে এক মিসরী জানাজার সহিত তাহার লোক ছিল বাকী যে যে হাজী মরিত, তাহার তাঁবুর লোক তাহাকে তাঁবু হইতে বাহিরে রাখিয়া দিত, কেবল গবর্ণমেণ্টের লোকই তাহাকে তুলিত এবং দফন করিত।

মানায় পথের উপরে নজদী ডাক্তারখানা পাকা করিয়া নির্ম্মিত রহিয়াছে। তাহাতে রাতদিন ডাক্তার উপস্থিত থাকিত গবর্ণমেণ্টের লোক পীড়িতগণকে লইয়া যাইত ও ঔষধ সেবন করাইত বহু পীড়িত ব্যক্তি ডাক্তারখানায় দাখিল ছিল, তাহাদের চিকিৎসা হইতেছিল। এক-

মিসরের ওয়াদি ওনিল পত্রিকা ১০ই মহরম, এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার হেডিং এই ;—

بلاد الحجاز في ظل الاحكام الشرعية

"হেজাজ প্রদেশ এসলাম শাস্ত্রবিধানের ছায়াতলে"

ইহার নিম্নে কিছু দূরে গিয়া লিখিতেছে ,—

وحينما عاد حجاج البدرة بلدات المعمعة وقد شرعوا طائف على الحجاج وسألهم عن صحة الاخبار المكذوبة التي وردت في ذلك الصحف فما كان جواب الجميع الا الثناء المستفيض على وافر العدل والاخاء والنظام في ظل الاحكام الشرعية مما ينبغي ان يفرح له كل مسلم محب لله ورسوله بالنفس والمال وبذلوا جميع ما اشاعته تلك الصحف وتعجبوا من جرأتها المدهشة بلا خجل من جموع الحجاج الذين نعموا بانفسهم هناك بالامن والراحة والصحة والنظام وفرحوا بتلك الاخلاق الحسنة والعزم الصادق على المضي في الحكم بين الناس بالدين الخالص من شوائب البدع اجمعها —

"হদরা" নামক স্থানের হাজীগণ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন স্থানীয় সমিতি এক সাবারী ডেপটেশন পাঠাইলেন। এই ডেপটেশন হাজিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হেজাজের গুরুতর সংবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহারা সকলে একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, তথায় এসলামশাস্ত্রবিধানের ছায়াতলে সুবিচার, ভ্রাতৃত্ব ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এতদূর যে, প্রত্যেক ধর্মপ্রিয় মুসলমান সে জন্য আনন্দিত হইবেন এবং নিজের ধনও প্রাণ দিয়া তাহার পোষকতা করিবেন। এই সংবাদপত্রে সকল যাহা প্রচার করিয়াছিল, তাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন এবং এইরূপ ভীতিজনক সংবাদ প্রকাশের অন্যায় সাহসের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেন। তাঁহারাই সেই হাজীগণ,—যাঁহারা স্বয়ং তথায় শান্তি, নির্ভরতা, স্বাস্থ্য ও সুশৃঙ্খলা উপভোগ করিয়াছেন এবং এই সকল সদাচরণে ও লোকসমূহের মধ্যে ভ্রষ্ট বেদাতের সংস্রব বিবর্জ্জিত খাঁটি এসলাম ধর্ম্মানুযায়ী হুকুম প্রচারের সত্য সঙ্কল্পে পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন।

ওম্মোল কোরা, ২২শে জুলাই।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

(১)

যেদিন আরবে জনম লভিল, মোদের আখেরী নবী,
'লাত' ও মানাত' যত "খোদ জাত" ভাঙ্গিয়া পড়িল সবি,
মহা পুরুষের আগমনে
আরব মরুভূ ধন্য হইল, শোভিল অতুল গুণে,
শ্রেষ্ঠ বিশ্বাঙ্গনে।

(২)

আরবীরা যবে ছাড়িয়া স্রষ্টারে, করিত পুতুল-পূজা,
'শেরেক বেদাৎ' করি নিশি দিন, ভুলে ছিল পথ সোজা,
হ'য়ে ছিল নীচ-গামী।
(সে সময়) আলোক মশাল লইয়া রসুল ধরায় আসিল নামি,
ভেজিল অন্তর্যামী।

(৩)

জ্ঞান্ধ আরবে দেখা'তে সুপথ হইল রসুল নবী,
তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়-মন্দিরে জ্বালিতে ধর্ম্মের বাতি,
হ'ল যবে ধাবমান।
পৌত্তলিকগণ হইল উদ্যত বধিতে তাঁহার প্রাণ,
শুনিল না তাঁ'র গান।

(৪)

'লা'এলা' প্রচারে, সিংহ-বিক্রমে যুঝিয়া কাফের-সনে,
সত্যপথের সন্ধান দিল হীন বেদুইন গণে,
উড়িল ইসলাম-কেতু।

সংসার সাগরে যত্ন সহকারে বাঁধিল পারের সেতু,
ছিল না সে জন ভীতু।

(৫)

আরব-আজম ছাড়িয়া ইস্‌লাম বিশ্বে বাঁধিল ঘর,
আকুল পুলকে, নাচিল ধরণী, পাইয়া ধর্ম্মের কর,
যাহারা জানিয়া গিছে,—
না মানিল 'দীন' তাহারা গর্দ্দান রাখিল শম্‌শের নিচে,
পৌঁছিল দোজখ বিচে।

(৬)

সাম্য সূত্রে বাঁধিয়া মানবে জাগা'লে ভ্রাতৃত্বভাব,
দুরাচার সব দূরে সরাইয়া, দেখাইলে সৎ পথ,
ধন্য রসুলবর!
হিংসা, দ্বেষ সব ভু'লে গেল, ওগো জগতের যত নর,
আপনার হ'ল পর।

(৭)

দিবা-রাতে আজো পঞ্চবার ওগো মস্‌জিদে মোয়াজ্জীন,
'আজান' দিতেছে দিগন্ত ভেদিয়া ঘোষিছে তোমার দীন',
বিলুপ্ত হবার নয়।
বিশ্ব-পালকের করে উপাসনা নিখিল ভুবনময়,
জয় জয় তব জয়।

(৮)

তব সহচর উস্‌মান, উমর, সিদ্দিক, হায়দর আলী,
পাপাচারী হৃদি আলোকিত ক'ল সত্যের দীপ জ্বালি,
লভিল জগতে মান।

বিশাল জগতে আজি তাঁহাদের হ'তেছে মহিমা গান,
আছিল ধর্ম্মপ্রাণ

(৯)

এ মর জগতে, হে মরু নন্দন! তোমার তুলনা নাই,
অবনত শিরে, এ হীন লেখক দরুদ তোমার গায়,
পদাঙ্ক তোমার স্মরি,
পাপ-পঙ্কিল দুনিয়া হইতে অজর অমর-পুরী,
যাইতে যেন গো পারি।

এম, জয়নাল আবেদিন,
সাং—মানিক নগর, পোঃ অর্জ্জুনপুর—মুর্শিদাবাদ

জাগরণী।

হে গাফেল মোস্লেম! হুশিয়ার হ'য়ে যাও,
নিশাদের নিদ্রা হ'তে বেদার হ'য়ে যাও
শরীয়তী দিন ধ্বস্ত হইতেছে বিধর্ম্মীর
জুলুমে কিসে ইস্লাম? খবরদার হয়ে যাও,
হে মোমিন, তোমরাও তাদের্কে তৈয়ার
রহ, আর মোমিনের মদদগার হয়ে যাও।
মিলে মিশে কর কাজ, বেকার না রহ কেহ,
জান হ'তে কর্ম্ম লও, খাওকার হয়ে যাও।
প্রতিফল করমের ধর্ম্মীগণ পাইবেই,
প্রতিবাদে নির্ভয় তৈয়ার হয়ে যাও।

প্রচারিতে সেই বাণী সেবাচারী হয়ে যাও
পথভ্রষ্ট মানুষের ছাড়ি সব রীতি নীতি—
চালে চ'লে মোস্তফার (সঃ) শুদ্ধাচার হয়ে যাও।
বাস্ কর "মুরতাজ" মোকামেতে ইস্লামের—
আছে খোদা! শুধু তাঁর তাবেদার হয়ে যাও

—মুরতাজ "মোহাম্মদী"
(ভঙ্গিপুরী)

প্রেরিত পত্র।

জেনাব—

মৌলানা মোহাম্মদ বাবর আলী আহলে হাদিস সম্পাদক
সাহেব জেনাবেষু :—

জনাব!

আচ্ছালামো আলায়কোম। পর আরজ এই,—অদ্য অত্র পত্রসহ রেজিষ্টারি ইন্সিওরযোগে মং ১০০৲ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলাম। আশা করি উক্ত টাকা "সাপ্তাহিক আহলে হাদিস ফণ্ডে" জমা করিবেন। যাহাতে কাগজখানি সাপ্তাহিক হয়, খোদার ভরসায় তাহার চেষ্টা করিবেন আমরা খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন অচিরেই মোহাম্মদীয় জীবনস্বরূপ আহলে হাদিস খানির উন্নতিবিধান করেন

অধিক কি লিখিব, খোদার ফজলে ও আপনাদের নেক দোওয়ায় ভাল আছি। খোদা আপনাদিগকে ভাল হালাতে রাখিয়া, মোহাম্মদী সমাজের উন্নতির পথে অগ্রসর করুন ইহাই প্রার্থনা আশা করি, টাকা প্রাপ্তিসংবাদ-দানে সুখী করিবেন। আরজ ইতি—

মোহাম্মদ জেয়ারতুল্লা
হাবাগাছা, রংপুর।

আপনার প্রেরিত ১০০৲ একশত টাকার ইনাম ওর প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার ন্যায় স্বজাতিবৎসল আহলে হাদিস হজরাতগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিতেছি আশা করি,—বঙ্গীয় মহাপ্রাণ আহলেহাদিস দাতাগণ আপনার এই সৎ-দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয় প্রথম সাপ্তাহিক প্রচারের অতি সঙ্কট সময়ে অবিলম্বে আমাদিগকে এরূপ সাহায্যপ্রদানে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করতঃ চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিবেন। ত্রিপুরার বন্ধুগণ, মুর্শিদাবাদের জমীদার জনাব হাজী আবদুল আজিজ সাহেবান, বেলডাঙ্গার জমীদার হাজী ইউসোফ সাহেব, দেবকুণ্ডের জমীদার হাজী হারুণ সাহেব, বীরভূমের জমীদার, বর্দ্ধমানের মাওলানা নেয়ামতুল্লা সাহেব, রাজশাহীর ওলামাএ কেরাম ও মাওলানা জাকারিয়া সাহেব প্রভৃতিকে আহলে হাদিসের সাহায্য করার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি

আপনাদের একান্ত অনুগত খাদেম—
মোহাম্মদ বাবর আলী, (আহলে হাদিসের দীন সম্পাদক)

প্রেরিত পত্র।

জনাব সম্পাদক সাহেব, আচ্ছালাম আলায়কুম ও রহমাতুল্লাহে বরকাতুহু—

আরজ এই যে, আহলে হাদিস মাসিক পত্রিকাকে সাপ্তাহিক করার জন্য বহুদিন হইতে লিখিত ও মৌখিক অনেক প্রকার আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে তৎপর গত বৎসরের সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সমাজের নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়াও হইয়েছে। গত আষাঢ়ের সংখ্যায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা ও মোহাম্মদ আবদুল কাদের সাহেবের যৎকিঞ্চিৎ পত্র এবং মিঃ আবদুর রশিদ সাহেবের আহ্বানবাণীও প্রকাশ হইয়াছে। দেখিলাম আমার নামেতেও একটু ছিটা দেওয় হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাস মধ্যে সাপ্তাহিক বাহির করা স্থির করিয়াছেন, ভাল কথা, আল্লা তায়ালা আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন আমিন, ছোম্মা আমিন

এই দুই মাসের মধ্যে সমাজের পীর, আলেম ও সরদার সাহেবানদের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের খেদমতে স্বতন্ত্রভাবে আহ্বান বাণী পাঠাইতে হইবে। বাংলার কোথায় কত আহলে হাদিস আছেন, প্রত্যেক জেলায় একটী পূর্ণ মাত্রা তালিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে

সমাজের পীর আলেম ও সরদারগণের সকলকেই এই সাপ্তাহিকের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করাইতে হইবে।

যদি তাঁহারা সাপ্তাহিকের বাৎসরিক চাঁদা নিজ হইতে আদায় দিতে অক্ষম হন, তবে প্রতি বৎসরের কোরবাণীর চামড়ার মূল্য হইতে সাপ্তাহিকের মূল্য দিবেন। কারণ তওহিদ প্রচার, বেদাৎ ও শেরক খণ্ডন করার একমাত্র খবরের কাগজ এই সাপ্তাহিক আহলে হাদিসই হইবে যদি কোন আলেম এ বিষয় প্রতিবাদ করেন, তবে তাহা জানাইলে বিশেষ দলিল দ্বারায় তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইবে। আশা করি, সমাজের আলেম, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলেই এই সাপ্তাহিকের গ্রাহক হইয়া এবং গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া যাহাতে কাগজ খানা জীবিত থাকে তাহার জন্য জান ও মাল দ্বারায় সাহায্য করিবেন। এ অধম আল্লাহ চাহেন ত গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইবে এবং সাপ্তাহিক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে।

১। এদিককার আহলে হাদিস জমাতের তালিকা আমার সাধ্যমত যোগাড় করিয়া যতদূর সম্ভব হয় খেদমতে পাঠাইতেছি।

رب زدني علما

খাদেমুল কওম—আবদুল মান্নান আফা আনহুল মান্নান,
পোঃ চিলাহাটি—রংপুর।

তওবা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

লালগোলা সিনিয়ার মাদ্রাসার সেক্রেটারী জোনাব মৌলবী আবদুল আজিজ (হানাফী) বর্তমান মাসের ৩রা তারিখে, "সকল মুসলমান আহলে হাদিস" ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা কিরূপে প্রকাশ হইল, নিম্নলিখিত ঘটনা পাঠ করিয়া দেখুন। ঘটনা এই যে, উক্ত তারিখে মৌলবী আবদুল

আজিজ সাহেব ভগবানগোলা হইতে দেড় ক্রোশ দূরে হাওশপুর গ্রামে নিজ মাদ্রাসার চাঁদার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই গ্রামের বাটী সংখ্যা প্রায় ৫ শত ; গ্রামবাসিগণ সকলেই পূর্বে হানাফী ছিলেন। দুর্লভপুর নিবাসী মাওলানা উসমান সাহেব মরহুম তাঁহাদিগকে সত্যপথ দেখাইয়া আহলেহাদীস হইলেন, পরে হাওশপুরের আহলে হাদিসগণ সর্দার অভাবে দ্বিতীয় দলের মত নিঃসহায় ভাবে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা সুযোগ মনে করিয়া উক্ত মৌলবী সাহেব উক্ত তারিখের পূর্ব দিবস তাঁহাদিগকে ধোকা দিবার জন্য আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে যার পর নাই অন্যায়ভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সেই গ্রামের আহলে হাদিসগণ যুক্তি করিয়া আমাদের মাদ্রাসার মোদার্রেস লতিপাড়া নিবাসী জনাব মৌলবী আবদুররহমান সাহেবকে লইয়া যাইবার জন্য ভগবানগোলা মাদ্রাসায় দুইটি লোক পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা সকল কথা জনাব মৌলবী সাহেবকে শুনাইলে, মৌলবী সাহেব এই মাদ্রাসার সেক্রেটারী জনাব হাজি আবদুল আজিজ প্রামানিক সাহেবের নিকট ছুটি লইয়া, উক্ত হাওশপুর গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে আহারান্তে কথা উঠিল। একজন আহলে হাদিস মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌলবী সাহেব, আপনি যে কথা বলিয়াছেন, পৃথিবীতে একশত বৎসর পূর্বে আহলে হাদিস ছিল না। তাহার প্রমাণ কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, আহলে হাদিসের ভিত্তি স্থাপক (জনাব) মাওলানা নজির হোসেন ব্যতীত তাঁহার পূর্বে কেহই আহলে হাদিস ছিল না। এইরূপ উত্তর শুনিয়া তাঁহারা আমার ওস্তাদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, যেই দিবস হইতে আমাদের নবি সাহেব (দঃ) নবুয়ত পাইয়াছেন, সেই দিবস হইতে আহলে হাদিসের তরিকা এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহা শুনিয়া মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব বলিলেন, তবে "আমরাও আহলে হাদিস"।

আমি সেই হাওশপুর গ্রামে, আমার ওস্তাদ জনাব মৌলবী আবদুররহমান সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব তওবা পাঠ করেন নাই, কারণ তিনি কোন মতেই সেইখানে থাকিলেন না, আশা করি আল্লাহ তাআলা উক্ত মৌলবী সাহেবকে তওবা করিবার তওফিক দান করেন, আমিন আমিন ছুম্মা আমিন।

বিনীত খাদেমুল এসলাম—
মোহাম্মদ আবদুন্নাইম, (তালেবুল এলেম)
মাদ্রাসা নুরুলহোদা, ভগবানগোলা—মুর্শিদাবাদ।

মছলা তলব।

১নং আলোকদিহি, বাণীরবন্দর, দিনাজপুর মুন্‌শী আনারুল্লা সাহেবের প্রশ্ন।

ক কচ্ছপ, কাঁকড়, ঝুঁটিয়া হালাল কি না ?

উত্তর, —হজরত (দঃ) উহা খান নাই, খাইতে বলেন নাই। সুতরাং উহা খাওয়া দোরস্ত নহে

খ বেনামাজীর জানাজা জায়েজ কি না ?

উত্তর, বেনামাজী তওবা করিয়া না মরিলে আহলে হাদিসের মতে তাহার জানাজা দোরস্ত নহে

গ। কোন্ দিকে মুখ করিয়া জবাই করিতে হইবে ?

জবাইকারীকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ান সাধারণ নিয়ম তাহা হইলে জানোয়ারের মস্তক দক্ষিণ দিকেই রাখিতে হয় তবে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন হাদিস আমার মনে নাই, কাহারও জানা থাকে ত তিনি লিখিয়া জানাইবেন

২নং বাগমারা, কোজনাব মৌলবী আবদুর রহিম দেওয়ান সাহেবের প্রশ্ন

ক কোন দরগায় তাজিয়া উঠান হয় এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া গান তামাসা করে এবং সিন্নি পাকাইয়া খায় এবং কবর এক ছটা পাকা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ জাগায় বা সেই দরগায় ঐ সমস্ত কাজ বর্জন না করিয়া সে জাগায় বৎসরান্তে ঈদের নামাজ পাঠ করিতে পারে কি না ?

উত্তর —এরূপ স্থলে নামাজ পড়া দোরস্ত নহে।

খ। স্নেহ নিজের বেটির বিবাহের সময় যে মোহর আদা করা-

ইয়াছিল, সেই টাকা বেটির বিনা আদেশে লইয়া ঘরে টিন দেয় এবং কোন তহবিল বাড়ায় তবে সেটা লওয়া কি হইবে ?

উত্তর,—নিজের অবস্থা সচ্ছল থাকিলে, বেটির অর্থ আত্মসাৎ করা পিতার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

গ মাদ্রাসায় ছদকা আসিলে সেই ছাদকার মাল গ্রামস্থলোকে খাইতে পারে কি না ? আর ঐ মাল খাইতে না পাইয়া অন্য ২ ছাদকা বন্দ করিয়া দেওয়া ঐ বন্দ ছাদকা গ্রামস্থ লোকে মিলিয়া খাওয়া জায়েজ কি না ? এবং হারাম হইবে কি না ? আর কোন লোক বিমার হইয়া একটা বকরি ছাদকা দিবে বলিয়া নিয়ত করিয়াছে ঐ বকরি গ্রামস্থ অবচ্ছল লোকে খাইলে সেটা জায়েজ হইবে কি না ? এবং তাহাকে হারাম গোস্তের বলা যাইতে পারে কি না ?

উত্তর,—ছদকার জিনিস গরীব লোকেরই প্রাপ্য গরীব তালেবে এলেম এবং দেশের গরীব লোক উহা খাইতে পারে উহা খাওয়া ধনী লোকের পক্ষে হালাল নহে।

৩নং জাফরপুর, আক্কেলপুর, বগুড়ার এসহাক আলী
আহমদ সাহেবের প্রশ্ন।

ক মহরম উপলক্ষে ৫ টি খেল, বাদ্য করা, তাজিয়া বা গওরা প্রস্তুত, হোছেন ২ বলিয়া বক্ষে করাঘাত ও চিৎকার এবং মরছিয়া বা শোক গাথা পাঠ করা প্রভৃতি কার্য্য জায়েজ কি, না জায়েজ, শেরেক অথবা বেদআত তাহা খোলাসা লিখিবেন ”

উত্তর,—ঐ সমস্ত কাজ করা বেদাত

খ শক্তি থাকা সত্বে গো কোরবাণীর স্থলে ছাগল কোরবাণী চলিবে কি না ? গরু এবং ছাগল কোরবাণীর পার্থক্য কি ? যে বাড়ীতে ১৪ জন অথবা ১৬ জন লোক আছে তাহার শক্তি ও ভাল এস্থলে তাহার কি রকমভাবে কোরবাণী দিতে হইবে তাহা কোরাণ ও হাদিস দ্বারা খোলাসা লিখিবেন

উত্তর,—গরু, ছাগল, দুম্বা সমস্ত কোরবাণী করিতে পারে, ৭ জনের পক্ষ হইতে ১টী গরু কোরবাণী হয় এ জন্য এসলামে ছাগল অপেক্ষা গরু কোরবাণীই সুবিধা। অবস্থা স্বচ্ছল হইলে বাড়ীর সাত জনের পক্ষ হইতে ১টী গরু, অন্য সাত বাড়ী হইতে ১টা গরু দিতে পারে

গ বাড়ীর উপর মসজিদ অথবা জুম্মা ঘর থাকা সত্ত্বে অন্য ঘরে বিনা কারণে জামাতে নামাজ পড়া দুরস্ত হইবে কি না কোরাণ ও হাদিস দ্বারা খোলাসা লিখিবেন

উত্তর,—বিনা ওজরে অন্যস্থানে নামাজ দোরস্ত হয় না।

ঘ আকিকা ৭ ১৪, ২১ তারিখ ভিন্ন অন্য কোন তারিখ করা যায় কি না ? করিলে তাহা দুরস্ত হইবে কি না ? ছাগল, মেষ ছাড়া অন্য কোন হালাল পশু দ্বারা আকিকা চলিবে কিনা ? ইহা ছুন্নত না ওয়াজেব খোলাসা লিখিবেন

উত্তর, —গরুতেও কোরবাণী হয়। ৭ সাতদিনে ছোন্নত, তারপর যে কোন দিনে উহা আদায় করিতে পারে

ঙ। আমাদের দেশে মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে চাউলের আটা মুরগী গায় মসল্লা এবং গুড় দ্বারা মাদারের সিন্নি নামে একপ্রকার জিনিস তৈয়ারী করিয়া গোবরের ঘুটার আগুণে জালিয়া অনেকে উক্ত মাদারের নামে খতম দিয়া পূর্ব্বে খাইত এক্ষণে ঐ জিনিস ঐ সময়ে খতম না দিয়া তৈয়ারী করিয়া খাওয়া হারাম কি হালাল খোলাসা লিখিবেন

উত্তর,—মাদারের সিন্নি না দিলে উহা খাওয়া হালাল হইবে। তবে অন্য দিন করা চাই।

চ অলিমা খানা বিবাহের তারিখ হইতে কতদিন মধ্যে করিতে হয় এবং ছাগল মেষ ইত্যাদি পশু ছাড়া মৎস্যাদি দ্বারা অলিমার খানা করা যায় কি না ? ইহা ছুন্নত না ওয়াজেব খোলাসা লিখিবেন।

উত্তর,—বিবাহের পরই অলিমা দাওত করা ছোন্নত, তিনদিন পর্য্যন্ত

এই খানা খাওয়াইতে পারে ছাগল, মেষ মৎস্যাদি দ্বারা এই খানা করিয়া খাওয়ান যায়

৪নং গিরেরচক, কাজলা, রাজসাহী বনিজউদ্দিন খলিফা সাহেবের প্রশ্ন।

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে কোরাণ ও হাদিস মোতাবেক ঈদের নামাজ কয় তকবিরসহ পড়িতে হয়?

উত্তর,—ঈদের নামাজ প্রথম রেকাতে ছুরা পড়িবার পূর্ব্বে সাত তকবির এবং দ্বিতীয় রেকাতে ছুরা পড়িবার পূর্ব্বে পাঁচ তকবির এই বার তকবিরসহ নামাজ পড়িতে হয়

খ দোওয়া কনুত পড়িতে হয় কি না?

উত্তর,—বেতের, ফজর নামাজে এবং বিপদের সময় সকল নামাজে কনুত পড়িতে হয়।

গ ঈদের নামাজে সোহ সেজদা আছে কি না?

উত্তর,—নামাজে সোহ হইলে সোহ সেজদা দিতে হয়।

জনৈক গ্রাহকের প্রশ্ন।

ছওয়াল,—কোন একজন পীর বা এমাম বহুদিন এমামতি করিয়া মৃত্যু হন। তার পর ঐ জামাতের ২ ৩ জন আলেম জামাতের মুক্তাদীগণকে বয়াত করাইবার জন্য পীড়াপিড়ী করেন। তখনো অন্যস্থানীয় একজন আলেম হাদিস কোরাণ দ্বারা বিচার করিয়া জামাতী লোকসহ পরামর্শ করিয়া যাঁকে পীর বা এমাম করে সেই তাঁহাকে নিযুক্ত করিল এবং অন্য ২ জনকে বাতেল করিল এইরূপ বিচার হইয়া যে আলেম জামাতের পীর বা এমাম হইল তাহার দ্বারা বয়াত পড়া জায়েজ কি না, হাদিস ও কোরাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে মর্জি হয়

উত্তর,—সর্ব্ব সাধারণের বা অধিকাংশের সম্মতিক্রমে যাহাকে এমাম নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহার হাতে বয়াত করা জায়েজ।

বেনাদহ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদের মোহাঃ মফিজদ্দীন সাহেবের প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত আমার দুইটী ছওয়ালের জওয়াব দলিলসহ আপনার সুপরিচিত আহলে হাদিস পত্রিকায় সাধারণের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি—

১ ছওয়াল : তিনজন লোক পয়গম্বর সাহেবের বিবিদের নিকট যাইয়া এবাদতের হাল (নিয়ম) জিজ্ঞাসা করায় বিবিগণ তাঁহার এবাদতের বিষয় যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তিগণ কম জ্ঞান করিলেন এবং আপোসে এইরূপ বলিলেন যে পয়গম্বরের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে না। তন্মধ্যে ১ম জন বলিলেন, "আমি রাত্রি না ঘুম হইয়া হামেসা নামাজ পড়িব। ২য় জন বলিলেন, আমি হামেসা রোজা রাখিব ৩য় ব্যক্তি বলিলেন, আমি নেকাহ করিব না। উহাদের কথা শুনিয়া নবী আলায়হেচ্ছালাম উত্তর করিলেন যে, "তোমরা কি আমাপেক্ষা আল্লার ভয় বেশী রাখ? আমি খাই, ঘুমাই নামাজ পড়ি, ও নেকাহ করি যে ব্যক্তি আমার তরিকা হইতে মুখ ফিরাইবে সে ব্যক্তি আমা হইতে দূর হইবে এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে উক্ত ৩য় ব্যক্তি (যিনি নেকাহ করিব না বলিয়াছিলেন) তাঁহার নাম কি? এবং তিনি কি এনকার করিয়া নেকাহ করিতে চান নাই? না নেকাহকে ভাল জানিয়া? আর সে ব্যক্তির প্রথমে বিবাহ হইয়াছিল কি না? পয়গম্বর ছাহেব যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত ব্যক্তির নেকাহকে এনকার জানিয়া না ছওয়াব জানিয়া? ইহার উত্তর দলিলসহ দিবেন।

উত্তর,—হাদিসে ঐ ব্যক্তির নামোল্লেখ নাই, তাহার বিবাহ হইয়াছিল কি না তাহারও উল্লেখ নাই, ঐ ব্যক্তি নেকাহকে এনকার করে নাই, নেকাহ করিলে এবাদতের সুযোগ কম হইবে বলিয়া নেকাহ না করার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছিল।

২য় ছওয়াল :—নবি আলায়হেচ্ছালাম নেকাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে কত অধিক বৎসর বয়স হইলে মানুষ নেকাহ না করিলে গোনাহগার হইবে না। যেমন এক ব্যক্তির ৪০ কি ৫০ বৎসর বয়সে তাহার বিবির মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার অবস্থা স্বচ্ছল এবং কামশক্তিও প্রবল। সন্তানাদি থাকুক বা না থাকুক এমতাবস্থায় যদি সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া নেকাহ না করে তবে তাহার গোনা হইবে কি না? ইহার উত্তর আহলে হাদিসে কোরাণ হাদিস মতাবেক দলিল-সহ দিবেন। রায় কেয়াস কিংবা মোহাদ্দেসের কওল হইতে জওয়াব দিবেন না।

উত্তর—একরূপ বয়সে এমতাবস্থায় নেকাহ না করায় গোনাহ হইবে না। হঁ যদি গোনাহ হইবার ভয় হয়, তবে তাহার নেকাহ করা কর্তব্য।

প্রতিবাদ।

জোনাব সম্পাদক সাহেব, আশা করি আমার এই সামান্য কয়েকটি কথা আপনার আহলে হাদিস পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রচার করতঃ বাধিত করিতে মর্জ্জি হয় ইতি—

প্রতিবাদ্য আহলে হাদিস পত্রিকা সন ১৩৩৪ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের ৯ম সংখ্যায় ৩নং প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে, কেটও তুর্কিটুপী পরিলে কেহ ইংরেজের মত দেখায় না, ইংরেজি টুপি, ইংরেজি কোট, পেণ্টুলেন পরিলে অবিকল বিজাতির মত দেখায়, সুতরাং من تشبه بقوم فهو منهم অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ, গোনা ও মানা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উক্ত ইংরেজি টুপি ও ইংরেজি কোট কাহাকে বলে তাহা সর্ব্বসাধারণকে ভালরূপে বুঝিবার উপায় করিয়া দেওয়া হয় নাই। প্রশ্নে লিখিত

আছে, উক্ত হাদিস আবুদাউদ যথা من تشبه بقوم فهو منهم ইহা ছহি কি জয়িফ এবং উহার প্রতি আমল করিয়া কোন হালাল জিনিষকে হারাম বলিতে পারা যায় কি না ? একথার উত্তর কিছুই নাই আবার আপনিও ঐ হাদিস দ্বারা উল্লিখিত পোষাক আদি হারামের মধ্যে গণ্য করিতেছেন যেমন কোন প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিয়াছিল যে, পৃথিবী গোল কেন ? তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে চাউল সাদা বর্ণ জন্য পৃথিবী গোল .... তাই বলিতেছি জোনাব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় অকাট্য প্রমাণসহ লিখিতে আজ্ঞা হয় আচ্ছা যদি এক ব্যক্তির অনুরূপ পোষাক পরিলে তাহার সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য হয়, তবে দেখুন ছাতা মুসলমানদের কোন্ কালে ছিল, যে আজকাল মুসলমান ছাতা ব্যবহার করিতেছে ঐরূপ চশমা, মুসলমান কোন্ কালে আবিষ্কার করিয়াছে যে, আজকাল তাহা ব্যবহৃত হইতেছে ? এখন সেই ব্যক্তির যদি খাছ পোষাক বা আচরণ ব্যবহারে ও হাই হয়, তবে প্রথমে হাদিস কোরাণ হইতে প্রমাণ করিতে হইবে---এই এই আচরণ বিজাতির জন্য খাছ, আর অমুক পোষাক মুসলমানদিগের জন্য খাছ, তবেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাতে এক জাতির অনুরূপ পোষাক পরা হইতেছে ; যেমন কথিত আছে ;—

الخاص هو ما يوجد في الشيء ولا يوجد في غيره

যে জিনিষ একটা বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য কাহারও মধ্যে পাওয়া না যায় তাহাকে খাছ কহে

এখন আসুন, আমি দেখাইতেছি। আমাদের শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (সঃ) তিনি খাছ রুমি অর্থাৎ ইসায়িদিগের পোষাক পরিয়াছেন।

عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين متفق عليه (مشكوة كتاب اللباس)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, পোষাক পরিচ্ছদ মধ্যে কোন

৮ম পাতায় আছে এখন আপনার বিবেক শক্তিতে যাহা হয় লিখিয়া ছাপাইবেন প্রতিবাদের সংখ্যায় যেন প্রচার হয়

প্রেরকও——মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ- ২২৫১ নং গ্রাহক।
সং বাগইল, পোঃ- হাটনা রাজসাহী।

প্রথম প্রতিবাদের উত্তর,——

জনাব প্রতিবাদক সাহেব من تشبه بقوم فهو منهم এই হাদিসটীকে মউজু মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন অথচ মেস্কাত কেতাবোল্লেবাছ ৩৬৭ পৃঃ-

وعنه اي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد و ابوداود

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সহিত মোসাবাহ করে, সে সেই জাতির অন্তর্গত হয় আহমদ ও আবু দাউদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন

তার পর উর্দ্দু আহলে হাদিসের যে ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ত এই হাদিসটী উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই।

তাহার পর মওয়াহেবে রাব্বির যে ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে ঐ ঠিকানাতে উহা পাইলাম না। আরও অনেক হাদিসে হিন্দু, প্রভৃতি কাফেরের বেশ ধারণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে

তফসীরে ফতহোল বয়ান ১ম জেলেদ ১৩৬ পৃঃ-

يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم

ইহার তরজমা লিখিতেছেন,-

ابن کثیر کہتے ہیں الغ سے اللہ ایمان والوں کو منع کرتا کہ وہ قول و فعل میں مشابہ کفار کا ہوں حدیث مرفوع ابن عمر میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم روہ احمد یعنی جسنے مشابہت پیدا کی کسی قوم سے وہ وہیں میں سے ہے اسکو ابو داود نے بھی روایت کیا ہے ابن کثیر نے کہا اس حدیث میں دلالت ہے نہی شدید و وعید پر اوپر تشبہ
کے

پسند کرے کہ ... اوکے قول فعل و ... واحد و عبادت
وغیرہ امور میں ... مشروع نہیں ہوئے ... ہو
حدیث ... اس ... کی شیخ اسلام ... نے کتاب اقتضاء
الصراط المستقیم ... اصحاب الجحیم میں لکھی ہے میں اسکے کسی
کتب میں ... اصل ہے
سلام میں مسلمانوں ... مخصوص عمل کرنا اس حدیث
در ترک کر دو کو اوکے ... الا اللہ

নওয়াব ছয়েদ ছিদ্দিক হাসান, আল্লামা এবনে কাছির, এমাম এবনে তায়মিয়া প্রভৃতি বিজ্ঞ আহলে হাদিসগণ এই হাদিসকে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়া বিজাতির অনুরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে নিষেধ করিয়াছেন

হজরত (সঃ) রুমি জুব্বা পরিয়াছেন, আপনিও রুমি জুব্বা পরুন। কিন্তু হজরত (সঃ) অমুসলমান রুমির জুব্বা পরিয়া থাকিলেই আপনাদের জন্য হ্যাট, কোট, পেন্টুলেন পরিয়া একেবারে ফিরিঙ্গি সাজা, কাচাকোঁচা দিয়া, দাড়ি চাঁচিয়া একেবারে হিন্দু সাজা কোনমতে জায়েজ হইবার নহে। জাতির এই দুর্দ্দিনে, যখন লোক বিজাতির বেশ ধরিতেছে, ক্রমে বিজাতিতে পরিণত হইতেছে, তখন আপনার এই প্রকারের ফতুয়া লেখা নিতান্ত অদূরদর্শিতা, ধর্ম্মজ্ঞানহীনতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ছালামবাদ আরজ আপনার সুবিখ্যাত আহলে হাদিস পত্রিকাখানি যেরূপ সেরক, বেদাত ও কুপ্রথায় পতিত বাঙ্গালার ধর্ম্মভ্রষ্ট মোসলেম সম্প্রদায়কে, এছলামের সত্যপথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে খাঁটি মুসলমান করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইতেছে, এরূপ পত্রিকা বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না খোদার কাছে প্রার্থনা করি, যেন পত্রিকা খানি সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়া দীর্ঘকাল তক স্থায়ী থাকে কিন্তু সম্পাদক সাহেব। বিগত জৈষ্ঠ সংখ্যা আহলে হাদিসের ৪২৯ পৃঃ, ৬ নং (ক) প্রশ্নের উত্তরে আপনার সহিত একমত হইতে পারি নাই। এতদসম্বন্ধে,

যখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য পীরদের সম্মানের জন্য তাহাদের নামে দান করা হইয়াছে, তখন উহা গায়রুল্লায় গণ্য হওয়া উহার উৎপন্ন বস্তু খাওয়া বা ব্যবহার করা হারাম হইতেছে। আশা করি সম্পাদক সাহেব একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, উক্ত মছলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বক কোরাণ ও হাদিসের এবারত সহ আগামী সংখ্যা আহলে হাদিসে যথাস্থলে দিয়া আমাদের মনের ভ্রান্তি দূর করিতে মর্জি হয়। উহার বদলা খোদার কাছে, ছালাম ইতি

মোহাম্মদ সফিরুদ্দিন সরকার, রংপুর, নং ১৬৪৩

দ্বিতীয় প্রতিবাদের উত্তর, --

পীরোত্তর নিষ্কর জমী যদি কোন পীর সাহেবের জীবদ্দশায় কেহ দিয়া থাকে; তবে উহা পীর সাহেবের ওয়ারিস বা স্থলাভিষিক্তগণ খাইবেন। বাকী তাঁহার মৃত্যুর পর যদি কেহ পীরোত্তর জমী দেয় তবে ঐ সম্পত্তির আয় হইতে পীরসেবার জন্য সেবাএত থাকে, পীরের ওয়ারিস বা স্থলাভিষিক্তগণ উহার মালিক হইতে পারেন না। তবে যদি পীরপোরস্তি হইতে তওবা করিলে, ঐ সম্পত্তি হালাল হইতে পারে, উহা লিল্লাহ্ কার্য্যে ব্যয় হওয়াই সঙ্গত, তখন উহা আর হারামখোরের জিনিস থাকিবে না। মোরেক, পীরপোরস্তী হইতে তওবা করার পর তাহা কোন পীরপূজক বা পূর্ব্বের হিন্দু জমীদারকে ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষা লিল্লাহ্ কার্য্যে বা সাধারণ মুসলমানের বয়তোল মালে দেওয়াই উচিত।

والله اعلم بالصواب

চাঁদা প্রাপ্তি-স্বীকার।

(বৈশাখ সংখ্যার পর হইতে)

বহি নং ৫১৬ রসিদ নং ৮০ জবর আলি মণ্ডল পলাতি দহ পুকুর ২৪ পরগনা ০, মেসাক্ত আলি মণ্ডল ।০, গোলাম জাফর ।০; পলাতি জমাত ১৫৫

১নং মারকুইস লেন, কলিকাতা। মোহাম্মদী প্রেসে
কাজি আবদুর রহিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।